BanglaBook.org

দ্য

কোবরা

ফ্রেডারিক ফরসাইথ

অনুবাদ : শাহকামাল শুভ

www.BanglaBook.org

কোবরা

ফ্রেডরিক ফরসাইথ

অনুবাদঃ **শাহ্ কামাল শুভ**

কাহিনী সংক্ষেপঃ পৃথিবীর একপ্রান্তে মাদকাসক্ত এক কিশোরের মৃত্যু সূচনা করলো বিশালে এক যুদ্ধের। মাদকব্যবসায়ীদের নির্মূলে করতে বদ্ধপরিকর স্বয়ং মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ডেকে পাঠানো হলো ভিয়েতনাম যুদ্ধফেরত, পোড়খাওয়া অভিজ্ঞ পল ভেডেরু ‘ কোবরা’ - কে। শুরু হলো বিপজ্জনক একটি মিশনের। মাদক ব্যবসার অন্ধকার জগতের বিস্তারিত আর বিশ্বস্তচিত্র তুলে ধরেছেন ফ্রেডারিক ফরসাইথ। দ্য ডে অব দি জ্যাকেল- এর স্রষ্টা বরাবরের মতো এখানেও সফল।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

ফ্রেডারিক ফরসাইথ-এর

দ্য কোবরা

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

অনুবাদ : শাহকামাল শুভ

www.BanglaBook.org

বাতিঘর প্রকাশনী

দ্য কোবরা

মূল : ফ্রেডারিক ফরসাইথ

অনুবাদ : শাহকামাল শুভ

The Cobra

copyright©2011 by Batighar prokashoni

স্বত্ব © বাতিঘর প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ : ফ্রেব্রুয়ারি ২০১২

প্রচ্ছদ: দিলান

বাতিঘর প্রকাশনী, ৩৭/১, বাংলাবাজার (বর্ণমালা মার্কেট তৃতীয় তলা), ঢাকা-১১০০ থেকে মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন কর্তৃক প্রকাশিত; মুদ্রণ : একুশে প্রিন্টার্স, ১৮/২৩, গোপাল সাহা লেন, শিংটোলা, সূত্রাপুর ঢাকা-১১০০; গ্রাফিক্স: ডট প্রিন্ট, ৩৭/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০; কম্পোজ : ইয়াকুব

মূল্য : দুইশত চল্লিশ টাকা মাত্র

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১

পনেরো বছর বয়সী যুবকটি একা একা মারা যাচ্ছিল, কেউ জানতো না, জানার মত কেবল একজনই ছিল। সে শুয়ে ছিলো একটি নোংরা ঘরে দুর্গন্ধযুক্ত ফোমের উপর। মাদকের ভয়াল ছোবলে হাড্ডিসার কঙ্কালের মতো চেহারা নিয়ে সে ধুঁকছিল মৃত্যু থেকে কয়েক মিনিটের দূরত্বে। যে বস্তিতে সে শুয়ে ছিলো সেটি একটি পরিত্যাক্ত হাউজিং প্রকল্প, ওয়াশিংটন ডিসির আনাকস্টিয়া স্টেটে অবস্থিত একটি অবহেলিত এলাকা। এমন এক এলাকা যার জন্য স্টেট কর্তৃপক্ষের কোন মাথা ব্যথা নেই, যেখানে কখনো কোন টুরিস্ট যায় না।

ছেলেটি যদি জানতো তার মৃত্যু একটি যুদ্ধের সূচনা করতে যাচ্ছে তাতেও তার কিছু এসে যেতো না। না সে বুঝতে পারতো, না সে কিছু করতে পারতো। এভাবেই মাদকাসক্তি তরুণ মনের উপর আক্রমণ করে, একেবারে ধ্বংস করে দেয়।

গত গ্রীষ্মের হোয়াইট হাউসের ডিনার পার্টিটি রাজকীয় আতিথেয়তার তুলনায় ছোটই ছিল বলতে হবে। মাত্র বিশজন অতিথি অর্থাৎ দশটি কাপল ড্রিংকের পর বসেছিল একটি কক্ষে। এদের মধ্যে আঠারো জন এখানে আসতে পেরে খুবই উচ্ছ্বসিত ছিল।

অতিথিদের মধ্যে নয় জন ছিল বড় মাপের স্বেচ্ছাসেবক, যারা ভেটেরান অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের জন্য কাজ করছে। এই সংস্থাটি সামরিক বাহিনীর বর্তমান এবং সাবেক সদস্যদের জন্য কল্যাণমূলক কাজ করে থাকে।

২০০১ থেকে ২০১০ এই নয় বছর আফগানিস্থান এবং ইরাক ফেরত অসংখ্য পুরুষ ও নারী সৃষ্টি করেছে যারা ছিল আহত অথবা আঘাত প্রাপ্ত। ভেটেরান অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সংক্ষেপে ভি.এ সামরিক বাহিনীর সদস্যদের জন্য বিরামহীন কাজ করে চলেছে, তারই স্বীকৃতিস্বরূপ কমান্ডার-ইন-চিফ প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণে নয়জন ভি.এ প্রতিনিধি সস্ত্রীক এখানে এসেছে, যেখানে আব্রাহাম লিংকন থেকে শুরু করে পরবর্তী সব আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ডিনার করেছেন। স্বয়ং ফার্স্টলেডি প্রাইভেট অ্যাপার্টমেন্টগুলো তাদের ঘুরিয়ে দেখিয়েছেন, তারা সবাই মেজর ডুমের মনোযোগী দৃষ্টির সামনে বসে সুপ পরিবেশনের জন্য অপেক্ষা করছিলো। তাই বয়স্ক ওয়েট্রেস যখন কাঁদতে শুরু করে, সেটা ছিল খানিকটা বিব্রতকর।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সে কোন শব্দ করছিল না কিন্তু তার হাতের স্যুপের বাটি কাঁপতে শুরু করেছিল। টেবিলটি ছিল বৃত্তাকার এবং ফার্স্টলেডি তার অপর দিকে বসেছিলেন। তিনি গেস্টদের খাওয়া তদারকি করছিলেন এবং হঠাৎ লক্ষ্য করলেন ওয়েট্রেসের গাল বেয়ে নীরবে অশ্রু ঝরছে।

মেজর ডুমো, যিনি প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত, তিনি লক্ষ্য রাখছিলেন কোন কিছু যাতে প্রেসিডেন্টের বিরক্তির কারন না হয়। তিনি ঘুরে টেবিলের ও পাশে গেলেন এবং পাশে থাকা আরেকজন ওয়েটারকে স্যুপের বাটিটা ধরতে ইশারা করলেন বড় কোন দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার আগেই। এরপর বয়স্ক মহিলাটিকে নিয়ে তিনি কিচেন ও প্যান্ট্রির দিকে চলে গেলেন। যখন তারা দুজন চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল ফার্স্টলেডি তখন মুখে হাত দিলেন এবং মৃদু স্বরে উপস্থিত সবার কাছে এই বিব্রতকর পরিস্থিতির জন্য ক্ষমা চাইলেন।

ওদিকে কিচেন সংলগ্ন প্যান্ট্রিতে বয়স্ক পরিবেশিকা এতোক্ষণে বসে পড়েছে, কান্নার দমকে তখনো তার ঘাড় ঝাঁকুনি খাচ্ছিল, সে মৃদু স্বরে বলছিল, "আমি দুঃখিত, আমি খুব দুঃখিত।" মেজর ডুমো'র মুখের অভিব্যক্তি বলে দিচ্ছিল তিনি এখন ক্ষমা করার মুডে নেই। কেউ প্রেসিডেন্টের সামনে এভাবে ভেঙে পড়তে পারে না।

ফার্স্টলেডি প্যান্ট্রিতে এসে মেজর ডুমোকে অতিথিদের কাছে যেতে ইশারা করলেন। তারপর তিনি ফোঁপাতে থাকা মহিলাটির দিকে ঝুঁকলেন যে কিনা তখনো তার জামার হাতা দিয়ে চোখ মুছছিলো, বার বার ক্ষমা চাচ্ছিলো।

কয়েকটি সহানুভূতিশীল প্রশ্নের জবাবে ওয়েট্রেস মেবিলি ব্যাখ্যা করলো তার হঠাৎ ভেঙ্গে পড়ার কারণটি। যে ছেলেটিকে সে লালন-পালন করে বড় করেছে, মহিলাটির নাতি–যার বাবা নয় বছর আগে নাইন ইলেভেনে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের ঘটনায় মারা গেছে–তার মৃতদেহ পুলিশ উদ্ধার করেছে। তার বাবা যখন মারা যায় তখন বয়স ছিল মাত্র ছয়, তারপর থেকে ছেলেটি মহিলার সাথেই থাকতো।

পুলিশ ব্যাখ্যা করেছে তার মৃত্যুর কারণ মেডিক্যাল অফিসারের কাছ থেকে জানতে পেরেছে, তারা জানিয়েছে, লাশটি সিটি কর্পোরেশনের মর্গে রাখা হয়েছে।

আর তাই প্যান্ট্রির কোনায় ফার্স্টলেডি এবং বয়স্ক পরিবেশিকা একে অপরকে সান্তনা দিচ্ছিলো, তারা দু'জনেই কালো দাসদের উত্তরসূরী। ঠিক সে সময় তাদের থেকে কয়েক ফিট দূরে ভি.এ প্রতিনিধিরা স্যুপ আর এন্টন খেতে খেতে গতানুগতিক আলোচনা করছিলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খাওয়ার সময়ে এ ব্যাপারে আর কোন আলোচনা হল না। এ ব্যাপারে আবার কথা হল যখন দুই ঘণ্টা পর প্রেসিডেন্ট তার প্রাইভেট অ্যাপার্টমেন্টে তার ডিনার জ্যাকেট খুলছিলেন। তখন তিনি ফার্স্টলেডির কাছে ব্যাপারটি জানতে চাইলেন।

এর পাঁচ ঘণ্টা পর, প্রায় অন্ধকার বেডরুমে, যেখানে বুলেটপ্রুফ কাঁচ এবং পর্দা ভেদ করে আসা ওয়াশিংটন সিটির মাত্র এক টুকরো আলো ছিলো, ফার্স্টলেডি টের পেলেন তার পাশে শুয়ে থাকা প্রেসিডেন্ট এখনও ঘুমোন নি।

প্রেসিডেন্টের জীবনের একটি বড় অংশ তাঁর দাদীমার কাছে কেটেছে, যখন তার দাদীই তাকে লালন পালন করেছেন। তাই একটি ছেলে এবং তার দাদীমার সম্পর্ক তার জানা ছিল এবং সম্পর্কটি তাঁর কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও ছিল।

তাই যদিও তার অভ্যাস ছিলো খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠা এবং পরিশ্রম সাধ্য ব্যায়ামের মাধ্যমে শরীরের শেপ ঠিক রাখা, তবুও তিনি ঘুমোতে পারছিলেন না। তিনি অন্ধকারে শুয়ে ছিলেন এবং চিন্তা করছিলেন।

তিনি ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন, পনেরো বছর বয়সী ছেলেটি, সে যেই হোক, সে গরীবদের কবরস্থানে যাবে না বরং একটি ভদ্রস্থ শেষকৃত্যের মাধ্যমে কোন উপযুক্ত চার্চে সমাহিত হবে। কিন্তু তিনি গরীব অথচ ভদ্র ঘর থেকে আসা এতো ছোট ছেলের মৃত্যুর কারণ নিয়ে চিন্তিত ছিলেন।

ঠিক তিনটে বাজার পর তিনি তার লম্বা, সরু পাগুলো বিছানা থেকে তুললেন এবং একটি রোব গায়ে জড়ালেন। তখন একটি ঘুম জড়ানো কণ্ঠ ভেসে এলো, "কোথায় যাচ্ছ?" তার পাশ থেকে "আমার বেশিক্ষণ লাগবে না," তিনি উত্তর দিলেন, বেল্ট বেঁধে এগিয়ে গেলেন ড্রেসিং রুমের দিকে।

যখন তিনি হ্যান্ডসেটটি তুললেন উত্তর আসতে দুই সেকেন্ড সময় লাগলো। যদিও বা ডিউটি অফিসার রাতের এই সময়ে, যখন মানুষের স্পিরিট সর্বনিম্ন পর্যায়ে থাকে, ক্লান্তও হলেও সে সেটা প্রকাশ করলো না। বরং স্বচ্ছ ও আগ্রহী স্বরে বললো, "ইয়েস, মিস্টার প্রেসিডেন্ট।"

তার সামনে থাকা কনসোলের লাইট তাকে জানান দিচ্ছিলো ঠিক কে তাকে কল করেছে।

এই বিখ্যাত প্রাসাদে দুই বছর থাকার পরেও শিকাগো থেকে আসা লোকটির নিজেকে মনে করিয়ে দিতে হতো যে তিনি শুধু একবার বললে দিন অথবা রাত যে কোন সময়ে যে কোন কিছু পেতে পারেন।

আপনি কি ডিইএ'র ডিরেক্টরকে জাগিয়ে দিতে পারেন, তিনি তার বাসা অথবা যেখানেই থাকেন না কেন?" তিনি জিজ্ঞেস করলেন। অপারেটরের কাছ থেকে কোন বিস্ময় আসলো না। যখন আপনি সেই লোক, আপনি যদি চান

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মঙ্গোলিয়ার প্রেসিডেন্টের সাথে এখন গল্প করবেন তবে সেটাও ব্যবস্থা করে দেয়া যাবে।

"আমি এখনই উনাকে ধরে দিচ্ছি," কয়েক তলা নিচে কমিউনিকেশন রুমে থাকা মহিলাটি উত্তর দিল, সে দ্রুত একটি কম্পিউটার কি-বোর্ড হাত চালালো, অসংখ্য সার্কিট তাদের কাজ করলো এবং স্ক্রিনে একটি নাম ভেসে উঠলো। প্রাইভেট ফোন নাম্বারের দশটি ভিজিট স্ক্রিনে দেখা গেল। নাম এবং ঠিকানা নির্দেশ করছিল জর্জটাউনের একটি সুন্দর বাড়ি। মহিলাটি নাম্বারটি ডায়াল করলো এবং দশম রিংয়ে একটি ঘুম জড়ানো কণ্ঠ উত্তর দিলো।

"স্যার, আমি প্রেসিডেন্টের বাসভবন থেকে বলছি, তিনি আপনার সাথে কথা বলবেন," মহিলাটি তাকে বললো। মধ্যবয়সী সরকারী কর্মচারীর কণ্ঠ মুহূর্তের মধ্যে ঠিক হয়ে গেল। তারপর ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি ডিইএ প্রধানকে উপরের তলার লাইনে ট্রান্সফার করলো অপারেটর। সে তাদের কথা শুনছিলো না। তাদের কথা শেষ হয়ে গেলে একটি লাইট সেটা জানান দেবে, এরপর সে ডিসকানেক্ট করতে পারবে।

"আপনাকে এতো রাতে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত," প্রেসিডেন্ট বললেন। তৎক্ষণাৎ তিনি আশ্বস্ত হলেন, এটা কোন ব্যাপার না। "আমার কিছু ইনফরমেশন দরকার হতে পারে, কিছু উপদেশ। আপনি কি আজ সকাল নয়টায় ওয়েস্ট উইংয়ে আমার সাথে দেখা করতে পারবেন?"

শুধুমাত্র সৌজন্য থাকায় এটি একটি প্রশ্নবোধক বাক্য হল। অন্যথায় প্রেসিডেন্টে আদেশ দিয়ে থাকেন। তিনি নিশ্চিত হলেন যে সকাল নয়টায় ওভাল অফিসে চিফ আসছেন। ফোন রেখে শেষ পর্যন্ত ঘুমাতে গেলেন প্রেসিডেন্ট।

এই উপদ্রব আবার কিসের জন্য কে জানে–ডিরেক্টর যখন নিজেকে প্রশ্ন করছিলেন তখন জর্জটাউনের লাল ইটের একটি রাজকীয় বাড়ির বেডরুমের বাতি জ্বালানো ছিল। একজন উঁচু মাপের সরকারী কর্মকর্তাকে রাত তিনটায় জাগিয়ে দিয়ে পরের দিন দেখা করতে বলার মানে অবশ্যই কোথাও কোন গোলমাল হয়েছে। সম্ভবত তাই হয়েছে, ডিরেক্টর আর ঘুমোতে গেলেন না, কিচেনে জুস আর কফি বানালেন এবং দুঃশ্চিন্তা করতে বসলেন।

আটলান্টিকের ওপারে ভোর হয়েছে তখন, জার্মান পোর্ট কুক্সহাভেন থেকে দূরে একটি ধূসর, জনশূন্য, বৃষ্টিকবলিত সাগরে এমভি সান ক্রিস্টোবান চলছে। ক্যাপ্টেন হোসে মারিয়া ভার্গাস হাল ধরে আছেন আর তার পাশে বসে পাইলট মৃদু স্বরে নির্দেশনা দিচ্ছে। তারা আকাশপথ এবং জলপথের সাধারণ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভাষা ইংরেজিতে কথা বলছে। সান ক্রিস্টোবাল তার নাক ঘুরিয়ে এলবে নদীমুখের বাইরের পথে প্রবেশ করল। ষাট মাইল পর সে ইউরোপের বৃহত্তর নদী বন্দর হামবুর্গের দিকে এগুতে থাকবে।

৩০,০০০ টনের সান ক্রিস্টোবালে একটি সাধারণ জাহাজ যা ছিল পানামার পতাকাবাহী। জাহাজটির ব্রিজের সামনে ছিল সারি সারি কন্টেইনার।

নিচের ডেকে ছিল আটটি কন্টেইনার স্তর আর উপরের ডেকে ছিল চারটি স্তর। ব্রিজ থেকে প্রো পর্যন্ত চৌদ্দ সারি কন্টেইনার ছিল, আর পাশাপাশি ছিল আটটি কন্টেইনারের সারি।

তার কাগজপত্রে লেখা আছে, সে যাত্রা শুরু করেছে ভেনিজুয়েলার মারাকাইবু থেকে, তারপর পূর্বদিকে অগ্রসর হয়েছে সুরিনামের রাজধানী এবং একমাত্র সমুদ্রবন্দর পারমারিবুর দিকে আশি কন্টেইনার কলা নিয়ে। কাগজপত্রে যা লেখা নেই তা হল, শেষের আশি কন্টেনাইরের মধ্যে একটি কন্টেইনারে কলার পাশাপাশি ছিল আরো বিশেষ কিছু জিনিস। দ্বিতীয় একটি চালান উড়ে চলেছে, কলম্বিয়ার একটি দূরবর্তী এস্টেট থেকে একটি পুরনো ট্রানসেল কার্গো বিমানে করে ভেনিজুয়েলা এবং গায়ানার উপর দিয়ে সুরিনামের দিকে। পুরনো ট্রানসেল কার্গো প্লেনটি সাউথ আফ্রিকা থেকে কেনা।

পুরনো কার্গো প্লেনটি যেসব জিনিস নিয়ে যাচ্ছিল সেগুলো প্লেনের পেছনের দিকের একটি কন্টেইনারে সারি সারি ইটের মতো করে সাজানো ছিলো। ইটগুলো জড়ো করে রাখা ছিল কন্টেইনারের মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত। সাতটি ইটের সারি তৈরি হওয়ার পর একটি স্টিলের দেয়ালে তৈরি করে আটকে ফেলা হয়েছে এর উপরে রং করে ফেলা হয়েছে। এর পর কন্টেইনারের বাকি অংশে রাখা হয়েছে কাঁচা সবুজ কলা যেগুলো ঝুলছিল কন্টেইনারে থাকা হ্যাঙ্গারে। বাইরে থেকে বোঝার কোন উপায় ছিল না যে কন্টেইনারে কলা বাদে অন্য কোন জিনিস আছে। কলা এবং সেই সব বিশেষ জিনিস গুলো নিয়ে প্লেনটি উড়ে চলছিল ইউরোপের দিকে।

ফ্লাটবেড ট্রাকগুলো জঙ্গলের মধ্য দিয়ে গর্জন গর্জন করে ছুটে চলেছিল উপকূলের দিকে। এক্সপোর্ট কার্গো নিয়ে, সান ক্রিস্টোবাল যেসব কার্গো নিল, এতে তার ক্যাপাসিটি পুরোটাই পূর্ণ হল এবং সেটি যেতে থাকল ইউরোপের দিকে।

ক্যাপ্টেন ভার্গাস অসম্ভব সৎ একজন নাবিক, তিনি জানতেন না তার জাহাজে বহন করে আনা একটি কন্টেইনারে বিশেষ কিছু আছে। আসলে জাহাজের কাজ হচ্ছে শুধুমাত্র কন্টেইনার বয়ে আনা, এর ভেতরে কি আছে সেটা দেখা নাবিকের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না, এটা কাস্টম্‌সের কাজ। তিনি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হামবুর্গে আগেও এসেছেন এবং বারবারই এই পোর্টের বিশালতা এবং দক্ষতা তাকে মুগ্ধ করেছে। এই পোর্টটি দেখতে দুইটি একত্রিত শহরের মতো, যার এক পাশে মানুষ বসাবস করতো এবং অন্য শহরটি ছিল ক্রমবর্ধান পোর্টসিটি। এটি এই মহাদেশের সর্ব বৃহৎ কন্টেইনার সুবিধা সম্বলিত বন্দর।

এখানে প্রতিবছর ১৩,০০০ পোর্ট কল থাকে, ১৪০ মিলিয়ন টন কার্গো ওঠানামা করে এবং এর ৩২০ টি বার্থের সবগুলো দিয়েই ডকিং করা যায়। শুধু মাত্র কন্টেইনার গেটেরই আছে চারটি টার্মিনাল এবং আল্টেওয়ার্ডার টার্মিনালটি এবার সান ক্রিস্টোবালের জন্য বরাদ্দ ছিল।

যখন জাহাজটি হামবুর্গ থেকে পাঁচ নট দূরে ছিল, হাল ধরে বসে থাকা দুজন লোককে তখন কড়া কলম্বিয়ার কফি পরিবেশন করা হল। তারা কফি খাচ্ছিল এবং এর সুন্দর গন্ধের প্রশংসা করছিল। ততোক্ষণে বৃষ্টি থেমে গেছে, সূর্য উঠি উঠি করছে এবং ক্রুরা তীরে নামার জন্য উস্‌খুশ করছে।

এটি ছিল প্রায় মধ্যদুপুর যখন সান ক্রিস্টোবলে তার নির্ধারিত বার্থে নোঙর করলো। প্রায় সাথে সাথেই পনেরোটি গ্যান্ট্রি ক্রেন পজিশন নিয়ে জাহাজ থেকে কন্টেনাইরগুলো জেটিতে নামানোর কাজ শুরু করলো।

ক্যাপ্টেন ভার্গাস পাইলটকে বিদায় জানালেন। পাইলটের শিফট আপাতত শেষ। সে আস্টোনায় তার বাড়ির উদ্দেশ্যে জাহাজ ছেড়ে চলে গেলো। এ সময় ইঞ্জিন বন্ধ থাকার কারণে স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার দিয়ে জাহাজের দরকারি কাজগুলো চলছিল। ক্রুরা পাসপোর্ট হাতে নিয়ে তীরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল তীরে থাকা বার এবং ক্যাসিনোর উদ্দেশ্যে। জাহাজ ছিল শান্ত আর কোলাহলমুক্ত। ক্যাপ্টেন ভার্গাসের জাহাজেই ঘরবাড়ি, ভ্রমণ শান্ত পরিবেশই তার পছন্দ।

তার জানার কথা নয় যে ব্রিজের উপরের দিকে থাকা কন্টেইনার গুলোর একটিতে সচরাচর দেখা যায় না এমন একটি ছোট লোগো অঙ্কিত আছে। সেটি খুঁজে পাওয়া যথেষ্ট কঠিন। জাহাজে বয়ে আনা কন্টেইনারগুলোতে বিভিন্ন ধরনের ঘষার দাগ, চিহ্ন, আউডেন্টিটি কোড, মালিকের নাম আঁকা থাকে। তাই জানা না থাকলে এতো সবের মাঝে বিশেষ একটি লোগো খুঁজে পাওয়া প্রায় দুঃসাধ্য। এই বিশেষ লোগোটি ছিলো পরস্পর যুক্ত দুইটি বৃত্তের, যারা একে অপরকে ছেদ করেছে এবং একটি বৃত্তের মাঝে একটি ক্রশ চিহ্ন আঁকা যেটি ছিল হার্মানদাদ বা ব্রাদারহুডের লোগো, যারা প্রায় নব্বই পার্সেন্ট কলম্বিয়ান কোকেন চোরাচালানের জন্য দোষী। ঐ চিহ্নটি সনাক্ত করার মতো শুধুমাত্র এক জোড়া চোখ ছিল জেটিতে।

গ্যান্ট্রি ক্রেনগুলো জাহজের ডেক থেকে কন্টেইনারগুলো তুলে অটোমেটিক গাইডেড ভেহিকল বা এজিভি-এর উপর রাখছিল, এজিভি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পরবর্তীতে সেগুলো জেটির স্টোরেজ এরিয়াতে সরিয়ে রাখছিল। পুরো ব্যাপারটা জেটির উপরে থাকা একটি টাওয়ার থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছিল কম্পিউটারের মাধ্যমে। কেউ খেয়াল করল না, এজিভি'র পাশে থাকা একজন অফিসারের চোখে পড়ল সেই লোগোটি। তিনি তার সেল ফোন বের করে একটি কল করে নিজের অফিসে ফিরে গেলেন। কয়েক মাইল দূর থেকে একটি ফ্ল্যাটবেড ট্রাক হামবুর্গের দিকে চলতে শুরু করল।

এই সময়েই ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি ডিইএ'র ডিরেক্টর হোয়াই হাউসের ওভাল অফিসের ওয়েস্টউইংয়ে গেলেন। আগেও তিনি কয়েকবার এখানে এসেছেন কিন্তু এখানকার বিশাল ওয়ার্কিংডেস্ক, ঢেকে রাখা পতাকাগুলো, আর প্রজাতন্ত্রের সিলটা এখনও তাকে মুগ্ধ করে। তিনি স্পষ্টতই প্রশংসা করেন, আর এই জায়গটিই ক্ষমতার কেন্দ্র।

প্রেসিডেন্ট ব্যায়াম করে শাওয়ার নিয়ে নাস্তা করে পরিপাটি পোশাকে এসেছেন, তাই তার মুড খুব ভালো। তিনি অতিথিকে সোফায় বসতে বলে নিজেও অন্য একটি সোফায় বসলেন।

"কোনে," তিনি বললেন, "আমি কোকেন সম্পর্কে জানতে চাই। তোমার কাছে তো এ ব্যাপারে অনেক তথ্য আছে।"

"অসংখ্য তথ্য আছে, মিঃ প্রেসিডেন্ট। যদি একটির উপরে আরেকটি ফাইল রাখা হয় তবে বেশ কয়েক ফিট উঁচু হবে।"

"এতো বেশি না," প্রেসিডেন্ট বললেন, "আমার শুধু দশ হাজার শব্দ লাগবে। পাতার পর পাতা পরিসংখ্যান আচে জানি কিন্তু আমি শুধু মূল ব্যাপারগুলো, মানে সারসংক্ষেপ চাই। আসলে ব্যাপারটা কি, কোথা থেকে আসে, কারা এগুলো বানায়, কারা বহন করে, কারা কেনে, ব্যবহার করে কারা, দাম কেমন, প্রফিট কোথায় যায়, কারা লাভবান হয়, লোকসান দেয় কারা আর আমরা এ ব্যাপারে কি কি পদক্ষেপ নিয়েছি, এইসব।"

"শুধু কোকেন, মিঃ প্রেসিডেন্ট? বাকিগুলো না? হেরোইন, পিসিপি, অ্যাঞ্জেল ডাস্ট, মেটামরফিন, সবধরণের গাঁজা?"

"শুধু কোকেন। আমি আগে আসলটার ব্যাপারে জানতে চাই, মূল ব্যাপারগুলো আমার আগে জানা দরকার।"

"আমি একটি নতুন রিপোর্ট তৈরি করে দিব, স্যার। দশ হাজার শব্দ, সরল ভাষায়। টপ সিক্রেট। ছয় দিনের মধ্যে, ঠিক আছে, মিঃ প্রেসিডেন্ট?"

প্রেসিডেন্ট উঠে দাঁড়ালেন হ্যান্ডশেক করার জন্য। মিটিং শেষ, ততোক্ষণে দরজাটাও খুলে গেছে।

"আমি জানি আপনার উপর আস্থা রাখা যায়, ডিরেক্টর। আপনাকে তিন দিন সময় দেয়া হলো।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডিরেক্টরের ক্রাউন ভিক্টোরিয়া কারপার্কে অপেক্ষা করছিল। ড্রাইভার সেটি ঘুরিয়ে ওয়েস্টউইংয়ের দরজার কাছে নিয়ে আসল। চল্লিশ মিনিটের মধ্যে আস্টিংটনের পটোম্যাক ক্রশ করে ডিরেক্টর তার ৭০০ আর্মি নেভি ড্রাইভারের টপ ফ্লোরের অফিসে পৌছালেন।

তিনি তার হেড অফ অপারেশন্স বব ব্যারিগানকে কাজটা দিলেন। অপেক্ষাকৃত তরুণ এই লোকটি শুধুমাত্র ডেস্কে বসে কাজ করার বদলে মাঠে ময়দানে কাজ করে নিজেকে ঝালিয়ে নিয়েছে। সে শান্তভাবে মাথা নেড়ে মৃদুস্বরে বলল, "মাত্র তিন দিন?"

ডিরেক্টর মাথা নাড়লেন। "খাওয়া, ঘুম সব বাদ দাও। শুধু কফি খাও, ঘুম তাড়াও আর কাজ কর। ব্যাপারটা যতটা খারাপ রিপোর্টে ঠিক ততোটুকুই ফুটিয়ে তুলবে। শেষ দিকে বাজেট কিছুটা বাড়তে পারে।"

সাবেক ফিল্ড অফিসার করিডোরের দিকে এগোল, পার্সোনাল অ্যাসিস্টেন্টকে বলতে গেল পরবর্তী তিন দিনের জন্য সব মিটিং, অ্যাপয়েনমেন্ট এবং ইন্টারভিউ স্থগিত করে দিতে। যেতে যেতে মনে মনে গাল পাড়ল, শালার ডেস্ক জকিগুলো কোথাকার, যা মনে আসে চেয়ে বসে। এদের তো কোন খবর নেই, শুধু অর্ডার দিয়েই খালাস। তারপর ডিনার খেতে যায় আর টাকা গিলে। মাঝখান থেকে ঘুম নষ্ট হয় শুধু আমার।

সূর্যাস্তের আগেই সান ক্রিস্টোবালের সব কার্গো নামিয়ে ফেলা হয়েছে। কিন্তু তখনো কার্গো বহনকারী কন্টেইনারগুলো জেটির মধ্যেই ছিল। ফ্ল্যাটবেড ট্রাকগুলো ব্রিজের কাছে ভিড় করছে তাদের নিজেদের ইমপোর্ট করা কার্গো নিয়ে যাওয়ার জন্য। ড্রামাস্টাড থেকে আসা কৃষ্ণাঙ্গ এক লোক তার ফ্ল্যাটবেড ট্রাক নিয়ে লাইনে অপেক্ষা করছে। তার কাগজপত্র বলছে, সে তুর্কি বংশোদ্ভূত একজন জার্মান নাগরিক। জার্মানির একটি সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর সদস্য। কিন্তু তার কাগজপত্রে যে ব্যাপারটি লেখা ছিলো না সেটি হচ্ছে, সে তুর্কি মাফিয়ার একজন সদস্য।

পোর্টের ভেতরে সাধারণত খুব একটা ঝামেলা হয় না, সুরিনাম থেকে আসা কলাবাহী কার্গোর ক্লিয়ারেন্স পাওয়ার প্রক্রিয়াটি মোটামুটি ঝামেলাবিহীন।

হামবুর্গ বন্দর দিয়ে ইউরোপে এতো কার্গো প্রবেশ করে যে, প্রতিটি কন্টেইনার ভালো ভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা এক কথায় অসম্ভব। তবুও জার্মান কাস্টমস্ যারা জেডকেএ নামে পরিচিত, তারা তাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করে। প্রায় পাঁচ পার্সেন্ট কার্গো ভালোভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। এদের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মধ্যে কিছু র‍্যানডম সিলেক্ট করে চেক করা হয় আবার কখনো কোন কার্গোর তথ্যে অসামঞ্জস্যতা থাকল। অথবা কাগজপত্র অসম্পূর্ণ থাকলে সেগুলো চেক করা হয়। (যেমন কলার কার্গোতে যদি কন্টেইনারে ছেড়ে আসার স্থান মৌরিতানিয়া লেখা থাকে তবে সহজেই অনুমান করা হয়, যে তথ্য দেয়া হয়েছে সেটি মিথ্যা, কারণ মৌরিতানিয়ায় কোনো কলা উৎপন্ন হয় না।)

এই কন্টেনাইর চেক করা বলতে বুঝায় স্টিল ভেঙ্গে কন্টেইনারটি খোলা, কন্টেইনারে কোন গোপন কামরা আছে কিনা খোজা, পাশ্ববর্তী ল্যাবরেটরিতে কেমিক্যাল টেস্ট করা, স্নিফার ডগ দিয়ে তল্লাশী করা অথবা শুধু কার্গোর ট্রাকের এক্সরে ইন্সপেকশন করা, প্রতিদিন প্রায় দুইশ চল্লিশটি ট্রাক এক্সরে করা হয়। কিন্তু একটি কলার কন্টেইনারকে সাধারণত এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় না।

এই কন্টেইনার টিকে অন্যসব ফলের কার্গোর মত অপেক্ষা করতে হলো না। কারণ এর গায়ে একটি ট্যাগ লাগানো ছিল যে এটি একটি দ্রুত পচনশীল ফলের কার্গো এবং যত দ্রুত সম্ভব একে ক্লিয়ারেন্স দেয়া হোক। হামবুর্গে সাধারণত আইটি বেজড্ অ্যাটলাস্ সিস্টেমে ক্লিয়ারেন্স দেয়া হয়। কেউ একজন জেডকেএ'র কম্পিউটার সিস্টেমে ওই কন্টেইনারের রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটি ঢুকায় এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই কন্টেইনার গুলো বেরিয়ে যাওয়ার ক্লিয়ারেন্স পেয়ে যায়। যখন টার্কিশ ড্রাইভারটি লাইনের সামনে ডক গেটে পৌছাল ততোক্ষণে তার স্টীল কন্টেনারটি কালেকশনের জন্য ক্লিয়ার করা হয়ে গেছে। সে তার কাগজ পত্র গুলো দেখাল, জেডকেএ'র একজন লোক গেটের পাশের বুথে তার কম্পিউটারে হাত চালানো ক্লিয়ারেন্সে একবার চোখ বুলিয়ে দেখতে পেল যে সেটি ড্রামাস্টাডের একটি ছোট ফল কোম্পানির একটি কলার চালান। সে ট্রাকটিকে সামনে যেতে ইশারা করলো। তিরিশ মিনিটের মধ্যে টার্কিশ ড্রাইভার তার ট্রাক নিয়ে জার্মানীর রাস্তায় চলতে শুরু করল।

তার পেছনে ছিল এক মেট্রিক টন খাঁটি কলাম্বিয়ান কোকেন। ক্রেতাদের কাছে বিক্রির আগে সেটিতে অন্যান্য অনেক কেমিক্যাল যেমন বেন্‌জোকেইন, ক্রিয়েটিন, এফার্ডিন, এমন কি ঘোড়ার ট্রাংকুলাইজার কেটামিন মেশানো হবে। এসব মেশানো হয়ে থাকে ক্রেতাদের বোঝানোর জন্য যে এতে তারা অনেক বেশি থ্রিল অনুভব করবে সম পরিমাণ কোকেন সেবনের চেয়ে। কিছু অক্ষতিকর সাদা পাউডার যেমন বেকিং সোডা, আইসিং সুগার ও মেশানো হয় শুধু মাত্র পরিমাণ বাড়ানোর জন্য, এত সব মিশ্রণের পর একটন খাঁটি কোকেন থেকে ছয় সাতগুন বেশি পরিমাণে বিক্রিযোগ্য কোকেন পাওয়া যায়।

হাজার গ্রামের প্রতি কেজি কোকেন রূপান্তরিত হয় সাত হাজার গ্রামে আর ক্রেতারা প্রতি গ্রামের জন্য দশ ডলার খরচ করে, তাই প্রতি কেজি জিডির

www.BanglaBook.org

কোকেন শেষ পর্যন্ত ৭০,০০০ ডলারে বিক্রি হয়। ড্রাইভারের পেছনে এমন হাজার কেজি কোকেন ছিল, যার দাম প্রায় সত্তর মিলিয়ন ডলার। যে 'পাস্তা' কলম্বিয়ার জঙ্গল থেকে প্রতি কেজি এক হাজার টাকা দামে কেনা হয়। কার্গো প্লেন দিয়ে সুরিনাম পর্যন্ত এনে, কলা চাষের জন্য কিছু খরচ দিয়ে, সান ক্রিস্টোবালের মতো জাহাজের ভাড়া দিয়ে এবং হামবুর্গের দূর্নিতিগ্রস্থ পুলিশ অফিসারদের একাউন্টে ৫০,০০০ ডলার জমা দিয়েও বিশাল অঙ্কের লাভ থাকে।

ইউরোপিয়ান গ্যাংস্টারা এই সব ইটের মতো শক্ত কোকেন বার কে গুঁড়ো করে ট্যাল্কের মতো পাউডার বানানো। এবং বিপননের খরচ বহন করবে। কিন্তু যদি জঙ্গল থেকে হামবুর্গ পর্যন্ত আনার ওভার হেড খরচ আঁচ পার্সেন্ট হয় এবং ইউরোপিয়ানদের ওভার হেড খরচ আরো পাঁচ পার্সেন্ট হয় তবুও নব্বই পার্সেন্ট প্রফিট বাকি থাকে কার্টেন আর মাফিয়াদের মধ্যে ভাগ হওয়ার জন্য।

আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ব্যারিগান রিপোর্ট পড়ে এ বিষয়ে জানবেন যেটি তিন দিনের মধ্যেই তার ডেস্কে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে, যেমনটি কথা ছিল।

যখন তিনি ডিনারের পর রিপোর্টটি পড়ছিলেন, ততোক্ষণে আরো দুই টন কলম্বিয়ান পিওর কোকেন একটি পিক-আপ ট্রাকে করে টেক্রান বার্ডারের ন্যুভো লারেডো নামের একটি ছোট শহর দিয়ে চুপি চুপি ঢুকে আমেরিকার প্রাণ কেন্দ্রে হারিয়ে গেল।

ডিয়ার মিস্টার প্রেসিডেন্ট,

আপনার নির্দেশ মতো নারকোটিক কোকেনের উপর প্রতিবেদন তৈরি করতে পেরে সম্মানিত বোধ করছি। নিচে পর্যায় ক্রমে বিস্তৃতভাবে ব্যাপারগুলো ব্যাখ্যা করা হল।

উৎপত্তি : কোকেন আসে পুরোপুরি কোকা গাছ হতে যেটি এক প্রকার আগাছা জাতীয় গুল্ম যা বহুকাল ধরেই দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের আহাড় এবং জঙ্গলে জন্মে আসছে। ওই সময় থেকেই স্থানীয় লোকজন এই উদ্ভিদের পাতা চিবিয়ে খেতে যা তাদের স্থায়ী ক্ষুধা দমিয়ে রাখত এবং মস্তিষ্ক উদ্দীপিত করতো। সাধারণত এই উদ্ভিদের কোন ফল কিংবা ফুল হয় না; এর ডাটা এবং পল্লব কাজে এবং কোন কাজের না; শুধু এর পাতাতে ড্রাগ থাকে।

পাতার ওজনের ১০০ ভাগের তুলনায় মাত্র এক পার্সেন্ট ড্রাগ থাকে। ৩৭৫ কিলোগ্রাম চাষ করা পাতা থেকে ২.৫ কেজি কোকা পেস্ট পাওয়া যায়। কোকা পেস্ট হচ্ছে মধ্যবর্তী অবস্থা যেটিকে পাস্তা বলা হয়। এই ২.৫ গ্রাম

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাস্তা থেকে শেষ পর্যন্ত ১ গ্রাফ কোকেনের সাদা পাউডার পাওয়া যায়।

জিওগ্রাফি : বিশ্বব্যাপী সরবরাহকৃত কোকেনের প্রায় ১০ পার্সেন্ট আসে বলিভিয়া থেকে, ২০ পার্সেন্ট আসে পেরু থেকে এবং বাকি ৬১ পার্সেন্ট আসে কলম্বিয়ার পাহাড় ও জঙ্গল থেকে।

কিন্তু কলাম্বিয়ান গ্যাংরা কোকা পেস্ট অবস্থাতেই অন্য দুই দেশ থেকে কোকা পাতা কিনে নেয় এবং তারাই রিফাইন করে সারা বিশ্বের এর প্রায় শত ভাগ সরবরাহ ও বিক্রি করে থাকে।

কেমিস্ট্রি : চাষকৃত কোকা পাতা কে বিক্রিরযোগ্য কোকেনে পরিণত করতে মাত্র দুইটি রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্য দিয়ে যেতে হয়। দুটি প্রক্রিয়াই অসম্ভব সস্তা, আর এ কারণেই এর উৎপাদন নির্মূল করা এ যাবত কাল পর্যন্ত অসম্ভব প্রমাণিত হয়েছে।

কাঁচা পাতা গুলো পুরনো তেলের ড্রাগের ভেতরে এসিডে ডুবিয়ে রাখা হয়। সস্তা ব্যাটারীর এসিডেই কাজ চলে-যা পাতা হতে কোকেন বের করে নেয়। এর পর পাতা গুলো তুলে ফেলে দেয়া হয় এবং এক ধরনের বাদামী স্যুপ পাত্রে অবশিষ্ট থাকে। এরপর একে অ্যালকোহল এবং গ্যাসোলিন মিশিয়ে ঝাঁকানো হয় এবং এথেকে অ্যালকালয়েড নিঃসৃত হয়।

এরপর একে তরল থেকে আলাদা করা হয় এবং স্ট্রং অ্যালকালি যেমন সোডিয়াম বাই কার্বনেট দিয়ে বিক্রিয়া করানো হয়। এই মিশ্রণের ফলে এক প্রকার বিষাক্ত অর্ধতরল পদার্থ পাওয়া যায় যেটি হচ্ছে মূল পেস্ট যা পাস্তা নামে পরিচিত। সাউথ আমেরিকাতে পাস্তাই হচ্ছে কোকেন ব্যবসায়ের স্টান্ডার্ড ইউনিট গ্যাংস্টার রা কৃষকের কাছ থেকে পাস্তা এই কেনে, প্রায় ১৫০ কেজি পাতা হতে প্রায় ১ কেজি পাস্তা হয়। এই কেমিক্যালগুলো সহজে আহরণ করা যায় এবং জঙ্গল থেকে রিফাইনারীতে পরিবহন করা ও সহজ।

ফিনিশিং : গোপন রিফাইনারীতে, যেগুলো সাধারণত জঙ্গলের গভীরে, লুকানো থাকে, পাস্তা কে রূপান্তর করা হয় তুষার ধরল কোকেন হাইড্রোক্লোরাইড পাউডার (এর পুরো নাম) এতে পাস্তার সাথে আরো অনেক কেমিক্যাল যুক্ত করা হয় যেমন হাইড্রোক্লোরিক এসিড, পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট, অ্যাসিটোন, ইথরে, অ্যামোনিয়া, ক্যালসিয়াম কার্বনেট, সোডিয়াম কার্বনেট, সালফিউরিক এসিড এবং অনেক গ্যাসোলিন। এরপর মিশ্রণটি কে শুকানো হয় এবং যা অবশিষ্ট থাকে সেটাই কোকেন পাউডার। যে সব রাসায়নিক উপাদান এতে ব্যবহৃত হয় এর প্রায় সবই সস্তা, আর এসব উপাদান বিভিন্ন বৈধ ইন্ডাষ্ট্রিজের ব্যবহৃত হয় বিধায় এগুলো সহজ লভ্য।

খরচ : কোকা উৎপদানকারী চাষী যারা কোকালেয়ার নামে পরিচিত তারা সারা বছর পরিশ্রম করে ছয়বার ফসল ফলাতে পারে। প্রতিবারের উৎপাদন করতে পারে ১৩৫ কেজি কোকা পাতা, তাহলে এক বছরে ছয়বারে তার

www.BanglaBook.org

উৎপাদন হয় ৭৫০ কেজি পাতা, যা থেকে পাওয়া যায় পাঁচ কেজি পাস্তা। প্রতি কেজি পাস্তা এক হাজার টাকা দরে বিক্রি করে। তার খরচ বাদ দিয়ে সারা বছরে সে আয় করতে পারে পাঁচ হাজার ডলার। এমনকি পাউডার বানিয়ে বিক্রি করেও প্রতি কেজি তারা বিক্রি করতে পার চার হাজার ডলারে।

লাভ/প্রফিট : বিশ্বের যে কোন জিনিসের চেয়ে এই ব্যবসায়ে বেশি লাভ। ওই সব প্রতি কেজি কলাম্বিয়াম পিওর কোকেন কলাম্বিয়া উপকূল থেকে তিন হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে উই.এস.এ. পৌছে ৪০০০ ডলার থেকে হয়ে যায় ৬০০০০ ডলার আর ইউরোপের উদ্দেশ্যে পাঁচ হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে পরিণত হয় ৭০০০০ ডলারে। এখানেই শেষ নয়, এদের প্রতিটি কিলোগ্রাম কোকেনে অনেক সময় ভেজাল মিশ্রিত করে অরিজিনালের চাইতে ছয় সাতগুন বেশি পাউডারে পরিণত করা হয় যার প্রতি গ্রামের মূল্য অরিজিনালের সমানই থাকে। ব্যবহারকারীদের শেষ পর্যন্ত চিনির ব্যাগের মতো সাইজ করা প্রতি কেজি কোকেন কিনতে হয় ৭০০০০ ডলারে যেটির কলাম্বিয়ান উপকূল ত্যাগ করার সময় মূল্য ছিল মাত্র ৪০০০ ডলার।

ফলাফল : এই বিশাল পরিনামের প্রফিট মার্জিন থাকায় তারা এই টাকা দিয়ে কিনতে পারে উন্নততম প্রযুক্তি, যন্ত্রপাতি অস্ত্র সস্ত্র এবং দক্ষতা, তারা এ কাজে নিযুক্ত করতে পারে বিশ্বমানের মেধা, ঘুম দিয়ে কিনে নিতে পারে বড় বড় অফিসার অনেক সময়ে প্রেসিডেন্সিয়াল লেভেলেও তারা তাদের প্রভাব বিস্তার করে ফেলে। সবচেয়ে বেশি যে ব্যাপারটা দুঃখ দায়ক সেটি হচ্ছে ব্যবসায়ে নিয়োজিত বিশাল সংখ্যার স্বেচ্ছাসেবকরা, সামান্য পরিমান কোকেনের বিনিময়ে তারা এই বিপজ্জনক জিনিসটি বিপণন ও পরিবহনের কাজে ঝাপিয়ে পড়ে। যতো বেশি পরিমানেই এসব নিম্ন পর্যায়ের বাহকদের গ্রেপ্তার করা এবং জেলে পাঠানো হোক না কেন, সব সময়েই আরো হাজার হাজার হতভাগা প্রস্তুত থাকে এই কাজে সহযোগিতা করা এবং ঝুঁকি নেয়ার জন্য।

স্ট্রাকচার : মেডালিয়ন কার্টেলের পাবলো এস্কোবারের হত্যার পর এবং ওকহোয়া ব্রাদারস অফ কালী"র রিটায়ারমেন্টের পর, কলাম্বিয়ার গ্যাংস্টাররা প্রায় শ-খানেক ছোট ছোট কার্টের বা দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু গত তিন বছরে নতুন একটি বিশাল কার্টলের আবির্ভাব ঘটেছে যেটি অন্যসব ছোট কার্টেল গুলোকে একই প্লাটফর্মে সমবেত করেছে।

কয়েকজন এই বৃহত্তর কার্টেলের বিরোধিতা করতে চেয়েছিল এবং পরবর্তীতে তাদের অবর্ননীয় দুর্দশার পর মরতে হয়েছে। এর পর থেকে এর বিরোধিতা করা বন্ধ হয়ে গেছে। এই মেগা কার্টের টি নিজেদের 'হার্মাদাদ' বা ব্রাদারহুড নামে পরিচয় দিয়ে থাকে। এটি এখন একটি বৃহৎ প্রাইভেট কর্পোরেশনের মতো নিজেদের কার্যক্রম পরিচালনা করে চলেছে যাদের রয়েছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিজস্ব প্রাইভেট আর্মি এবং শান্তি শৃঙ্খলার বজায় রাখায়র জন্য রয়েছে সাইকোথিক পানিশমেন্ট স্কোয়াড।

ব্রাদারহুড নিজের কোকেন উৎপাদন করে না। এরা ছোট ছোট কার্টেলের কাছ থেকে ফিনিশড্ কোকেন হোয়াইট পাউডার কিনে নেয়। তারা ন্যায্য মূল্যে (তাদের নিজেদের কথায়) এসব কিনে নেয়, নিলে নাও- না নিলে চলে যাও এই নীতিতে নয় রং নিলে নাও-না নিলে মর এই নীতিতে। তারপর হার্মানবাদ সারা পৃথিবীতে এসব পাচার এবং বিক্রি করে।

পরিমাণ : প্রতি বছরে সর্বমোট প্রায় ৬০০ টন কোকেন সরবরাহ করা হয় আমেরিকা এবং ইউরোপ এই দুই কন্টিনেন্টের প্রতিটিতে ৩০০ টন করে। এই দুটি কন্টিন্টেই এই ড্রাগটা বেশি ব্যবহার করে থাকে উপরে যে প্রফিট মার্জিনের হিসেব দেয়া হয়েছে সে অুযায়ী টোটাল প্রফিট শত মিলিয়নের হিসেব করা যাবে না বরং বিলিয়নে হিসেব করতে হবে।

সমস্যা : এই বিশাল প্রফিটের কারণে কার্টেল এবং শেষ ব্যবহার কারীর মধ্যবর্তী স্থানে প্রায় বিশ স্তরের মধ্যস্বত্বভোগী থাকে। এরা হতে পারে পরিবহনকারী, অতিক্রমকারী অথবা শেষ স্তরের বিক্রেতা। এতো সব স্তর থাকার কারণে যেকোন দেশের আইন পয়োগকারী সংস্থার পক্ষে মূল হোতাকে আদর্শ করা কঠিন হয়ে পড়ে। বড় হোতারা থাকে সুরক্ষিত এবং নাগালের বাইরে, তারা ভয়াবহ সন্ত্রাস ব্যবহার করে অন্যদের দমিয়ে রাখার জন্য। তারা এমনকি কখনো ঐ সব জিনিস স্পর্শ ও করে না। নিচের স্তরের কর্মীরা ঘন ঘন ধরা পড়ে বিচারের সম্মুখীন হয়, জেলে যায়, কিন্তু কখনোই তারা কোন গোপন খবর ফাঁস করতে পারে না, সাথে সাথে তাদের স্থলাভিত্তিক হয় নতুন কেউ।

ধরপাকড় : আমেরিকান এবং ইউরোপিয়ান আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সবসময়েই কোকেন ইন্ডাস্ট্রির সাথে যুদ্ধে লিপ্ত থাকে, পাচাররত অবস্থায় ধরপাকড় এবং নিত্য নতুন ডিপো আবিষ্কার এবং ধ্বংস চলছেই। কিন্তু এতো সবের পরেও আইন প্রয়োগ কারী সংস্থা কোকেন মার্কেটের মাত্র দশ থেকে পনেরো পার্সেন্ট চালান আটকাতে পারে যা মোটেও যথেষ্ট নয়। এই ইন্ড্রাস্ট্রিকে গুড়িয়ে দিতে হলে অন্তত আশি পার্সেন্ট কোকেনের চালান আটক করতে হবে। যদি তারা তাদের আশি নব্বই পার্সেন্ট চালান হারিয়ে ফেলে তবে কার্টেল ধ্বসে পড়বে এবং কোকেন ইন্ডাস্ট্রি ধ্বংস হয়ে যাবে।

ফলাফল : মাত্র তিরিশ বছর আগেও ফ্যাশন সচেতন লোকদের কাছে, টিন প্যান আলির মিউজিশিয়ান এবং আর্টিস্টদের কাছে এটি 'নোজ-ক্যান্ডি' নামে পরিচিত ছিল। এখন এটি এতো বিশাল আকারে বেড়েছে যে এটি এখন সমাজের প্রতি হুমকি স্বরূপ এবং এটি দূর্যোগপূর্ণ সামাজিক ক্ষয়ক্ষতি ডেকে আনছে। এই দুই মহাদেশের আইন প্রয়োগকারী সংস্থা হিসেব করে বের

www.BanglaBook.org

করেছে যে সত্তর পার্সেন্ট স্ট্রিট লেভেল ক্রাইম (যেমন-গাড়ি ছিনতাই, চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি) ঘটে থাকে ড্রাগ সেবনের টাকা জোগাড় করার জন্যে। যদি কোকেনের একটি 'ক্র্যাক' নামক বাই-প্রোডাক্টে 'পার্প' নামক পদার্থটি বেশি পরিমাণে হচ্ছে। তবে তা মানুষকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করে ফেলে এবং এটি সেবন করে মানুষ ভয়াবহ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড অবলীলায় করে ফেলতে পারে।

তছাড়া কোকেন থেকে প্রাপ্ত প্রফিট যখন লন্ডারিং করা হয় তখন এটি আরো খারাপ ধরনের ক্রাইমে ব্যবহার করা হয়। বিশেষত অস্ত্র চোরাচালান, নারী ও শিশু পাচার, নারী অপহরণ এবং পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত করার কাজে ব্যবহৃত হয়।

উপসংহার : আমাদের দেশ ২০০১ সালে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার এবং পেন্টাগনে সন্ত্রাসী হামলার স্বীকার হয়ে বিশাল ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল। যার ফলে প্রায় ৩০০০ মানুষ মারা গিয়েছিল। তার পরে আমেরিকার মধ্যে কোন আমেরিকান বর্হিবিশ্বের সন্ত্রাসী হামলায় মারা যায় নি। তবু সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলছে এবং চলবে। তবুও এই দশকে একটি রক্ষণশীল সূত্র মতে প্রাপ্ত পরিসংখ্যানে দেখা যায় ১/১১ এর চেয়ে দশ গুন বেশি মানুষ মারা যাচ্ছে নারকোটিক্স ড্রাগর প্রভাবে। আর এর অর্ধেকের জন্যে শুধুমাত্র কোকেন দায়ি।

রিগার্ডস, রবার্ট ব্যারিগান, ডেপুটি ডিরেক্টর, ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন।

যে সময়ে ব্যারিগান রিপোর্টটি হোয়াইট হাউসের ডেস্‌প্যাচ রাইডার দিয়ে প্রেসিডেন্টের কাছে যাচ্ছিল, একজন সাবেক কাস্টমস্ অফিসার লিসবনের একটি বিশেষত্বহীন ডকুসাইড অফিসে বসে হতাশ দৃষ্টিতে একটি পুরনো ট্রলারের ছবির দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

টিম ম্যানহায়ার তার কর্মজীবনের প্রায় পুরোটা সময় একজন কর কর্মকর্তা হিসেবে কাটিয়েছেন। যদিও এটা তার খুব প্রিয় কোন পেশা নয়, তবুও এক সময় তিনি ভেবেছেন যে এর অনেক দরকার আছে। একটি লোভী সরকারের জন্য একজন হতভাগ্য ট্যুরিস্টের কাছ থেকে রাজস্ব সংগ্রহের মধ্যে রোমাঞ্চকর কিছু ছিল না। কিন্তু লস্বিনের এই ধুলোময় ডকসাইডে তার জন্য রোমাঞ্চকর অনেক কিছুই থাকে, সেটি হয়তো আরো বেশি হত যদি না তার পুরনো শত্রু এখানেও উপস্থিত থাকতো। যে পুরনো শত্রুর কারণে তিনি হতাশ তার নাম : অপর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা।

তিনি যে ছোট্ট এজেন্সির হয়ে এখন কাজ করছেন তার নাম এমএওসি-এন এটি দুনিয়ার অন্য অনেক আইন প্রয়োগকারী সংস্কার একটি। এটির পুরো নাম হচ্ছে *Maritione Analysis Operations Centre for Narcotics,* এই সংস্থাতে এক সাথে সাতটি দেশের এক্সপার্টরা কাজ করে। এখানে ব্রিটেনের সাথে আছে পর্তুগাল, স্পেন, আয়ারল্যান্ড, ফ্রান্স, ইতালী এবং

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নেদারল্যান্ড, সংস্থাটি পতুর্গালে অবস্থিত, এর ডিরেক্টর HMRC থেকে SOCA-তে ট্রান্সফার হয়ে আসা একজন ব্রিটিশ।

এমএওসি-এর কাজ হচ্ছে ইউরোপিয়ান আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং নেভাল ফোর্সের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা এবং একসাথে সমুদ্রগামী কোকেন চোরাচালান রোধে কাজ করা। ইউরোপ এবং ওয়েস্ট আফ্রিকা গামী স্মাগলাদের উপর নজরদারী এবং আটক করাই এর মূল কাজ।

এই রৌদ্রোজ্জ্বল সকালে টিম ম্যানহায়ারের হতাশার কারণ হচ্ছে, তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন একটি বড় এবং মূল্যবান কার্গো বহনকারী স্বীকার অল্পের জন্য ফস্কে যাচ্ছিল।

ছবিটি নেয়া হয়েছে একটি হল প্লেন থেকে, সুন্দর করে ছবি তোলা ছাড়া প্লেটির আর কিছু করার ছিল না, সে সাথে সাথ ছবিটি পাঠিয়ে দিয়েছিল অনেক মাইল দূরে থাকা এমএওসি অফিসে।

ছবিটি দেখা যাচ্ছিল একটি পূরণো রংচটা টুলার যার বো তে নাম লিখা ছিল এসমারেল্ডা-জি। সৌভাগ্যক্রমে তাকে দেখা গেছে সূর্যোদয়ের সময়ে আধো অন্ধকারে ইস্টার্ন আটলান্টিক সাগরে। রাতের অন্ধকারে সেটি পথে চলছিল যখন একে দেখা সম্ভব ছিল না। ম্যানহায়ার ব্যাপারটি ভালোভাবেই জানতেন, ভালো করে ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে ছবিটি পরীক্ষা করে দেখতে পেলেন ট্রলারের ক্রুরা নীল ত্রিবাল দিয়ে ট্রলারের আগা গোড়া ঢেকে দিতে যাচ্ছে। স্মাগলাররা এরকম ই করে থাকে যাতে তাদের আকাশ থেকে চিহ্নিত করা না যায়।

তারা রাতের বেলায় চলাচল করে, তারপর সারা দিন চুপচাপ নীল ত্রিপলের নিচে বসে থাকে। নীল ত্রিপল আশে পাশের নীল সমুদ্রের সাথে মিলে যায় এই প্লেন থেকে এদের দিনের বেলায় চিহ্নিত করা যায় না। সূর্যাস্তের সময় ক্রুরা ত্রিপল গুচিয়ে নেয় এবং আচার চলতে শুরু করে। এভাবে কোকেন পরিবহন সময় সাপেক্ষ কিন্তু নিরাপদ। তবে এবার ভোর হওয়ার সময় ত্রিপল দিয়ে ঢেকে দেয়ার সময় ভাগ্যক্রমে ধরা পড়ে যাওয়াটা ব্যতিক্রম। সেটি কোন মাছ ধরা ট্রলার ছিল না, হোল্ডের মধ্যে কার্গো ছিল, এক টনের মতো সাদা পাউডার, বেশ কয়েক পরত র‍্যাপিং করা এবং বান্ডিল করা যাতে কোন ভাবেই লবণ পানি, ঢুকতে না পারে এবং ড্যামেজ না করতে পারে। এসব কার্গো তোলা হয়েছে ভেনিজুয়েলার কোন পঁচা কাঠের জেটি থেকে।

আসমারেল্ডা-জি স্পষ্টতই পশ্চিম আফ্রিকার দিকে এগোচ্ছিল। সম্ভবত মাদক রাজ্য গিনি-বিসাউ এর দিকে। যদি সেটি আরেকটু উত্তরে স্প্যানিশ ক্যানারি আইল্যান্ড অথবা পর্তুগালের মাদিয়ারা কিংবা অজুরা"র পাশ দিয়ে যেত তবে এই দুই দেশের যে কোন একটির কোস্টগার্ড তাদের ধরতে পারত।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিন্তু সেটি যাচ্ছিল দক্ষিণে, কেপ-ভার্দে আইল্যান্ডের পায়, একশো মাইল উত্তরে, কিন্তু তাদের ও কিছু করার ছিল না কারণ তাদের কাছে প্রয়োজনীয় যন্ত্র সামগ্রী কিংবা প্রযুক্তি ছিল না। তাছাড়া সেনেগাল থেকে লাইবেরিয়া পর্যন্ত যে ব্যর্থ রাষ্ট্রগুলো আছে তাদেরকে বলেও কোন লাভ নেই, তারা নিজেরা সমস্যার অংশ। সমাধান নয়।

তাই টিম ম্যানহায়ার ছয়টি ইউরোপিয়ান নেভি এবং আমেরিকান নেভির কাছে সাহায্য চাইলেন, কিন্তু আশে পাশে তাদের কোন ফ্রিগেট ডেস্ট্রয়ার কিংবা ক্রুজার ছিল না। এসমারেল্ডা-জি ইতিমধ্যে বুঝে গেছে তারা প্লেনে থাকা ক্যামেরায় ধরা পড়ে গেছে। তাই এখন ত্রিপলের টেকনিক থাকা বা না থাকা সমান, তারা হয়তো এখন ত্রিপল ছেড়ে তীরের উদ্দেশ্যে প্রাণপণে বেয়ে চলেছে। তারা তাদের গন্তব্য থেকে আর মাত্র একশো নটিক্যাল মাইল দূরে রয়েছে। এমন কি এখন উপকূলীয় জংলার মধ্য দিয়ে অপেক্ষাকৃত ধীর গতিতে গেলেও গিনি-বিসাউ কোস্টে কাল সূর্যোদয়ের আগেই পৌঁছে যাবে।

এমনটি একটি চালান আটক করার পরেও ম্যানহায়ারের হতাশা কমে না। সাম্প্রতিক সময়ে ভাগ্যক্রমে ফ্রান্সের একটি যুদ্ধ জাহাজ সময় মত এমএওসি'র আহ্বানে সাড়া দিয়ে ৪০০ মাইল দূর থেকে বড় একটি কোকেনের চালান আটক করে। কিন্তু ফ্রেঞ্চরাও আইনী জটিলতার জন্য হতাশ ছিল। ফ্রান্সের নিয়ম অনুযায়ী সমুদ্রে আটক স্মাগলারদের নিকটবর্তী দেশের বন্দরে হস্তান্তর করতে হয়। আর এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে নিকটবর্তী বন্দর হচ্ছে আরেকটি ব্যর্থ রাষ্ট্রের-গিনি কোনাক্রির সমুদ্র বন্দর।

এরপর একজন ফ্রেঞ্চ ম্যাজিস্ট্রেট প্যারিস থেকে উড়ে আসবেন আটক জাহাজটিতে আটককৃতদের মানবাধিকার নিশ্চিত করার জন্য যেটি শুধুমাত্র একটি ফর্মালিটি। এই নিয়মের উপর ম্যানহায়ার আরও বেশি হতাশ। এসব মানবাধিকার নিশ্চিত করতে গিয়েই বহু বড় বড় পাচারকারী ফস্কে যায় যাদের কঠিন কোন শাস্তির আওয়তায় আনা যায় না। "বালের নিয়ম" বিড়বিড় করলেন ম্যানহায়ার।

যথারীতি জাহাজটি আটক করা হল, ক্রুদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হল এবং কোকেন আটকানো হল। এক সপ্তাহের মধ্যেই জাহাজটি মুক্তি পেল এবং আবার যাত্রা করল, আগের ক্রুরাই জাহাজে বহাল রইল যারা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে অতি সহজেই জামিন নিয়েছে, আর যেসব কোকেনের বেল আটক হয়েছিল সেগুলোও এক প্রকার অদৃশ্য হয়ে গেল।

তাই এমএওসি'র ডিরেক্টর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন আর একটি ফাইলে এসমারেল্ডা-জি এর নাম এবং ছবিসহ বিস্তারিত টুকে রাখলেন, যদি তাকে আবার দেখা যায়...

কিন্তু তাকে আর দেখা যাবে না, নতুন বেশভূষা নিয়ে সে হয়ত একটি টুনা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাছ শিকারী জাহাজ হয়ে যাবে অথবা আটলান্টিকে আবার প্রবেশের আগে নামটা পাল্টে নেবে। তার যদি একই নাম দিয়ে প্রবেশ করেও ভোরবেলা এপেল সরানোর সময়ে সেটি কোন ভাগ্যবান ইউরোপিয়ান বিমানের চোখে পড়বে কি? এমনটা এক হাজার বারে একবার হতে পারে।

সেটাই সবচেয়ে বড় সমস্যা, চিন্তা করলেন ম্যান হায়ার। সীমিত লোকবল এবং সুযোগ সুবিধা, আবার স্মাগলারদের ধরতে পারলেও তেমন কোন শাস্তি না দেয়া।

এক সপ্তাহ পর হোমল্যান্ড সিকিউরিটির ডিরেক্টরের সাথে প্রেসিডেন্ট একা বসলেন হোমল্যান্ড সিকিরিটি একটি শক্তিশালী সুপার-এজেন্সি যেটি আমেরিকার তেরটি প্রধান নিরাপত্তা সংস্থা নিয়ে একত্রে কাজ করে। ডিরেক্টর প্রেসিডেন্টের দিকে বিস্ফোরিত চোখে তাকিয়ে থাকলেন।

"আপনি কি সিরিয়াস, মি: প্রেসিডেন্ট?"

"হ্যা, আমি সিরিয়াস, এ ব্যাপারে আপনার কি মতামত?"

"আচ্ছা, আপনি যদি আসলেই কোকেন ইন্ড্রাস্ট্রি ধ্বংস করতে চান তবে আপনাকে পৃথিবীতে নিষ্ঠুরতম কিছু লোক বেছে নিতে হবে।"

"তবে আমার মনে হয় আমাদের আরও ভাল কোন লোক দরকার।"

"স্যার আপনি মনে হয় বুঝিয়েছেন আরও খারাপ কেউ।"

"আমাদের কাছে কি এমন কোন লোক আছে?"

"ওয়েল, একটি নাম আছে অথবা একটি সুনাম ও বলা যায় আমার মাথায় প্রথমেই এই নামটাই এসেছে। তিনি অনেক বছর WMAVBG'র কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের হেড ছিলেন। যখন তাকে শেষ পর্যন্ত অনুমতি দেয়া হয়েছিল তখন সে অ্যালড্রিক অ্যামিচকে ফাঁদে ফেলে ধ্বংস করে দিয়েছিল। এরপর সে সিআইএ'র স্পেশাল অপারেশন্সে যোগ দেয়। নাইন ইলেভেনের আগে একবার ওসামা-বিন-লাদেনকে প্রায় হত্যা করেই ফেলেছিল। দুই বছর আগে এই লাইন ছেড়ে দিয়েছে।"

"ছেড়ে দিয়েছে?"

"চাকুরিচ্যুত করা হয়েছে।"

"কেন?"

"বেশি নিষ্ঠুর।"

"সহকর্মীদের বিরুদ্ধে?"

"জি না, স্যার, আমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে।"

"সেটা কোন ব্যাপার না, আমি আবার তাকে চাই, তার নাম কি?

"আমি ভুলে গেছি স্যার, ল্যাংলিতে সবাই তাকে তার ডাক নাম কোবরা ব'লে ডাকত।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২

প্রেসিডেন্ট যে লোকটিকে খুঁজছিলেন তার নাম পল ডেভেরু, তাকে শেষ পর্যন্ত যখন খুঁজে পাওয়া গেল তখন তিনি প্রার্থনায়রত। নিয়মিত প্রার্থনা তার কাছে অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ। ডেভেরু সেই সব বিখ্যাত পরিবারের বংশধর যারা ১৭৭৬-এ কমনওয়েলথ অব ম্যাসাচুসেট্সের সময়কাল থেকেই অভিজাত হিসেবে স্বীকৃত, যৌবন কাল থেকেই তার অন্য সব গুণাবলীর মধ্যে থেকে তার মেধাই সবার নজর কাড়ে।

তিনি বোস্টন কলেজ হাই স্কুলের ছাত্র, যেটি আমেরিকার খৃস্টিয় যাজক সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোর একটি। তার এতো পরিমাণে ভক্তি ছিল যে এক সময় তিনি যাজক হওয়ার মতো চিন্তা ভাবনাও করেছিলেন। এর পরিবর্তে তিনি আরেকটি আকর্ষণীয় কম্পিউটার সিআইএ'র আমন্ত্রণ পেয়ে সেখানে খোজদান করেন।

তার বিশ বছর বয়স পর্যন্ত একটি পরীক্ষায় তিনি অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে পাশ করেন, তার আরেকটি নেশা ভাষা-শিক্ষা, প্রতি বছরেই তার নতুন নতুন ভাষা সম্পর্কে আগ্রহ দেখা দিতো আর তাই বিভিন্ন ভাষায় তার অপরিসীম দক্ষতা রয়েছে। প্রথম জীবনে যার ব্রত ছিল কমিউনিজম আর নাস্তিকতার বিরুদ্ধে লড়াই করে তার সৃষ্টির কর্তার সন্তুষ্টি অর্জন করা। সেই তিনিই পরবর্তীতে অন্য এক পথ বেছে নিয়েছিলেন। সংগঠনটির ভেতরে তিনি খুব দ্রুত বেড়ে উঠেছিলেন তার মেধা আর প্রজ্ঞার জোরে। একসময় তিনি ল্যাংলির সবচাইতে জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হন খুব স্পল্প সময়ের মধ্যে। তিনি প্রধান তিনটি ডিভিশনের মধ্যেই কাজ করেছেন : অপারেশন, ইন্টেলিজেন্স এবং কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স। তিনি খুব কাছে থেকে দেখেনে ১৯৯১ সালের স্নায়ুযুদ্ধ এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন যা বাস্তবায়নের জন্যে তাকে বিশ বছর ধরে শ্রম দিতে হয়েছিল। ১৯৯৮ সালে যখন আল কায়েদা দারুস সালাম এবং নাইরোবিতে দুটি আমেরিকান অ্যাম্বেসি বোমা মেরে উড়িয়ে দিয়েছিল তখন পর্যন্ত তিনি স্বপদে বহাল ছিলেন।

ডেভেরু এরইমধ্যে আরবী ভাষায় বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন সোভিয়েতের পতন আসন্ন এবং সেই ডিভিশনে কাজ করার মতো আরো অনেকে আছে। অই তিনি আরবী ভাষা এবং এর কয়েকটি উপভাষায় দক্ষতা অর্জনের পর সি.আই.এর একটি নতুন স্পেশাল ইউনিটে যোগ দেন, যে ইউনিটটি বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান ইসলামী মৌলবাদ এবং বৈশ্বিক

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সন্ত্রাসবাদ নিয়ে কাজ করে থাকে।

শেষ পর্যন্ত ২০০৮ সালে তিনি যখন অবসরে যান তখন পুরনো একটি ধাঁধার জন্ম হয় : তিনি কি স্বেচ্ছায় অবসর নিয়েছেন নাকি তাকে অবসর নিতে বাধ্য করা হয়েছে? স্বভাবতই তিনি প্রথমটাই ঘটেছে বলে দাবি করতেন। কিন্তু একজন নিরপেক্ষ লোকের মতে তিনি বোঝাপড়া করেই অবসরে গেছেন।

ডেভেরু ছিলেন একজন 'ওল্ড স্কুল,' যারা পুরনো ধ্যান ধারণায় বিশ্বাস করে। তিনি যেকোন ইসলামী আলেমের চাইতে ভাল কোরান শরীফ পড়তে পারেন এবং প্রায় এক হাজার প্রধান প্রধান আয়াত মুখস্ত বলতে পারেন। তিনি ঘৃণা করতেন রাজনৈতিক শুদ্ধতা এবং আমলতন্ত্র । তিনি ঘৃণা করতেন ঈশ্বর আর আমেরিকার শত্রুদের ক্ষমা করে দেয়াকে। এসব শত্রুদের তিনি ধ্বংস করতেন নিঃসংকোচে। যখন ল্যাংলিতে সিআইএ'র নতুন ডিরেক্টর আসলেন তখন ডেভেরুর বিদায় ঘণ্টা বেজে গেল, নতুন ডিরেক্টর স্পষ্টতই এই নিঃসঙ্কোচ ধ্বংসের ঘোর বিরোধী ছিলেন।

তাই শেষ পর্যন্ত তিনি একটি অনাড়ম্বরপূর্ণ ককটেল পার্টির মাধ্যমে বিদায় নিয়ে ঐতিহাসিক শহর আলেক্সান্দ্রিয়ার একটি প্রাসাদোপম বাড়িতে অবসর জীবন যাপন শুরু করলেন। সেখানে তিনি তার লাইব্রেরি এবং দুষ্প্রাপ্য ইসলামিক আর্টওয়ার্ক নিয়ে গবেষণায় ডুবে গেলেন।

তিনি সমকামীও ছিলেন, আবার বিবাহিতও ছিলেন না। ল্যাংলির বাতাসে এক সময়ে তার সম্পর্কে অনেক কথা ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি ল্যাংলির পুরনো বিল্ডিং থেকে নতুন বিল্ডিংয়ে যান নি, তাই এক সময়ে এটাকে সত্য বলে ধরে নেয়া হয়েছিল যে, খৃস্টিয় ধর্মে দীক্ষিত বোস্টনের এই লোক লৌকিক সব বিষয়ে বিশেষ আগ্রহী নন। তখনকার ল্যাংলির কিছু তরুণ কর্মচারী তাকে সাপের মতো নিস্পৃহ চিহ্নিত করে তার কোবরা নামকরণ করেছিল। আর সেই নামটা অনেক জনপ্রিয় হয়েছিল তার পরিচিতজনদের মাঝেও।

হোয়াইট হাউস থেকে একজন তরুণ স্টাফ প্রথমে তার খোঁজে তার বাসস্থান সাউথ লিন এবং সাউথ ফেয়ারফ্যাক্স রোডের জংশনে গেল। হাউসকিপার তরুণ স্টাফটিকে জানাল, তার সাহেব এখন চার্চে আছেন। চার্চে যাওয়ার রাস্তা দেখিয়ে দিলে তরুণটি তার গাড়ির কাছে ফিরে এসে আশেপাশে তাকিয়ে অনুভব করল সে যেন দুই শতাব্দী পিছিয়ে এসেছে।

আলেক্সান্দ্রিয়া শহরটি ১৭৪৯ সালে স্থাপন করেছিলো ইংরেজ বণিকেরা। এটি একটি ঐতিহাসিক শহর। শুধু গৃহযুদ্ধের সাক্ষী নয় বরং আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধেরও পূর্বেকার। এটা পোটোম্যাকের একটি নদী বন্দর, যেটি বানানো হয়েছিল চিনি এবং দাস পরিবহনের সুবিধার জন্যে। চিনির জাহাজগুলো যখন চিজাপিক বে এবং ইন্ডাল আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে আসতো

www.BanglaBook.org

তখন পুরনো বিল্ডিংয়ের ইটগুলোকে নোঙর হিসেবে ব্যবহার করতো। সেই রকম ভারি ভারি ইট দিয়ে ইংরেজরা তাদের বাড়ি বানিয়েছিল। তাই বাড়িগুলোকে পুরনো একটি আবহ ছিল যা নতুন পৃথিবীর চেয়ে পুরনো ইউরোপকেই বেশি মনে করিয়ে দেয়।

হোয়াইট হাউস থেকে আসা লোকটি ড্রাইভার পেছনের সিটে আবার চড়ে বসে সাউথ রয়েল স্ট্রিটের সেন্ট মেরিস ক্যাথলিক চার্চের দিকে যেতে নির্দেশ দিলো।

আস্তে করে দরজা খুলে রাস্তার গুঞ্জন পেছনে ফেলে শান্ত নিরব চার্চের মাঝে ঢুকে গেল সে। আশেপাশে তাকিয়ে দেখতে পেলো হাঁটু গেড়ে বসা একটি অবয়ব।

চার্চের মধ্যখান পর্যন্ত ধীরপায়ে হেঁটে যাওয়ার সময় সে কোন শব্দ করল না। সেখানে আটটি জানালার কাঁচ গলে বাইরে থেকে আসা মৃদু আলো ছাড়া অন্য কোন আলো নেই। নাকে টের পেলো আগরবাতি আর মোমবাতি পোড়ার মৃদু গন্ধ, আরেকটু এগিয়ে দেখতে পেল সোনালী ক্রুশের সামনে হাঁটু গেড়ে প্রার্থনারত রূপালী চুলের মানুষটিকে।

সে ভেবেছিল নিঃশব্দে এসেছে, কিন্তু লোকটি পেছনে না তাকিয়েই এক হাত তুলে তাকে নীরবতা ভাঙতে মানা করলো। প্রার্থনা শেষ হয়ার পর উঠে দাঁড়ালো সে। মাথাটা একটু ঝুঁকে ঘুরে দাঁড়ালো। পেনসিলভেনিয়া অ্যাভিনু থেকে আসা লোকটি আবার কথা বলতে চেষ্টা করলে তারা দু'জন শান্তভাবে চার্চের গেটের দিকে হাঁটতে লাগল। চার্চের গেট দিয়ে রাস্তায় বের হয়ে আসার পর বয়স্ক লোকটি তরুণটির দিকে তাকিয়ে হাসল, ততক্ষণে রাস্তায় থাকা লিমো জিপটি তার চোখে পড়েছে।

"আমি হোয়াইট হাউস থেকে এসেছি, স্যার," স্টাফটি বলল।

"অনেক কিছুই বদলায় কিন্তু গাড়িগুলো আর হেয়ারকাট বদলায় না," ডেভেরু বললেন। স্টাফটি যদি ভেবে থাকতো হোয়াইট হাউস শব্দটি অন্য সব জায়গার মতো এখানেও একই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে তবে সেটি ভুল। "হোয়াইট হাউস একজন অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ লোকের কাছে কি চায়?"

স্টাফটি বিস্মিত হল, এই সমাজে সাধারণত কেউ নিজেদের বৃদ্ধ বলতে চায় না। এমনকি সত্তর বছর বয়সেও না, সে জানতো না আরব বিশ্বে বয়স্করা সম্মানের পাত্র।

"স্যার, প্রেসিডেন্ট আপনার সাথে কথা বলতে চান।"

ডেভেরু কিছুক্ষণ ভেবে নিলেন।

"এখনই, স্যার।"

"তবে আমার মনে হয় আমার একটা স্যুট আর টাই পরা দরকার।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সেজন্যে আমাকে বাসায় যেতে হবে। আমার যেহেতু কোন গাড়ি নেই তাই তোমাকেই আমাকে নিয়ে যেতে হবে বাড়িতে।"

"জি, স্যার, অবশ্যই।"

"তবে চল, যাওয়া যাক। তুমি তো একবার গিয়েছ, তোমার ড্রাইভার অবশ্য জানে আমি কোথায় থাকি।"

ওয়েস্ট উইংয়ের মিটিংটি ছিল সংক্ষিপ্ত, আর সেটি হয়েছিল চিফ অব স্টাফের অফিসে। চিফ অব স্টাফ ইলিনয়ের এক খাড়া নাকের কংগ্রেসম্যান, ভদ্রলোক অনেক বছর ধরে প্রেসিডেন্টের সাথে আছেন।

প্রেসিডেন্ট হ্যান্ডশেক করে ওয়াশিংটনে তার সবচেয়ে বিশ্বস্ত সহকারীরর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

"মিঃ ডেভেরু, আপনার জন্য আমার একটি প্রস্তাব আছে," প্রেসিডেন্ট বললেন। "এটিকে আপনি অনুরোধও বলতে পারেন। আমার একটু তাড়া আছে, আমাকে একটা মিটিংয়ে যেতে হবে, তাই পুরো ব্যাপারটি আপনাকে এখন ব্যাখা করতে পারছি না। জোনাথন সিলভার আপনাকে সব কিছু বুঝিয়ে বলবে। আপনি যদি তাড়াতাড়ি এর একটা উত্তর দিতে পারেন তবে আমি অনেক খুশি হব।"

তারপর আরেকটি হাসি এবং আরেকবার হ্যান্ডশেকের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট বিদায় নিলেন। জোনাথন সুইফটের মুখে সৌজন্যের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। এমনকি মৃদু কোন হাসিও না। আসলে তার স্বভাবেই এটা নেই। তাকে কদাচিৎ হাসতে দেখা যায়। তিনি শুধু তখনই হাসেন যখন প্রেসিডেন্টের কোন প্রতিপক্ষকে সমস্যায় পড়তে দেখেন। একটি ফাইল নিয়ে তিনি ডেভেরুর দিকে এগিয়ে দিলেন।

"প্রেসিডেন্ট খুশি হবেন যদি আপনি প্রথমে এটা পড়েন। এখানে বসেই পড়নে।" তিনি রুমের পেছন দিকে একটি আর্মচেয়ারের দিকে ইশারা করলেন।

পল ডেভেরু ফাইলটি নিয়ে সেটাতে বসে পড়তে শুরু করলেন। দশ মিনিট পর পড়া শেষ করে ফাইল থেকে মুখ তুলে তাকালেন তিনি।

জোনাথন সিলভার তার কাগজপত্রে চোখ বুলাচ্ছিলেন। বৃদ্ধ সিক্রেট এজেন্ট তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে কলম নামিয়ে রাখলেন ভদ্রলোক।

"আপনি কি মনে করছেন?"

"ইন্টারেস্টিং কিন্তু সবই পুরনো কথা। এ ব্যাপারে আপনার আমাকে কি করতে বলেন?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"প্রেসিডেন্ট জানতে চান আমাদের সর্বোচ্চ প্রযুক্তি আর সামরিক বল প্রয়োগ করে কি কোকেন ইন্ড্রাস্ট্রি ধ্বংস করা সম্ভব?"

ডেভেরু ছাদের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। "পাঁচ সেকেন্ডে যে উত্তর দেয়া হয় সেটি মূল্যহীন, আমরা দু'জনেই ব্যাপারটা জানি। এ ব্যাপারে আমাকে আরো সময় দিতে হবে। কোনো কিছু করার জন্য সময় দিতে হলে ফ্রেঞ্চরা তাকে বলে *প্রজেক্ত দেতুভ*।"

"ফ্রেঞ্চরা কি বলে সেটা নিয়ে আমার বিন্দুমাত্র মাথা ব্যথা নেই," বিরক্তির স্বরে জবাব দিলেন জোনাথন সিলভার। তিনি খুব কমই আমেরিকার বাইরে থেকেছেন। তার প্রিয় ইসরাইল বাদে অন্য সব দেশকেই ঘৃণা করেন। বিশেষ করে ইউরোপ এবং নির্দিষ্ট করে ফ্রান্স।

"স্টাডি করার জন্যে আপনারা সময় দরকার, তাই না? কত দিন?"

"কমপক্ষে দুই সপ্তাহ তো লাগবেই। তাছাড়া আমাকে একটি লিখিত ক্ষমতা দিতে হবে, যেকোন সংস্থা আমি চাওয়ামাত্র যেকোন তথ্য সত্য এবং বিশ্বাসযোগ্যভাবে সরবরাহ করতে বাধ্য থাকবে। এটা না দিলে আমার গবেষণা সম্পূর্ণ হবে না। আমি অনুমান করতে পারছি আপনি অথবা প্রেসিডেন্ট কেউই চান না কোন ব্যর্থ প্রজেক্টে অর্থ এবং সময় অপচয় করতে?"

কয়েক সেকেন্ড ধরে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকলেন চিফ অফ স্টাফ। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে রুম থেকে বেরিয়ে গেলেন। পাঁচ মিনিট পরে একটি চিঠি হাতে প্রবেশ করলেন তিনি। ডেভেরু সেটার দিকে একপলক তাকিয়ে হাতে নিলেন। তিনি জানেন তার হাতে যে জিনিসটি আছে সেটি এই দেশের যেকোন আমলাতান্ত্রিক জটিলতা কয়েক সেকেন্ডে নিরসনে সক্ষম। চিফ অফ স্টাফ হাতে একটা কার্ডও ধরে আছেন।

"আমার ব্যক্তিগত নাম্বার, বাসা, অফিস এবং মোবাইল নাম্বার সব লেখা আছে। যেকোন সময়ে আমাকে পাবেন কিন্তু দয়া করে খুব জরুরি দরকার ছাড়া বিরক্ত করবেন না। এখন থেকে প্রেসিডেন্ট এই ব্যাপারের মধ্যে নেই। যেকোন ব্যাপারে আপনি আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। আপনার কি ব্যারিগান রিপোর্টটা লাগবে?"

"না," আস্তে করে বললেন ডেভেরু। "আমি এটা মুখস্ত করে ফেলেছি, সেইসাথে আপনার তিনটি নাম্বারও।"

তিনি কার্ডটি ফেরত দিলেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি সম্পূর্ণ নিরাপদ কথাটিকে ব্যঙ্গ করেন। কয়েক বছর আগে কম্পিউটার পাগল এক ব্রিটিশ অটিস্টিক যুবক নাসা এবং পেন্টাগনের সবকটি ফায়ারওয়াল ভেদ করে ফেলেছিল গরম ছুটি যেমন মাখন ভেদ করে ঠিক তেমন করে। আর সেটি সে করেছিল লন্ডনের একটি সাধারণ ফ্ল্যাটে বসে তার গিজুমো কম্পিউটার দিয়ে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কোবরা সত্যিকার গোপনীয়তার ব্যাপাটা জানতেন : তুমি তিনজনের মধ্যে একটি কথা গোপন রাখতে পার শুধুমাত্র তখনই যখন দু'জন মারা যায়। তাই কোন তথ্য তিনি কাগজে বা কম্পিউটারে লিখে রাখা পছন্দ করেন না, বরং মুখস্থ করে ফেলেন।

ডেভেরু-সিলভার কনফারেন্সের এক সপ্তাহ পর প্রেসিডেন্ট লন্ডনে গেলেন। এটা কোনো রাষ্ট্রীয় সফর না হলেও একেবারে আনঅফিশিয়ালও ছিলো না। তারপরও, নিগূঢ় বন্ধুত্বের খাতিরে ফার্স্টলেডিসহ তাকে উইন্ডসর প্রাসাদে আমন্ত্রণ জানালেন ইংল্যান্ডের রাণী।

ওখানে আফগানিস্তান, দুই অর্থনীতি, ইইউ, বৈশ্বিক উষ্ণতা আর বাণিজ্য সংক্রান্ত অনেকগুলো আলঅপ আলোচনা হলো। সপ্তাহান্তে পেসিডেন্ট তার স্ত্রীকে নিয়ে দুই দিনের অবকাশযাপন করতে গেলেন নতুন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর জন্য নির্মিত 'চেকার্স' নামের চমৎকার প্রসাদে। শনিবারের রাতে দুই দম্পতি সুদীর্ঘ গ্যালারিতে বসে কফি পান করলো। বাইরে প্রবল ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে গেলোও ঘরের পরিবেশ ছিলো বেশ উষ্ণ। সচরাচর এমনটি দেখা যায় না।

ইতিহাস বলে ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট আর উইনস্টন চার্চিলের মধ্যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মতানৈক্য থাকলে তারা একে অপরকে বেশ পছন্দ করতেন। মার্গারেট থ্যাচারের লৌহকঠিন চরিত্র আর রোনাল্ড রিগ্যানের আমুদে স্বভাবও তাদের মধ্যে নিবিড় বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি।

এই পর্যায়ের ব্রিটিশ এবং ইউরোপিয়ানদের মধ্যে ফরমাল সৌজন্যের বেশি কিছু কদাচিৎ দেখা যায়, অনেক সময়ে তাও দেখা যায় না। একটি অনুষ্ঠানে জার্মান চ্যান্সেলর হেলমুট স্কিমিড তার স্ত্রীকে নিয়ে এসেছিলেন। আর তা দেখে হ্যারল্ড উইল্সন ডিনার করতে নেমে জড়ো হওয়া স্টাফদের শুনিয়ে তীব্র ব্যঙ্গ করেছিলেন।

হ্যারল্ড ম্যাকমিলান শার্ল দ্য গলকে খুব একটা মান্য করতেন না কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম বয়সি জন এফ. কেনেডির প্রতি তার আন্তরিকতা ছিল বেশি। একই ভাষা-ভাষীদের মধ্যে আন্তরিকতা বেশি হয়, তবে ভাষাই যে একমাত্র শর্ত তা নয়।

দু'জনের ব্যাকগ্রাউন্ডের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও তারা বসন্তের শেষ বিকেলে একসঙ্গে বসে ফায়ারপ্লেসের উষ্ণতা ভাগাভাগি করেছিলেন যখন বাইরে বিভিন্ন নিরাপত্তাবাহিনীর লোকজন রাস্তায় টহল দিচ্ছিল আর আকাশে ব্রিটিশ স্পেশাল এয়ার সার্ভিস তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করছিল। এটি খানিকটা বিস্ময়কর যে, একটি ওয়াশিংটনে, একটি জাতিসংঘে এবং এখন চেকারস্-এ একটি মিটিং, এই তিনবার সাক্ষাতের পরই তাদের মধ্যে ব্যক্তিগত পর্যায়ে বন্ধুত্ব হয়ে গেছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমেরিকান লোকটির ছিল সুবিধাবঞ্চিত ব্যাকগ্রাউন্ড কেনিয়ান বাবা, কানসাসে জন্ম নেয়া মা, হাওয়াই এবং ইন্দোনেশিয়ায় বেড়ে ওঠা, প্রাথমিক জীবনে ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ, ইংরেজ লোকটি ছিল সুবিধাপ্রাপ্তদের একজন। এক স্টকব্রোকার এবং ম্যাজিস্ট্রেট দম্পতির সন্তান, দেশের নামি-দামি আর ব্যয়বহুল সিনিয়র এবং জুনিয়র স্কুলে শিক্ষা গ্রহণ তার স্বচ্ছল অতীতের এবং আভিজাত্যের পরিচায়ক। এ ধরনের ব্যাকগ্রাউন্ড সাধারণত ভেতরের কাঠিন্যের উপরে এক ধরনের ভদ্রতার মুখোশ এঁটে দেয় যা সবাই অস্বীকার করতে পারে না, কেউ কেউ অবশ্য পারে।

অন্যদিকে তাদের মধ্যে কিছু সাদৃশ্যও আছে। দু'জনের বয়সই পঞ্চাশের নিচে, দু'জনেরই আছে সুন্দরী স্ত্রী, দু'জনেরই স্কুলগামী বাচ্চা, সর্বোচ্চ ডিগ্রি আছে। দু'জনেই তাদের যৌবন কাটিয়েছেন রাজনীতিতে। তাদের চিন্তা-ভাবনায়ও অনেক সাদৃশ্য আছে। দু'জনেই জলবায়ু পরিবর্তন, তৃতীয় বিশ্বের দারিদ্র্য, জাতীয় নিরাপত্তা এবং ফ্রান্জ ফাননের ভাষায় যাকে বলে পৃথিবীর যাবতীয় দুঃখ-দুর্দশা সম্পর্কে তারা সচেতন।

যখন প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী ফার্স্টলেডিকে নতুন বইয়ের কালেকশন দেখাচ্ছিলেন তখন প্রেসিডেন্ট তার ব্রিটিশ বন্ধুকে মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনাকে যে রিপোর্টটি দিয়েছিলাম সেটা কি পড়েছিলেন?"

"অবশ্যই, সেটি একটি চিন্তার বিষয়...আমাদের এখানে এটি আরো বড় সমস্যা। এই দেশ ইউরোপের অন্যতম বৃহৎ কোকেন ব্যবহারকারী দশ। সিরিয়াস অ্যান্ড অর্গানাইজ ক্রাইম এজেন্সি (সোকা) থেকে আমাকে কয়েক মাস আগে অবহিত করা হয়েছে। তারা আমাকে বলেছে, কোকেনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় সৃষ্ট অপরাধগুলো সম্পর্কে। আচ্ছা, আপনি হঠাৎ এ বিষয়ে জানতে চাইলেন কেন?"

প্রেসিডেন্ট কিছুক্ষণ আগুনের দিকে তাকিয়ে মনে মনে কথা গুছিয়ে নিলেন।

"আমার একলোক এই মুহূর্তে একটি আইডিয়া নিয়ে কাজ করছে। সে হিসেব করে বের করছে, আমাদের দক্ষতা, প্রযুক্তি এবং ফোর্স নিয়ে এই কোকেন ইন্ড্রাস্ট্রি ধ্বংস করা সম্ভব কিনা।"

প্রাইম মিনিস্টর বিস্ময়ে আমেরিকানের দিক তাকিয়ে রইলেন।

"আপনার লোকটি কি রিপোর্ট জমা দিয়েছে?"

"না, এখনো দেয় নি, কিন্তু আমি আশা কয়েকদিনের মধ্যেই সেটি পেয়ে যাবো ব'লে আশা করছি।"

"সে যা করতে বলবে আপনি সেটা করবেন?"

"আমার ধারণা আমি করব।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আমাদের দুই দেশই প্রচুর খরচ করছি নারকোটিক্স ড্রাগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে। আমার সব বিশেষজ্ঞরা বলেছে এই ইন্ড্রাস্ট্রি সম্পূর্ণ ধ্বংস করা সম্ভব নয়। আমরা কার্গো আটক করি, স্মাগলারদের ধরি, তাদেরকে জেলে পাঠাই দীর্ঘ মেয়াদের জন্য, কিন্তু কিছুই বদলায় না। ড্রাগ আসতেই থাকে। নতুন নতুন কর্মী ওদের দলে যোগ দেয়। মানুষের ড্রাগের ক্ষুধা বাড়তেই থাকে।"

"কিন্তু আমার লোক যদি বলে সেটি করা সম্ভব তবে কি ব্রিটেন আমাদের সাথে থাকবে?"

কোন রাজনীতিবিদই আত্মসম্মানের দিক থেকে পিছিয়ে থাকতে চায় না। এমনকি বন্ধু হলেও না, তাই আমেরিকান প্রেসিডেন্টের কথার জবাবে তিনি একটু সময় নিয়ে উত্তর দিলেন।

"সেক্ষেত্রে সত্যিকারের একটি প্ল্যান থাকা দরকার। এখানে ভাল পরীক্ষণের টাকা-পয়সারও ব্যাপার আছে।"

"আমরা যদি ব্যাপারটা নিয়ে এগোই তবে সেখানে প্ল্যান থাকবে, পর্যাপ্ত টাকা পয়সার ব্যবস্থাও থাকবে, আমি আপনার কাছে যা চাইব সেটি হচ্ছে, আপনার স্পেশালফোর্স, আপনার অ্যান্টি-ক্রাইম এজেন্সিগুলো এবং আপনার সিক্রেট ইন্টেলিজেন্সের দক্ষতা।"

"আমাকে আমার লোকদের সাথে কথা বলতে হবে," প্রাইম মিনিস্টর বললেন।

"ঠিক আছে আপনি কথা বলেন," প্রেসিডেন্ট বললেন, "আমার লোকটি কি বলে এবং আমরা এগোচ্ছি কিনা সেসব আমি আপনাকে সময়মত জানাব।"

তারা চারজনে শোয়ার জন্য তৈরি হলেন, সকালে তাদেরকে স্থানীয় নর্মান চার্চের প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করতে হবে। সারা রাত ধরে গার্ডরা টহল দেবে, পাহারা দেবে, চেক করবে, জরিপ করবে চারপাশ। অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে আছে তারা– নাইট-ভিশন চশমা, ইনফ্রারেড স্ক্যানার, মুভমেন্ট সেন্সর এবং গাড-হিট ডিটেক্টর নিয়ে। এমনকি আমেরিকা থেকে বিশেষভাবে আমদানি করে আনা লিমুজিনগুলোও সারা রাত কড়া পাহারায় থাকবে যাতে কোন প্রকার অনাভিপ্রেত ঘটনা না ঘটে অতিথির সাথে।

আমেরিকান দম্পতি শুয়েছেন 'লি' রুমে। এই রুমের নামকরণ করা হয়েছে যিনি এই চেকারস্‌টি ১৯১৭ সালে সরকারকে দান করেছিলেন তার নামে। তৃতীয় জর্জের সময়কাল থেকেই এই রুমে আছে বিশাল একটি চারপেয়ে খাট। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী মলোতোভ এই রুমেই শুয়েছিলেন তার বালিশের নিচে পিস্তল নিয়ে। ২০১০ সালের এই রাতে বালিশের নিচে অবশ্য কোন পিস্তল ছিল না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কলাম্বিয়ান বন্দর এবং সিটি অফ কার্তাজেনার থেকে বিশ মাইল দূরে অবস্থিত গালফ্ অব উরাবা। এ উপকূলটি প্রায় দূর্ভেদ্য এবং ম্যালেরিয়া জীবানুযুক্ত ম্যানগ্রোভ জলাভূমিতে পরিপূর্ণ। যখন 'এয়ারফোর্স ওয়ান' প্রেসিডেন্টকে আমেরিকা ফিরিয়ে আনছিল সেই সময়ে দুটি অদ্ভুতদর্শন যান সেই জলাভূমির একটি খাঁড়ি থেকে বেরিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে বাঁক নিল।

সেটি ছিল অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি, পেন্সিলের মতো সরু, প্রায় ষাট ফিট লম্বা, যা পানিতে একটি সূচের মতো দেখায়। কিন্তু প্রত্যেকটির স্টানে চারটি করে ইয়ালাহা-২০০ অনবোর্ড ইঞ্জিন লাগানো ছিল। কোকেন পাচারকারীদের সাম্রাজ্যে এগুলো 'গো-ফাস্ট' নামে পরিচিত। যানগুলোর আকার এবং চারটা করে শক্তিশালী ইঞ্জিন থাকায় জলপথে চলাচলকারী যেকোন যানের চেয়ে এরা দ্রুত চলতে পারে।

দৈর্ঘ্যে বিশাল হলেও প্রস্থ কম থাকায় এর উপরে ছোট্ট একটি রুম আছে, আর বিশাল এক্সট্রা ফুয়েল ট্যাঙ্ক রুমটির প্রায় পুরোটাই দখল করে ফেলেছে। প্রতিটি 'গো-ফাস্ট' দশটি সাদা প্লাস্টিকের ড্রামে করে বহন করছে ৬০০ কেজি কোকেন। ড্রামগুলো ভালোভাবে সিল করা যেনো কোনক্রমেই সমুদ্রের পানি না ঢুকতে পারে। বহন করার সুবিধার জন্য প্রতিটি ড্রাম নীল পলিথিন কর্ডের নেটে জড়ানো আছে।

কোকেন ড্রাম এবং ফুয়েল ট্যাঙ্কের মাঝামাঝি স্থানে চারজন ক্রু উঁচু হয়ে বসে আছে। এতো ছোট জায়গায় স্বস্তিতে বসা সম্ভব নয়। এদের মধ্যে একজন হেমস্ম্যান। সে 'গো-ফাস্ট' চালানোতে দক্ষ, ঘণ্টায় চল্লিশ থেকে ষাট নট বেগে সহজেই এই যান চালাতে পারে। অন্য তিনজন যাচ্ছে সহকারী হিসেবে, তারা তাদের এই অস্বস্তিকর এবং ঝুঁকিপূর্ণ বাহাত্তর ঘণ্টার ভ্রমণের জন্য ভালো অঙ্কের টাকা পাবে। আসলে তারা সবাই মিলে যে টাকা পাবে সেটি ড্রামে থাকা জিনিসের আসল মূল্যের অতিক্ষুদ্র একটি অংশমাত্র।

অগভীর জায়গা পেরিয়ে ক্যাপ্টেন চল্লিশ নট বেগে ছুটতে শুরু করলো। সমতল সাগরের বুক চিরে সূচনা করলো তাদের দীর্ঘ যাত্রা। তাদের লক্ষ্য পানামা রিপাবলিকের কোলন বন্দর থেকে সত্তর মাইল দূরবর্তী একটি বিন্দু। সেখানে তারা ড্রামগুলো তুলে দেবে ভার্জিন ডে ভাগাম নামের একটি জাহাজে যেটি পশ্চিম ক্যারিবিয়ান থেকে পানামা খালের দিকে এগোচ্ছে।

'গো-ফাস্ট'গুলোকে আরো তিনশ মাইল যেতে হবে, এমনকি চল্লিশ নট বেগেও চললেও তারা সূর্যাস্তের আগে পৌঁছাতে পারবে না। তাই তাদের পরবর্তী দিনটা কাটাতে হবে তীব্র গরমের মাঝে, নীল ত্রিপলের নিচে, যতক্ষণ না অন্ধকার এসে তাদের আড়াল করে। তারপর আবার যাত্রা শুরু করে মাঝরাতের মধ্যে কার্গো শিপমেন্ট করতে পারবে তারা। আর সেটিই তাদের

www.BanglaBook.org

ডেডলাইন অর্থাৎ এর মধ্যেই তাদের পৌছাতে হবে।

'গো-ফাস্ট'টি যখন পৌছাল জাহাজটি তখন সেখানেই ছিল। জাহাজ থেকে সঠিক আলোর সংকেত পেয়ে 'গো-ফাস্ট'টি জাহাজের পাশে ভিড়ল। আগে থেকে ঠিক করে রাখা কিছু অর্থহীন বাক্য উচ্চারণ করলো দুই দিক থেকেই। এগুলো সংকেত বা পাসওয়ার্ড। জাহাজের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে তারা কোকেনের ড্রামগুলো তুলে ধরলে জাহাজ থেকে নেমে আসা উৎসাহী কিছু লোক সেগুলো তুলে ডেকে রাখলো। জাহাজ থেকে কয়েক ড্রাম তেল নিয়ে ফুয়েল ট্যাংক পূর্ণ করলো তারা। কিছু স্প্যানিশ সম্ভাষণের পর ভার্জিন ডে ভালমে এগোতে লাগল কোলনের দিকে আর 'গো-ফাস্ট'গুলো ধরলো বাড়ির পথ। আরো একটি দিন অদৃশ্যভাবে পানিতে ভেসে থাকার পর তারা তাদের ম্যানগ্রোভ জলায় পৌছাতে পারবে তৃতীয় দিন সূর্যোদয়ের আগে। এখণ থেকে প্রায় ষাট ঘণ্টা পর।

প্রতিটি ক্রু পাবে ৫০০০ ডলার আর চালক পাবে ১০,০০০ ডলার, যা তাদের কাছে বিশাল ব্যাপার। তারা যা বহন করে নিয়ে গেছে তা আমেরিকাতে বিক্রি হবে ৮৪ মিলিয়ন ডলারে।

ততোক্ষণে ভার্জিন ডি ভালমে'র পানামা খালে পৌছে যাওয়ার কথা যদিনা কেউ জাহাজটি মেঝের সবচেয়ে নিচের হোল্ডে অভিযান চালায়। সেখানে তার জন্য আরেকটা জাহাজ অপেক্ষা করবে। সাধারণত জাহাজের এতো নিচে কেউ অভিযান চালায় না। ব্রিদিং ইকুইপমেন্ট ছাড়া সেখানে কেউ ঢুকলে শ্বাস নিতে পারবে না। মেঝের নিচে রাখা ইকুইপমেন্টগুলোকে তারা ফায়ার-ফাইটিং ইকুইপমেন্ট বলে চালিয়ে দেয়।

পানামা থেকে প্যাসিফিক সাইড পেরিয়ে জাহাজটি উত্তর দিকে ঘুরল। সেন্ট্রাল আমেরিকা ছাড়িয়ে সেটি এগিয়ে চললো মেক্সিকো আর ক্যালিফোর্নিয়ার দিকে। শেষ পর্যন্ত সেই বিশটি ড্রাম ওরিগনে এসে জাহাজের ডেকে উঠলে সেগুলো ক্যানভাস কাভারের নিচে লুকিয়ে রাখা হলো। এক অমাবস্যা রাতে কেপ ফ্ল্যাটারির দিকে ঘুরে সোজা জোয়ান দে ফুকা'তে চলে এলে সবাই জানল সেটি ব্রাজিল থেকে সিয়াটলের উদ্দেশ্যে কফির একটি কার্গো নিয়ে যাচ্ছে।

সবশেষে ক্রুরা চেইন দিয়ে বিশটি ড্রাম বেঁধে পানিতে এমনভাবে নামিয়ে দিল যাতে ড্রামগুলো পানির একশ ফিট নিচে ডুবে থাকে। তারপর ক্যাপ্টেন সেলফোন দিয়ে একটি কল করল। এমনকি যদি ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি মনিটরও করে ফোন কলটি (যেটা তারা করে থাকে), তবে তারা শুনতে পাবে কিছু উদ্দেশ্যহীন সাধারণ কথাবার্তা : একাকীত্বে ভোগা একা নাবিক তার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রেমিকাকে বলছে আর মাত্র ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তাদের দেখা হবে।

সেই বিশটি ড্রাম চিহ্নিত করা ছিল ছোট কিন্তু উজ্জ্বল রঙের বয়া দিয়ে যেগুলো ভোরবেলায় ধূসর জলের উপর ভাসছিল। একটা ক্রাব বোটে করে চারজন লোক এসেছিল যাদের দেখে মনে হয় তারা পানিতে গলদা চিংড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছে। আসলে তারা মার্কার করা বয়াগুলো খুঁজছিল। কেউ তাদেরকে পানির নিচ থেকে বিশটি ড্রাম তুলতে দেখল না। যদি তারা তাদের রাডারে দেখতে পেত কোন টহল জাহাজ আশেপাশে আছে তবে তারা সেখানে যেত না। কোকেনের ড্রামগুলোতে জিপিএস লাগানো ছিল তাই তাদের পক্ষে সেগুলো খুঁজে পেতে কোন সমস্যা হল না।

ফুকা থেকে ক্র্যাববোটে করে স্মাগলারেরা সরাসরি দ্বীপগুলোর মাঝ দিয়ে সিয়াটলের উত্তর পাশের একটি দ্বীপে ল্যান্ড করলো যেখানে জেলেরা বাস করে। একটি বিশাল বিয়ারের ট্রাক সেখানে অপেক্ষা করছিল। সেই গাড়িতে তুলে দেয়া হলেই কোকেনগুলো হয়ে যাবে প্রতি বছরে আমেরিকাতে আনা ৩০০ টন কোকেনের একটি অংশ। একাজে যুক্ত সবাইকে পরে টাকা দিয়ে দেয়া হবে। ক্র্যাব বোটের ক্রুরা কখনো জানবে না জাহাজটির নাম কি ছিল কিংবা ট্রাকটির কি নাম। তাদের জানার দরকারও নেই।

আমেরিকার মাটিতে পৌছানোর পর কোকেনগুলোর মালিকানা পরিবর্তন হয়ে গেল। যতক্ষণ পর্যন্ত এর মালিকানা কলাম্বিয়ান কার্টেলের কাছে ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত এর সব খরচ কার্টেল বহন করেছে। বিয়ারট্রাক থেকে মালিকানা আমেরিকান ইমপোর্টারের হয়ে গেল, এখন থেকে কোকেনের সব দায়-দায়িত্ব তাদের। এর বিনিময়ে এখন কলাম্বিয়ার কার্টেলের হাতে বিশাল অঙ্কের টাকা তুলে দিতে হবে।

ছোট আমদানিকারককে অর্ডার দেয়ার সময়েই কার্টেলের হাতে পুরো টাকা তুলে দিতে হয়। বড় আমদানিকারকেরা অর্ডার দেয়ার সময় ফিফটি পার্সেন্ট টাকা দেয়। বাকিটা দেয় ডেলিভারির পর। আমদানিকারকেরা বিশাল অঙ্কের মার্ক-আপ রেখে সেগুলো মার্কেটে বিক্রি করে। বিয়ারট্রাক থেকে কোকেন ব্যবহারকারীর কাছে পর্যন্ত পৌছাতে এর দাম কয়েকগুণ বেড়ে যায়।

এর মাঝখানে সেটি আরো কয়েকহাত বদল হবে। বেশ কয়েকদফা মিডলম্যান এবং ফড়িয়াদের হাত হয়ে সেগুলো কাস্টমারের হাতে পৌছাবে। এর থেকে টাকা দেয়া হবে এফবিআই এবং ডিইএ'র লোকদের যাতে তারা সেগুলো না আটকায়, কার্টেলকে দিতে হবে বাকি ফিফটি পার্সেন্ট টাকা। সব লেনদেন হবে নগদে এবং হুন্ডির মাধ্যমে। এরপর পুরো আমেরিকায় এই সব আপাত নির্দোষ পাউডার ছড়িয়ে ধ্বংস করবে অনেক তাজাপ্রাণ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পল ডেভেরু দেখলেন, তার পুরো গবেষণা করতে চার সপ্তাহ লাগবে। জোনাথন সিলভার এর মধ্যে দুই বার ফোন করলেও ডেভেরু তাড়াহুড়ো করলেন না। যখন তিনি ওয়েস্ট উইংয়ে দ্বিতীয়বারের মতো চিফ অব স্টাফের সঙ্গে দেখা করতে তৈরি হলেন তার হাতে ছিল পাতলা একটি ফোল্ডার। যে কম্পিউটার তার কাছে সম্পূর্ণ অনিরাপদ মনে হয় সেটিকে পুরোপুরি অবহেলা করে তিনি মুটামুটি সব কিছু মুখস্থ করে নিয়েছেন। যদি দূর্বল মস্তিষ্কের কারো সাথে আলোচনা করতে হয়, এই ভেবে সারমর্মটা পুরনো ফ্যাশনে র ইংলিশে লিখে নিয়েছেন।

"আচ্ছা?" স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে–যেটিকে জোনাথন সিলভার ইস্পাত-কঠিন ব্যক্তিত্ব ভাবেন, আর অন্যেরা ভাবে নিষ্ঠুরতা–তিনি বললেন, "এটা আপনার মতামত?"

"হ্যা," বললেন ডেভেরু। "আবার কঠিন কিছু শর্ত আছে যেগুলো ঠিকমতো পূরণ করা হলে কোকেন ইন্ড্রাস্ট্রি পুরোপুরি ধ্বংস করা সম্ভব।"

"কিভাবে?"

"কিভাবে নয় সেটি প্রথমে বলি। যে জায়গাটতে এগুলো উৎপন্ন হয়, যারা এসব উৎপন্ন করে তারা থাকে ধরা ছোঁয়ার বাইরে। হাজার-হাজার হতদরিদ্র কৃষক, কোকা-উৎপাদনকারী, তারা তাদের আগাছা-জঙ্গলে ফাঁকে ফোকরে উৎপাদন করবেই যতক্ষণ পর্যন্ত কার্টেল তাদের কাছ থেকে পেস্ট হিসেবে সেগুলো কিনে নেবে। তাই কার্টেল যদি তাদের কাছ থেকে সেই পাতা না কেনে তবে তারা এমনিতেই এসব উৎপাদ করা থেকে বিরত থাকবে।"

"তাই সরাসরি কৃষকদের গুঁড়িয়ে দেয়ার প্ল্যান বাদ?"

"যে যেমন পারে চেষ্টা করবে, এখনকার কলাম্বিয়ান সরকার এ বিষয়ে সত্যিই চেষ্টা করছে। যদিও তাদের পূর্বসূরীরা এবং প্রতিবেশীরা এ ব্যাপারে আন্তরিক ছিল না। কিন্তু আমরা ভিয়েতনাম থেকে শিক্ষা পেয়েছি, জঙ্গল এবং জঙ্গলে বসবাসকারী লোকেদের নিজেদের এলাকায় আলাদা কিছু সুবিধা থাকে, তাই বাইরে থেকে তাদের নির্মূলের চেষ্টা করা কিছুটা বোকামির পর্যায়ে পড়ে। অনেকটা ভাঁজ করা পেপার দিয়ে এক ঝাঁক পিঁপড়া মেরে ফেলার চেষ্টা করার মত।"

"তাহলে কি রিফাইনারিগুলো? নাকি কার্টেল?"

"সেটাও ভাল কোন উপায় নয়, অনেকটা প্রাণীর নিজের গর্তে খালি হাত ঢুকিয়ে সেটি বের করে আনার চেষ্টা করার মত। সেটা তাদের এলাকা, আমাদের নয়। ল্যাটিন আমেরিকাতে তারাই সর্বেসর্বা, আমরা নই।"

"ওকে," সিলভার বললেন, তার অসীম ধৈর্যের খানিকটা বিচ্যুতি ঘটল। "আমেরিকার ভেতরে, যখন এইসব জঘন্য জিনিস আমেরিকার ভেতরে প্রবেশ

www.BanglaBook.org

করে তখন প্রতি বছর এই খাতে সরকারের এমনিতেই কত খরচ হয় সেটা কি আপনি জানেন? পঞ্চাশটা স্টেট, সাথে ফেডারেল গভমেন্ট? বিশাল জাতীয় ঋণ, একেবারে যা-তা ব্যাপার।"

"ঠিক তাই," ডেভেরু বললেন। সিলভারের ক্রমবর্ধমান বিরক্তি সত্ত্বেও শীতল তখনো পর্যন্ত। "আমি জানি শুধুমাত্র ফেডারেল গভমেন্ট একা প্রতি বছর চৌদ্দ বিলিয়ন ডলার খরচ করে মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পেছনে। পঞ্চাশটা স্টেট সবার আলাদা আলাদা বিশাল অঙ্কের বাজেট থাকে এ কাজে। তাই আমেরিকার ভেতরে তাদের নির্মূল করার চেষ্টা করাটাও ভাল কোন সমাধান নয়।"

"তো মূল চাবিটা কোথায়?"

"আমাদের ট্রাম্পকার্ড হচ্ছে জল।"

"জল? পানি? আমরা কি কোকেনের মধ্যে পানি ঢেলে দেব?"

"না। সমুদ্রপথের কথা বলছি। একটা মাত্র স্থলপথ ছাড়া কলাম্বিয়া থেকে ইউরোপ এবং মেক্সিকোতে কোকেন আসার অন্য কোন স্থলপথ নেই। সেন্ট্রাল আমেরিকার মধ্য দিয়ে যে পথটি এসেছে সেটি সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা যাবে যাতে কার্টেল সেটি ব্যবহার না করতে পারে। তারপর জলপথ ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকবে না তাদের। এমনিতেই প্রায় সবটুকু কোকেনই জলপথে পাচার হয়, সেটি তাদের ক্যারোটিভ আটারি বা ফুসফুসের ধমনী। সেটি কেটে দিলেই রোগী মারা যাবে।"

কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন সিলভার ডেস্কের উপর দিয়ে রিটায়ার্ড স্পাইয়ের দিকে কিছুক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকলেন। লোকটি কেমন যেন নির্বিকার, যেন ধরেই নিয়েছে তার প্রস্তাব পাশ হবেই।

"তাহলে কি আমি প্রেসিডেন্টকে বলে দেব, তার প্রজেক্ট শুরু হয়ে যাচ্ছে? আপনি কি সেই প্রজেক্ট চালিয়ে নিতে প্রস্তুত?"

"পুরোপুরি না, এখানে আমার কিছু শর্ত আছে যেগুলোতে কোন ছাড় দেয়া আমার পক্ষে মোটেও সম্ভব নয়।"

"আপনার কথা হুমকির মতো শোনাল। এই ওভাল অফিসে কেউ এইভাবে কথা বলে না, মিস্টার।"

"এটা কোন হুমকি নয়, এটা একটি ওয়ার্নিং। যদি এই শর্তগুলো পূরণ করা না হয় তাহলে এই প্রজেক্টটি ব্যর্থ হবে, খুব বাজেভাবে। ব্যাপারটা আসলে এমনই।"

ডেভেরু তার হালকা ফাইলটি ডেস্কের উপর দিয়ে ঠেলে দিলেন। চিফ অব স্টাফ সেটি খুললেন। মাত্র দুটি শিটে মুক্তোর মতো ঝকঝকে হাতের লেখা। পাঁচটি অনুচ্ছেদ, তিনি প্রথমটি পড়লেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

১. সম্পূর্ণ গোপনীয়তার মধ্যে কাজ করার পূর্ণ স্বাধীনতা আমার প্রয়োজন হবে। কমান্ডার-ইন-চিফের খুব কাছের কয়েকজন ছাড়া অন্য কারো জানার দরকার নেই কি হচ্ছে অথবা কেন হচ্ছে। ওভাল অফিসে সবাই ততটুকু জানবে, যতটুকু জানা দরকার।

"ফেডারেল আর মিলিটারী স্ট্রাকচারটা এমন যে তারা কোন গোপন তথ্য ফাঁস করে না," বললেন সিলভার।

"তারা ফাঁস করে," শান্তস্বরে বললেন ডেভেরু। "আমি আমার জীবনের অর্ধেক সময় এদের প্রতিরোধ করতে আর এদের সৃষ্ট ক্ষতি পরবর্তীতে মেরামত করার কাজে ব্যয় করেছি।"

২. যেকোন সংস্থা, মিলিটারি ইউনিট থেকে যেকোন সাহায্য চাওয়া, পাওয়া এবং যেকোন কিছু করার জন্য আমাকে প্রেসিডেন্সিয়াল অথরটিরি মাধ্যমে ক্ষমতা প্রদান করতে হবে। সেটি শুরু হবে অ্যান্টি নারকোটিক্স এজেন্সির সব তথ্য সর্ব প্রথমে এই প্রজেক্টের হেডকোয়ার্টারে পৌছে দেয়ার মাধ্যমে। আমি যার নাম দিয়েছি 'প্রজেক্ট কোবরা।'

"সংস্থাগুলো রেগেমেগে একাকার হয়ে যাবে," সিলভার বিড়বিড় করে বললেন। তিনি জানতেন তথ্যই সব সংস্থাগুলোর বড় শক্তি, কোনভাবেই তারা অন্য কাউকে সেই তথ্য দিতে চাইবে না। সংস্থাগুলোর মধ্যে আছে সিআইএ, ডিইএ, এফবিআই, এনএসএ এবং আর্মড ফোর্সের মতো সংস্থা। তারা কি এত সহজে তথ্য দিতে রাজি হবে?"

"সবগুলো সংস্থা এখন প্যাট্রিয়ট অ্যাক্টের দ্বারা হোমল্যান্ড সিকিউরিটির অধীনে আছে, তারা এখন প্রেসিডেন্টের কথা শুনতে বাধ্য," বললেন ডেভেরু।

"হোমল্যান্ড সিকিউরিটি তো টেররিজম বা সন্ত্রাসবাদ নিয়ে কাজ করে," সিলভার বললেন, "নারকোটিক্স স্মাগলিং হচ্ছে ক্রাইম।"

"আপনি পড়তে থাকেন," মৃদুস্বরে বলেন সাবেক সিআইএ অফিসার।

৩. আমার সাথে আমার নিজের লোক কাজ করবে যাদের আমি নিজেই নিয়োগ দেব। সংখ্যায় খুব বেশি না, কিন্তু যাকে আমি এই প্রজেক্টের দ্বিতীয় স্থানে দেখতে চাই তাকে নিয়ে কোন অনুসন্ধান করা বা কোন রকম প্রশ্ন তোলা চলবে না।

চতুর্থ অনুচ্ছেদে আসার আগপর্যন্ত তিনি কোন অভিযোগ করলেন না।

৪. আমাকে দুই বিলিয়ন ডলারের বাজেট দিতে হবে কোন প্রকার পরীক্ষা নিরীক্ষা ছাড়াই। তারপরে আমার নয় মাস সময় লাগবে প্রস্তুত হওয়ার জন্য, আরো নয় মাস লাগবে কোকেন ইন্ড্রাস্ট্রি ধ্বংস করার জন্য।

এর আগেও ছদ্মবেশী অথবা গোপন বাজেট হয়েছে কিন্তু এক্ষেত্রে বাজেটটা বিশাল। চিফ অব স্টাফ ইতোমধ্যে লালবাতি জ্বলতে দেখছিলেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কার বাজেট কমিয়ে ফান্ড দেয়া হবে? এফবিআই? সিআইএ? ডিইএ? নাকি ট্রেজারিকে বলে নতুন ফ্রেশ ফান্ড দেয়া হবে?

"খরচের কোন সুপারিভশন বা তদারকি চলবে না," তিনি বললেন।

"আপনার শপিং করার জন্য তো অর্থ মন্ত্রনালয় টাকা ছাড় দেবে না, তাদের তো খরচের খাতগুলো দেখাতে হবে।"

"তাহলে সেটা কাজ করবে না," ডেভেরু শান্তভাবে উত্তর দিলেন। "ব্যাপারটা এমন হতে হবে যাতে কোনভাবেই কার্টেল এবং কোকেন ইন্ডাস্ট্রি জানতে না পারে। বুঝতে না পারে, আগে থেকে প্রস্তুত হতে না পারে। সবাই যদি জেনে যায় আমি কি যন্ত্রপাতি আর জনবলের পেছনে টাকা খরচ করব তবে তা কিছু ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টার আর ব্লগারের মাধ্যমে সবাই জেনে যাবে।"

"তারা তত্ত্বাবধান করবে না, শুধু খবর রাখবে।"

"সে একই কথা, মিঃ সিলভার। একবার তারা জেনে গেলে আমাদের গোপনীয়তা শেষ হয়ে যাবে। তখন সব প্ল্যান শেষ। বিশ্বাস করেন, আমি এটা ভালো করেই জানি।"

ইলিনয়ের কংগ্রেসম্যান জানেন এটা এমন একটা ব্যাপার যেখানে দ্বন্দ্বে গিয়ে তিনি পারবেন না। পাঁচ নম্বর শর্তে গেলেন তিনি।

৫. কোকেনকে 'এ' ক্যাটাগরির ড্রাগ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যার আমদানী স্থানীয় আইন অনুযায়ী একটি ক্রাইম। এটি পরিবর্তন করে একে একটি জাতীয় হুমকি বা ন্যাশনাল থ্রেট হিসেবে গণ্য করতে হবে, যেনো সন্ত্রাসবাদ বা টেররিজমের পর্যায়ে পড়ে।

জোনাথন সিলভার চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন। "আপনি পাগল হয়েছেন?"

"না, তা হই নি। এটা করতে হলে কংগ্রেসকে শুধুমাত্র একটি ছোট্ট কাজ করতে হবে। এটা শুধুমাত্র কোনো কেমিক্যালের ক্যাটাগরি পরিবর্তন করবে, এতে শুধুমাত্র একটি এক্সিকিউটিভ ইন্সট্রুমেন্ট লাগবে।"

"কোন্ কেমিক্যাল?"

"কোকেন হাইড্রোক্লোরাইড শুধুমাত্র একটি নিষিদ্ধ কেমিক্যাল, যা আমদানি করা আমেরিকার অপরাধ আইনের পরিপন্থী। অ্যানথ্রাক্সও একটি কেমিক্যাল, ভিএক্স নার্ভ গ্যাসও একটি কেমিক্যাল, কিন্তু অ্যানথ্র্যাক্স আছে ব্যাকটেরিওলজিক্যাল উইপন ক্যাটাগরিতে, আর ভিএক্স গ্যাস তো সরাসরি কেমিক্যাল উইপন ক্যাটাগরিতে, আমরা ইরাক আক্রমণ করেছিলাম তাদের কাছে এমন জীবাণু অস্ত্র আছে ভেবে।"

"সেটা ভিন্ন ব্যাপার।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"না, দুটো একই ব্যাপার। কোকেনের ক্যাটাগরি পরিবর্তন করলেই এরকম হয়ে যাবে, তাছাড়া বছরে হাজার টন কোকেন আমেরিকায় ঢুকিয়ে দেয়া এখন আর কোন ক্রাইম নয়, এটি এখন সন্ত্রাসবাদী হুমকি। তারপর আমরা আইন অনুযায়ী এগোতা পারব। সব আইন এখন জায়গামতোই আছে।"

"আপনি বলতে চাচ্ছেন আমাদের সব কিছু তৈরিই আছে?"

"অনেক কিছুই, কিন্তু তারা আমাদের অঞ্চলের বাইরে আকাশপথে এবং জলপথে নিয়োজিত।"

"তার মানে আমরা আল-কায়েদাকে যেভাবে দেখি ড্রাগ কার্টেলগুলোকেও সেভাবেই বিবেচনা করতে হবে?"

"হ্যা, আগের চেয়েও নিষ্ঠুর এবং দক্ষভাবে," বললেন ডেভেরু।

"তো, আমাকে এখন কি করতে হবে...?"

"মিস্টার চিফ অব স্টাফ, আপনাকে এখন সিদ্ধান্ত নিতে হবে। প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্তও জানতে হবে। একবার সিদ্ধান্ত হয়ে গেলে তখন আর বেশি কিছু বলার নেই। আমার মনে হয় কাজটা করা সম্ভব। কিন্তু শর্তগুলো পূরণ করা না হলে সেটা করা অসম্ভব হবে, অন্তত আমার পক্ষে।"

অনুমতি না নিয়েই ডেভেরু উঠে দরজার কাছে গিয়ে একটু থামলেন।

"দয়া করে কমান্ডার-ইন-চিফ কি বলেন সেটা আমাকে জানাবেন, আমি বাসায়ই থাকব।"

মুখের উপর এমন দরজা বন্ধ করা দেখতে জোনাথন সিলভার অভ্যস্ত ছিলেন না।

আমেরিকাতে প্রেসিডেন্সিয়াল এক্সিকিউটিভ অর্ডারের মাধ্যমে সর্বোচ্চ প্রশাসনিক ডিক্রি জারি করা যায়। সাধারণত সেগুলো জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয় সেগুলোর। আর যদি তা না করা হয় তবে সেটা বাস্তবায়ন করা কঠিন হয়ে পড়ে। তবে প্রেসিডেন্সিয়াল এক্সিকিউটিভ অর্ডার গোপনীয়ও হতে পারে।

আলেক্সান্দ্রিয়া থেকে আসা লোকটি জানতে পারল না, তার প্ল্যানে চিফ অব স্টাফকে সম্মত করিয়ে ফেলেছে প্ল্যান গ্রহণ করার জন্য, যিনি পরবর্তীতে প্রেসিডেন্টকে রাজি করিয়েছেন। একজন হতবাক সংবিধানিক আইন বিশেষজ্ঞের সাথে আলোচনার টুটি চেপে কোকেনের ক্যাটাগরি বিষ হিসেবে পরিবর্তন করে এটিকেট ন্যাশনাল থ্রেট হিসেবে গণ্য করা হয়। এরপর সেটি সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সাথে একই কাতারে শামিল হয়ে যায়।

BanglaBook.org

পর্তুগিজ উপকূলের যথেষ্ট পশ্চিমে এবং স্প্যানিশ ফ্রন্টিয়ারের প্রায় পাশাপাশি স্থান দিয়ে এমডি বালথ্যাজার উত্তর দিকে চলছিল রটারডামের ইউরোপোর্টের

www.BanglaBook.org

দিকে সাধারণ একটি কার্গো হিসেবে। সেটি খুব বড় ছিল না। বড়জোর ৬০০০টন। সেটিতে ছিল একজন ক্যাপ্টেন এবং আটজন ক্রু। তারা সবাই স্মাগলার। এই সব অপরাধমূলক কাজে শ্রমিকদের এতই আকর্ষণীয় বেতন দেয়া হয় যে এই জাহাজটির ক্যাপ্টেন আর দুই বছর পরেই একজন ধনী লোক হিসেবে তার ভেনিজুয়েলার বিলাস-বহুল বাড়িতে অবসর নিয়ে নেবে।

রেডিওতে আবহাওয়াবার্তা শুনল সে। কেপ ফিনিস্টারের আবহাওয়া পূর্বাভাস শুনল, আর মাত্র পঞ্চাশ নটিক্যাল মাইল সামনে সেটা। পূর্বাভাস বলছে, চার মাত্রার ঝড়ো বাতাস বইবে উত্তাল সমুদ্রে, কিন্তু সে জানে, যারা কার্গো ডেলভারি নেয়ার জন্যে অপেক্ষা করছে তারা এর চেয়েও উত্তাল ঝড়ে সেখানে অপেক্ষা করবে।

যখন সে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে নিচের হোল্ড থেকে চারটি বান্ডিল তুলে আনতে তার লোকদের নির্দেশ দিল তখনও চিংড়ি শিকারীর ট্রলারটা কারাকোস থেকে একশ মাইল দূরে।

ক্যাপ্টেন গনক্লেভ্স খুব সতর্ক। সে পোর্টে ঢুকলও না, আবার পোর্ট থেকে বেরিয়েও গেল না এসব অবৈধ জিনিস নিয়ে। সে ওই জায়গাতেই স্থির থাকল। জিনিসগুলো আগের নিয়মে পানিতে নামিয়ে দেবার পরই সে বন্দরে ভিড়বে। সতর্কতার সাথে ইনফর্মারদের নজর এড়িয়ে ভেসে থেকে অপেক্ষা করতে লাগলো সে। ছয়বার সফলভাবে আটলান্টিক অতিক্রম করার পুরস্কার হিসেবে সে পেয়েছে সুন্দর একটি বাড়ি, দুই মেয়েকে স্বচ্ছলভাবে মানুষ করতে পেরেছে, ছেলেকে ভর্তি করিয়েছে কলেজে।

কিছুক্ষণ পরেই দুটো স্প্যানিশ বোট দেখা দিল। তারপর ক্যাপ্টেন আগে থেকে ঠিক করে রাখা আপাতনিরীহ সাংকেতিক কথাগুলো জোরে জোরে বলতে লাগল ট্রলারগুলোর উদ্দেশ্য। সেগুলো ছিল স্প্যানিশ ভাষার সাধারণ সম্ভাষণ। অনেক সময় জেলেদের ছদ্মবেশ নিয়ে স্প্যানিশ কাস্টমস্ ট্রলারে করে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু অপরপাশ থেকে পূর্বনির্ধারিত বাক্যগুলো শুনতে পেয়ে বোটগুলো কাছে আসার পর ক্যাপ্টেন নিশ্চিত হল তারা তাদেরই লোক।

পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার পর খানিকটা দূরে সরে গেল ট্রলারগুলো। কয়েক মিনিট পর জাহাজ থেকে চারটি বান্ডিল ঝুপ করে পানিতে পড়লে জাহাজটি উত্তরটিকে চলতে শুরু করল। এই বান্ডিলগুলো সিমেন্টে পানির নিচে ডুবিয়ে রাখা বান্ডিলগুলোর মত নয়। এগুলো এমনভাবে ডিজাইন করা যাতে পানির উপর ভেসে থাকে। ট্রলারগুলোর ক্রুরা পানি থেকে বান্ডিল তুলে নিয়ে প্রতিটি ট্রলারে দুটি করে আর মাছ রাখার হোল্ডে বান্ডিলগুলো রেখে দশটন সারডিন মাছ দিয়ে ঢেকে বাড়ির পথ ধরল। তারা এসেছে গ্যালিসিয়ান কোস্টের মুরস নামের জেলেদের ছোট একটি শহর থেকে। তারা যখন সন্ধ্যার আলো আঁধারিতে হার্বারে ঢুকল তখন তাদের কাছে এসবের কিছুই ছিলো না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গার্বারের বাইরেই বিচে বান্ডিলগুলো নামিয়ে দিয়ে এসেছে তারা। সেখান থেকে কয়েকজন লোক সেগুলো টেনে নিয়ে বিচের ধারে থাকা ট্রাক্টর এবং ট্রেইলারে তুলে দিয়েছে। আর কোন যানবাহন সেই ভেজা বালুময় বিচে ছিল না। চারটি বান্ডিল নিয়ে সেই ভ্যানটা মাদ্রিদের উদ্দেশ্যে রওনা দিল যার গায়ে বড় বড় করে লেখা ছিল 'আর্টলান্টিক ফিশ।'

মাদ্রিদের ইমপোর্টার গ্যাংটি জেলেদেরটাসহ সবাইকে নগদে টাকা পরিশোধ করে দিলে আরো একটন বিশুদ্ধ কলম্বিয়ান কোকেন ঢুকে পড়লো ইউরোপে।

চিফ অব স্টাফের একটি ফোন ডেভেরুর কাছে সংবাদটি নিয়ে এলো—তাকে বিশেষ ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। এটা অনেক যুগ ধরে ওভাল অফিসের অন্য কোন কর্মচারী পায় নি। টাকার ব্যাপারটা পরে নিশ্চিত করা হবে যখন ডেভেরু জানাবে কোথায় এবং কখন এই দুই বিলিয়ন ডলার দিতে হবে।

ফোনকলটি পাওয়ার পর সর্বপ্রথম তিনি একটি কাজই করলেন—অন্য একটি নাম্বারে ফোন করা। এই নাম্বারটি তার কাছে অনেককাল ধরেই ছিল কিন্তু কখনো কল করা হয় নি।

তিনি ফোন করলে নিউজার্সি স্টেটের পেনিংটন সিটির রাস্তার পাশের একটি ছোট বাংলোয় রিং বাজতেই তৃতীয় রিংয়ের পর ওপাশ থেকে উত্তর এল।

"মিঃ ডেক্সটার?"

"কে বলছেন?"

"বহু পুরনো একটি নাম, পল ডেভেরু। আমার মনে হয় নামটা আপনার মনে আছে।"

ওপাশ থেকে লম্বা বিরতি। এই লোকটি তার সোলার প্লেক্সাসে আঘাত করেছিল। আবার এত দিন পর?

"মিঃ ডেক্সটার, আপনি কি লাইনে আছেন?"

"হ্যা, শুনছি। আমার ভালোভাবেই আপনার নামটা মনে আছে। এই নাম্বার কোথায় পেলেন?"

"সেটা জানা গুরুত্বপূর্ণ নয়। আপনার তো এটাও মনে থাকার কথা, আমার কাছে অনেক তথ্যের স্টক থাকে, আর সেটাই আমার পেশা।"

নিউজার্সির লোকটির সবকিছু বেশ ভালোভাবেই মনে আছে। নয় বছর আগে সে ছিল সবচেয়ে সফল বাউন্টি-হান্টারদের একজন। দুর্ভাগ্যবশত তার সাথে একবার ল্যাংলির সিআইএ হেডকোয়ার্টারে কর্মরত ডেভেরুর যখন মোলাকাত হয়েছিল তখন ডেভেরু তাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছিলেন।

এই দু'জনের মধ্যে ছিল দা-কুমড়া সম্পর্ক। বাদামী চুলের হাসিখুশি,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বন্ধুবৎসল আর পেশীবহুল, ছোট শহর পেনিংটনের অ্যাটর্নি ক্যাল ডেক্সটারের জন্ম ১৯৫০ সালে একটি তেলাপোকার ইঁদুরে জর্জরিত বস্তিতে। তার বাবা ছিলেন একজন নির্মাণ শ্রমিক যিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পুরো সময়টি একটি কোরিয়ান নির্মাণ সংস্থায় কাজ করেছেন।

কিন্তু যুদ্ধের পর কোন কাজকর্ম ছিল না। ডেক্সটারের বয়েস যখন পাঁচ তখন তার মা প্রেমবিহীন সম্পর্ক ছেড়ে চলে যান অন্য এক লোকের হাত ধরে। তার বাবার উপর বর্তায় তার লালন-পালনের ভার। অভাব অনটনের মাঝেই বেড়ে উঠতে থাকেন ডেক্সটার।

তার বাবা ছিলেন অন্যসব শ্রমিকের মত যাদের সবচেয়ে বড় সম্বল তাদের দুই হাত, কিন্তু তার বাবার ধ্যান ধারনা ছিল অন্যসব শ্রমিকের চেয়ে একটু আলাদা যিনি বিশেষ যত্নে তার ছেলেকে দিয়েছেন আইন এবং পুরনো ঐতিহ্যকে শ্রদ্ধা করার শিক্ষা।

দুই বছরের মধ্যে ডেক্সটারের বাবা একটি ট্রেলার-হোম জোগার করে ফেললেন যেটি নিয়ে তিনি কাজের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে পারতেন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়। এভাবেই ডেক্সটার বেড়ে উঠেছিলেন কনস্ট্রাকশন সাইট থেকে কনস্ট্রাকশন সাইটে, ওই চাকার উপরে থাকা চলন্ত বাড়িতে। এক স্কুলে কয়েক মাস থেকে তারপর অন্য কোনো স্কুলে, এভাবেই তার জীবন চলতে লাগলো। সেটি ছিল এলভিস প্রিসলি, ডেল শ্যানন, রয় অরবিসন এবং বিটলস্‌দের সময়কাল। কিন্তু একই দেশে থেকেও কাল তখনও পর্যন্ত তাদের নাম শোনারও সৌভাগ্য হয় নি ডেক্সটারের। সেটি ছিল জন এক কেনেডি, স্নায়ুযুদ্ধ এবং ভিয়েতনামেরও সময়কাল।

তার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বাধাগ্রস্থ হতে হতে প্রায় শেষ হবার পথে ছিলো। কিন্তু অন্যদিক দিয়ে তিনি বিদ্বান হয়ে ওঠেন : রাস্তার ছেলে আর দাঙ্গাবাজ হিসেবে। তার চলে যাওয়া মায়ের মতো অতোটা লম্বা ছিলেন না তিনি, উচ্চতায় পাঁচ ফিট আট ইঞ্চি। তার বাবার মতো এমন পেশীবহুল ভারি দেহও ছিল না, কিন্তু তার দেহের ছিল শক্ত গাঁথুনি, ভয় জাগানিয়া স্ট্যামিনা আর বজ্রের মতো মুষ্টি।

সতেরো বছর বয়েসে তার মনে হচ্ছিল তাকে বুঝি তার বাবার পদাঙ্কই অনুসরণ করতে হবে–ময়লার মধ্যে কোদাল চালিয়ে কিংবা বিল্ডিংসাইটের অন্য কোন কঠোর পরিশ্রমের সম্মানহীন কাজ করতে হবে।

যদি না...

১৯৬৮ সালের জানুয়ারিতে তার বয়েস ছিলো আঠারো, তখন ভিয়েতনাম যুদ্ধ চলছে পুরোদমে, তিনি টিভি দেখছিলেন ক্যামডেনের একটি বারে বসে। এক ডকুমেন্টারিতে বলছিল রিক্রুটমেন্টের ব্যাপারে : তোমার যদি ভালো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একটি শরীর থাকে তবে আর্মি তোমাকে প্রশিক্ষণ দেবে। সেটি ছিল অপ্রশিক্ষিত কিন্তু সুঠাম দেহের অধিকারীদের জন্য ইউএস আর্মির একটি বিশেষ অফার। পরের দিনই ইউএস আর্মির ক্যামডেনের স্থানীয় অফিসে গিয়ে সাইন আপ করেন ডেক্সটার।

মাস্টার সার্জেন্ট খুব বিরক্ত ছিল। সারাজীবন ধরে সে দেখে এসেছে কিভাবে যুবকেরা যুদ্ধে যেতে অস্বীকৃতি জানায়। বিশেষ করে ভিয়েতনামে। কেউই ওখানে যুদ্ধ করতে যেতে চায় না।

"আমি ভলান্টিয়ার হতে চাই," তার সামনে দাঁড়ানো ছেলেটি বলেছিল।

মাস্টার সার্জেন্ট তাকে একটি ফর্ম দিয়ে এমনভাবে চোখে চোখ রাখল যেন সে একটি বেড়াল, সামনে থাকা ইঁদুরটাকে কোনভাবেই হাতছাড়া করতে চায় না।

একটু সহানুভূতির সুরে তাকে তিন বছরের জন্যে সাইন করতে বললো যেখানে যুবকটির ইচ্ছে ছিলো দুই বছরের জন্যে করার।

"ভালো পোস্টিংয়ের সম্ভাবনা আছে, ভালো ক্যারিয়ার গড়ে নেয়ার সুবিধা," সে বলেছিলো। "এমনকি ভিয়েতনামে যাবারও দরকার পড়বে না হয়তো, যদি তিন বছরের জন্য সাইন করো..."

"কিন্তু আমি তো ভিয়েতনাম যেতে চাই," সামনে দাঁড়ানো নোংরা ডেনিম জিন্স পড়া সেদিনের সেই যুবকটি বলেছিলো।

তার ইচ্ছাই পূর্ণ হয়। বুটক্যাম্পের পর মাটি খোঁড়ার যন্ত্রপাতি চালনায় তার দক্ষতা দেখে তাকে পাঠিয়ে দেয়া হয় ইঞ্জিনিয়ার ব্যাটালিয়নে। তার পোস্টিং হয় বিগ রেড ওয়ান ব্যাটালিয়নে সেটি ছিল ফার্স্ট ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশন যারা আয়রন ট্রায়াঙ্গলে কাজ করছিল। প্রথমে ভলান্টিয়ার হিসেবে সেখানে কাজ করেছেন, পরবর্তীতে টানেল র‍্যাটে পরিণত হন তিনি। তাকে কাজ করতে হয়েছে চু-চি'র বিভিন্ন ভীতিকর অন্ধকার এবং প্রাণঘাতী সুড়ঙ্গে যেগুলো ভিয়েতকংরা খুঁড়েছিলো।

ওইসব অন্ধ সুড়ঙ্গে প্রায় আত্মঘাতী মিশনের মতো দুটি অভিযান সফলভাবে সম্পন্ন করার পর অসংখ্য সম্মানসূচক পদক নিয়ে তিনি ফিরে আসেন আমেরিকায়। তারপর আঙ্কল স্যাম তার কথা রেখেছিল, যুবক ডেক্সটার কলেজে পড়ার সুযোগ পেয়ে যায়। তিনি বেছে নেন আইন, এ বিষয়ে ফোর্ডহ্যাম থেকে ডিগ্রিও পেয়ে যান নির্দিষ্ট সময়ের পর।

তার কোন মামা-চাচা ছিলো না, ছিলো না তেমন টাকা পয়সাও। তাই বড় বড় ওয়ালস্ট্রিট ফার্মগুলোর কোনটাতে তার চাকরি হয় নি। তিনি যোগ দিয়েছিলেন, লিগ্যাল এইড সার্ভিসে যাদের কাজ ছিল অসহায় দরিদ্রদেরকে আইনী সহায়তা দেয়া। তার অনেক ক্লায়েন্ট ছিলো হিস্প্যানিক যাদের কাছ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

থেকে তিনি অনর্গল স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলা শিখেছেন। তিনি বিয়ে করেছিলেন, তার একটি মেয়েও ছিল, যাকে তিনি অসম্ভব ভালোবাসতেন।

হয়তো এভাবেই তার জীবন বঞ্চিত-অবহেলিতদের নিয়ে কাজ করতে করতে চলে যেত, কিন্তু যখন তার বয়স সবেমাত্র চল্লিশ পেরিয়েছে তখন তার মেয়ে গ্যাংস্টারদের খপ্পরে পড়ে পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য হয়, শেষ পর্যন্ত তাদের হাতে খুন হয় তার একমাত্র মেয়েটি। ভার্জিনিয়ার বিচে মার্বেল স্ল্যাবের উপর ছিন্নভিন্ন অবস্থায় পড়ে থাকা মেয়ের লাশ তাকে সনাক্ত করতে হয়েছিল, আর এই ঘটনার পরই তিনি সেই পুরনো টানেল র‍্যাটে পরিণত হয়ে যান, হয়ে ওঠেন এক ভয়ংকর খুনি। সেই পুরনো দক্ষতা দিয়ে তিনি খুঁজে বের করেন সেই দুই পতিতা-দালালকে যারা তার মেয়ের মৃত্যুর জন্য দায়ি ছিল। বডিগার্ডসহ তাদের গুলি করে হত্যা করেন পানামা সিটির একটি জনবহুল রাস্তায়। সেখঅন থেকে যখন ফিরে এলেন ততোদিনে তার স্ত্রী তার নিজের পথ নিজে দেখে নিয়েছেন।

ক্যাল ডেক্সটার কোর্ট ছেড়ে দিয়ে রিটায়ার্ড করে নিউজার্সির পেনিংটন শহরে একজন সিভিল অ্যাটর্নি হিসেবে কাজ শুরু করলেন। আসলে তখন তিনি তার তৃতীয় ক্যারিয়ার বেছে নিলেন : পরিণত হলেন একজন বাউন্টি হান্টারে। কিন্তু এই পেশায় অন্যদের মতো না হয়ে তিনি বাইরের দেশেই বেশি বেশি কাজ করতে লাগলেন। কাউকে খুঁজে বের করা, অন্যদেশ থেকে কাউকে তুলে আনার কাজে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন তিনি। যারা আমেরিকাতে অপরাধ করে অন্যদেশে লুকিয়ে থাকতো কিংবা রাজনৈতিক আশ্রয়ে থাকতো তাদের আমেরিকায় তুলে এনে বিচারের মুখোমুখি করানোই হয়ে দাঁড়ায় তার পেশা। এ কাজে তাকে একটি ছদ্মনাম 'অ্যাভেঞ্জার' হিসেবেই সবাই চিনতো।

২০০১ সালে কানাডিয়ান এক বিলিওনিয়ার ডেক্সটারকে নিযুক্ত করেন তার নাতির হত্যাকারীকে খুঁজে বের করার জন্য। তার নাতি বসনিয়াতে একটি সাহায্যকারী সংস্থার হয়ে কাজ করতো, সেখানেই মার্সেনারিরা তাকে হত্যা করে। যেটা তিনি জানতেন না সেটি হল, পল ডেভেরু নামের একজন ওই খুনি জোরান জিলিককে ব্যবহার করছে, এই জিলিক ছিলো একজন ফ্রিল্যান্স অস্ত্র ব্যবসায়ী। তাকে ব্যবহার করা হচ্ছিল আল-কায়েদার নেতাকে ধরার জন্য একটি টোপ হিসেবে।

কিন্তু ডেক্সটার তার আগেই সেখানে পৌছে তাকে বন্দুকের নলের মুখে হাইজ্যাক করে তার নিজের বোটে করে ফ্লোরিডায় নিয়ে আসলেন। ডেভেরু দেখলেন তার দুই বছরে করা প্ল্যান ভেস্তে যাচ্ছে, সুতরাং এই বাউন্টি হান্টারকে মধ্যে থেকে সরিয়ে দিতে চাইলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই ৯/১১-

www.BanglaBook.org

এর পর এগুলো একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেল। ডেভেরু বুঝতে পারলেন সদামা বিন লাদেন আর কখনোই তার গুহার বাইরে কোনো অস্ত্র ব্যবসায়ীর সাথে গোপন বৈঠকের জন্য আসার কথা চিন্তাও করবে না।

ডেক্সটার আবার তার পেনিংটনের নিরীহ অ্যাটর্নির ছদ্মবেশের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলে অ্যাভেঞ্জার নামটিও আড়ালে চলে গেল।

এখন তারা দু'জনেই অবসর নিয়েছেন : সাবেক টানেল র‍্যাট, যিনি অনেক সংগ্রাম করে এ পর্যন্ত এসেছেন, তিনি অভিজাত বোস্টানিয়ান সাবেক সিআইএ অফিসারের ফোন পেয়ে হ্যান্ডসেটটার দিকে একবার তাকিয়ে কথা বললেন।

"আপনি কি চান, মিঃ ডেভেরু?"

"কমান্ডার ইন চিফ আমাকে অবসর থেকে ডেকে নিয়ে এসেছেন। তিনি চান আমি আবার একটা কাজ করি। এই জিনিসটা খুব দুঃখজনকভাবে আমাদের দেশের অনেক ক্ষতি করছে। তিনি আমাকে ব্যাপারটা দেখতে বলেছেন। আমার ফাস্ট ডেপুটি হিসেবে একজন এক্সিকিউটিভ অফিসার দরকার। আমি খুব কৃতজ্ঞ থাকবো আপনি যদি সেই পদটা গ্রহণ করেন।"

ডেক্সটার কথার সুরটা লক্ষ্য করলেন, 'আমি আপনাকে চাই' না বলে 'আমি কৃতজ্ঞ থাকবো' বলা হয়েছে।

"আমাকে এই ব্যাপারে আরো অনেক কিছু জানতে হবে।"

"অবশ্যই, আপনি যদি গাড়ি চারিয়ে ওয়াশিংটন চলে আসতে পারেন তবে আপনাকে সবকিছু বুঝিয়ে বলতে পারলে আমি অনেক খুশি হবো।"

ডেক্সটার তারা পেনিংটনের সাদামাটা বাড়িটার জানালো দিয়ে বাইরে তাকালেন। বৃক্ষের পাতা ঝড়ছে, এখন তার বয়স পয়ষট্টি। যদিও শারিরীক গড়ন তিনি ধরে রেখেছেন, দ্বিতীয়বার বিয়ে করার কয়েকটি সুস্পষ্ট প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করেছেন তিনি তারপরও স্বাচ্ছন্দ্যময় এই জীবনটা শান্তিপূর্ণ এই ছোট্ট শহরের বুকে একদম একঘেয়েভাবে কেটে যাচ্ছে।

"আমি এসে সবকিছু শুনব, মিঃ ডেভেরু। সব শুনেই সিদ্ধান্ত নেব।"

"সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে, মিঃ ডেক্সটার। আমার আলেক্সান্দ্রিয়ার ঠিকানা দিচ্ছি। আমি কি আগামীকাল আপনার দেখা পেতে পারি?"

তিনি তার ঠিকানা দেবার পর ফোন রেখে দেয়ার আগে ডেক্সটার একটি প্রশ্ন করলেন।

"আমাদের দু'জনের আগে যে সম্পর্ক ছিল তার পরেও আপনি আমাকে বেছে নিতে চাইছেন কেন?"

"খুব সোজা, আপনিই ছিলেন একমাত্র লোক যে আমার উপরে টেক্কা দিতে পেরেছিল।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৩

নিরাপত্তাজনিত কারণে যারা কোকেন ইন্ড্রাস্ট্রির সুপার-কার্টেল নিয়ন্ত্রণ করে সেই হার্মানদা ইদানীং ঘনঘন বড় মিটিংয়ে বসে না। কয়েক বছর আগে সেটা সহজ ছিল।

প্রেসিডেন্সি অব কলাম্বিয়াতে প্রবল ড্রাগবিদ্বেষী আলভারো ইউরির ক্ষমতা গ্রহনের পর সেটার পরিবর্তন হয়েছে। তার শাসানামলেই আগের দুর্নীতিগ্রস্থ পুলিশ প্রশাসন দেখেছে পুলিশ প্রধান জেনারেল ফিলিপ ক্যালডেরন এবং তার সুযোগ্য সহযোগী অ্যান্টি-নারকোটিক্স ডিভিশনের চিফ অব ইন্টেলিজেন্স কর্নেল ডস সান্তোসের উত্থান।

এ দু'জন লোক প্রমাণ করেছেন পুলিশের সামান্য বেতনেও ঘুষ গ্রহণ না করে সৎভাবে জীবন যাপন সম্ভব। এ ব্যাপারে কার্টেল ছিল অনভ্যস্ত, তারা আগে ভাবতো টাকা দিয়ে সবাইকেই কেনা যায়। তাই ব্যাপারটা বুঝে ওঠার আগেই তারা কিছু ভুল করে বসে এবং কয়েকজন প্রথম সারির কর্মী হারিয়ে ফেলে। এরপর থেকে শুরু হয়ে যায় লুকোচুরি। কিন্তু কলাম্বিয়া একটি বিশাল দেশ, এখানে লুকিয়ে থাকার মত মিলিয়ন মিলিয়ন হেক্টর জায়গা রয়েছে।

ব্রাদারহুডের অবিসংবাদিত প্রধান ডন ডিয়েগো এস্তেবান। সাবেক ডন পাবলো এস্কোবারের মতো সে বস্তি থেকে উঠে আসা কোন সাইকোপ্যাথ ছিল না। সে ছিল শিক্ষিত ভদ্র, মার্জিত এবং অভিজাত স্প্যানিশ হাইডালগো সম্প্রদায়ের বংশধর। তাকে সাধারণত 'ডন' নামেই ডাকা হত।

সে ছিল এমন লোক, যে খুনিদের জগতে শুধুমাত্র ব্যক্তিত্বের জোরে বিচ্ছিন্ন কোকেন ব্যবসায়ীদের একটিমাত্র সিন্ডিকেটের অধীনে নিয়ে আসে, আর সেটাকে পরিচালনা করতে থাকে একটি আধুনিক কর্পোরেশনের মত করে। দু'বছর আগে যারা শেষ পর্যন্ত একত্রিত হওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল তাদের একজনকে ধরে আমেরিকায় পাঠিয়ে দেয়া হয়, সে আর কখনই ফিরতে পারবে না। তার নাম ডিয়েগো মন্টোয়া। সে ছিল নট্রে ডেল ভ্যালি কার্টেলের প্রধান–নিজেকে সে কালি এবং মেডেলিন সম্প্রদায়ের উত্তরসূরী হিসেবে দাবি করতো।

কেউ জানে না কে কর্নেল ডস্ সান্তোসকে ফোন করেছিল যার ফলে সান্তোস মান্টোয়াকে খুঁজে বের করেছিলেন। কিন্তু তারপর মিডিয়াতে মান্টোয়াকে ডান্ডাবেড়ি পড়া অবস্থায় দেখার পর ডনের আর কোন প্রতিপক্ষ রইল না।

কলাম্বিয়া দেশটি দুইটি পবর্তশ্রেণী দ্বারা উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ পশ্চিম এই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দুই অংশে বিভক্ত। দুইটি পর্বতশ্রেণীর মধ্যে উপত্যকা হয়ে বয়ে চলে ম্যাগডালেনা নদী, পর্বতশ্রেণীর পশ্চিম দিকে বয়ে যাওয়া নদী গিয়ে মিশে প্যাসিফিক অথবা ক্যারিবিয়ানে। পূর্ব দিকে বয়ে চলা নদী গিয়ে মেশে ওরিনকো কিংবা আমাজানে। পূর্ব দিকের ভূখণ্ডে আছে অসংখ্য মনোরম এস্টেট যেগুলো প্রত্যেকেই আকারে বিশাল। সবার জানামতে ডন ডিয়েগোর এমন এস্টেট আছে পাঁচটি এবং সবার অজানায় রয়েছে আরো দশটি। প্রত্যেকটিরই নিজস্ব রানওয়ে সহ এয়ারস্ট্রিপ রয়েছে।

২০১০ সালের শরতের অধিবেশনটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে সান হোসের বাইরের দিকে অবস্থিত র‍্যান্‌কো দেলা কুকারকা'তে, অন্য সতেরোজন বোর্ড মেম্বারকেও বিশেষ দূতের মাধ্যমে ডেকে পাঠানো হলে তাদের অনেকেই হালকা প্লেন ক'রে এয়ারস্ট্রিপে নেমে কয়েক স্তর নিরাপত্তা বলয় পার হয়ে মিটিংরুমে এসে পড়েছে। যদিও ওয়ান-টাইম-ইউজার ফোন ব্যবহার করা যথেষ্ট নিরাপদ তবুও ডন নিজস্ব বার্তাবাহক দিয়ে হাতে হাতে সংবাদ পাঠানো বেশি পছন্দ করতো। সে ছিল খানিকটা পুরনো ভাবধারার। কিন্তু তবু সে কখনোই পুলিশের হাতে ধরা খায় নি কিংবা বিপদে পড়ে নি।

সেই উজ্জ্বল শরতের সকালে ডন নিজে তার টিমের সবাইকে অভ্যর্থনা জানালো তার বিলাসবহুল এস্টেটে যেখানে বড়জোর বছরে তার দশদিন থাকা হয় কিন্তু সব সময়েই সেটি তৈরি থাকে তার জন্য।

বাড়িটি ছিল আগের যুগের স্প্যানিশ আর্কিটেকচারে তৈরি, টাইলস্ লাগানো এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, উঠোনের মধ্যে ফোয়ারা থেকে পানি ঝরছে, তার চারপাশে অনিন্দ্যসুন্দর ডিজাইনের শামিয়ানার নিচে সাদা পোশাক পরা স্টুয়ার্ডরা পানীয় পরিবেশন করছে।

এয়ারস্ট্রিপ থেকে প্রথমে এসে পৌছেছে এমিলিও সানচেজ, অন্যান্য বিভাগের প্রধানদের মতো তাকেও শুধু কার্টেলের একটি বিশেষ বিভাগ দেখতে হয়; তার দায়িত্বে আছে প্রোডাকশন বা উৎপাদন বিভাগ, তার কাজ হচ্ছে উৎপাদন সংক্রান্ত সব বিষয়ের দিকে খেয়াল রাখা। লক্ষ লক্ষ কোকা উৎপাদনকারী কৃষেকরা কলাম্বিয়া, পেরু ও বলিভিয়ায় যেসব গাছ উৎপাদন করে সানচেজের তত্ত্বাবধানে সেগুলো কেনা হয় পেস্ট বা পাস্তা অবস্থায়। চেক করা হয় গুনগত মান, কৃষকদের পাওনা পরিশোধ করা এবং বান্ডিল বানিয়ে রিফাইনারিতে সেগুলো পৌছে দেয়া হয়।

এর জন্যে প্রয়োজন সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা দেয়া। শুধু যে আইন প্রয়োগকারীদের হাত থেকে তা নয় বরং সব ধরনের শত্রুদের হাত থেকে যারা জঙ্গলে বাস করে, চুরি করে এবং চুরি করা পন্য আবার তাদের কাছেই বিক্রি করতে চায়। কার্টেলের প্রাইভেট আর্মি নিয়ন্ত্রণ করে রড্রিগো পেরেজ, সে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কলাম্বিয়ান কমিউনিস্টদের একজন সাবেক সদস্য। তারই সহায়তায় এক সময়কার ভীতিকর মার্ক্সিস্ট বিপ্লবী গ্রুপের অনেক সদস্য এসে ব্রাদারহুডে যোগ দিয়েছে।

কোকেন ইন্ড্রাস্ট্রিতে এতো বেশি পরিমাণে মুনফো হয় যে, এই বিশাল অঙ্কের টাকা তাদের জন্যে সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়, সেগুলো লন্ডারিং করা ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকে না। কালো টাকা সাদা না করে অন্য কোথাও বিনিয়োগ করার সুযোগ না থাকায় সারা বিশ্বে থাকা অসংখ্য বৈধ কোম্পানিতে তারা এই অর্ধেক টাকা বিনিয়োগ করে।

এইসব লন্ডারিং সাধারণত সম্পন্ন হয় কিছু অসাধু ব্যাঙ্কের মাধ্যমে। যাদের বেশ কয়েকটিকে মানুষ তাদের আদর্শের জন্যে শ্রদ্ধা করে থাকে। সেইসব ব্যাঙ্কগুলো এসব অপরাধমূলক কাজগুলো বিবেচনা করে এক্সট্রা ওয়েলথ্ জেনারেটর হিসেবে।

মানি লন্ডারিংয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত লোকটি কোন ঠগ বা সন্ত্রাসী নয়। সে একজন ল-ইয়ার, যেকিনা ফিন্যান্স এবং ব্যাংকিং ল-এর একজন বিশেষজ্ঞ। বোগোটাতে সে আইন প্র্যাকটিস করে, যথেষ্ট সম্মানজনক পেশা আর সে কর্নেল ডস সান্তোস কিংবা অ্যান্টি নারকোটিক্স এজেন্সির সন্দেহের বাইরে, নয়তো সে বোগোটাতে এরকম প্র্যাকটিস চালিয়ে যেতে পারতো না। সেই সেনর জুলিও লাজ অভ্যাগতদের মধ্যে তৃতীয়। এয়ারস্ট্রিপ থেকে মার্সিডিজে চড়ে এসে পৌছানো জুলিও লাজকে ডন অভ্যর্থনা জানালেন।

হোসে মারিয়া বিপনন বিভাগের প্রধান। তাকে সারা পৃথিবীর কোকেনসেবীদের নিয়ে কাজ করতে হয়। এর দায়িত্ব শত শত গ্যাং এবং মাফিয়ার সাথে সংযোগ রক্ষা করা। আমেরিকা ইউরোপ এবং মেক্সিকোর সব মাফিয়া এবং গ্যাংদের সাথে লেনদেন করতে হয় তাকে। সেই নিয়ন্ত্রণ করে নগদ এবং বাকির লেনদেন। মাফিয়াদের সাথে দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক সৃষ্টি এবং ধরা খেয়ে জেলে যাওয়াদের পরিবর্তে নতুন বাহক নিয়োগের মতো কাজগুলোও সে করে থাকে।

ইতালির ক্যালাব্রিয়ার স্থানীয় মাফিয়াবাহিনী ভয় জাগানো ড্রাখেটাকে ইউরোপের একমাত্র কোকেন আমদানিকারক হিসেবে বেছে নিয়েছে সে এবং ন্যাপোলিস আর সিসিলির মধ্যবর্তীস্থানে অবস্থিত ক্যালাব্রিয়ার ড্রাঘেটা মাফিয়াবাহিনীর একচেটিয়া কোকেন ব্যবসা করার সুযোগ করে দিয়েছে।

তাকে এয়ারস্ট্রিপ থেকে মার্সিডিজ শেয়ার করে আসতে হল কারণ প্রায় একই সময়ে দুইটি প্লেন ল্যান্ড করছে। তাকে মার্সিডিজ শেয়ার করতে হল রবার্তো কার্ডেনাসের সাথে। কার্ডেনাস একজন শক্তসবল, মুখে দাগঅলা ব্যক্তি, কার্তাজেনা থেকে আসা পুরনো স্ট্রিট ফাইটার সে। আমেরিকা এবং

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ইউরোপের বিভিন্ন পোর্টে যেসব চালান পুলিশ এবং কাস্টম্‌সের দ্বারা আটক হয় সেটি পাঁচগুন হতো যদি কতিপয় দূর্নীতিগ্রস্থ পুলিশ আর কাস্টম্‌স অফিসার সহযোগিতা না করতো। এসব সহযোগিতা এবং ঝামেলা না করার বিনিময়ে তাদের যথেষ্ট পরিমাণে ঘুষ দিতে হয়। সংশ্লিষ্ট অফিসিয়ালদের হাত করা এবং তাদের টাকাপয়সা দিয়ে খুশি রাখার কাজ করে সে।

শেষের দু'জন আবহাওয়া এবং দূরত্বের কারণে দেরিতে উপস্থিত হল। যখন দুপুরের খাবার পরিবেশন করা প্রায় শুরু হয়ে যাচ্ছিল তখন এসে উপস্থিত হল আলফ্রেড সুয়ারেজ, বিলম্বের জন্য ক্ষমা চাইল সে। যদিও সুয়ারেজ দেরি করেছে তবুও ডনের সৌজন্যে কোন কমতি হল না। তিনি উষ্ণভাবে তাকে সম্ভাষণ জানালেন।

সুয়ারেজ এবং তার দক্ষতা কার্টেলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তার ডিপার্টমেন্ট পরিবহণ। প্রতি গ্রাম কোকেনের রিফাইনারি থেকে হ্যান্ডওভার পর্যন্ত নিরাপদ পরিবহন নিশ্চিত করা দায়িত্ব। প্রতিটি কুরিয়ার, বাহক, জাহাজ, লাইনার অথবা প্রাইভেট ইয়ট, ছোটবড় প্লেন এবং সাবমেরিন তার দায়িত্বে। এমনকি তাদের ক্রু, স্টুয়ার্ড আর পাইলটসহ সব বিষয়েই সুয়ারেজকে নজর রাখতে হয়।

বছর কয়েক ধরে একটি বিষয় নিয়ে বেশ তর্ক-বিতর্ক হচ্ছে। কিভাবে কোকেন পরিবহন বেশি সুবিধাজনক–হাজার হাজার একক বাহক অল্পঅল্প কোকেন পরিবহন করবে, নাকি বড় বড় স্বল্পসংখ্যক চালানে প্রতিবারে বিশাল পরিমাণের কোকেন পাঠানো হবে?

কার্টেলের কিছু সদস্যের মতে দুইটি মহাদেশে কিছু জানেনা এমন হাজার হাজার লোকের সুটকেসে কয়েক কেজি করে ভরে দিয়ে অথবা শুধু এক কেজি করে কোকেন বড়ির মতো গিলিয়ে পাকস্থলীতে করে পাচার করা যায়। এদের মধ্যে থেকে কিছু ধরা খাবে অবশ্যই কিন্তু অনেকগুলো পারও পেয়ে যাবে। শেষপর্যন্ত ধরা খাওয়া কোকেনের তুলনায় পার পেয়ে যাওয়া কোকেনের পরিমাণই বেশি থাকে। তাই এক সময় এই পদ্ধতি চালুও ছিল।

সুয়ারেজের পছন্দ দ্বিতীয় পদ্ধতিটি। প্রতিটি মহাদেশে বছরে তিনশ টন সরবরাহের লক্ষ্যমাত্রা ছিল। সে পছন্দ করতো প্রায় একশোটা চালানোর মাধ্যমে প্রতিটি মহাদেশে লক্ষ্যমাত্রার তিনশো টন পৌছে দেয়া। প্রতিটি কার্গোতে থাকবে প্ল্যান এবং ইনভেস্টমেন্ট অনুযায়ী এক থেকে দশ টন জিনিস। আমদানিকারক গ্যাংগুলো ডেলিভারির পর ছোটবড় যে প্যাকেটে করেই বিক্রি করুক সেটা তাদের ব্যাপার। যখন এই পদ্ধতিটি ব্যর্থ হলো তখন খুব বাজেভাবেই ব্যর্থ হলো। দু'বছর আগে ব্রিটিশ ফ্রিগেট আয়রন ডিউক ক্যারিবিয়ানে টহল দেয়ার সময় একটি জাহাজ থেকে সারে পাঁচটন কোকেন

www.BanglaBook.org

আটক করে। এর মূল্য ছিল ৪০০ মিলিয়ন ডলার এবং সেটি ছিল প্রকৃত মূল্য কারণ তখনো পর্যন্ত এতে কোন ভেজাল মিশ্রিত করা হয় নি।

সুয়ারেজ নার্ভাস। তাদের আজকের মিটিংয়ের অন্যতম বড় আলোচনার বিষয় আরেকটি বড় চালান আটক হওয়ার ঘটনা। আমেরিকান কোস্টগার্ডের একটি জাহাজ টেক্সাসের করপাস ক্রিস্টির কাছের একটি খাঁড়ি থেকে পলায়নপর অবস্থায় একটি মাছ ধরার জাহাজ থেকে আড়াই টন কোকেন আটক করে। সুয়ারেজ জানতো তাকে তার মতের পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি প্রদর্শন করতে হবে টিকে থাকার জন্য।

শুধু একজন, যার থেকে ডন অল্প দূরত্ব বজায় রেখেছিলেন সে হচ্ছে ডনের সপ্তম অতিথি। দেখতে প্রায় বামুন, তার নাম পাকো ভালদেজ। যদিও তাকে দেখতে হাস্যকর দেখায় তবু তাকে দেখে কেউ হাসে না। এখানে না, কোথাও না, কখনোই না। সে একজন এনফোর্সার যার দায়িত্ব হচ্ছে শাস্তি কার্যকর করা।

তার উচ্চতা বড় জোর পাঁচফুট তিন ইঞ্চি। যদিও সে কিউবান বংশোদ্ভূত কিন্তু তার মাথা ছিল বেখাপ্পা রকম বড় এবং অদ্ভুতদর্শন। বাচ্চাদের মতন কিছু দৈহিক বৈশিষ্ট্য আছে তার। চুল একপাশে সিঁথি করে আঁচড়ে রাখে। অনেকটা টিভি কার্টুন সিম্পসনের মতো চেহারা। শুধু তার গভীর শূন্য চোখে তার সাইকোপ্যাথিক স্যাডিস্ট মানসিক গড়নের আঁচ পাওয়া যায়।

ডন তার দিকে তাকিয়ে শুধুমাত্র মাথা নেড়ে স্মিত হাসির মাধ্যমে সম্ভাষণ জানালেন। হ্যান্ডসেক করার কোন ইচ্ছেই তার নেই। ডন জানতেন এই লোকটা, আন্ডারওয়ার্ল্ডে যাকে পশু নামে ডাকা হয় সে একবার জ্যান্ত এক মানুষের নাড়িভূড়ি টেনে বের করে আগুনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলো। এরপর হয়তো লোকটি ঠিকমতো হাতও ধোয় নি। ডন যদি একবার তার কানে সুয়ারেজের নাম ফিসফিস করেও বলে তবে সে যা করার করে ফেলবে।

খাবারটা ছিল অসম্ভব রকমের ভাল। ওয়াইনটা ছিল অনেক পুরনো এবং সেটি তাদের কথাবার্তাকে আরো জমিয়ে তুলল। যুক্তি দিয়ে জিতে গেল আলফ্রেড সুয়ারেজ। তার বড় চালানের দর্শনটি টিকে গেল সেই সাথে তার মার্চেন্ডাইজিং করার ব্যাপারটাও সহজই রইলো। সে জিতলো তিন ভোটে এবং বলাবাহুল্য জীবিত অবস্থায়ই এস্টেট ত্যাগ করল। তার শাস্তি কার্যকর করার সুযোগ না পেয়ে হতাশ হল পাকো ভালদেজ।

BanglaBook.org

ওই সপ্তাহেই ব্রিটিশ প্রাইমমিনিস্টার তার লোকদের সাথে কনফারেন্স করেছেন। আবারও চেকারসে বসেছিলেন তারা। সবাইকে ব্যারিগান রিপোর্ট

www.BanglaBook.org

দেয়া হলে নীরবে পড়ে গেছে। তারপর অপেক্ষাকৃত ছোট রিপোর্ট, যেটি কোবরা ডিমান্ড করেছে সেটি সবাইকে পড়তে দেয়া হয়। শেষ পর্যন্ত সেটি ছিল মতামত দেবার বেলা।

রাজকীয় ডাইনিং টেবিল যেটিকে কনফারেন্সের জন্যেও ব্যবহার করা হয় তাতে ছিলেন কেবিনেট সেক্রেটারি, কন্ট্রোলার অফ সিভিল সার্ভিস এবং চিফ অফ সিক্রেট ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস। এদের সবাই দেশটির একেকটি মাথা। সার্বোচ্চ সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা তাদের হাতেই ন্যস্ত। কন্ট্রোলার অফ হোম সিভিল সার্ভিসের কাজ হচ্ছে বড় বড় ঝামেলাগুলো সামলানো, আর সিক্রেট ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসকে সবাই এমআই সিক্স নামে চেনে, যাদের দায়িত্ব বাইরের আক্রমণের হাত থেকে গোয়েন্দা তৎপরতার মাধ্যমে দেশকে রক্ষা করা।

সেখানে ছিলো সামরিক বাহিনীর আরো তিনজন। চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ, চিফ অফ এয়ার স্টাফ এবং ফার্স্ট সি লর্ড। আরো দু'জন সেখানে ছিলো, তারা হলো ডিরেক্টর অফ মিলিটারি অপারেশন্স এবং ডিরেক্টর অফ স্পেশাল ফোর্সেস। বয়সে ছোট কিন্তু পদে বড় তরুণ প্রধানমন্ত্রী ছিলেন সবার মধ্যমণি হয়ে। তিনি সবার মনোভাব বুঝতে চেষ্টা করলেন।

চেকারসে সবসময় খাবার দাবার পরিবেশনের দায়িত্ব নেয় রয়্যাল এয়ারফোর্সের সদস্যেরা। কয়েকজন এয়ারফোর্স সার্জেন্ট খাবার পরিবেশন করে চলে যেতেই আলোচনা শুরু হয়। কেবিনেট সেক্রেটারি প্রথমে আইনী ব্যাপারগুলোর কথা তুললেন।

"যদি কোকেনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে কোবরা আমাদের আন্তর্জাতিক আইন লংঘন করতে বলে?"

"আমার বিশ্বাস আমেরিকানরা সেটা বলবেই," প্রাইমমিনিস্টার বললেন। "তারা কোকেনের ক্যাটাগরি ক্লাশ 'এ' ড্রাগ থেকে পরিবর্তন করে ন্যাশনাল থ্রেট হিসেবে গণ্য করতে যাচ্ছে। এরপর থেকে স্মাগলার এবং কার্টেলের সদস্যেরা টেররিস্ট হিসেবে গণ্য হবে, সেক্ষেত্রে আমরা নাইন ইলেভেনের পর যেসব আইন ব্যবহার ক'রে আসছি আলকায়েদাসহ অন্যান্য জঙ্গীদের বিরুদ্ধে সেই আইনগুলো ব্যবহার ক'রে সবধরনের অভিযান চালাতে পারব।"

"আমাদেরগুলোও কি বদলাতে হবে?" চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জিজ্ঞেস করলেন।

"হ্যা, বদলাতে হবে," কেবিনেট সেক্রেটারি উত্তর দিলেন। "শুধুমাত্র একটি বিধি পরিবর্তন করলেই চলবে। নতুন কোন আইন বানাতে হবে না। খুবই ছোট একটা ব্যাপার যদি মিডিয়া সেটার নাগাল না পায়।"

"তাই ব্যাপারগুলো শুধুমাত্র আমাদের মধ্যেই রাখতে হবে। বাইরে কেউ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যাতে কোনভাবেই না জানতে পারে," চিফ বললেন। "এমনকি প্রতিটি অপারেশনকে আড়াল করার জন্যে আমাদের ভালো করে কভার-স্টোরি বানতে হবে।"

"মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আমাদের কাজিন আমেরিকা আমাদের থেকে ঠিক কি চাচ্ছে?" চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ জিজ্ঞেস করলেন।

"আমি যতদূর প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে জেনেছি, তাঁরা আমাদের কাছে প্রযুক্তিগত, সামরিক আর বুদ্ধিবৃত্তিক সাহায্য চায়। সর্বোপরি তারা চায় আমরা তাদের সাথে থেকে তাদের সমর্থন দেই। নয়তো আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অন্য কারো সমর্থন ছাড়া তাদের প্রচুর সমালোচনার মুখোমুখি হতে হবে," প্রাইমমিনিস্টার বললেন।

এরকম অসংখ্য প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা বয়ে চলতে লাগলো। এতো অসংখ্য প্রশ্নের জবাবে উত্তর এলো খুব অল্প সংখ্যক।

"আর আপনি আমাদের কাছ থেকে কি চান, মিঃ প্রাইমমিনিস্টার?" এ প্রশ্নটি এলো ডিফেন্স স্টাফের কাছ থেকে।

"আপনাদের পরামর্শ, এটা কি করা সম্ভব, আমরা কি এতে অংশ নেব?"

সামরিক বাহিনীর তিনজন প্রথমে সম্মতি জানালো। তারপর সিক্রেট ইন্টেলিজেন্স এবং সবশেষে কেবিনেট সেক্রেটারি। ব্যক্তিগতভাবে তিনি এ ব্যাপারগুলো ঘৃণা করতেন। এই কোকেনের ব্যাপারে তারও কিছু ব্যক্তিগত আক্রোশ ছিল...

পরের দিন যখন হোয়াইট হাউসকে ব্রিটেনের সম্মতির কথা জানানো হলে সেখান থেকে জবাব এল, 'আপনাদেরকে আমাদের পাশে পাওয়া অবশ্যই আনন্দের' এবং আরো জানানো হল 'হোয়াইট হাউস থেকে একজন বিশেষ দূত লন্ডনে পাঠানো হচ্ছে তাকে যেন রিসিভ করা হয়, কিছু পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করা হয়। এ পর্যায়ে এর চেয়ে বেশি কিছু নয়।'

মেসেজের সাথে একটি ফটোগ্রাফও জুড়ে দেয়া ছিলো। আর সেই ছবিটি ছিল এক সময়কার দূর্ধর্ষ টানেল র‍্যাট ক্যাল ডেক্সটারের।

* * *

কলাম্বিয়ার জঙ্গলে যখন লোকেরা দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল কোকেন উৎপাদনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া সম্পাদনের জন্য, ওয়াশিংটনে তখন কোবরা নামের মানুষটি খুব ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছিলেন। আটলান্টিকের ওপারে এসএএস চিফের মতো তিনিও একটি সুন্দর গল্প খুঁজছিলেন। শেষ পর্যন্ত তার মনমতো একটি কভার স্টোরি খুঁজে পেলেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তিনি একটি চ্যারিটি প্রতিষ্ঠা করলেন তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোকে সহায়তা করার জন্য, এর নামে অ্যানাকস্টিয়া এলাকায় ফোর্ট ম্যাকনায়ার থেকে মাত্র কয়েক ব্লক দূরে একটি পুরনো জীর্ণ বাড়ি লিজ নিলেন। এর টপ ফ্লোরে অফিস আর নিচের তলাগুলোতে থাকল অসংখ্য কাপড়চোপড়–ত্রিপল, বম্বল, তাবু এবং ফ্লাইশিট। যে কেউ দেখলে ভাববে এটা কোন আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থার গোডাউন।

বাস্তবে তথাকথিত অফিসওয়ার্ক সেখানে অল্পই হবে। ডেভেরু সিআইএ'তে অনেক আমলাতান্ত্রিক জটিলতার মধ্যে কাজ করেছেন। তখন থেকেই এই জটিলতার প্রতি তার গভীর বিদ্বেষ। অফিসটা মূলত ব্যবহৃত হবে একটি কমিউনিকেশন সেন্টার হিসেবে। এতে থাকবে তথ্য ভান্ডার এবং প্রয়োজনীয় সবকিছু এখান থেকেই সমন্বয় করা হবে।

ক্যাল ডেক্সটারের পর নিয়োগ করা হল জেরেমি বিশপকে, তিনিও অবসরপ্রাপ্ত একজন। ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি, অর্থাৎ এনএসএ'তে কাজ করা সর্বকালের সেরা একজন কমিউনিকেশন এবং কম্পিউটার এক্সপার্ট ছিলেন ভদ্রলোক। কাজ করতেন নাসা'র হেডকোয়ার্টর মেরিল্যান্ডের ফোর্ট মিডি'তে। আধুনিকতম তথ্য প্রযুক্তিতে সুসজ্জিত এই বিশাল ভবনকে বলা হয় 'পাজল প্যালেস' বা গোলকধাঁধার প্রাসাদ।

বিশপ সেই অফিসে একটি কমিউনিকেশন সেন্টার স্থাপন শুরু করলেন। সেখানে কলাম্বিয়া আর কোকেন উৎপাদানকারীদের সম্পর্কে খুঁটিনাটি সব তথ্য রাখা হবে, যেগুলো বারোটি সরকারী ইন্টেলিজেন্স বাহিনীর দ্বারা সংগৃহীত হয়েছে, প্রেসিডেন্টের আদেশের সেগুলো তারা ডেভেরুর হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয়েছে। এর জন্যেও একটি কভার স্টোরি দরকার হয়েছে। ওভাল অফিস থেকে সবগুলো ইন্টেলিজেন্স এবং কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সর এজেন্সিকে বলা হয়েছে কোকেনের ব্যাপারে তারা যা জানে সবকিছুসহ রিপোর্ট তৈরি করতে। তাদের সহযোগিতা করা ছিল বাধ্যতামূলক। এজেন্সিগুলো সাধারণত নিজেদের তথ্য কখনোই অন্য কোন এজেন্সিকে দেয় না। তারা গাইগুঁই করলেও শেষ পর্যন্ত দিতে বাধা হল। এতে করে একটি নতুন থিঙ্ক ট্যাঙ্কের জন্ম হল। আরো বিশটি ভলিউমের একটি রিপোর্ট যা কেউ আগে কখনো পড়ে নি।

এরপরে আসে টাকার ব্যাপারটা। সিআইএ'র সোভিয়েত/ইস্ট ইউরোপ ডিশিনের কাজ করার সময় ডেভেরু বেনেডিক্ট ফোর্বস নামের একজনের সংস্পর্শে এসেছিলেন। সিআইএ'তে জয়েন করার আগে তিনি ছিলেন ওয়াল স্ট্রিটের একজন ব্যাঙ্কার। সিআইএ'র একটি অপারেশনে তার সহযোগিতা নেয়া হয়েছিল, এরপর তার কাজ পছন্দ হওয়ার সিআইএ'তেই থেকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গিয়েছিলেন। সেটি ছিলো স্নায়ুযুদ্ধের সময়কার কথা। এখন তিনি রিটায়ার্ড কিন্তু আগের কোন কিছু ভুলে যান নি।

গোপনীয় ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের ব্যাপারে তিনি ছিলেন এক্সপার্ট। বিভিন্ন সিক্রেট এজেন্ট পরিচালনা অনেক ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। এসব ব্যয়ের মধ্যে আছে তাদের বেতন, বোনাস, তাদের খরচ, বিভিন্ন জিনিস কেনার খরচ, বিভিন্ন জায়গা দেখা, ঘুষ ইত্যাদি। এসব এজেন্টদের দেশে বিদেশে কাজ করতে হয়, যখন তখন টাকার প্রয়োজন হয় স্বদেশী অথবা বিদেশী মুদ্রায়। এই সুবিধা দেয়ার জন্য গোপন আইডেন্টিফিকেশন কোড দেয়ার জন্য প্রয়োজন হয়। ফোর্বস এ ব্যাপারে একজন বিশেষজ্ঞ। কোন দেশের কোন এজেন্সি কখনোই তার কোন ট্রান্সফার ধরতে পারে নি। রাশিয়ান কেজিবি অনেক চেষ্টা করেছে স্নায়ুযুদ্ধের সময়ে তার লেনদেন ট্রেস করতে কিন্তু কখনোই পারে নি।

ফোর্বস অপারেশনের জন্য বরাদ্দ সকল টাকা ট্রেজারি থেকে তুলে এমন জায়গায় রাখলেন যেখান থেকে প্রয়োজনমত যেকোন সময়ে টাকা তোলা যাবে। এই কম্পিউটারের যুগে যেখান থেকে খুশি সেখান থেকেই যেকোন অঙ্কের টাকা তোলা সম্ভব। শুধু কম্পিউটারের কিবোর্ডে কয়েকটা চাপ দেয়ার ব্যাপার–অবশ্য চাপগুলো সঠিক কি'তে না পড়লেই সমস্যা।

হেডকোয়ার্টার বানানো শেষ হলে ডেভেরু প্রথম বিদেশী অ্যাসাইনমেন্টে ক্যাল ডেক্সটারকে পাঠালেন।

"আমি চাই তুমি লন্ডন গিয়ে দুটো জাহাজ কেনো," তিনি বললেন। "মনে হচ্ছে ব্রিটিশরা এই অপারেশনে আমাদের সাথে থাকবে। চল, তাদের কাজে লাগাই। এ কাজে তারা অনেক ভাল। একটা শেল কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। সেটার জন্যেও ফান্ড থাকবে। ওই শেল কোম্পানির নামেই জাহাজগুলো কেনা হবে। তারপর হাওয়া হয়ে যাবে কোম্পানিটা।"

"কি ধরনের জাহাজ?" ডেক্সটার জিজ্ঞেস করলেন।

কোবরা নিজের হাতের টাইপ করা একটি কাগজ দিলেন। "মুখস্থ ক'রে পুড়িয়ে ফেল। তারপর ব্রিটিশদের কাছ থেকে পরামর্শ নাও। যাদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে কাগজটাতে তাদের নাম এবং প্রাইভেট নাম্বার লেখা আছে। কাগজে কোন কিছু লিখবে না, কম্পিউটার কিংবা সেলফোনে তো নয়ই। সব কিছু মাথায় ঢুকিয়ে রাখ।"

যদিও ব্যাপারটা ডেক্সটার জানলেন না, যে নাম্বারে তিনি কল করবেন সেটি বাজবে টেমস্ নদীর পাড়ে অবস্থিত বিশাল সবুজ স্যান্ডস্টোনে বাঁধানো একটি ব্লকে, আর জায়গাটির নাম ভক্সহল ক্রশ। সেখানকার লোকেরা যদিও একে এই নামে ডাকে না। শুধু 'অফিস' বলেই ডাকে। অফিসটি ব্রিটেনের সিক্রেট ইন্টেলিজেন্সের হেডকোয়ার্টার।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যে কাগজটা এখনই পুড়িয়ে ফেলা হবে তাতে লেখা আছে একটি নাম—মেডিলকট। যিনি ফোনটি রিসিভ করবেন তিনি ডেপুটি চিফ। তার নাম মেডিলকট নয় তবে নামটি শুনলেই তিনি বুঝে ফেলবেন কে ফোন করেছে আর সেটি হচ্ছে আমেরিকান ভিজিটর ক্যাল ডেক্সটার।

মেডিলকট ডেক্সটারকে প্রস্তাব করবেন সেন্ট জেমস্ স্ট্রিটের একটি জেন্টেলম্যান ক্লাবে তার কলিগ ক্র্যানফোর্ডের সাথে দেখা করার জন্য। ক্র্যানফোর্ডের আসল নামও ক্র্যানফোর্ড নয়। সেখানে লাঞ্চ করবেন তিনজন, তৃতীয় ব্যক্তিটি এমন একজন যিনি জাহাজের ব্যাপারে সব কিছু জানেন।

এই শিডিউলটা ঠিক করা হয়েছে অফিসের সকাল বেলার একটি কনফারেন্সের দু'দিন আগে। চিফ কনফারেন্সে সবার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন : "ভালো কথা, কয়েকদিনের মধ্যে একজন আমেরিকান আসছেন। প্রাইমমিনিস্টার আমাকে বলেছেন লোকটাকে সব ধরনের সহযোগিতা করতে। লোকটি জাহাজ কিনতে চায়। গোপনে কারো কি জাহাজ কেনার ব্যাপারে কোন ধারণা আছে?"

কিছুক্ষণ থমকে গিয়ে সবাই চিন্তা করল।

"আমি এক লোককে চিনি যে এই শহরের সবচাইতে বড় লয়েড শিপিং ব্রোকারের চেয়ারম্যান," ওয়েস্টার্ন হ্যাম্পশায়ারের কন্ট্রোলার বললেন।

"আপনার সাথে তার সম্পর্ক কেমন?"

"একবার আমি তার নাক ভেঙে দিয়েছিলাম।"

"খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখা যাচ্ছে। তারপর সে আপনাকে কিভাবে ঝেড়েছিলো?"

"না, আমরা আসলে ওয়াল গেম খেলছিলাম।"

ঘর জুড়ে একটু ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে গেল। কথাটা থেকে বোঝা গেল দু'জন লোকই আলট্রা এক্সক্লুসিভ স্কুলে ছাত্র ছিলেন যার নাম ইটন কলেজ, যেখানে শুধু সুপ্রিম লেভেলের লোকদের সন্তানেরাই পড়াশোনা করতে পারে। সেটিই হচ্ছে একমাত্র জায়গা যেখানে ওয়াল গেম-এর মতো অদ্ভুত খেলাটি খেলা হয়। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় এই খেলার কোন নিয়ম কানুনই নেই।

"ঠিক আছে, আমেরিকান লোকটাকে তুমি তোমার ঐ বন্ধুর সাথে লঞ্চ করাতে নিয়ে যেও, দেখ সে কোন সাহায্য করতে পারে কিনা নিরবে জাহাজ কেনার ব্যাপারে। এ থেকে সে যে কমিশন পাবে সেটা তার নাক ভাঙার কিছুটা হলেও ক্ষতিপূরণ করতে পারবে।"

BanglaBook.org

মন্তক্লেম হোটেলের রুম থেকে ডেক্সটার যথা সময়ে কল করলে মেডিলকট

www.BanglaBook.org

কলটি তার কলিগ ক্র্যানফোর্ডের কাছে পাস করে দিলেন। ক্র্যানফোর্ড তার নাম্বার টুকে নিয়ে বললেন, পরে তিনি কল ব্যাক করবেন। এক ঘন্টা পর তিনি ডেক্সটারকে ফোন করে ব্রুকস্ ক্লাবে অভয় ভার্মার সাথে পরের দিনের লাঞ্চের ব্যাপারটা ফাইনাল করলেন।

"সেখানে স্যুট আর টাই বাধ্যতামূলক," ক্র্যানফোর্ড বললেন।

"সমস্যা নেই," বললেন ডেক্সটার, "আমার মনে হয় আমি টাই বাঁধতে জানি।"

ব্রুকস্ ছোট্ট শান্ত একটি ক্লাব। এটি সেন্ট জেম্‌স স্ট্রিটের পশ্চিম দিকে অবস্থিত। অন্যান্য ক্লাবের মতো এটার কোন সাইনবোর্ড নেই। তারা ধরেই নিয়েছে আপনি যদি মেম্বার হন কিংবা কোন মেম্বারের গেস্ট হন তবে আপনি অবশ্যই জানবেন সেটি কোথায়। আর যদি তা না জানেন তবে আসার দরকার নেই। জেন্ট জেম্‌সের অন্যান্য ক্লাবের মতো এই ক্লাবেরও নিজস্ব আদবকেতা আছে। সাধারণত ব্রুকসের বড়ো সরকারী অফিসারেরাই এখানে আসে। কখনোসখনো তাদের সাথে গেস্টও থাকে।

স্যার অভয় ভার্মা একটি বিশাল ব্রোকারেজ হাউজ স্ট্যাপলহার্স্ট অ্যান্ড কোম্পানির চেয়ারম্যান। তারা শিপিংলাইনে কাজ করে থাকে, কোম্পানিটির অফিস মধ্যযুগীয় কায়দার পুরনো শহর অ্যালজোটে অবস্থিত। ক্র্যানফোর্ডের মতো তার বয়সও পঞ্চান্ন, গোলগাল, হাসিমুখি চেহারার একজন মানুষ। বর্তমানে একটু ভারি স্বাস্থ্যের অধিকারী, যদিও আগে তিনি ছিলেন একজন চ্যাম্পিয়ন-রেটেড স্কোয়াশ প্লেয়ার।

প্রথা অনুসারে লাঞ্চের সময়ে আলোচনা ছোটখাট বিভিন্ন বিষয় যেমন-আবহাওয়া, খাবার-দাবার এবং ফ্লাইট কেমন ছিল এসবেই সীমাবদ্ধ রইলো। খাবার শেষ করে পার্শ্ববর্তী লাইব্রেরিতে কফি নিয়ে বসলো তারা। দেয়ালে আঁকা বিশাল পেইন্টিংয়ের সামনে, যেখানে তাদের কথা কেউই শুনতে পাবে না এমন জায়গায় বসে ব্যবসায়িক আলোচনা শুরু করলো দু'জন অতিথি।

"আমাকে দুটো জাহাজ কিনতে হবে। খুবই নীরবে, আলাদা আলাদাভাবে, জাহাজগুলো কেনা হবে শেল কোম্পানির নামে। যেখানে ট্যাক্সের ব্যাপারে কিছু ছাড় আছে।"

স্যার অভয় অবাক হলেন না। সব সময়ে এটাই হয়ে থাকে। ট্যাক্স থেকে সবাই বাঁচতে চায়।

"কি ধরনের জাহাজ?" প্রশ্ন করলেন তাকে। তিনি কখনোই আমেরিকানদের অতীত ঘাঁটতে যান না। লোকটা ক্র্যানফোর্ডের বন্ধু সেটাই যথেষ্ট।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"জানি না," ডেক্সটার বললেন ।

"আপনি হয়তো জানেন জাহাজ বিভিন্ন আকার আকৃতির হয়ে থাকে," বললেন স্যার অভয় ।

"আমি তবে আরেকটু বুঝিয়ে বলি, যে জাহাজগুলো কেনা হবে সেগুলো কোন একটি শিপইয়ার্ডে নিয়ে গিয়ে কনভার্ট করা হবে ।"

"ওহ্, এটাকে রূপান্তর করবেন। ঠিক আছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটা কেমন হবে?"

"স্যার অভয়, কথাগুলো কি শুধু আমাদের মধ্যেই থাকবে?"

ব্রোকারটি এমনভাবে ডেক্সটারের দিকে তাকালেন যেন অদ্ভূত কোন কথা শুনছেন ।

"ব্রুকসে যে কথা বলা হয় সেগুলো ব্রুকসেই থাকে," মৃদুস্বরে বললেন ক্র্যানফোর্ড । "আপনি নিঃসংকোচে বলতে পারেন ।"

"ওয়েল, প্রত্যেকটা জাহাজ হবে ইউএস নেভির জন্য একেকটি ফ্লোটিং বেস । বাইরে থেকে দেখে মনে হবে নিরীহ একটা জাহাজ কিন্তু ভেতরে মোটেও তা নয় ।"

অভয় ভার্মা কিছুক্ষণ নীরব রইলেন ।

"হুম, এবার বুঝতে পারলাম, ঝামেলার জিনিস, সমস্যা নেই, দেয়া যাবে । আমার মতে আপনি কোন ধরনের ট্যাংকার নেবেন না । সেটার যে আকার তাতে হবে না, পরিস্কার করতেও জান বেরিয়ে যাবে । তাছাড়া ওগুলোতে অনেক পাইপও থাকে । খনিজ পরিবহনকারী জাহাজেরও একই অবস্থা । আকারটা ঠিক আছে কিন্তু বেশি বড় হয়ে যায় । আমার মনে হয় শুকনো বাল্ক ক্যারিয়ার নিলে ভাল হয় । কোন শস্য পরিবহনকারী জাহাজ । পরিস্কার, শুকনো থাকবে, ওগুলো কনভার্ট করাও সোজা । ডেক কভার থাকায় আপনার ইকুইপমেন্ট সহজে ঢুকতে আর বের হতে পারবে ।"

"আপনি কি এরকম দুটো জাহাজ কেনার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করতে পারেন?"

"আমার কোম্পানি জাহাজ কেনাবেচা করে না, আমরা শুধু ইনস্যুরেন্স করি । তবে এটা ঠিক, আমরা এই মার্কেটের সারা পৃথিবীর সবাইকে চিনি । আমি আপনাকে আমার ম্যানেজিং ডিরেক্টর পল আগাটের সাথে ভিড়িয়ে দিচ্ছি । সে এ ব্যাপারে অনেক চালু । সে-ই আপনাকে সব ধরনের সহায়তা করবে ।"

তিনি উঠে তার কার্ড দিলেন ।

"কালকে অফিসে চলে আসেন । পলের সাথে দেখা করেন, এই শহরে সবচেয়ে ভাল উপদেশ সে দেবে । লাঞ্চের জন্য ধন্যবাদ, ক্র্যানফোর্ড । চিফকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমার শুভেচ্ছা জানিও।"

তারপর তারা রাস্তায় নেমে আলাদা হয়ে গেল।

জোয়ান কর্তেজ তার কাজ শেষ করে ৪০০০ বর্নের ট্রাম্প স্টিমারের পেট থেকে বের হয়ে আসল। স্টিমারের পেটের ভেতরে সে তার ম্যাজিক দেখিয়ে এসেছে। নিচের হোল্ডের গাঢ় অন্ধকার থেকে বের হয়ে আসার পর শরতের উজ্জ্বল আলো তার চোখে এমনভাবে লাগলো তার ইচ্ছে হলো কালো গ্লাসওয়ালা ওয়েল্ডিং হেলমেটটা আবার পরে নেয়। এর পরিবর্তে গাঢ় কালো সনগ্লাস চোখে দিল, তার লোকদের চোখে আলো সরে নেয়ার সময় দিল সে।

তার গায়ের মলিন ওভারঅলটি ঘামে ভিজে গায়ের সাথে লেপ্টে আছে। এর নিচে সে শুধুমাত্র আন্ডারওয়্যার পরে আছে। হোল্ডের নিচে ভয়াবহ গরমে কাজ করতে হয়েছে, তাই এই অবস্থা।

তার অপেক্ষা করার কোন দরকার নেই,তার কাজ শেষ। যে এই কাজটা তাকে দিয়েছে সে কাল সকালে আসবে। তখন তাকে বুঝিয়ে দিলেই চলবে কোথায় সে গোপন কুঠুরীটা বানিয়ে দিয়েছে আর কিভাবে সেটা খুলতে কিংবা বন্ধ করতে হয়। ভেতরের হালের গোপন গর্তটা জানা না থাকলে কারো পক্ষেই খুঁজে বের করা সম্ভব না। এজন্য তাকে ভালো অঙ্কের টাকা দেয়া হবে। সে যে গোপন কামরাটি বানিয়ে দিয়েছে তাতে করে কোন নিষিদ্ধ জিনিস পরিবহন করা হবে কিনা সেটা তার দেখার বিষয় নয়। এমনকি তাতে করে চোরাকারবারীরা যদি সাদা পাউডারও নিয়ে যায় সেটাও তার দেখার বিষয় না। তার কাজ ওয়েল্ডিং করা, সে তার কাজ করে দিয়েছে।

এখন তার কাজ হচ্ছে কাপড় চোপড় পরে তার বিশ্বস্ত স্ত্রী ইরিনার কাছে ফিরে যাওয়া। টেবিলে খেতে বসা এবং তার স্কুলগামী ছেলে পেড্রোকে সময় দেয়া। সে তার কিটবক্সটি লকারে রেখে ফোর্ড পিন্টো গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। একজন দক্ষ শ্রমিকের শ্রমের পুরস্কার হিসেবে পাওয়া সুন্দর একটি প্রাইভেট এস্টেটে গিয়ে সে এখন লম্বা একটা শাওয়ার নেবে, ইরিনার কাছ থেকে একটি চুমু তার ছেলে পেড্রোর কাছ থেকে একটি আলিঙ্গন, তারপর পেট ভর্তি খাবার, শেষে কয়েকটা বিয়ার নিয়ে বসে পড়বে প্লাজমা টিভির সামনে। এসব ভাবতে ভাবতে কার্তেজেনার সবচেয়ে ভালো ওয়েল্ডার জোয়ান কর্তেজ গাড়ি চালিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হলো।

ক্যাল ডেক্সটার লন্ডন শহরটা অল্পস্বল্প চিনতেন। আগে কয়েকবার এখানে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এসেছেন তিনি। কিন্তু বাণিজ্যিক এলাকাটা সম্পর্কে তার একেবারেই কোন ধারণা নেই, যেটাকে সাধারণত সিটি কিংবা স্কয়ার মাইল বলা হয়। তবে একটি কালো ট্যাক্সিক্যাবের ইংরেজ ড্রাইভার তাকে সহজেই সেখানে নিয়ে যেতে পারলো। এগারোটা বাজার ঠিক পাঁচ মিনিট আগে আগে ড্রাইভার প্রায় শেক্সপিয়ারের আমলের একটি পুরনো বিল্ডিংয়ের সামনে নামিয়ে দিল তাকে। তাতে মেরিটাইম ইন্সুরেন্স ব্রোকারের সাইনবোর্ড আছে। এক হাসিখুশি সেক্রেটারি তাকে দ্বিতীয় তলার রাস্তাটা দেখিয়ে দিল।

পল আগাটে ছোট্ট একটি অফিস দখল করে বসে আছে, পুরো অফিসঘরে জুড়ে করে রাখা শুধু ফাইল আর ফাইল; দেয়াল ঝোলানো বাঁধাই করা কার্গো জাহাজের ছবি। এটা অনুমান করা কষ্টকর যে, এই ছোট্ট খোপ থেকেই মিলিয়ন মিলিন পাউন্ডের ইন্সুরেন্স করা হয়। শুধুমাত্র একটি কম্পিউটার স্ক্রিন দেখে বোঝা গেলো এটা শেক্সপিয়ারের সময়কাল নয়।

পরবর্তীতে ডেক্সটার উপলব্ধি করলেন এই শতবর্ষী পুরনো লন্ডনের মানি মার্কেট কিভাবে প্রতিদিন বিলিয়ন পাউন্ডের কেনাবেচা এবং কমিশন লেনদেন করে। আগাটের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, ফুলহাতা শার্ট পরা, উপরের বোতাম খোলা, বন্ধুত্বপূর্ণ একজন মানুষ। সংক্ষেপে স্যার অভয় তাকে ডেক্সটারের কথা বলেছেন। তাকে বলা হয়েছে আমেরিকান লোকটি নতুন ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানি থেকে এসেছে, দুটো ড্রাই বাল্ক ক্যারিয়ার কিনতে চায়। সেগুলো শস্য পরিবহনকারী জাহাজ হলে ভাল হয়। সেগুলো কি কাজে ব্যবহৃত হবে তাকে বলা হয় নি। আগাটে যা করবে সেটি হচ্ছে ডেক্সটারকে এ ব্যাপারে পরামর্শ দেবে সে। গাইডলাইন এবং শিপিং ওয়ার্ল্ডে তাদের পরিচিতি ব্যবহার করতে দেবে। আমেরিকান লোকটি স্যার অভয়ের বন্ধুর বন্ধু। এখানে কোন কাগজপত্র কিংবা ইনভয়েস হবে না।

"ড্রাই বাল্ক? এক্স গ্রেইন শিপ?" আগাটে জিজ্ঞেস করলো। "আপনি ঠিক সময়েই মার্কেটে এসেছেন। ওয়ার্ল্ড ইকোনমির যে অবস্থা অনেকেই এখন জাহাজ বিক্রি করে দিতে চাচ্ছে। তবে ঝামেলা এড়ানোর জন্য কোন দালালের মাধ্যমে জাহাজ কেনাই ভাল। আপনার পরিচিত কেউ আছে?"

"না," ডেক্সটার বললেন। "কাকে নিলে ভাল হবে আপনি বলে দেন।"

"ওয়েল, এটা একটা ছোট্ট দুনিয়া, এ মার্কেটের সবাই আমরা একে অপরকে চিনি। এই আধ মাইলের মধ্যেই আছে ক্লার্কসন। ব্রিমার সি-স্কোপ, গোলব্রেইথ অথবা গিবসন্স। এরা সবাই জাহাজ ক্রয়-বিক্রয় এবং ভাড়ার কাজ করে থাকে। অবশ্যই কিছু ফি'র বিনিময়ে।"

"চিঠিটা কোন বিষয় না।" ডেক্সটার একটি সাংকেতিক মেসেজ পেয়েছেন ওয়াশিংটন থেকে যেটি বলছে ব্রিটিশ চ্যানেল আইল্যান্ড অফ গুয়েনসিতে

www.BanglaBook.org

ইতোমধ্যে একটি ব্যাঙ্ক একাউন্ট খোলা হয়েছে। সেটি ইউরোপের একটি বিচ্ছিন্ন ট্যাক্স হ্যাভেন যা বন্ধ করার জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়ন চেষ্টা করছে। তাকে ব্যাঙ্ক কর্মকর্তার নাম বলা হয়েছে আর একটা কোড নাম্বার দেয়া হয়েছে যেটি বললেই সাথে সাথে ফান্ড রিলিজ হয়ে যাবে।

"একটা ভাল ব্রোকার যে পরিমাণ ফি নিবে তার চেয়ে বেশি টাকা ক্রেতার সেভ করে দিতে পারে। পার্কসাইড অ্যান্ড কোং যে আমার পরিচিত এক বন্ধু আছে। আপনি চাইলে সে এখনই দেখা করবে। আমি কি তাকে ফোন দেব?"

"প্লিজ।"

আগাটে পাঁচ মিনিট ধরে কথা বললো।

"তার নাম সাইমন ল্যাংলি," বলতে বলতে একটি কাগজে লিখল আগাটে। "এখান থেকে মাত্র শ' পাচেক গজ দূরে। অফিস থেকে বেরিয়ে বাম দিকে ঘুরবেন। অ্যালরেটে গিয়ে আবার বায়ে ঘুরে নাক বরাবর পাঁচ মিনিট হেটে যে কাউকে জুমিটার হাউজ বললেই দেখয়ে দেবে। গুড লাক।"

ডেক্সটার তার কফি শেষ করে করমর্দন করে রুম ত্যাগ করলেন। যে ডিরেকশন আগাটে দিয়েছে সেটি ছিল পারফেক্ট, জুমিটার হাউজ খুঁজে পেতে তার কোন সমস্যাই হল না। জুমিটার হরউস স্টেপলহাস্ট অফিসের সম্পূর্ণ বিপরীতে অবস্থিত : আলট্রা মডার্ন, স্টিল আর গ্লাসের তৈরি নিঃশব্দ এলিভেটর।

পার্কসাইড অ্যান্ড কোং অফিসটি এগারোতলায়। ল্যাংলি লিফটের দরজা থেকে ডেক্সটারকে রিসিভ করে একটা ছোট কনফারেন্স রুমে বসালো। বেল টিপলে চলে এলো কফি এবং জিঞ্জ্যাস্নাপ।

"আপনি দুটো বাল্ক ক্যারিয়ার জাহাজ কিনতে চান। পুরনে শস্য জাহাজ হলে ভালো হয়, তাই না?" ল্যাংলি জিজ্ঞেস করলো।

"আমি না, আমার মালিকেরা চান," ডেক্সটার বললেন, "তারা মধ্যপ্রাচ্যের আরব, খুব গোপনীয়ভাবে জাহাজ দুটি কিনতে চান। আমি তাদের অ্যাডভান্স দলের হয়ে এসেছি।"

"অফকোর্স," ল্যাংলি বিন্দুমাত্র অবাক হল না। কিছু লোক আরব শেখদের চুষে টাকা কামায় এবং আর এ কাজ করতে গিয়ে ধরা পড়ে জেলে যাওয়ার কোন ইচ্ছে তাদের নেই, তাই তারা বেনামে জাহাজ কিনতে চায়। অনেক সময়েই এটা সে দেখে এসেছে।

"আপনার ক্লায়েন্টরা কত বড় জাহাজ চায়? কত দামের জাহাজ?"

ডেক্সটার জাহাজের টনের হিসেব-নিকেশ কম জানতেন, কিন্তু তিনি যেটা জানতেন সেটা হচ্ছে জাহাজের মেইন হোল্ডে একটি হেলিকপ্টারের রোটর ছড়ানো অবস্থায় জায়গা হতে হবে। এভাবে তিনি কয়েকটা ডাইমেনশনের কথা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আকার ইঙ্গিতে বললেন।

"হুম্, ২০০০০ থেকে ২৮০০০ টনের জাহাজ হলেই আপনার চলবে," ল্যাংলি বলল। কম্পিউটার কিবোর্ডে হাত চালাল সে। বড় স্ক্রিনটি কনফারেন্স টেবিলের শেষ প্রান্তে, দু'জনেই সেটা দেখতে পাচ্ছে। ধীরে ধীরে কয়েকটা অপশন ভেসে উঠলো। ফ্রিম্যান্টল, অস্ট্রেলিয়া। সেন্ট লরেন্স সি-ওয়ে, কানাডা। চিজপ্যাক বে, আমেরিকা।

"আমার ক্লায়েন্টরা চায় পুরোপুরি ওনারশিপ," ডেক্সটার বললেন, "আর দুটো জাহাজেই কোন শিপইয়ার্ডে নিয়ে গিয়ে মেরামত করা হবে। কিছু সংযোজন বিয়োজন করে পরিবর্তন করা হবে।"

ল্যাংলি মনে মনে ভাবলো কিন্তু কিছু বলল না : কিছু কিছু বদমাশ আছে যারা অবৈধ জিনিস পরিবহন করে। তাই তাদের জাহাজ কিছুটা পরিবর্তন করে নেয়। নতুন নাম দেয়, নতুন কাগজপত্র তৈরি করে নেয়, যাতে কেউ চিহ্নিত করতে না পারে। কিন্তু তাতে আমার কি? পুরো প্রাচ্যে এসব ব্যাপার অহরহ ঘটছে। সময় খারাপ যাচ্ছে আমার, টাকা ঠিকমতো পেলেই হলো।

সে যা বললো : "অবশ্যই আমার পরিচিত কিছু দক্ষ শিপইয়ার্ড আছে ভার্জিনিয়ার দক্ষিণে, আমাদের মুম্বাই অফিসের মাধ্যমে তাদের সাথে আমাদের যোগাযোগ আছে। যদি আমাদের আপনার পক্ষে হয়ে কাজ করতে হয় তবে একটা মেমোরান্ডাম অফ এগ্রিমেন্ট করে ফেলতে হবে। আর কিছু এডভান্স পেমেন্ট। জাহাজ কেনার পর যে কোন ম্যানেজম্যান্ট কোম্পানির অধীনে রেজিস্ট্রেশন করে নিতে হবে।"

"টেমস্ নামের একটি সিঙ্গাপুর ভিত্তিক ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি আছে যারা তাদের ক্লায়েন্টদের ইনফরমেশন অন্য কাউকে দেয় না। আমার মনে হয় তাদের কাজ থেকে রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিলে ভাল হয়। তারা নতুন নাম দেবে, এরপর জাহাজটি আর কেউ খুঁজে পাবে না। আমি কোন ঠিকানায় জাহাজটির কাগজপত্র তৈরি করব, মিঃ ডেক্সটার?"

ডেভেরুর কাছ থেকে আসা মেসেজটার আরো ছিল একটা ঠিকানা, ফোন নাম্বার এবং ই-মেইল, সেটি ছিল কিছুদিন আগে অধিগ্রহণ করা ভার্জিনিয়ার একটা সেফ হাউসের নাম্বার। এই ঠিকানাটা ব্যবহৃত হবে চিঠিপত্র আর সংবাদ আদানপ্রদানের একটি কেন্দ্র হিসেবে। ডেভেরুর সৃষ্টি হওয়ায় সেটির সন্ধানও কারো পক্ষে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া পাওয়া গেলেও ষাট সেকেন্ডের মধ্যে সেটি বন্ধ করে ফেলার ব্যবস্থাও করা আছে। ডেক্সটার সেই ঠিকানাটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিলেন। আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে মেমোরান্ডাম সিগনেচার করা হল। পার্কসাইড এন্ড কোং উপযুক্ত জাহাজ খোঁজা শুরু করল। তাদের দুই মাস সময় নেয়ার কথা ছিল। কিন্তু বছর শেষ হওয়ার আগেই গ্রেইন শিপ দুটো হস্তান্তর করা হল। একটি এসেছে মেরিল্যান্ডের চিজাপিক বে থেকে। আরেকটি নোঙর করা ছিল সিঙ্গাপুর হার্বারে। পুরনো ক্রুদের বহাল রাখার কোন ইচ্ছাই ডেভেরুর ছিল না, দুটো জাহাজের ক্রু দেরই ভালোমত টাকা পয়সা দিয়ে বিদেয় করতে দেয়া হল।

আমেরিকান জাহাজটা কেনা সহজই ছিল। আমেরিকান নেভির কয়েকজন নাবিক বানিজ্যিক জাহাজের নাবিকের ছদ্মবেশে জাহাজের দায়িত্ব নিল এবং আটলান্টিকে যাত্রা করল।

ব্রিটিশ রয়্যাল নেভির একদল ক্রু সিঙ্গাপুরে উড়ে গেল। তারাও ছিল মার্চেন্ট মেরিনের বেশে, তারা জাহাজটির দায়িত্ব নিয়ে সোজা মালাক্কার দিকে এগোল। তাদেরটি ছিল অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ। দুইটা জাহাজই ইন্ডিয়ার দক্ষিণ উপকূলে গোয়ার একটি ছোট্ট এবং সাধারণ শিপইয়ার্ডের দিকে এগোল। সেই সব শিপইয়ার্ড গুলো সাধারণত ব্যবহৃত হয় পুরনো জাহাজ ভাঙার কাজে। জায়গাটি মানবস্বাস্থ্যের জন্য খুবই ঝুকিপূর্ণ ভাঙা জাহাজ নিঃসৃত বিভিন্ন বিষাক্ত কেমিক্যালের কারণে। ওইসব দুর্গন্ধযুক্ত জায়গায় কে কি করছে দেখার জন্য সাধারণত কেউ যায় না।

অনুষ্ঠানটি হল দাতা দেশটির সৌজন্যে রিপাবলিক অফ কেপ ভার্দের সান্তিয়াগো আইল্যান্ডের ইউএস অ্যাম্বেসিতে। এতে সভাপতিত্ব করেন ইউএস অ্যাম্বাসেডর ম্যারিয়ান মাইলস্। এতে উপস্থিত ছিলেন কেপ ভার্দের প্রাকৃতিক সম্পদ মন্ত্রী এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী।

অনুষ্ঠানটি আরো গুরুত্ব যোগ করতে একজন ফুল ইউএস এডমিরাল পেন্টাগনের পক্ষ থেকে চুক্তি সই করার জন্য উড়ে আসলেন। তার কোন প্রকার ধারণা ছিল না যে তিনি কিসের চুক্তি সই করতে এসেছেন কিন্তু তার ইউনিফর্মের ব্যাজগুলো জানান দিচ্ছিল তিনি একজন অ্যাডমিরাল আর সেটাই অনুষ্ঠানের গাম্ভীর্য বৃদ্ধিতে যথাযথ ভূমিকা রাখছিল।

অ্যাম্বাসেডর মাইলস্ সবাইকে রিফ্রেশমেন্ট অফার করলেন, প্রয়োজনীয় কাগজপত্রগুলো টেবিলে ছড়ানো ছিল। অ্যাম্বেসির ডিফেন্স অ্যাটাশে ছাড়াও সেখানে একজন সিভিলিয়ান উপস্থিত ছিলেন স্টেট ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে তার আইডেন্টিফিকেশন কনফার্ম করা হয়েছে ক্যালভিন ডেক্সটার নামে।

প্রথমে সই করলেন স্থানীয় মন্ত্রীগণ, এরপর অ্যাডমিরাল এবং সবশেষে অ্যাম্বাসেডর। প্রতিটি কপিতে ইউনাইটেড স্টেটস্ এবং রিপাবলিক অফ কেপ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভার্দের সিল ছিল এবং এরপর থেকেই একটি সহায়তা চুক্তি কার্যকর হল। কিছু দিনের মধ্যেই এর বাস্তবায়ন শুরু হবে।

কাজ শেষ হল যথাযথভাবে, এরপর দামী ওয়াইনের বোতল খুলল। মন্ত্রীরা পর্তুগীজ ভাষায় চীয়ার্স করলেন, এরপর নিয়মানুসারে তারা গতানুগতিক বক্তৃতা শুরু করলেন। বিরক্ত অ্যাডমিরালের মনে হলো সেই বক্তৃতা অনন্তকাল ধরে চলছে, এই পর্তুগীজ বক্তৃতার তিনি একটি অক্ষরও বুঝলেন না। তবু ঠোঁটের কোণে তিনি ভদ্রতার মৃদু হাসি ফুটিয়ে রাখলেন, কিছুতেই বুঝে পেলেন না এখানে কেন তাকে আসতে বলা হয়েছে আর কি তার ভূমিকা।

যে চুক্তিটা সম্পাদন হল সেটির মমার্থ হচ্ছে এই, ইউনাইটেড স্টেটস্ অফ আমেরিকা তাদের উদারতায় তৃতীয় বিশ্বের এই দেশটিকে সহায়তা করতে যাচ্ছে। দ্বীপরাষ্ট্রটির তেমন কোন প্রাকৃতিক সম্পদ নেই, শুধু চারিদিকে সমুদ্রে থাকা বিভিন্ন প্রকার সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ ছাড়া। এই দ্বীপরাষ্ট্রটির ছোট একটি নৌবাহিনী আছে কিন্তু কোন কার্যকরী বিমান বাহিনী নেই।

বিশ্বব্যাপী মাছের চাহিদা বাড়ার সাথে সাথে চোরাই মাছ শিকারও বেড়েছে। তাদের সমুদ্রসীমার মাছগুলো অন্য দেশের মৎস্যজীবিরা ধরে নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু এর বিরুদ্ধে তারা তেমন কোন ব্যবস্থা নিতে পারছে না। একটি কার্যকর বিমান বাহিনী থাকলে সহজে ওইসব পোচারদের মোকাবেলা করা যেত।

ইউএসএ এই দ্বীপরাষ্ট্রটি একটি দূরবর্তী দ্বীপ ফোগো'তে থাকা একটি এয়ারপোর্ট টেক ওভার করে নিতে যাচ্ছে যেটির রানওয়ে কয়েকদিন আগে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সহায়তায় বর্ধিত করা হয়েছে। সেখানে দান হিসেবে ইউএস নেভি একটি পাইলট ট্রেনিং ফ্যাসিলিটি তৈরি করতে যাচ্ছে যেটি কেপ ভার্দের জন্য একটি বিমান বাহিনী তৈরির উদ্দেশ্যে তাদের প্রশিক্ষণ দেবে।

সেখানে ব্রাজিলিয়ান কিছু এয়ারফোর্স ট্রেইনার একটি ফিশারিজ এয়ার গার্ড তৈরির উদ্দেশ্যে বাছাই করা স্থানীয় কিছু ক্যাডেটকে ট্রেনিং দেবে। ব্রাজিলিয়ান ট্রেইনার বাছাই করা হয়েছে কারণ তারাও পর্তুগীজ ভাষায় কথা বলে। ট্রেনিং পাওয়া ক্যাডেটরা পরবর্তীতে সমুদ্রে টহল দেবে, কোন অসংগতি দেখলে তারা ব্যবস্থা নেবে এবং কোস্টগার্ডকে সহজে অবহিত করতে পারবে, পথ দেখিয়ে চোরাই মাছ শিকারীদের কাছে নিয়ে যেতে পারবে।

অনুষ্ঠানটি শেষ হল, স্থানীয় মন্ত্রীরা চলে গেলেন। হ্যান্ডশেক শেষে অ্যাডমিরাল বেরিয়ে এসে অ্যাম্বেসীর লিমুজিনে উঠলেন, সাথে ডেক্সটারও। লিমুজিন চলছে এয়ারপোর্টের দিকে।

www.BanglaBook.org

"আপনি আমার সাথে নাপোল্‌সে যাবেন নাকি, মিঃ ডেক্সটার?"

"না ধন্যবাদ, অ্যাডমিরাল, আমাকে লিসবন হয়ে লন্ডন যেতে হবে।"

তারা সান্তিয়াগো এয়ারপোর্টে এসে আলাদা হয়ে গেলেন। অ্যাডমিরালের নৌবাহিনীর জেট ইতালীর নাপোলসের দিকে উড়ে গেল। ক্যাল ডেক্সটার নিসবনগামী পরবর্তী ফ্লাইটের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

এক মাস পর বিশাল একটি ইউএস নেভির সাহায্যকারী নৌবহর ফোগো দ্বীপে নোঙর করল ইউএস নেভির ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে। সেই অক্সিলিয়ারি ফ্লিটটি ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য একটি ভাসমান বেসক্যাম্প হিসেবে কাজ করবে যেটি ছিল এক ট টুকরো আমেরিকা যাতে সব ধরনের আরাম আয়েশের ব্যবস্থা ছিল। ফোগো দ্বীপটি একটি অনেক পুরনো মৃত আগ্নেগিরি, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলেই এই দ্বীপটি সৃষ্টি হয়েছে। পর্তুগীজ ফোগো শব্দের অর্থ ফায়ার বা আগুন।

নেভির ইঞ্জিনিয়ারেরা গর্ব করে বলে যে তারা যেকোন জায়গায় যেকোন কিছু বানাতে পারে শুধু যদি তাদের কানসাস গ্রীল, পটেটো ফ্রাই এবং গ্যালন গ্যালন কেচাপ সাপ্লাই ঠিক থাকে। সব জিনিসেরই ঠিকমতো কাজ করতে জ্বালানী প্রয়োজন। অবশ্য সেই সব খাদ্য যথেষ্ট পরিমানেই মজুদ ছিল।

এটা করতে তাদের ছয় মাস সময় লাগতো কিন্তু বর্তমানে এয়ারপোর্ট যে অবস্থায় আছে এতে সি-১৩০ হারকিউলিস ট্রান্সপোর্টার ল্যান্ড করতে পারে। তাই প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহে কোন সমস্যা হবে না। তাছাড়াও ছোট আকারের জাহাজগুলো গার্ডার, বীম, সিমেন্ট এবং যেকোন পণ্য সরবরাহ করবে বিল্ডিং বানানোর জন্য। সাথে খাবারদাবার, জুস, সোডা এবং পানিও পরিবহন করবে।

দ্বীপের অল্প সংখ্যক অধিবাসীদের অনেকেই সেখানে ভিড় করলো, তাদের ছোট এয়ারপোর্টে আর্মিদের দেখে এবং কিছু নতুন মানুষ দেখতে পেয়ে তারা খুশিই হল। দিনে একবার করে প্রতিদিন সান্তিয়াগো থেকে শাটল প্লেন আসতে লাগলো এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নামিয়ে দিয়ে যেতে লাগলো।

যখন কাজ শেষ হল তখন পাইলট ট্রেনিং ফ্যাসিলিটিতে যেসব জিনিস ছিল তার মধ্যে ছিল প্যাসেঞ্জার শেড থেকে আলাদা ক্যাডেটদের জন্য প্রি-ফেব্রিকেটেড ডরমিটরি, ইন্সট্রাক্টরদের জন্য কটেজ, রিপেয়ার এন্ড মেইনটেন্যান্স ওয়ার্কশপ, এভিয়েশন গ্যাস ট্যাঙ্ক এবং একটি কমিউনিকেশনস্ শ্যাক।

পেন্টাগন থেকে সিভিল এয়ারলাইনে করে আসা একটি লোক যার নাম ক্যাল ডেক্সটার, তার কথায় তারা আরো কিছু জিনিস বানিয়েছে। ইঞ্জিনিয়াররা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গদিও খুব অবাক হয়েছে এসব জিনিস ট্রেনিং সেন্টারে কেন বানানো হয়েছে ভেবে তবুও তারা কোন প্রশ্ন না করে দায়িত্ব পালন করে গেছে। সেসব জিনিসের মধ্যে আছে পাথরে গর্ত করে বানানো স্টিলের দরজা সহ একটি এক্সট্রা হ্যাংগার, বড় একটা জেপি ফাইভ ফুয়েলের রিজার্ভ ট্যাঙ্ক, যেগুলো টুকানোরা ব্যবহার করে না এবং একটা অস্ত্রাগার।

"যে কেউ ভাববে," মৃদুস্বরে চিফ পেটি অফিসার কনর বলল গোপন হ্যাঙ্গারের স্টিলের দরজা পরিস্কার করতে করতে, "শালারা যুদ্ধ করতে যাচ্ছে।"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৪

প্লাজা ডি বলিভার, এটির নামকরণ করা হয়েছিল মহান স্বাধীনতার জনকের নামে, সেটি কেবল বোগোটারই নয় বরং পুরো সাউথ আমেরিকার পুরনো বিল্ডিংগুলোর অন্যতম। এটির অবস্থান পুরনো শহরের কেন্দ্রস্থলে।

এখানে খৃস্টিয় ক্যাথলিক মিশনারীদের বসবাস, তারা প্রথম যুগে এখানে এসেছিল সৃষ্টিকর্তার প্রতি অসীম আনুগত্য নিয়ে। এসব জেস্যুটদের কয়েকজন ১৬০৪ খৃস্টাব্দে এর এক কোণায় প্রতিষ্ঠা করে স্কুল অফ সান বার্তোলোম। এর আরেক কোনায় অবস্থিত সুপ্রাচীন ন্যাশনাল প্রভিন্সিলেট অফ দ্য সোসাইটি অফ জেসাস।

কয়েক বছর হল প্রভিন্সিলেট অফিসটা স্থানান্তর করা হয়েছে শহরের নতুন অংশে একটা আধুনিক বিল্ডিংয়ে কিন্তু প্রভিন্সিয়াল ফাদার, ফাদার কার্লোস রুজ এখনো এই পুরনো ঠাণ্ডা পাথরের ঐতিহ্যবাহী বিল্ডিংয়ে থাকতেই পছন্দ করেন।

সেটি ছিল ডিসেম্বরের একটি আর্দ্র সকাল যখন তিনি আমেরিকা থেকে আসা একজন ভিজিটরকে দেখা করার অনুমতি দিলেন। বহু বছর আগে স্পেন থেকে আনা পুরনো ওক কাঠের টেবিল, যা বহুকাল ব্যবহারে প্রায় কালো হয়ে গেছে সেটাতে বসে তিনি তার হাতের চিঠিটি নাড়াচাড়া করছিলেন, চিঠিতে তাকে আমেরিকান লোকটার সাথে একটা মিটিং করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। চিঠিটি এসেছে তার এক যাজক ভাইয়ের কাছ থেকে। তিনি বোস্টন ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর। এই চিঠি অবেহলা করা তার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু কৌতুহল তো পাপ নয়। এই আমেরিকান লোকটি তার কাছে কি চাইতে পারে?

পল ডেভেরু প্রবেশ করলে প্রভিন্সিয়াল উঠে দাঁড়ালেন, বুকে ক্রুশ এঁকে তাকে স্বাগত জানালেন তিনি। ভিজিটর ভদ্রলোকটির বয়স প্রায় তার সমানই, একটু কুঁজো হয়ে হাটেন, দেখলে মনে হয় একটু নাকউঁচু স্বভাবের, সিল্ক শার্টের সাথে ক্লাবটাই আর ক্রিম স্যুট পরিহিত। ক্লারমাল পোশাক আর ঘাড়ে চুল নেই দেখে প্রভিন্সিয়াল বুঝে নিলেন লোকটি আমেরিকান স্পাই, কিন্তু বোস্টন থেকে আসা চিঠিটি এমনই আন্তরিক ছিল যে তিনি তার সাথে কথা না বলে পারলেন না।

"ফাদার, আমি জানি প্রশ্নটা করা ঠিক নয়। আমি দ্বিধান্বিত তবুও জিজ্ঞেস করছি, এই কক্ষটি কি সিল অফ কনফেশনালের অধীন?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খৃস্টান লোকজন যাজকদের কাছে এসে তাদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধের কথা স্বীকার করে ক্ষমা চেয়ে নেয়। এতে তাদের পাপমুক্তি হয়েছে বলে ধরে নেয়া হয়। একে বলে কনফেস করা, সিল অফ কনফেশনের অধীনে থাকলে যাজকরা কখনোই সেই স্বীকার করা অপরাধের কথা অন্য কাউকে বলেন না। এটাই খৃস্টিয় যাজক সম্প্রদায়ের নীতি।

ফাদার রুজ মাথা নেড়ে সায় দিলেন–কক্ষটি সিল অফ কনফেশনের অধীন। ডেস্কের ওপাশে তার চেয়ারে বসলেন তিনি।

"আমি কিভাবে আপনাকে সাায্য করতে পারি, মাই সান?"

"আমার প্রেসিডেন্ট আমাকে বলেছেন যেকোন উপায়ে কোকেন ইন্ড্রাস্ট্রি ধ্বংস করতে, এই জিনিসটা আমাদের দেশের মানুষের জন্য অসীম দূর্দশা ডেকে আনছে।"

কোকেন শব্দটি শুনেই প্রভিন্সিয়াল বুঝে ফেললেন লোকটি কেন কলাম্বিয়ায় এসেছে।

"সেটা আগে অনেকবার চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু আপনার দেশের লোকদের ক্ষুধা খুব বেশি। আপনাদের দেশের লোকদের কোকেনের এতো ক্ষুধা না থাকলে কলাম্বিয়ায় এতো কোকেন উৎপাদন হতো না।"

"ব্যাপারটা সত্যি," আমেরিকান স্বীকার করলেন। "চাহিদাই যোগানের সৃষ্টি করে। কিন্তু বিপরীত ব্যাপারটাও একই সাথে সত্যি। যোগানও অনেক সময় চাহিদা সৃষ্টি করে। ফলে, যদি যোগান বন্ধ হয়ে যায় চাহিদাও কমে যাবে।"

"এ ব্যাপারে নিষেধ করলেও কাজ হয় না।"

কথাটার সাথে ডেভেরু পরিচিত। এ ব্যাপারে নিষেধে কোন কাজ হয় না, বরং মানুষ আরো বেশি মরিয়া হয়ে ওঠে।

"ফাদার, আমরা এবার এ ব্যাপারে একটু কঠোর হয়েছি। এক গ্লাস ওয়াইন কিংবা এক ড্রাম হুইস্কি বিভিন্নভাবে আসতে পারে।"

ডেভেরু বুঝিয়ে দিলেনন, 'কিন্তু কোকেন শুধু এখানে থেকেই আসে।' সেটি আর মুখে বলতে হল না।

"মাই সান, আমরা জেমসের অনুসারীদের সব ভালো কিছুর জন্য একটি শক্তি হিসেবে কাজ করি। কিন্তু আমরা কোন প্রকার পলিটিক্স কিংবা রাষ্ট্রের কোন ব্যাপারে জড়াতে চাই না, কারণ এ ব্যাপারে আমাদের খুব বাজে অভিজ্ঞতা আছে।"

ডেভেরু তার প্রায় পুরো জীবনটাই কাটিয়েছেন গুপ্তচরবৃত্তির জগতে। তিনি অনেক আগে থেকেই জানতেন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় এসপিওনাজ এজেন্সি ছিল রোমান ক্যাথলিক চার্চগুলো। সবখানে তারা বিস্তৃত থাকায়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সবকিছু তারা দেখতে পেত। সবাই তাদের কাছে সব কিছু কনফেস করায় সব কিছু তারা শুনতে পেত। পনেরোশ বছর আগে যাজকরা ছিল সম্রাটদের পক্ষে আর তারাই সবচেয়ে বড় চর হিসেবে কাজ করতো। এর ফলাফল ছিল অসাধারণ।

"কিন্তু এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মধ্যে আপনি খারাপ কি দেখলেন," ডেভেরু জিজ্ঞেস করলেন।

"আপনি আমাদের সোসাইটির কাছে ঠিক কি চান, মাই সান?"

"কলাম্বিয়ায় আপনারা যাজকরা সব জায়গায় আছেন, ফাদার। আপনার ইয়ং প্রিস্টরা প্রতিটি কোণায়, প্রতিটি শহরে, প্রতিটি টাউনে যাতায়ত করেন..."

"আপনি চান তারা আপনার ইনফর্মার হিসেবে কাজ করুক? আপনার জন্য? ওয়াশিংটনের জন্য? তারাও সিল অফ কনফেশনের অধীন। তাদের কাছে যা বলা হয় সেটা কখনোই প্রকাশ করা যাবে না, আমি দুঃখিত।"

"এমনকি যদি আপনারা জানেন জাহাজগুলো বিষ বহন করে নিয়ে যাচ্ছে তারপরও না? ওগুলো পুরো মানবজাতির জন্য ক্ষতিকর, অসংখ্য মানুষের জন্য ভয়াবহ দুর্দশা ডেকে আনছে, তারপরেও আপনারা সাহায্য করবেন না?"

"দেখেন, আপনিও জানেন কনফেশনাল একটি ধর্মীয় ব্যাপার।"

"ফাদার, জাহাজ কিন্তু কনফেস করতে পারে না, যদি তারা তা পারতো তবে চিৎকার করে তারা ওইসব মানবঘাতি পণ্য পরিবহনে অস্বীকৃতি জানাতো। আমি কথা দিচ্ছি, আমরা কোন নাবিককে হত্যা করবো না। শুধু অবৈধ জিনিসগুলো আটকাব আর তাদের শুধরে যেতে সুযোগ দেব। আমরা কখনোই ওদের প্রতি নিষ্ঠুর হব না।"

ডেভেরু জানতেন তাকেও এই মিথ্যে কথাটার জন্য কনফেস করতে হবে। তবে এখানে না, অন্য কোথাও। দূরে, অন্য কোন যাজকের কাছে। তবে মিথ্যে কথাটায় মনে হয় কাজ হল।

"আপনি যা করতে বলছেন সেটা খুব ঝুকিপূর্ণ; এই ব্যবসা যারা করে তারা খুব নিষ্ঠুর আর হিংস্র।"

এ কথার উত্তরে ডেভেরু পকেট থেকে ছোট্ট একটি ডিভাইস বের করলেন। গোলাকার আকৃতির খুবই ছোট একটি সেলফোন।

"ফাদার, আমাদের শৈবে এসব জিনিস ছিলো না। কিন্তু এখনকার ছেলেরা এসব আবিষ্কার করেছে, এটা দিয়ে ছোট কোন তথ্য পাঠাতে কথাও বলতে হয় না..."

"টেক্সট মেসেজের ব্যাপারে আমি জানি, মাই সান।"

"এটাতে যেকোন মেসেজ টাইপ করলে আমাদের নাম্বারে চলে যাবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সেই মেসেজ ইন্টারসেপ্ট করার সাধ্য কার্টেলের কারো নেই। কোকেনের ব্যাপারে যেকোন তথ্য আপনারা জানাতে পারেন এটা দিয়ে।"

ফাদার প্রভিন্সিয়ালের ঠোঁটে মুচকি হাসির রেখা দেখা গেল। "আপনি একজন ভালো এডভোকেট, মাই সান।"

কোবরা তার শেষ কার্ডটা চাললেন। "সিটি অফ কার্তেজেনাতে সেন্ট পিটার ক্লেভারের একটি স্ট্যাচু আছে।"

"অফকোর্স, আমরা তাকে শ্রদ্ধা করি।"

"কয়েকশো বছর আগে তিনি দাসপ্রথার বিরুদ্ধে লড়াই করে শহীদ হয়েছিলেন। ফাদার, বিশ্বাস করেন এই কোকেন ব্যবসাটা দাস ব্যবসার চাইতেও খারাপ। দুই দলই মানুষের দুঃখ কেনাবেচা করতো। যা মানুষকে দাস বানিয়ে রাখে সেটা হচ্ছে নারকোটিক্স। দাসব্যবসায়ীরা তৎকালীন যুবকদের শরীর নিয়ে ব্যবসা করতো আর এখন এরা ব্যবসা করছে তাদের মন নিয়ে।"

ফাদার প্রভিন্সিয়াল কয়েক মিনিট ধরে জানালা দিয়ে সাইমন বলিভার স্কয়ারের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। এই সাইমন বলিভারই একসময় মানুষকে মুক্ত করেছিলেন।

"আমাকে এখন প্রার্থনায় বসতে হবে, মাই সান। আপনি কি দুই ঘন্টা পর আবার আসতে পারেন?"

ডেভেরুর বলিভার স্কয়ারের পাশের একটি ছোট ক্যাফেতে হালকা নাস্তা করে নিলেন। পরে ফিরে এসে যখন ফাদারের সাথে দেখা করলেন, ফাদার ততোক্ষণে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন।

"আপনি আমাকে যা করতে বলেছেন সেটা করার নির্দেশ আমি আমার যাজকদের দিতে পারি না। তারা কনফেস করা তথ্য আপনাদের দেবে কিনা সেটা তাদের উপর নির্ভর করে। আপনার মেশিনগুলো সবাইকে আমি বিলি করে দিতে পারি তবে আমি তাদের জোর করব না, তাদের ইচ্ছে হলে তারা আপনাকে সহযোগীতা করবে।"

সব সহকর্মীর মধ্যে হোসে মারিয়ার লারগোর সাথেই আলফ্রেড সুয়ারেজকে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতে হয় কারণ লারগো মার্চেন্ডাইজিংয়ের দায়িত্বে আছে। সুয়ারোজকে প্রতিটি কার্গোর খবর রাখতে হয়, শেষ কিলোগ্রাম পর্যন্ত। সে চালানগুলো পৌছে দিয়েই নিশ্চিত হতে পারতো কিন্তু তাকে খবর রাখতে হয় কতটুকু ঠিকমতো পৌছাল আর কতটুকু আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে ধরা পড়লো। কতটুকু ধরা পড়লো সেটা জানতে তাকে খুব একটা কষ্ট করতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হয় না, কারণ সেটা মিডিয়াতেই ফলাও করে প্রচার হয়। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ক্রেডিট নেয়ার জন্যেই সেটা ফলাও করে প্রচার করে। লারগোর হিসেব একেবারেই সাধারণ : বড় কাস্টমারদের অর্ডার দেয়ার সময়েই পঞ্চাশ পার্সেন্ট পরিশোধ করতে হয় আর বাকি অর্ধেক হ্যান্ডওভার হওয়ার পর, ছোট কাস্টমারদের পুরো অঙ্কটাই আগে পরিশোধ করতে হয়।

গ্যাং আর মাফিয়াগুলো তাদের দেশের ভেতরে যা খুশি সেই দামে কোকেন বিক্রি করতে পারে, যা খুশি তা প্রফিট করতে পারে সেটা কার্টেলের দেখার বিষয় না। যদি তাদের অবহেলায় তাদের দেশে তাদের জিনিস ধরা পড়ে তবে সেটাও কার্টেলের মাথাব্যথা না। কার্টেলের ডেলিভারি হয়ে যাওয়ার পর তারা তাদের জিনিস কি করবে সেটা একান্তই তাদের নিজস্ব ব্যাপার, কার্টেল সেখানে নাক গলায় না।

সমস্যাটি তখনই হয় যদি অর্ধেক পেমেন্ট দিয়ে ডেরিভারি নেয়ার পর তাদের জিনিস ধরা খায় আর তারা যদি বাকি টাকা পরিশোধ করতে অস্বীকার করে। তখন এর শাস্তি দেয়াটা অনিবার্য হয়ে পড়ে। ডন এ ব্যাপারে বেশ কয়েকটি নিষ্ঠুর উদাহরণ স্থাপন করেছে। দুটি ব্যাপারে কার্টেল কখনোই ছাড় দেয় না : তাদের সম্পদ কেউ যদি চুরি করে আর কেউ যদি পুলিশকে কোন তথ্য দিয়ে বেঈমানী করে। সেটা কখনোই ক্ষমা করা হয় না কিংবা ভুলে যাওয়া হয় না। প্রতিশোধ নিতে যত টাকাই খরচ হোক না কেন এর একটা মীমাংসা করাই হয়। এটা ডনের আইন...আর এটা দারুণ কাজে দেয়।

লারগোর সাথে কথা বলেই সুয়ারেজ নিশ্চিত হতে পারে তাদের কতটুকু মাল জায়গামত পৌঁছেছে আর কতটুকু ধরা খেয়েছে হ্যান্ডওভার করার আগে। এভাবে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই সে নির্ধারণ করে কোন সিস্টেমে পাঠালে ধরা পড়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে আর কোন সিস্টেমে সম্ভাবনা কম।

২০১০ সালের শেষ দিক পর্যন্ত পাওয়া হিসেবে দেখা যায়, ধরা পড়েছে দশ থেকে পনেরো পার্সেন্টের মতো। সেটা মোটামুটি মেনে নেয়া যায় কিন্তু সুয়ারেজ চায় এই ধরা পড়ার হার দশ পার্সেন্টের কম থাকুক। হ্যান্ডওভার করার আগে যদি ধরা পড়ে তবে ক্ষতিটা হয় সম্পূর্ণ কার্টেলের। ডন সেটি পছন্দ করে না।

সুয়ারেজের পূর্বসুরী, যে এখন আর কর্টেলের সদস্য নয়, মাটির নিচের একটি সেলে বন্দী অবস্থায় পঁচছে, সে এক যুগ আগে সাবমেরিনে করে কোকেন পরিবহন করতো। একটি দ্বীপের এক শান্ত-নির্জন তীরে সেসব সাবমেরিন বানানো এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা হতো। সাবমেরিনগুলো চলত ডিজেল ইঞ্জিনে। চারজন ক্রু থাকতো আর এতে করে দশ টন পর্যন্ত কোকেন পরিবহন করা যেত, সাথে প্রয়োজনীয় খাবার দাবার। মাল নিয়ে নিয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পেরিস্কোপ সমান উচ্চতায় ডুবে ডুবে চলতে পারতো ওটা।

খুব দরকার না হলে তারা বেশি গভীরতায় ডুবতো না। তাদের ডুবতে হতো না, পানির উপরের সব কিছু তারা পেরিস্কোপ দিয়ে দেখতে পেত আর সেটা দিয়ে দেখে দেখেই তারা পথ চলতো। একটি টিউবের সাহায্যে সাবমেরিনের ভেতরে বায়ু চলাচল করতো। এভাবে কলাম্বিয়া থেকে প্যাসিফিক কোস্ট দিয়ে মেক্সিকান মাফিয়াদের প্রচুর কোকেন সরবরাহ করা হয়েছে। মেক্সিকো থেকে সেগুলো আমেরিকায় ঢুকতো। এভাবে অনেকদিন ভালোই চলেছিলো কিন্তু তারপরেই নেমে আসে বিপর্যয়।

এই ব্যাপারগুলো দেখাশোনা করা, তদারকি করা আর ডিজাইন করার দায়িত্ব ছিলো এনরিক পুর্তোকারিরোর উপর, সে প্যাসিফিক কোস্টের দক্ষিণে একজন চিংড়িশিকারীর ছদ্মবেশে থাকতে। কর্নেল ডস সান্তোস একদিন তাকে ধরে ফেললেন। প্রবল অত্যাচারের মুখে হয়তো সে বলে দিয়েছিল অথবা ডস সান্তোসের লোকেরা নিজেরাই খুঁজে বের করে ফেলেছিলো কার্টেলের সাবমেরিন বানানোর ইয়ার্ড, তারপর সব কিছু ভেঙেচুরে পুড়িয়ে দেয় তারা। কার্টেলের সীমাহীন ক্ষতি হয়েছিল সেই বার। তৈরি হতে থাকা এবং তৈরি হওয়া সবমিলিয়ে প্রায় ষাটটি সাবমেরিন ধ্বংস হয়েছিল যা ছিলো কার্টেলের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি।

সুয়ারেজের পূর্বসূরী আরো একটি বড় ভুল করেছিলো। একক বাহকের মাধ্যমে বড় পরিমানের কোকেন পাচারের চেষ্টা করেছিলো সে। তারা আমেরিকা এবং ইউরোপে এভাবে একক বাহকের মাধ্যমে পাঠাতো, এভাবে একজন লোক এক থেকে দেড় কেজি পর্যন্ত বহন করতে পারতো। তার মানে এক টন কোকেন পাঠাতে লোক লাগতো প্রায় এক হাজার।

কিন্তু ইসলামী মৌলবাদের উত্থান ঘটার পর থেকে এয়ারপোর্টগুলোতে খুব কড়া কড়ি শুরু হয়ে যায়। প্রতিটি লাগেজ খুব ভাল করে চেক করা শুরু হয়। প্রতিটি সুটকেস বারবার এক্স-রে করা হতে থাকে, ফলে তাদের চালানগুলোও ধরা পড়তে থাকে। এরপর শুরু হয় বেলি-কার্গো অর্থাৎ পেটে করে কোকেন পাচারের প্রচলন। বাহকেরা নভোকেইন নামের এক প্রকার মেডিসিনের সাহায্যে খাদ্যনালী অবশ করে শ'খানেক প্লাস্টিকে মোড়া ছোট ছোট ব্যাগ গিলে ফেলতো। প্রতিটি ব্যাগে থাকতো দশ গ্রাম করে কোকেন।

এদের মধ্যে কিছু লোক পেটের মধ্যে বার্স্ট হওয়ায় এয়ারপোর্টের কনকোর্স ফ্লোরেই লুটিয়ে পড়ে মারা যেত, কিছু লোক ধরা পড়তো এয়ার হোস্টেসদের কাছে। এয়ারহোস্টেসরা রিপোর্ট করতো, এই লোক দীর্ঘযাত্রায় কিছুই খায় নি। তারপর তাদেরকে একপাশে নিয়ে ইনজেকশন দিয়ে একটি ফিল্টার স্ক্রিনের উপর মলত্যাগ করলেই ধরা পড়ে যেত সবকিছু। এভাবে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অসংখ্য একক বাহকে ভরতে থাকলো আমেরিকান এবং ইউরোপিয়ান জেলগুলো। তবুও আশি পার্সেন্টের উপর কোকেন পাচার করা যেত এই পদ্ধতিতে। কিন্তু এরপরই সুয়ারেজের পূর্বসুরীর জন্যে আসে সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপারটি।

সেটি শুরু হয় ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টারে, জিনিসটি খুব কাজে দিয়েছিলো। ওটা ছিল নতুন আবিষ্কৃত অত্যাধুনিক 'ভার্চুয়াল স্ট্রিপ সার্চ,' যা একটি এক্সরে মেশিন, ওটা শুধু কাপড়ের নিচের সব কিছুই দেখতে পেতো না বরং পেটের ভেতরে, পাছার ভেতরে কিছু আছে কিনা সব দেখতে পেত। মেশিনটা ছিলো খুবই নিঃশব্দ। সেটা স্থাপন করা হতো পাসপোর্ট অফিসারের ডেস্কের সামনে ফ্লোরে, যখন কোন যাত্রি পাসপোর্ট উপস্থাপন করতো তখন পাশের রুম থেকে অন্য একজন অফিসার বড় স্ক্রিনে গলা থেকে শুরু করে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত সব কিছু দেখতে পেত। পশ্চিমা এয়ারপোর্টগুলোতে যত বেশি এই মেশিন স্থাপন করা শুরু হলো তত বেশি বেশি বাহকেরা ধরা পড়তে লাগলো।

শেষ পর্যন্ত ডন প্রচন্ড বিরক্ত হল। সে নির্দেশ দিল ট্রান্সপোর্ট ডিভিশনের চিফ এক্সিকিউটিভ পদে পরিবর্তন আনার। পরে স্থানীয়ভাবে সুয়ারেজকে এই পদে নিয়োগ করা হয়।

স্যুয়ারেজের পছন্দ বড় বড় কার্গোতে করে পরিবহন করা। সে সফলভাবে কয়েকটি রুটে পণ্য পাচার শুরু করে। সেগুলো সবচেয়ে ভালো রুট বলে এখন পর্যন্ত প্রমাণিত হয়েছে। ইউএসএ'র জন্য তার পছন্দের রুট ছিল জলপথ কিংবা আকাশ পথে ক্যারিবিয়ান হয়ে উত্তর মেক্সিকোয় পাঠানো। ইউএসএ'র সাথে মেক্সিকোর বর্ডার আছে তাই মেক্সিকো থেকে সেখানকার গ্যাং এবং মাফিয়ারা পরে ইউএসএ'তে পাচার করে। এক্ষেত্রে জলপথে কার্গো পরিবহনের জন্য সে বাণিজ্যিক জাহাজ দিয়ে বেশির ভাগ অংশ পরিবহন করে। পরে সমুদ্রে একটি ট্রান্সফার হয় এবং এরপর ছোট ছোট স্পিডবোর্ট কিংবা মাছ ধরা জাহাজে করে তীরে পৌছায়।

ইউরোপের জন্যেও তার নতুন আবিস্কৃত রুটটির বেশি পছন্দ; সেটি সরাসরি ক্যারিবিয়ান হয়ে ওয়েস্টার্ন ইউরোপে নয়। কারণ এই রুটে গত কয়েক বছরে ধরপাকড় ব্যাপকহারে বেড়ে গেছে। বরং তার পছন্দ পশ্চিম আফ্রিকান উপকূলের পশ্চিম পার্শ্বের ব্যর্থ একটি রাষ্ট্র গিনি-বিসাউ। গৃহযুদ্ধে বিধ্বস্ত ব্যর্থ সাবেক পর্তুগিজ কলোনি এটি। গিনি বিসাউ'তেই হ্যান্ড ওভার হয়, পরে ভূমধ্যসাগরীয় উপকূল হয়ে দক্ষিণ উপকূল দিয়ে সেগুলো ইউরোপে প্রবেশ করে।

* * *

www.BanglaBook.org

ভিয়েনাকে ক্যাল ডেক্সটার জাতিসংঘের ড্রাগস অ্যান্ড ক্রাইম ডিভিশনের (UNODC) কানাডিয়ান নারকোটিক্স হান্টার ওয়াল্টার কেম্পের সাথে মিটিংয়ের প্রায় শেষ পর্যায়ে। তার দৃষ্টিভঙ্গির সাথে লিসবনের টিম ম্যানহায়ারের দৃষ্টিভঙ্গির প্রচুর মিল আছে।

মাত্র কয়েক বছরে ওয়াল্টার কেম্প ক্যারিবিয়ান হয়ে ইউরোপগামী কোকেনের প্রায় বিশ পার্সেন্ট আটক করতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু তারা টের পাচ্ছিলো ইদানিং বেশির ভাগ চালান পশ্চিম-আফ্রিকা হয়ে ইউরোপ ঢুকছে এবং এর পরিমান তারা আন্দাজ করেছিলো প্রায় পঞ্চাশ পার্সেন্ট। কিন্তু তারা জানতো না আলফ্রেড সুয়ারেজ এই পরিমাণ সত্তর পার্সেন্টে উন্নীত করেছে।

পশ্চিম-আফ্রিকান উপকূলে সাতটি রাষ্ট্রের সমুদ্রসীমা আছে। যাদের নাম আছে সন্দেহের তালিকায় : সেনেগাল, গাম্বিয়া, গিনি-বিমাউ, গিলি-কোনাক্রি, সিয়েরা লিওন, লাইবেরিয়া এবং ঘানা।

আটলান্টিক অতিক্রম করে পশ্চিম-আফ্রিকায় পৌছানোর পর শতশত আলাদা রুটে করে জিনিসগুলো তারা বয়ে নিয়ে চলে ইউরোপের উদ্দেশ্যে। কিছু আসে মাছ ধরা জাহাজে করে মরক্কো পর্যন্ত, পরে স্পেন দিয়ে ইউরোপে ঢোকে সেগুলো। কিছু কিছু কার্গো বিমানে করে সাহারা পাড়ি দিয়ে উত্তর-আফ্রিকা উপকূলে ঢোকে, পরে ছোট ছোট বিমান দিয়ে স্প্যানিশ মাফিয়া এবং ক্যালাব্রিয়ান ড্রাসেটা মাফিয়াদের কাছে পৌছায় পোর্ট অফ জিয়োরা দিয়ে।

কিছু চালান সাহারার দক্ষিণ থেকে উত্তরে যায় ট্রেনে করে। কখনো কখনো লিবিয়ান এয়ারলাইন 'আফ্রিকিয়া'ও ব্যবহৃত হয় পাচারের কাজে, লিবিয়ার ত্রিপোলির সাথে আফ্রিকার বারোটি রাষ্ট্রের বিমান যোগাযোগ রয়েছে আর সেটি এবং ইউরোপের মাঝে শুধু একটি সমুদ্র ভূমধ্য-সাগরের অবস্থান। তাই এই রুটেও কিছু পাচার হয়ে থাকে।

"যদিও অন্যান্য রুটেও অনেক কোকেন পরিবহন হয়," কেম্প বললেন, "তবু গিনি-বিসাউই ওদের প্রধান রুট।"

"হ্যা, আমি সেদিকে একবার ঘুরে আসবো," ডেক্সটার বললেন।

"আপনি যদি সেখানে যান তবে খুব সাবধানে যাবেন," বললেন কেম্প, "সুন্দর কভার স্টোরি দাঁড়া করবেন। সাথে করে নিজস্ব কিছু লোক নিয়ে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। সবচেয়ে ভালো হয় লোকগুলো নিগ্রো হলে, তাহলে তারা আর সন্দেহ করবে না। আপনার পরিচিত এমন লোক আছে?"

"না, এই এলাকায় নেই," ডেক্সটার খানিকটা নিরুৎসাহিত স্বরে বললেন।

কেম্প একটি পেপার ন্যাপকিনে একটি নাম এবং ফোন নাম্বার লিখলেন। "লন্ডনে গিয়ে তার সাথে দেখা করুন। আমার এক বন্ধু। সেন্ড অ্যান্টি-

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নারকোটিক্সে কাজ করে। আশা করি তার সহযোগিতা আপনার কাজে লাগবে।"

সন্ধ্যার আগে তিনি মন্টক্লেম হোটেলে ফিরে আসলেন।

সাবেক পর্তুগিজ কলোনি হওয়ায় গিনি-বিসাউয়ের সাথে ইউরোপের যোগাযোগটা সবচেয়ে ভাল পুর্তগাল থেকেই, এয়ার পর্তুগালই (TAP) সবচেয়ে সুবিধাজনক ক্যারিয়ার। ঠিকমতো ভিসা, ভ্যাকসিন, গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আবহাওয়ার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় মেডিসিন এবং বার্ড লাইফ ইন্টারন্যাশনালের সত্যায়িত পরিচয়পত্র নিয়ে পাখিবিশারদ ডক্টর ক্যাল ডেক্সটার এক সপ্তাহ পর পর্তুগাল থেকে গিনি-বিসাউয়ের উদ্দেশ্যে রাতের ফ্লাইট ধরলেন। পাখিবিশারদ ডক্টর ক্যাল ডেক্সটারের গবেষণার বিষয় 'ওয়েস্ট আফ্রিকার জলচর পাখিদের শীতকালীন জীবন।'

তার পাশে বসে আছেন ব্রিটিশ প্যারাসুট রেজিমেন্টের দুজন কর্পোরাল, যারা এখন ব্রিটিশ সিরিয়াস অ্যান্ড অর্গানাইজড ক্রাইম এজেন্সির (SOCA) সদস্য। SOCA কাজ করে বড় ধরনের অপরাধ এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে একটি সম্মিলিত বাহিনীর মতো একক সংগঠন হিসেবে। ওয়াল্টার কেম্পের একজন সিনিয়র ফ্রেন্ড কাজ করতেন SOCA'র থার্ড রেজিমন্টে, সেখানেই এই দুজনের সাথে তার পরিচয়। সেই ফ্রেন্ডই এই দুজনের কথা সুপারিশ করেছেন। এদের একজনের নাম বিল এবং আরেকজন জেরি।

তারা এখন আর বিল এবং জেরি নয়, একজন কোয়ামি, আরেকজন কফি। তাদের পাসপোর্ট বলছে তারা বিশুদ্ধ ঘানার নাগরিক এবং বার্ড লাইফ ইন্টারন্যাশনালের আক্রা শাখার সদস্য। আসলে তারা এখন উইন্ডসর ক্যাসেলের মতো বিশুদ্ধ ব্রিটিশ কিন্তু তাদের বাবা-মা গ্রানাডিয়ান বংশোদ্ভূত। যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ তাদের এখানকার স্থানীয় দুই অথবা আসান্থি ভাষায় কিছু জিজ্ঞেস না করে ততক্ষণ পর্যন্ত বোঝার উপায় নেই যে তারা ব্রিটেন থেকে এসেছে।

মধ্যরাতের পরে ঘন কালো অন্ধকারে এয়ার পর্তুগালের ফ্লাইটটি ল্যান্ড করলো। লাগেজ নিয়ে সবাই ইমিগ্রেশন অফিসারদের সামনে দিয়ে চলে যাবার সময় কাউকে সন্দেহ হলে তারা ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। ডেক্সটারের সাদা চামড়া অফিসারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। তার ডাক পড়লো অফিসারদের ডেস্কে।

পাসপোর্ট অফিসার তার নতুন করা গ্রানাডিয়ান পাসপোর্টের প্রতিটি পাতা ভালোভাবে চেক করলো। সাথে গিনি-বিসাউয়ের ভিসাটাও। ডেক্সটার তার হাতে একটি বিশ ইউরোর নোট গুঁজে দিলে সে ডেক্সটারকে চলে যেতে ইঙ্গিত করলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিয়মরক্ষার খাতিরে জিজ্ঞেস করলো সে, "আপনি কি এখানে ঘুরতে এসেছেন?"

ডেক্সটার তার কাঁধে ঝুলানো থাকা ব্যাগ থেকে কিছু লিফলেট বের করে দেখাতে গেলে অফিসার বিরক্তির সাথে হাত নেড়ে তাকে যেতে ইশারা করলো।

এয়ারপোর্টের বাইরে কোন ট্যাক্সি নেই। সেখানে শুধু একটা ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। তাকে পঞ্চাশ ইউরো দিয়ে ম্যানেজ করা হল হোটেলে পৌঁছে দেয়ার জন্য।

"হোটেল মালাইকা আছে না?" ডেক্সটার বললে ড্রাইভার মাথা নাড়ল। "সেখানে যান।"

যখন এয়ারপোর্ট থেকে শহরের দিকে এগোচ্ছে ডেক্সটার খেয়াল করলেন রাস্তার দু'পাশে গাঢ় অন্ধকার। এমনকি কোথাও সড়কবাতিও নেই। শুধু আশেপাশের কয়েকটি গাড়ির হেডলাইটের আলো ছাড়া। যেকোন ইউরোপিয়ানের কাছে মনে হতে পারে আর্মি কারফিউ চলছে। কিন্তু না, আসলে সেখানে বিদ্যুতই নেই। কয়েকটি ভাগ্যবান বিল্ডিং, যেগুলোতে প্রাইভেট জেনারেটর আছে; কেবল সেগুলোর বিচ্ছুরিত আলো দেখেই বোঝা যাচ্ছে, এটা আধুনিককালের কোনো যুগ।

মালাইকা হোটেলও সেইসব ভাগ্যবান বিল্ডিংগুলোর একটা যাতে জেনারেটরের সাহায্যে উৎপন্ন বিদ্যুতের ব্যবস্থা আছে। তারা তিন জন হোটেলে চেকইন করে বাকি রাত হোটেলে বিশ্রাম করলো। সূর্য ওঠার আগে কেউ একজন গুলি করে মেরে ফেললো এখানকার প্রেসিডেন্টকে।

প্রজেক্ট কোবরার কম্পিউটার এক্সপার্ট জেরেমি বিশপ সর্বপ্রথম সেই নামটি খেয়াল করলো। জেরেমি বিশপ, কম্পিউটারের নাড়িনক্ষত্র সব তার জানা। কিছুটা অসামাজিক ধরনের বিশপের সারাদিন কাটে সাইবারস্পেসে। না, ইন্টারনেট নয়, ইন্টারনেট একেবারে বাচ্চাদের জিনিস। তার নেশা হ্যাকিং–চুপি চুপি অন্যের কম্পিউটারে ঢুকে তথ্য হাতিয়ে নেয়াই তার নেশা।

এক শনিবারের শেষ বিকেলে, যখন ওয়াশিংটনের সবাই উৎসবের মেজাজে উইকএন্ডের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে, বিশপ তার ঘরে বসে বোগোটা এয়ারপোর্টের ডাটাবেজের এরাইভাল এবং ডিপারচার লিস্টে ঢুকে পড়ে। তখনই একটা নাম তার চোখে পড়লো। লোকটি যেই হোক সে প্রতি পনেরো দিন পরপর একবার করে নিয়মিতভাবে বোগোটা থেকে স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে যায়। তিন দিনের মধ্যেই ফিরে আসে সে। তার মানে প্রতিবার সে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

৫০ ঘন্টার বেশি স্পেনের রাজধানীতে থাকে না। এই সময়টা ভ্যাকেশনের জন্য খুব অল্প সময় আবার অন্য কোথাও যাওয়ার স্টপওভার হিসেবে খুব বেশি হয়ে যায়। সেটাই বিশপের মনে সন্দেহ জাগিয়ে তুললো।

বিশপ কোকেন সংক্রান্ত তাদের সবগুলো ডাটাবেজে ওই নামটা খুঁজল। কলাম্বিয়ার কোকেন অপরাধীদের ডাটাবেজ থেকে শুরু করে কোবরা হেডকোয়ার্টারে নতুন স্থাপিত আপডেটেড ডাটাবেজে, কিন্তু কোথাও এই নামটা পাওয়া গেল না।

তারপর বিশপ লাইবেরিয়া এয়ারলাইন্সের ডাটাবেজ হ্যাক করে তাতে প্রবেশ করলো। এই এয়ারলাইন্সেই লোকটা প্রতিবার মাদ্রিদ যায়। নামটা ওই এয়ালাইন্সের বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত যাত্রিদের তালিকায় 'নিয়মিত যাত্রি' হিসেবে আছে। লোকটা প্রতিবার ফার্স্টক্লাশে ভ্রমণ করে, রিটার্ন ফ্লাইট রিজার্ভেশন আগে থেকেই বুক করা থাকে তিন দিন পরের ফ্লাইটে যদি না সে নিজে থেকে ক্যানসেল করে।

বিশপ তার সব তথ্য ডাটাবেজ থেকে নিয়ে ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট এজেন্সির বোগোটা শাখার লোকজনের সাথে যোগাযোগ করল। তারা পরবর্তীতে SOCA'র লোকদের সাথেও বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করল সে। কিন্তু তাদের কেউই এই নামটি সম্পর্কে কোন অভিযোগের কথা আছে বলে জানাতে পারলো না। কিন্তু ডিইএ'র লোকেরা স্থানীয় রেফারেন্স বই দেখে জানালো, লোকটা বড় মাপের ল'ইয়ার যদিও সে স্থানীয় ক্রিমিনাল কোর্টে প্র্যাকটিস করে না। কোনভাবে তাকে সন্দেহ করা না গেলেও স্রেফ কৌতূহলবশত বিশপ ব্যাপারটা ডেভেরুকে জানালো।

কোবরা এই ব্যাপারটা পেছনে শ্রম এবং সময় খরচ করতে খুব একটা উৎসাহী হলেন না। তবুও একটা সিম্পল এনকোয়ারী করতে তার কোন আপত্তি নেই। ডিইএ'র স্পেন প্রতিনিধির মাধ্যমে তিনি অনুরোধ করলেন পরেরবার আসলে যেন লোকটিকে অনুসরণ করা হয়। লোকটি কোথায় যায়, কি করে, কোথায় থাকে এবং কার সাথে দেখা করে ইত্যাদি খবর জানতে তিনি আগ্রহ প্রকাশ করলেন। মাদ্রিদে থাকা আমেরিকান প্রতিনিধি আশ্বাস দিলেন, তার কলিগদের মাধ্যমে তিনি কাজটি করে দিবেন।

মাদ্রিদের অ্যান্টি-ড্রাগ ইউনিটটির নাম 'উইনিদাদ ড্রাগাস ওয়াই ক্রাইমেন অর্গানাইজাডো,' সংক্ষেপে UDYCO। অনুরোধটি আসলো ইন্সপেক্টর ফ্রান্সিসকো পকো ওর্তেগার টেবিলে।

অন্যসব পুলিশের মতো ওর্তেগাও বিশ্বাস করতো সে যে কাজ করে তার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিনিময়ে প্রাপ্ত বেতন খুবই সামান্য। তবুও আমেরিকাদের চাওয়া বাড়তি সাহায্যের অনুরোধ উপক্ষো করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। যদি ব্রিটেন ইউরোপের সবচেয়ে বড় মাদক গ্রহণকারী দেশ হয় তবে স্পেন ইউরোপের সবচেয়ে বড় ড্রাগ এরাইভাল পয়েন্ট যেখানে আছে বিপজ্জনক এবং আধুনিক অস্ত্রে সুসজ্জিত আন্ডার ওয়ার্ল্ড। আমেরিকানরা মাঝেমাঝে এখানে তাদের আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে বিভিন্ন চোরাচালানের পন্য আটক ক'রে UDYCD'র সাথে সাফল্য ভাগাভাগি করে। সেই আমেরিকানদের কাছ থেকে একটি লিখিত অনুরোধ এলো কলাম্বিয়ান লোকটাকে ফলো করার। সবশুনে ওর্তেগারও লোকটি সম্পর্কে জানার আগ্রহ হলো।

বিশপ, ডেভেরু এবং ওর্তেগাদের কেউই জানতো না, যে লোকটাকে তারা ফলো করার কথা ভাবছে সে হার্মানদাদের একজন মেম্বার, সে কখনোই কলাম্বিয়ান পুলিশের নজরে আসে নি। কর্নেল ডস সান্তোস মাফিয়াদের অন্য প্রায় সবাইকেই চিনতেন এবং কমবেশি সবার ব্যাপারেই জানতেন, কিন্তু এই ল-ইয়ার কখনোই তার সন্দেহের তালিকায়ও আসে নি। যে লোকটির ব্যাপারে এতো তৎপরতা, সেই জুলিও লাভ্য ছিল কার্টেলের মানিলন্ডারিং দেখাশোনার দায়িত্বে, তার মাধ্যমেই কার্টেলের অবৈধ টাকা-পয়সা লেনদেন হয়ে থাকে।

মধ্যদুপুরে যখন ডেক্সটার এবং তার সহকারীরা বিসাউ সিটিতে বের হলেন ততক্ষণে প্রেসিডেন্ট নিহত হওয়ার খবরটা খানিকটা পুরনো হয়ে গেছে এবং পরিস্থিতি খানিকটা স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে। অবশ্য ততক্ষণে আরেকটা সামরিক ক্যু হয়ে গেছে ততক্ষণে।

যে লোকটা প্রেসিডেন্টকে গুলি করেছে সে ছিল স্বেচ্ছাচারী প্রেসিডেন্টের সবচেয়ে ছোট স্ত্রীর প্রেমিক। খুন করার পর পরই সে তার প্রেমিকাকে নিয়ে জঙ্গলে পালিয়ে গেছে। তাদের আর কোনদিন দেখা যাবে না। জঙ্গলে বসবাসকারী উপজাতীয়দের ভ্রাতৃত্ববোধের ঐতিহ্য তাদের রক্ষা করবে।

প্রেসিডেন্ট প্যাপেল উপজাতির লোক; তার ছোট স্ত্রী এবং তার প্রেমিক বাল্টানা উপজাতির। আর্মির বেশিরভাগ সদস্য ছিল বাল্টানা উপজাতির আর তাই তাদের স্বজাতির ঘাতককে খুঁজে বের করার কোন ইচ্ছেই তাদের নেই। তাছাড়া প্রেসিডেন্ট খুব জনপ্রিয় কেউ ছিলেন না। তাই তার জায়গায় সহজেই অন্য কাউকে বেছে নেয়া যেতে পারে। যার এখন প্রেসিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি তিনি হচ্ছেন আর্মি কমান্ডার এবং চীফ অফ স্টাফ।

ডেক্সটার একটি সাদা রঙের পাজেরো ভাড়া করলেন মাভেরগো ট্রেডিং থেকে যার ডাচ মালিক নিজেই পরিচয় করিয়ে দিলেন একটি ছোট কেবিন ক্রুজারের মালিকের সাথে। ডেক্সটার কেবিন ক্রুজার ভারি নেয়ার ব্যাপারে কথা বলবেন। যার আউটবোর্ড ইঞ্জিন এবং ট্রেনার আছে, সহজেই খাঁড়িতে নীরবে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঢুকতে সক্ষম আর বাইজাগো দ্বীপপুঞ্জে জলচর পাখি খুঁজতে যাওয়ার উপযোগী।

সবশেষে ডেক্সটার স্পোর্টস স্টেডিয়ামের উল্টোদিকে একটি বিচ্ছিন্ন বাংলো ভাড়া নিয়ে তিনি ও তার সহকারীরা সব কিছু গুছিয়ে মালাইকা হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

রাস্তায় যখন গাড়ি চলছে, অপর পাশ থেকে আরেকটি জিপ খুব দ্রুতগতিতে এসে তাদের সামনে দিয়ে চলে গেলো। ডেক্সটারও দ্রুতগতিতে যাচ্ছেন। তিনি কড়া ব্রেক করলে ওপাশের গাড়িটাকেও ব্রেক করতে হল। ডেক্সটার আগেই লক্ষ্য করেছেন এই দেশে ট্রাফিক আইন বলতে কিছু নেই। যে যেভাবে পারছে ছুটছে। দুটি গাড়িই কড়া ব্রেকে মুখোমুখি থেমে যাওয়ায় মুহূর্তের জন্য এই গাড়িতে থাকা লোকটিকে ডেক্সটার দেখতে পেলেন। ড্রাইভারের পাশে থাকা লোকটিও ড্রাইভারের মতো আফ্রিকান নয়, ইউরোপিয়ানও নয়, কালো চেহারার, চুলের রংও কালো, ঘাড়ে গোল্ড রিংয়ের চেইন। ডেক্সটার বুঝতে পারলেন–লোকটি লাম্বিয়ান।

জিপের উপরে ক্রোমের একটি কাঠামো ছিল যার মধ্যে চারটি শক্তিশালী সার্চলাইট বসানো। ডেক্সটার এর ব্যাখ্যাটা জানতেন। আকাশপথে কিছু কোকেনের চালান আসে যেগুলো প্লেন থেকে সরাসরি পানিতে ফেলে দেয়া হয় যার আশে পাশে থাকা ফিশিং বোটগুলো সেগুলো কুড়িয়ে নেয়। তাছাড়া পর্তুগালের কলোনিগুলোর বিরুদ্ধে গিনি-বিসাউয়ের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলার সময় পাশের ঘন জঙ্গলে অনেকগুলো ছোট ছোট এয়ারস্ট্রিপ তৈরি করা হয়েছিলো। কখনো কোকেন পরিবহনকারী প্লেনগুলো এসব এয়াস্ট্রিপে কোকেন নামিয়ে দিয়ে যায়।

কোকেন বহনকারী প্লেনগুলোর জন্য রাতের বেলা চলাচল করাই নিরাপদ কিন্তু এসব এয়ারস্ট্রিপগুলোতে কোন বিদ্যুৎ-ব্যবস্থা থাকে না রাতের বেলা ল্যান্ডিং করার জন্য। এমনকি কোন লাইটও নয়। তাই কোকেন রিসিভ করতে আসা লোকেরা সাত আটটি গাড়ি এয়ারস্ট্রিপের বিভিন্ন স্থানে রেখে গাড়ির ছাদের উপরের সার্চ লাইটগুলো দিয়ে অবতরণকারী প্লেনগুলোকে আলো দেখিয়ে সাহায্য করে।

ওদিকে গোয়ার কাপুর শিপইয়ার্ডে পুরোদমে ট্রলার শিপগুলো মেরামতের কাজ চলছে। এর দায়িত্বে আছে ডানকান ম্যাকগ্রেগর নামের কানাডিয়ান এক লোক, যে তার প্রায় সারাজীবনই বিভিন্ন শিপইয়ার্ডে কাটিয়ে দিয়েছে। তার চোখে চিরস্থায়ী জন্ডিসরোগীর মতো হলুদ, একদিন যদি তার গায়ে জ্বর না আসে তবে হুইস্কির বোতল সেই জ্বরের বিকল্প হিসেবে কাজ করে।

কোবরা তার প্রজেক্টের জন্য পছন্দ করলেন রিটায়ার্ড লোকদের, সম্ভবত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তিনি রিটায়ার্ড পার্সনদের অভিজ্ঞতাকে মূল্যায়ন করেন। তাছাড়া তাদের সবাই প্রায় চল্লিশ বছর ধরে কাজ করেছে। বেশির ভাগেরই তেমন কোন পারিবারিক পিছু টান নেই আর তাদের দরকার টাকা-পয়সার। তাই তাদের কাছ থেকে ভালো কাজ আশা করাই যায়।

ম্যাকগ্রেগর জানতেন তাকে কি করতে বলা হয়েছে। কিন্তু কেন বলা হয়েছে সেটা জনতেন না। তিনি যে টাকা পাচ্ছেন সেটা তার কল্পনারও অতীত তাই এতে কি হবে সেটা জানার কোন আগ্রহও তার নেই।

তার ওয়েল্ডার আর কাটাররা স্থানীয় লোকজন, তার আউটফিটারগুলো যে সিঙ্গাপুরিয়ান লোকটির কাছে থেকে আমদানী করা হয়েছে তাকে সে ভালো করেই চেনে। তাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য একসারি মোটরহোম লিজ নেয়া হলো।

দুটো গ্রেইন শিপের বাইরের দিকটা নির্দেশমতো এক রকমই রাখবে সে। শুধুমাত্র ভেতরের সবকিছু বদলে ফেলা হবে। সামনের দিকটা আরো বেশি স্থান সংকুলানের ব্যবস্থা করা হবে বন্দীদের রাখার জন্য, যদিও এটা সে জানতো না। এটাতে কতোগুলো বাঙ্ক, ল্যাট্রিন, রান্নাঘর, শাওয়ার রুম আর এয়ারকন্ডিশন ওয়ার্ডরুম রাখা হবে টিভিসহ।

আরেকটি থাকার জায়গা তৈরি করা হবে কারণ এখানে এক দিন আমেরিকান নেভি সিল কিংবা বৃটিশ স্পেশাল বোট সার্ভিসের কমান্ডোরা থাকবে।

তৃতীয় হোল্ডটি অপেক্ষাকৃত বড়, তার কারণ এটা সব ধরণের কাজ করার জন্য ওয়ার্কশপ হিসেবে ব্যবহার করা হবে। তৈরি হওয়া অংশটি পুরোপুরি তুলে এনে এখানে বসিয়ে দেয়া হবে। চার নম্বর হোল্ডের বেশির ভাগ জায়গাই ছিল খালি। শুধু কিছু হুক এবং যন্ত্রপাতি বসানো হয়েছে। এটাতে রাখা হবে খুবই দ্রুতগতিসম্পন্ন কিছু ছোট আকারের আরআইবি রাইডিংক্রাফট, সেগুলো চলবে শক্তিশালী বিশাল মটরের সাহায্যে। যেকোন সময়ে সেগুলো পানিতে নামিয়ে দেয়া যাবে, এতে করে সহজেই সৈন্যরা অন্য জাহাজে উঠতে পারবে।

সবচেয়ে বড় পঞ্চম হোল্ডটিতেই সবচেয়ে বেশি কাজ করতে হচ্ছিল। সেখানকার ফ্লোরে বড় বড় স্টিলের পাত বসানো হলো। তার নিচে চার কোণায় বসানো হলো চারটি হাইড্রোলিক মেশিন যার সাহায্যে সেটিকে নিচ থেকে ধীরে ধীরে ডেকের উপরে তোলা যাবে। এরপরেই সেটি মুক্ত বাতাসে উন্মুক্ত থাকবে। হেলিকপ্টার ওই স্থানে ল্যান্ড করার পর সেটি আস্তে আস্তে নিচে নেমে যাবে। তখন কেউ আর হেলিকপ্টারটি দেখতে পাবে না। প্রয়োজন হলে সেটিকে আবার উপরে তোলে ফ্লাই করানো যাবে।

পুরো গ্রীষ্মের সময়টাতে কর্নাটকের জ্বলন্ত সূর্যের নিচে টর্চগুলো হিস্‌হিস্

www.BanglaBook.org

করল। ড্রিল মেশিন ফুটো করে যেতে থাকল। হাতুড়িগুলো ধাতব শব্দ তুলল আর নিরীহ গ্রেইন শিপটি একটি ভাসমান মরণ ফাঁদে পরিণত হল। অনেক দূরের কোন এক অফিসে জাহাজগুলোর নাম পরিবর্তিত হয়ে গেলে টেমস্ অফ সিঙ্গাপুর নামের একটি ম্যানেজমেন্ট সংস্থার অধীনে এক অদৃশ্য কোম্পানির মালিকানায় চলে গেল সেটি। কাজ শেষ হওয়ার ঠিক পূর্বমুহূর্তে দুটো জাহাজের স্টার্নে নতুন দুটো নাম ঝুলতে দেখা গেলো। একদল নতুন ক্রু এসে দায়িত্ব নিল সেই জাহাজের, সেইসাথে পৃথিবীর অন্য এক প্রান্তে কাজ করার জন্য তৈরি হয়ে থাকল সেটি।

* * *

বাইজাগো দ্বীপপুঞ্জের কেন্দ্রস্থলে যাওয়ার আগে ক্যাল ডেক্সটার একসপ্তাহ ধরে প্রস্তুতি নিলেন। তার ভাড়া করা গাড়িটাতে সাথে করে আনা বার্ড ওয়াল্ড ইন্টারন্যাশনালের বড় স্টিকার লাগিয়ে নিলেন। ব্যাপারটাকে আরো বেশি সত্য প্রমাণ করার জন্য গাড়ির পেছনের সিটে স্থায়ীভাবে পড়ে থাকলো ঘানার ওয়াইল্ড লাইফ সোসাইটির কয়েকটি লেটেস্ট রিপোর্ট। *বার্ডস অফ ওয়েস্টার্ন আফ্রিকা* নামের একটি বই এবং কিছু ব্রুশিওর।

আসলে গিনি-বিসাউয়ে সাদা চামড়ার একজন আগন্তুক আসার খবর পেয়েই দুজন কালো লোককে ওই বাংলোতে নজর রাখার জন্য পাঠানো হয়েছিল। দুদিন পর্যবেক্ষণ করে লোকগুলো রিপোর্ট করেছে যে, এই গাধাগুলো সারাদিন পাখি দেখে এবং তাদের দ্বারা কোন প্রকার বিপদের সম্ভাবনা নেই। শত্রু এলাকার একেবারে কেন্দ্রস্থলে গাধা হিসেবে কভার নেয়াই ডেক্সটারদের জন্য সবচেয়ে ভাল হয়েছে।

ডেক্সটারের প্রথম কাজ ছিল তার বোটের জন্য একটা জায়গা খুঁজে বের করা। তিনি তার লোকদের নিয়ে বিসাউ সিটির পশ্চিমে ঘন জঙ্গল বেষ্টিত কুইনমাহেল এর দিকে এগোলেন। কুইনমাহেল হচ্ছে প্যাতোলে উপজাতীয়দের রাজধানী। কুইনমাহেল অতিক্রম করার পরে তারা দেখলেন মানোসা নদীর মোহনা। সেখানে নদীর তীরে একটা হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট 'মার আজুল' চোখে পড়লো। সেখানে কেবিন ক্রুজার একটু থামলে ডেক্সটার হোটেলের উপর চোখ রাখার জন্য জেরিকে পাঠালেন। তিনি আর বিল এই স্থান ছেড়ে যাওয়ার আগে সুস্বাদু লবস্টার আর পর্তুগীজ ওয়াইন দিয়ে লাঞ্চ করলেন। পরের দিন থেকে দ্বীপগুলোর উপকূলে তারা নজর রাখা শুরু করলেন।

বাইজাগো দ্বীপপুঞ্জের প্রধান দ্বীপ চৌদ্দটি, পুরো দ্বীপপুঞ্জে আছে ৮৮টি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিভিন্ন আকারের দ্বীপ, সেগুলোর অবস্থান গিনি-বিসাউ উপকূলের বিশ থেকে ত্রিশ মাইলের মধ্যে। এন্টি-কোকেন এজেন্সিগুলোর কাছে প্লেন এবং স্যাটেলাইট থেকে তোলা ছবি আছে কিন্তু কখনোই তারা ওই এলাকা থেকে কোন কোকেনের চালান আটক করতে পারে নি।

ডেক্সটার দেখলেন এসব দ্বীপগুলোর বেশির ভাগই উষ্ণ জলাভূমি, ম্যালেরিয়ার জীবাণুযুক্ত এবং কিছু কিছু দ্বীপে আছে ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট। কিন্তু চার পাঁচটি দ্বীপে রয়েছে তুষার-ধবল বিলাসবহুল বাংলো এবং তার সামনে মনোরম বিচ। এদের প্রত্যেকেরই আছে ডিশ অ্যান্টেনা, মোবাইল ফোনের টাওয়ার এবং প্রত্যেকটি ভিলারই আছে নিজস্ব ডক এবং স্পিডবোট। এই বাড়িগুলো নির্বাসিত কলাম্বিয়ানদের।

ডেক্সটার আরো খেয়াল করলেন সেখানে রয়েছে বিশ ত্রিশটি ছোট ছোট পল্লী। তাতে অন্য সব পল্লীগুলোর মতোই আছে জেলে, শুয়োর এবং ছাগল যেগুলো একটি সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের ইঙ্গিত বহন করে। কিন্তু সেখানে কয়েকটি শিপিং ক্যাম্পও ছিল যেখানে বিদেশীরা আসে স্থানীয় মৎস্য সম্পদকে ধর্ষণ করতে। সেখানে গিনি-কোনাক্রি, সিয়েরা লিওন এবং সেনেগাল থেকে আসা বড় বড় ফিশিং বোট গুলো ছিল। তারা দিন পনেরোর জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, ফুয়েল নিয়ে চলে আসে এখানে।

তারা মাছ ধরে চাইনিজ এবং কোরিয়ান জাহাজগুলোতে সরবরাহ করে যেগুলোতে আছে বড় বড় রিফ্রিজারেটর, এরা এসব হিমায়িত মাছ প্রাচ্যে নিয়ে যায়। তিনি খেয়াল করলেন একেকটি জাহাজ প্রায় চল্লিশটি ফিশিং বোট থেকে মাছ নিচ্ছে। এ থেকে বোঝা যায় স্থানীয় জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ এই পেশায় জড়িত কিন্তু তিনি যে জিনিস দেখার জন্য অপেক্ষা করছিলেন সেটি এল ষষ্ঠ রাতে।

তাদের ক্রুজারটি রাখা হয়েছে একটি সংকীর্ণ খাঁড়িতে। এরপরে তারা পায়ে হেটে একটি দ্বীপ পেরিয়ে এখন তীরের কাছাকাছি এক জায়গায় লুকিয়ে বসে আছেন। যখন সূর্য তাদের মাথার উপর দিয়ে গিয়ে আস্তমিত হল তখন তারা তাদের শক্তিশালী বাইনোকুলার বের করে নজর রাখা শুরু করলেন। দূর থেকে আসা যে জাহাজটার লাল আলো দেখা যাচ্ছিল নিশ্চিতভাবে সেটা কোন ফিশিংবোট নয়। এই অসময়ে কোন ফিশিংবোটের এদিকে আসার কথা নয়। সেটি দুইটি দ্বীপের মধ্যবর্তী জায়গা দিয়ে যাবার পরপরই নোঙর নামানোর ঝনঝন আওয়াজ শোনা গেল। এরপরেই দেখা গেল ছোট ছোট ক্যানু নৌকাগুলো।

তারা বিদেশী ছিল না। তারা ছিল স্থানীয়, আর তারা মাছ ধরার জন্যেও বের হয় নি। সেখানে ছিল পাঁচটি ক্যানু, প্রতিটিতে পাঁচজন করে লোক।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এদের মধ্যে চার জন স্থানীয় আর একজন হিস্পানিক।

জাহাজের সাইড রেলে দাঁড়িয়ে এক লোক দড়িতে বাঁধা বান্ডিলগুলো নামাচ্ছিল। সেগুলো ছিল যথেষ্ট ভারি, চারজন মিলে একেকটি বান্ডিল তুলছিল। বান্ডিলগুলো কানুতে নামিয়ে দেয়ার পর ক্যানুতে থাকা লোকগুলো নেড়েচেড়ে যেন ওজন পরীক্ষা করলো।

সেখানে গোপনীয়তার কোন বালাই ছিল না। ক্রুরা হাসাহাসি করছিল এবং চিৎকার করে কোন এক স্থানীয় উপভাষায় কথা বলছিল। হিস্পানিকদের একজন জাহাজের উপরে ক্যাপ্টেনের সাথে কথা বলার জন্য উঠলো, টাকা ভর্তি একটি স্যুটকেস হাত বদল হল।

বান্ডেলগুলোর আকার এবং সংখ্যা দেখে ডেক্সটার অনুষ্ঠান করলেন সেখানে প্রায় দুই টন কলাম্বিয়ান পিওর আছে। অন্ধকার আরো গাঢ় হল। জাহাজে আলো জ্বলল, ক্যানুগুলোতে জ্বলল হারিকেন। শেষ পর্যন্ত লেনদেন শেষ হল। ক্যানুগুলোর ইঞ্জিন চালু হল এবং তারা তাদের গন্তব্যের দিকে এগিয়ে গেল। জাহাজটি তার নোঙর তোলল এবং সাগরের দিকে রওনা দিল।

ডেক্সটার লক্ষ্য করলেন জাহাজটিতে দক্ষিণ কোরিয়ার ফ্ল্যাগ উড়ছে, এর নাম 'দ্য হায়ে শিন'। এক ঘণ্টা পর তারা মার আজুলের দিকে ফিরে চললো।

"তোমরা কখনো এক সাথে এক কোটি পাউন্ড দেখেছ?"

"না বস্, দেখি নি," ব্রিটিশ সহকারী উত্তর দিল।

"তো, একটু আগেই তোমরা তা দেখলে, দুই টন কোকেনের এমন দামই হবে।"

তাদের খানিকটা বিস্মিত মনে হলো। আজ এখানে তাদের শেষ রাত, লবস্টার সাপারের কথা মনে পড়ে যাওয়ায় তাদের খানিকটা উজ্জীবিত মনে হলো। চব্বিশ ঘন্টা পর তারা তাদের ভাড়া করা কটেজ, বোট গাড়ি ফিরিয়ে দিল এবং লিসবন হয়ে লন্ডনের ফ্লাইট ধরল। যে রাতে তারা কটেজ ত্যাগ করল সেই রাতে কালো মুখোশ পড়া একদল লোক সেই কটেজ রেইড করলো। সব জিনিস উল্টে পাল্টে তল্লাশী করল এবং তারপর কটেজটা জ্বালিয়ে দিল। বাইজাগোর স্থানীয় এক অধিবাসী একজন সাদা লোককে ম্যানগ্রোভ ফরেস্টের মাঝে রাতের বেলায় সন্দেহজনক অবস্থায় দেখেছিল।

ইন্সপেক্টর ওর্তেগার রিপোর্টটি ছিল সংক্ষিপ্ত, এতে শুধু মূল ব্যাপারগুলো লেখা ছিল। সেটা ছিল এক কথায় চমৎকার। সে পুরো রিপোর্টে কলাম্বিয়ান লইয়ার জুলিও লাজকে 'টার্গেট' বলে উল্লেখ করলো।

টার্গেট অবতরণ করেছিল বেলা ৩টার পূর্ব-নির্ধারিত আইবেরিয়া এয়ার লাইন্সের ফ্লাইটে, সে যখন জেট থেকে নামে তখন থেকেই তাকে ফলো করা হয়। আমার একজন লোক যে কিনা আইবেরিয়া এয়ারলাইন্সের কেবিন ক্রু, সে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওই সময়টা নজর রাখছিল। টার্গেট তাকে খেয়াল করে নি কিংবা কোন প্রকার পূর্ব সতর্কতা গ্রহণ করে নি। সে শুধু একটা অ্যাটাশে কেস বহন করছিল। তার সাথে অন্য কোন ব্যাগেজ ছিল না।

সে পাসপোর্ট কন্ট্রোলে পাসপোর্ট দেখিয়ে প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে কাস্টম্‌সের গ্রিনচ্যানেল অতিক্রম করেছে। কাস্টমসে তাকে আটকানো হয় নি। বাইরে তার জন্য একটি লিমুজিন অপেক্ষা করছিল; গাড়িতে স্টিকার লাগানো ছিল ভিলা রিয়াল। তারা মাদ্রিদের একটি বড় হোটেল। গুরুত্বপূর্ণ গেস্টদের জন্য এটি এয়ারপোর্টে গাড়ি পাঠিয়ে দেয়।

সিভিল ড্রেসে আমার একজন সহকর্মী পুরো রাস্তা অন্য একটি গাড়িতে করে তাতে ফলো করেছে। প্লাজা দে লঅস কর্তেজের ভিলা রিয়েল হোটেলে পৌছার আগ পর্যন্ত সে কারো সাথে দেখা করে নি কিংবা কথা বলে নি।

হোটেলে পৌছে সে উষ্ণ অভ্যর্থনা পেল রিসেপশনিস্টদের কাছ থেকে এবং সচরাচর সে যে রুমে থাকে সেই রুম চাইতে শোনা গেল সেটি তার জন্য তৈরিই ছিল। সে তাতে ঢুকে গেল, রুম সার্ভিসের কাছে হালকা লাঞ্চের অর্ডার দিয়ে মধ্য দুপুরে সারা রাতের প্লেন জার্নির ধকল কাটাতে ঘুমিয়ে পড়লো। বিকেল বেলা রুম থেকে বের হয়ে গেস্ট ক্যাফেতে গিয়ে চা খেয়ে সেখানে হোটেলের ডিরেক্টর তাকে অভ্যর্থনা জানালেন।

চা খেয়ে সে আবার রুমে ঢুকে গেল কিন্তু যাবার আগে রাতের বেলা ডিনারের জন্য গুরমেট রেস্টুরেন্টের একটি টেবিল বুক করে গেল। আমার একজন লোক দরজায় কান লাগিয়ে শুনতে পেল টিভি থেকে ভেসে আসা ফুটবল ম্যাচের শব্দ, সম্ভবত সে ফুটবল খেলা দেখছিল টিভিতে। যেহেতু আমাদের বলা হয়েছে এমন ভাবে ফলো করতে যাতে সে কোন ভাবেই টের না পায়। তাই আমরা ফোন কল গুলো চেক করি নি (সেটা করলে স্টাফদের মাধ্যমে সে জেনে যেতো তার উপর নজর রাখা হচ্ছে)।

নয়টার সময় সে ডিনারের জন্য নিচে নামলো। সেখানে তার সাথে একটি মেয়ে যোগ দিয়েছিল, তার বয়স হবে আনুমানিক বিশের কাছাকাছি। দেখতে অনেকটা স্টুডেন্টদের মতো। সে একজন পার্টিগার্লও হতে পারে কিন্তু তাদের মধ্যে তেমন কোন আপত্তিকর ব্যবহার দেখা গেল না।

টার্গেট তার ভেতরের বুক পকেট থেকে একটি চিঠি বের করলো। সেটি ছিল হাই কোয়ালিটি ক্রিম পেপার। মেয়েটি তাকে ধন্যবাদ দিল এবং চিঠিটি তার পার্সে ঢুকিয়ে চলে গেল। সে তার রুমে ফিরল এবং পুরো রাত সেখানেই কাটাল।

সকালে সে দ্বিতীয় তলার রেস্টুরেন্টে ব্রেকফাস্ট করতে নামল। আটটার দিকে সেই মেয়েটি আবার সেখানে আসল এবং একটি চিঠি টার্গেটের হাতে দিলো, একটা কফি খেল এবং চলে গেল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি আরেকজন লোক নিযুক্ত করেছিলাম যে মেয়েটির পিছু নিয়েছিল। মেয়েটির নাম লেটিজিয়া এরেনাল, বয়েস তেইশ, ইউনিভার্সিটি অফ মাদ্রিদে ফাইন আর্টস বিষয়ে পড়াশোনা করছে। সে তার ক্যাম্পাসের পাশেই একটি মাঝারী ধরনের স্টুডিও ফ্ল্যাটে থাকে এবং সব দেখেশুনে মনে হয় মেয়েটা ভালোই।

টার্গেট সকাল দশটায় হোটেল থেকে ক্যাবে করে 'ব্যাঙ্কো গুজম্যান' নামের এক ব্যাঙ্কে গেল। সেটি একটি ছোট প্রাইভেট ব্যাঙ্ক যাদের বেশ সুনাম আছে উঁচু শ্রেণীর ক্লায়েন্টদের সার্ভিস দেয়ার ব্যাপারে। টার্গেট পুরো সকালটা সেখানে কাটাল এবং ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরের সাথে সেখানেই লাঞ্চ করলো। সে তিনটার সময় ব্যাঙ্ক ত্যাগ করলো এবং তখন ব্যাঙ্কের কয়েকজন স্টাফ তাকে সাহায্য করলো বড় ভারী দুইটি স্যামসোনাইট স্যুটকেস বহন করার ব্যাপারে।

বাইরে বেরুনোর পর একটি কালো মার্সিডিজ এসে দাঁড়ালো তাদের সামনে যেন আগে থেকেই সেটি বলা ছিল। মার্সিডিজ থেকে বেরিয়ে দুজন লোক স্যুটকেসগুলো গাড়িতে তুলল এবং গাড়ি চালিয়ে চলে গেল। টার্গেট তাদের সাথে গেল না বরং সে একটি ক্যাব ভাড়া করে তাতে উঠে পড়লো। আমার লোকটি তার মোবাইল ফোনে সেই দুজনের ছবি তুলে রাখলো। তাদের পরিচয়ও বের করা হয়েছে। তারা দুজনেই গ্যাংস্টার হিসেবে পরিচিত। আমার লোকটি মার্সিডিজটির পিছু নিতে পারে নি কারণ সে ভাবে নি এভাবে অন্য কোন গাড়ি আসতে পারে। সে শুধু টার্গেটের পিছু নিয়েছিল।

টার্গেট হোটেলে ফিরে আসলো, আবার চা খেল, আবার টিভি দেখল এবং খাওয়া দাওয়া করল। এবার সে একাই খাওয়া দাওয়া করল, তার সাথে কেউ ছিল না। সে একাই ঘুমাল এবং হোটেলের লিমোজিনে করে রাত নটায় এয়ারপোর্টে পৌছাল। সে একটি ডিউটি-ফ্রি বেস্ট কোয়ালিটি কনিয়াক কিনল এবং ফার্স্ট ক্লাশ লাউঞ্জে অপেক্ষা করল। এরপর প্লেনে উঠলো এবং বরোটায় তার প্লেন বোগোটার উদ্দেশ্যে উড়ে চলে গেল।

তার সাথে গ্যালিসিয়া গ্যাংয়ের দুজন থাগের সংস্পর্শ থাকায় এখন আমরা তার ব্যাপারে আরো জানতে আগ্রহী। পরেরবার আসলে তার উপর ভালোভাবে নজর রাখা হবে। সে যে স্যুটকেস নিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে বের হয়েছিল তাতে ৫০০ ইউরোর নোট থাকাই স্বাভাবিক। সম্ভবত সে কলাম্বিয়ান কার্টেল এবং এখানকার ইমপোর্টারদের মধ্যে আর্থিক লেনদেনগুলোর ব্যাপারেই এখানে আসে। এ ব্যাপারে আপনাদের আরো মতামতের জন্য অপেক্ষা করছি।

www.BanglaBook.org

"তোমরা কি মনে হয়, ক্যালভিন?" ডেভেরু জিজ্ঞেস করলেন ডেক্সটারকে, ডেক্সটার সবেমাত্র আফ্রিকা থেকে এসেছেন।

"এটা মুটামুটি নিশ্চিত যে এই ল'ইয়ার কার্টেলের মানি লন্ডারিংয়ের কেউ একজন, কিন্তু সেটা মনে হচ্ছে শুধুমাত্র স্পেনের জন্য অথবা এটাও হতে পারে ইউরোপের অন্য গ্যাংরাও এই ব্যাঙ্কে আসে তাদের আর্থিক লেনদেন সম্পন্ন করার জন্য। আমার মনে হয় পরেরবার আসলে তাকে আরে ভালোভাবে নজরে রাখা উচিত।"

"হ্যা, সেটাই ভাল এতে করে গ্যাংস্টারগুলো, অসৎ এই লইয়ার এবং বিপথগামী ব্যাঙ্ককে একবারে ধরা যাবে।"

"আমি বুঝতে পারছি না সেই চিঠি, সেই মেয়েটির ব্যাপারটা। লোকটা কেন পোস্টম্যান হিসেবে কাজ করেছে? এবং সে কার পোস্টম্যান হিসেবে কাজ করছে?"

"সম্ভবত মেয়েটি কারো আত্মীয়, সম্ভবত লোকটি তার কোন বন্ধুকে ফেভার করছে।"

"না মিস্টার ডেভেরু, এ যুগে ই-মেইল আছে, চিঠি ডাকে পাঠানোর ব্যবস্থা আছে, ফোন আছে, ফ্যাক্স আছে। এটি পার্সোনাল গোপনীয় মেসেজ, এখানে কোন ব্যাপার আছে। পরের বার যখন জুলিও লাজ মাদ্রিদে আসে তখন সেখানে আমি থাকতে চাই, আমার একটি ছোট টিমসহ।"

"তাহলে কি আমাদের স্প্যানিশ বন্ধুদের তোমার জন্য অপেক্ষা করতে বলবো?"

"হ্যা, তাই বলেন, তাকে এখন কিছু করা যাবে না। সে যদি একবার টের পেয়ে যায় কিংবা মারা যায় তবে সেই ক্রিম কালারের ম্যানিলা এনভেলাপে করে কি চিঠি আসতো সেটা আর কোনদিন জানা যাবে না। এটা তাহলে আমাকে অনেক দিন ভাববে।"

ডেক্সটারের চিন্তা ভাবনার প্রশংসা করলেন পল ডেভেরু।

"আমি এখন বুঝছি ভিয়েতকংরা কেন আপনাকে আয়রন ট্রায়াঙ্গলে কব্জা করতে পারে নি। আপনি এখনও জংলীদের মতোই সতর্ক।"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৫

গাই ডসন বিমানের লাইনআপ ঠিক করে মৃদু ব্রেক করলেন, ড্যাশবোর্ডের উপরে থাকা অনেকগুলো সুইচ এবং যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করলেন আবার। জ্বলজ্বলে সূর্যের নিচে থাকা উজ্জ্বল টারমাকের দিকে দৃষ্টি দিলেন তিনি। টাওয়ারকে টেকঅফের পারমিশনের জন্য রিকোয়েস্ট করে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

যখন পারমিশন পেলেন তখন থ্রটল সামনে বাড়িয়ে দিলেন। তার পেছনে দুটো রোলস রয়েস স্পে ইঞ্জিন গুঞ্জন শুরু করে শেষ পর্যন্ত গর্জন করতে লাগল, চলতে শুরু করল পুরনো রংচটা বুকানিয়ার। সেটি ছিল উড্ডয়নের ঠিক পূর্ব মুহূর্ত।

লিফট অফ স্পিডে সাবেক নেভাল হালকা বোমারু বিমানটি ধীরে ধীরে মাটি ছাড়তে শুরু করল। চাকা পিচের সাথে ঘষা খাবার পর উড়তে শুরু করল সেটি নীল আফ্রিকান আকাশের দিকে। পেছনে দূরে সরে যেতে লাগলো কেপটাউনের প্রাইভেট এভিয়েশনের স্বপ্নরাজ্য থান্ডার সিটি যেখান থেকে বিমানটি উড়তে শুরু করেছে, সেটি ক্রমেই ছোট থেকে ছোট হতে থাকলো। তখনো বিমানটি উপরে উঠছিল। ডসন তার প্রথম কোর্স ঠিক করলেন নামিবিয়ার উইন্ডহকের দিকে যেটি ছিল উত্তরে যাওয়ার সংক্ষিপ্ত পথের একটি যাত্রা বিরতিস্থল।

যে যুদ্ধ বিমানটি ডসন চালাচ্ছেন তার বয়স ডসনের বয়সের চেয়ে মাত্র এক বছর কম। ১৯৬৯ সালে যখন ডসন জন্মগ্রহণ করেন তখনো এই বুকানিয়ার বিমানের জন্ম হয় নি। সেটি কেবল প্রোটোটাইপ অবস্থায় ছিল। পরের বছরগুলোতে এই বিমানটি একটি এক্সট্রা অর্ডিনারি বাহনে পরিণত হতে থাকে যখন সেটি ব্রিটিশ এয়ার ফ্লিট আর্মের অপারেশনাল স্কোয়াড্রন সার্ভিসে অন্তর্ভুক্ত হয়। সেটি মূলত ডিজাইন করা হয়েছিল সোভিয়েত ভার্ডলভ ক্লাশের ক্রুজারগুলোকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য। সেটি এতো ভালো সার্ভিস দিয়েছিলো যে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত সেটি ব্রিটিশ বিমান বাহিনীতে ছিলো।

এরই মধ্যে সাউথ আফ্রিকা কিনেছিল ষোলটি বুকানিয়ার প্লেন যেগুলো তারা ১৯৯১ সাল পর্যন্ত চালিয়েছে। যারা এয়ারক্রাফট সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখে তাদের অনেকেই জানে না এ হচ্ছে সেই বিমান যেগুলো সাউথ আফ্রিকার পারমানবিক বোমা বহন করার কাজে ব্যবহৃত হত যতদিন পর্যন্ত না 'রেইনবো রেভলুশেন'-এর পর এসব বোমাসহ বিমানগুলো সাউথ আফ্রিকান

www.BanglaBook.org

সরকার নিজেরাই ধ্বংস করেছিল। (মিউজিয়াম পিস হিসেবে রাখা তিনটি বিমান বাদে) এবং এই বিমানগুলোকে অবসরে পাঠিয়েছিল। ২০১১ এর জানুয়ারীর সকালে গাই ডসন যে বিমানটি চালাচ্ছিলেন সেটি ছিল পৃথিবীর শেষ তিনটি চালু থাকা বুকানিয়ার বিমানগুলোর একটি। সেটি যুদ্ধবিমান ভক্তদের সংগ্রহে আছে যেটি এখন ট্যুরিস্টদের চড়ার জন্য ব্যবহার করা হয় এখন আর সেটি রাখা আছে থান্ডার সিটিতে।

বিমানটি উড়ছিল, সাউথ আটলান্টিক থেকে বিমানের নাক নামিবিয়া এবং নামাকোয়াল্যান্ডের দিকে ঘুরলো।

এই এস-২ ভার্সনের সাবেক রয়াল এয়ারফোর্সের বিমানটি ৩৫০০০ ফুট উচুতে উড়তে পারে। প্রতি মিনিটে এটি আশি পাউন্ড তেল খায়। এই অপেক্ষাকৃত ছোট লেগের তুলনায় এতে যথেষ্ট পরিমাণ তেল ছিল। এর আটটি ইনবোর্ড ট্যাঙ্ক পুরো ভর্তি, সাথে বোম্ব-বে ডোরের নিচের ট্যাঙ্ক এবং আরো দুইটা আন্ডার উইং ফুয়েল ট্যাঙ্ক, বুকানিয়ার ২৩০০০ পাউন্ডের লোড নিতে পারে। এই পরিমান তেল নিয়ে সে ২২৬৬ নটিক্যাল মাইল একবারে ভ্রমণ করতে পারে আর উইকেন্ডেহকে দূরত্ব ছিল ১০০০ মাইলেরও কম।

গাই ডসন ছিলেন সুখী একজন মানুষ। তরুন পাইলট হিসেবে তিনি সাউথ আফ্রিকান এয়ারফোর্সে যোগ দেন ১৯৮৫ সালে ২৪ স্কোয়াড্রনে। সেখানে নতুন মডেলের অন্যান্য বিমানের পাশাপাশি ফ্রেঞ্চ মিরেজ ফাইটারও ছিল। কিন্তু ইতোমধ্যে বিশ বছরের পুরনো বুকানিয়ার প্লেনটি ছিল তার কাছে স্পেশাল।

সেটার একটি অদ্ভূত সুবিধা ছিল, সেটি হচ্ছে ঠিক রোটেটিং ডোর সংলগ্ন বোম্ব-বে। ওই ধরনের হালকা বিমানে সাধারণত উইংয়ের নিচে বোম্ব-বে থাকে। এই প্লেনে ছিল ব্যতিক্রম। ভেতরে দিকে বোমাগুলো রাখার জায়গা থাকার সেটি এর স্পিড এবং রেঞ্জ দুটিই বাড়িয়ে দিয়েছিলো।

সাউথ আফ্রিকানরা বোম্ব-বেটা আরো বড় করেছিলো এবং ইসরায়েলিদের সহায়তায় বহু বছরের সাধনায় উৎপন্ন এটম বোমা সেখানে স্থাপন করেছিলো। গাই ডসন সেই বর্ধিত গোপনীয় বোম্ব-বেতে এখন দুটি বড় এক্সট্রা ফুয়েল ট্যাঙ্ক বাসিয়ে নিয়েছেন যা তাকে দিয়েছে একবারে বিশাল দূরত্ব অতিক্রমের ক্ষমতা। এই রেঞ্জ এবং ওড়ার ক্ষমতা বুকানিয়ারকে এখন দিয়েছে ঘন্টর পর ঘন্টা 'লয়টার টাইম,' আকাশে ভেসে থাকার সময়, যেটি ক্যাল ডেক্সটার নামের ধূর্ত এক আমেরিকানকে আকৃষ্ট করেছে যে গত ডিসেম্বরে থান্ডার সিটিতে এসেছিল। ডসন তার 'বেবি'কে লিজ দিতে চান নি, কিন্তু বিশ্বব্যাপী মন্দার কিছু প্রভাব তার পকেটেও পড়েছে। এই মন্দার ফলে তার পেনশনের ইনভেস্টমেন্ট কমে যাওয়ায় আমেরিকান প্রস্তাবটি ছিল তার কাছে খুব

www.BanglaBook.org

লোভনীয়। এক বছরের লিজ এগ্রিমেন্টের ফলে যে টাকা তিনি পাবেন এতে তার বাকি অবসরজীবনটা ভালোভাবেই কেটে যাবে।

তিনি শর্ত জুড়ে দিয়েছেন তার বিমান তাকেই চালাতে দিতে হবে। তাই তিনিই ব্রিটেনের দিকে পুরোটা পথ চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তিনি জানের লিংকনশ্যায়ারের স্কাম্পটনে একদল বুকানিয়ার ভক্ত আছে যারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রয়্যাল এয়ারফোর্সের হয়ে এই বুকানিয়ার চালিয়েছে, তাদের ছোট একটা সংগঠনও আছে। তারাও কয়েকটা পুরনো বুকানিয়ার সংগ্রহ করতে চাচ্ছে কিন্তু এখনো তরা তৈরি না। তার কেবলই মনে হচ্ছিলো ওইসব বুকানিয়ার ভক্তদের সাথে আড্ডাটাও ভালোই জমবে।

ডসনের যাত্রা অনেক দূরের উদ্দেশ্যে, সেটি কষ্টসাধ্যও বটে। তার পেছনের ককপিটে এমনিতে থান্ডার সিটিতে আসা পর্যটকেরা দর্শনীর বিনিময়ে চড়াতে পারে এবং বসে। কিন্তু এবার তিনি একা, তবুও জিপিএস নামক অত্যাধুনিক প্রযুক্তি থাকায় এখন একা ভ্রমণ করতেও খুব একটা সমস্যা হয় না। এই প্রযুক্তির সহায়তা নিয়েই উইন্ডহক থেকে তিনি যাত্রা করবেন অ্যাসেনশন আইল্যান্ডের ব্রিটিশ মালিকানাধীন একটি ছোট দ্বীপে।

একরাত পরে তাকে আবার রিফুয়েল করতে দেখা যাবে কেপ ভার্দে আইল্যান্ডে, তারপরে আবার ফুয়েল নিতে হবে স্পেনের গ্রান ক্যানারিয়াতে, তারপর থামবে শেষ গন্তব্য স্কাম্পটন, ইউকে'তে।

গাই ডসন জানেন তার আমেরিকান লিজার এসব জায়গায়ই তেলের খরচ এবং অন্যান্য ব্যয় পরিশোধ করে রেখেছেন। তিনি জানতেন না ডেক্সটার কেন তার এই পুরনো নেভি প্লেনটাকেই পছন্দ করেছেন।

সেখানে মূলত তিনটি কারণ ছিল।

ডেক্সটার তার আশে পাশে সম্ভাব্য সবজায়গায় খুঁজেছেন ঐসব উদ্যমী লোকদের যারা পুরনো বিমান সংগ্রহ করে এবং ফ্লাইং কন্ডিশনে রাখে। শেষ পর্যন্ত তিনি সাউথ আফ্রিকান এই বুকানিয়ারই পছন্দ করেছেন কারন এটি পুরনো হলেও পূর্বেই এর যথেষ্ট সুনাম ছিল। তাছাড়া এটি পুরনো হওয়ায় কোন মিউজিয়ামে প্রদর্শনীর জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বলে সাধারণ মানুষের কৌতুহল এড়ানো যাবে। এতে করে এটি আসলে কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতে যাচ্ছে সেই মূল কারণটি কারো পক্ষে জানা সম্ভব হবে না এবং প্রয়োজনীয় গোপনীয়তা বজায় থাকবে।

দ্বিতীয় কারণটি হচ্ছে এই প্লেনের রক্ষণাবেক্ষণ খুবই সহজ এবং খুব সহজেই সেটি চার ঘন্টা হওয়ায় ভেসে থাকতে পারে এর এক্সট্রা ফুয়েল ট্যাঙ্ক গুলোর জন্য।

যে ব্যাপারটা শুধু কোবরা এবং ডেক্সটার জানতেন, গাই ডসন তার

www.BanglaBook.org

বেবীকে তার জন্মভূমিতে ফিরিয়ে আনছেন প্রদর্শনীর জন্য নয় বরং আবার যুদ্ধে ফিরে যাবার জন্য।

* * *

যখন সেনর জুলিও লাজ ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মাদ্রিদের বারাজাস এয়ারপোর্টের টার্মিনাল ফোরে ল্যান্ড করল, তাকে স্বাগত জানাতে আসা গ্রুপটি খানিকটা বড়ই ছিল।

ইতিমধ্যে সেখানকার কনকোর্সে ইন্সপেক্টর পাকো ওর্তেগার সাথে ক্যাল ডেক্সটার কাস্টম হল ডোর দিয়ে বেরিয়ে আসা যাত্রীদের স্রোতের দিকে লক্ষ্য রাখছিলেন। দুজনেই ছিলেন কনকোর্সের নিউজ স্ট্যান্ডের কাছে। ওর্তেগা একটা ম্যাগাজিন পড়ার ভান করে যাত্রীদের দিকে নজর রাখছিলো আর ডেক্সটার ছিলেন যাত্রীদের দিকে পেছন ফেরা।

কয়েক বছর আগে ক্যাল ডেক্সটার যখন নিউইয়র্কে লিগ্যাল এইড কাউন্সেলর হিসেবে কাজ করতেন এখন তিনি অনেক হিস্প্যানিক মক্কেলের সংস্পর্শে এসেছিলেন। এতে তার স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলার দক্ষতা অনেক বেড়ে গিয়েছিলো। ইন্সপেক্টর পাকো ওর্তেগা একজন আমেরিকানের মুখে এমন ভদ্র স্প্যানিশ ভাষা শুনে একেবারে মুগ্ধ হয়ে আছে। ইন্সপেক্টর তার দূর্বল ইংলিশ বাদ দিয়ে ডেক্সটারের সাথে এখন স্প্যানিশেই কথা বলছে।

যেভাবে ছিল সে অবস্থা থেকে না নড়ে ওর্তেগা মৃদুস্বরে বলল, "এটাই সেই লোক।"

ডেক্সটারের চিনতে কোন সমস্যা হলো না। তার কলিগ বিশপ ইতিমধ্যে জুলিও লাজের একটা ছবি ডাউনলোড করেছে বোগোটা আইনজীবী সমিতির আর্কাইভ থেকে।

কলাম্বিয়ান লোকটি প্রতিবারের মতোই তার কাজগুলো সম্পাদন করছিলো। সে হোটেলের লিমুজিনে উঠলো তার অ্যাটাশে কেসসহ, গাড়ির শোফার তার অ্যাটাশে কেসটা পেছনের ট্রাঙ্কে রাখলো এবং প্লাজা দে লাস কর্তেস হোটেলের দিকে এগিয়ে চললো। আরেকটা গাড়িতে করে ক্যাল ডেক্সটার লিমুজিনটিকে ওভারটেক করলেন এবং জুলিও লাজের আগেই হোটেলে পৌছে চেকইন করলেন।

ডেক্সটার তিনজনের একটি টিম নিয়ে মাদ্রিদে এসেছেন। সবাই এফবিআই থেকে ধার করা। কি কাজে তাদের লোক নেয়া হচ্ছে সেটা জানতে এফবিআইয়ের বেশ কৌতুহল ছিল কিন্তু প্রেসিডেন্সিয়াল অর্ডারের কারণে তারা কোন কিছু জিজ্ঞেস ও করতে পারেনি। এদের মধ্যে একজন যেকোন ধরনের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লক কিংবা তালা খোলার এক্সপার্ট, সে যেকোন ধরনের তালা এমনভাবে ভেদ করতে পারতো যেভাবে একটি গরম ছুরি মাখন ভেদ করে। সে খুব দ্রুত গতিতে সেটি করতে পারতো।

দ্বিতীয় ব্যক্তিটি যেকোন ধরনের খাম বা এনভেলাপ খুলে মুহূর্তের মধ্যে তার ভেতরকার জিনিসগুলো স্ক্যান করে পুনরায় খাম লাগিয়ে ফেলার ব্যাপারে এক্সপার্ট ছিল। সে সেটি করতে পারতো চোখের পলকে এবং প্রায় অদৃশ্যভাবে কোন প্রকার প্রমাণ না রেখেই। তৃতীয় জন একজন সাধারণ সোলজার। তারা হোটেলে ওঠে নি, তারা এর থেকে দুশ' গজ দূরে একটি কটেজে উঠেছে এবং সেলফোনে একটি কল পেলেই চলে আসার জন্য প্রস্তুতি রয়েছে।

কলাম্বিয়ান লোকটি যখন হোটেলে পৌঁছেছে ডেক্সটার তখন হোটেলের লবিতে বসা। কলাম্বিয়ানের রুম কোনটি তিনি চিনতেন, তিনি অলরেডি রেকি করে এসেছেন সেটা। সৌভাগ্যবশত ওটা ছিল করিডোরের শেষ প্রান্তে এবং লিফট থেকে দূরে। এতে করে হঠাৎ যে কারো এসে পড়ার সম্ভাবনা অনেক কমে গেছে।

ডেক্সটার জানেন পেপার পড়ার ভান করে কোন লোকের ওপর নজর রাখার সিস্টেমটা এখন পুরনো হয়ে গেছে। তিনি লবিতে বসে তার ল্যাপটপ খুলে তার সেলফোনে উচ্চস্বরে কথা বলতে লাগলেন। জুলিও লাজ তার দিকে এক নজর তাকাল এবং তারপর আগ্রহ হারাল।

কলাম্বিয়ান লোকটা চেকইন করে হালকা লাঞ্চ সেরে নিলো তার রুমেই। তারপর একটি ঘুম দিল। চারটার সময় ইস্ট ৪৭ ক্যাফেতে দেখা গেল তাকে, কফি অর্ডার দিয়ে ডিনারের জন্য একটি টেবিল রিজার্ভ করল সে।

কয়েক মিনিট পর ডেক্সটার তার দলবল নিয়ে কলাম্বিয়ানের রুমের সামনে গেলেন। সোলজারটি লিফটের দরজার সামনে থাকল। যখন লিফটের দরজা খোলে সে ভান করে উপরে কিংবা নিচে নামতে যাচ্ছে।

তালা বিশেষজ্ঞের আঠারো সেকেন্ড লাগল দরজার তালা খুলতে। ইলেকট্রনিক দরজা খুলতে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করলো সে। পাসওয়ার্ড ওকে হওয়ার সংকেত দিয়ে দরজা খুলে গেলে ভেতরে ঢুকে তিনজন খুব দ্রুত কাজ করতে লাগলো। অ্যাটাশে কেসটা পাওয়া গেল চেস্ট অব ড্রয়ারে।

সেটিও নাম্বার লক করা ছিল। এক থেকে নয় পর্যন্ত নাম্বার দেয়া তিনটি সারির রোলিং লক। নাম্বার কম্বিনেশন মিললে তবেই খুলবে অ্যাটাশে কেস।

তালা বিশেষজ্ঞ তার কানে একটি স্টেথোস্কোপ লাগিয়ে মনোযোগ দিয়ে ধীরে ধীরে একটার পর একটা সুইচ রোল করতে লাগল, এর মৃদু শব্দ মনোযোগ দিয়ে স্টেথোর মাধ্যমে শুনতে লাগলো সে। একটার পর একটা করে সব নাম্বার মিলে গেল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এর ভেতরে ছিল বেশ কিছু কাগজপত্র। এবার এফবিআইয়ের স্ক্যানার কাজে লেগে গেল। সে একটার পর একটা কাগজ স্ক্যান করতে লাগল এবং সাথে থাকা মেমোরি স্টিকে জমা হতে লাগলো সব তথ্য। গ্লাভস্ পরা হাতে ডেক্সটার অ্যাটাশে কেসের সবগুলো পকেট তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন কিন্তু এতে কোন চিঠি নেই। এরপর কেবিনেটগুলোর দিকে গেলেন তিনি। রুমটিতে প্রায় আধডজন এমন কেবিনেট রয়েছে।

প্লাজমা টিভিটার পেছনে পাওয়া গেলো এই স্যুইটের সেফ কম্পার্টমেন্টটি। সেটি যথেষ্ট মজবুত এবং সুরক্ষিত। কিন্তু এটি অত্যাধুনিক প্রযুক্তি এবং কুয়ান্টিকোর ব্রেক-ইন ল্যাবে সুপ্রশিক্ষিত এফবিআই এজেন্টকে আটকাতে সক্ষম হল না। সেটির কোড ছিলো বোগোটা বারে জুলিও লাজের মেম্বারশিপ নাম্বারের প্রথম চার ডিজিট। এর ভেতরেই ছিলো চিঠিটি; লম্বা, মসৃন, ক্রিম কালারের।

সেটি সিল করা ছিল এক প্রকার স্বচ্ছ অ্যাডহেসিভ টেপ দিয়ে। ডেক্সটারের সাথে আসা বিশেষজ্ঞ কয়েক সেকেন্ড মনোযোগ দিয়ে সেটি দেখল। তার সাথে থাকা কেস থেকে কোন একটা অত্যাধুনিক প্রযুক্তি বের করে সেটি দিয়ে চিঠিটি ইস্ত্রী করার মত করতে থাকল, ঠিক যেভাবে শার্টের কলার ইস্ত্রী করা হয়। সেটি করা হয়ে গেলে খামের মুখ খুলে গেল কোন প্রকার প্রতিরোধ ছাড়াই।

সাদা গ্লাভস্ পরা হাত তিন ভাঁজে ভাঁজ করা একটি কাগজ বের করে আনল সে। একটি ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে পরীক্ষা করল সেখানে কোন চুল, লোম কিংবা সূক্ষ্ম সুতা আছে কিনা। সেটি সরে গেলে প্রাপক বুঝে যাবে এই চিঠি অন্য কেউ পড়েছে। কিন্তু সেখানে তেমন কোন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা ছিল না। চিঠিটির প্রেরক জুলিও লাজকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেই তার হাতে দিয়েছে বোঝা যায়।

চিঠিটিও স্ক্যান করে কপি করা হলে যথাস্থানে রেখে দেয়া হল; খামটি স্বচ্ছ এবং বর্ণহীন একপ্রকার তরল দ্বারা পুণরায় সিল করে দেবার পর চিঠিটি সেফ কম্পার্টমেন্টে রেখে আগের মতো রিসেট করে দেয়া হল। তারপর তাদের কিট গুছিয়ে রুম থেকে বেরিয়ে পড়ল তারা তিনজন।

লিফটের দরজায় দাঁড়ানো সোলজারটি মাথা নেড়ে জানাল সব কিছু ঠিকই আছে। টার্গেট ফিরে আসার কোন লক্ষণ নেই। এই সময়ে লিফট নিচে থেকে উপরে এসে থামলে চার জনই দ্রুত সিঁড়ির দিকে সরে গেলা। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেল তারা। লিফটের দরজা দিয়ে সেনর জুলিও লাজ বেরিয়ে এসে তার রুমের দিকে এগিয়ে গেল একটি সুগন্ধী গোসল এবং তিনটা বাজার আগ পর্যন্ত খানিটকা টিভি দেখার জন্য।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডেক্সটার এবং তার টিম ডেক্সটারের রুমে পুণরায় জড়ো হয়ে অ্যাটাশে কেস থেকে স্ক্যান করে আনা জিনিসপত্র ডেক্সটারের ল্যাপটপে ডাউনলোড করে নিল। ডেক্সটার চিঠিটা বাদে সব কাগজপত্র ইন্সপেক্টর পাকো ওর্তেগাকে দিয়ে দিয়েছেন। ই চিঠিটা তিনি এখন নিজে পড়বেন।

ডিনারে অ্যাটেন্ড করলেন না তিনি বরং তার দুজন লোককে জুলিও লাজের ওপর নজর রাখতে নিচের ক্যাফেতে পাঠিয়ে দিলেন। তারা রিপোর্ট করল মেয়েটি এসেছিল, ডিনার খেয়ে চিঠিটা নিয়ে ম্যাসেঞ্জারকে ধন্যবাদ দিয়ে চলে গেছে।

পরের দিন সকালে ব্রেকফাস্টের সময় ডেক্সটার নিজে জুলিও লাজের ওপরে নজর রাখতে গেলেন। তিনি দেখতে পেলেন দেয়ালের পাশে জুলিও লাজ একটি দু' চেয়ার বিশিষ্ট টেবিল নিয়ে বসেছে। মেয়েটি তার সাথে যোগ দিল। তার নিজের চিঠিটি লাজের হাতে দিলে লাজ সেটি তার কোটের ভেতরের দিকে একটি পকেটে রাখল। দ্রুত একটি কফি খেয়ে কৃতজ্ঞতার একটি হাসি হেসে চলে গেল মেয়েটি।

কলাম্বিয়ান লোকটি ক্যাফে ছেড়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত ডেক্সটার বসে রইলেন। তারপর কোনো ওয়েটার সেই টেবিলের কাছে যাওয়ার আগেই তিনি টেবিলটির কাছে চলে গেলেন, সেখানে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন তিনি। কলাম্বিয়ানের প্রায় শেষ হয়ে যাওয়া কফির পটটি কার্পেটে ফেলে দিলেন। নিজের অস্থিরতাকে অভিশাপ দিতে দিতে একটি ন্যাপকিন হাতে নিয়ে টেবিল ক্লথের দাগ মোছার চেষ্টা করতে লাগলেন। একজন ওয়েটার ছুটে এসে বলতে লাগলো তাকে এটা করতে হবে না। এটা ওয়েটারের কাজ। যখন তরুণ ওয়েটারটি মাথা নিচু করল তখন ডেক্সটার একটি ন্যাপকিনে মুড়িয়ে মেয়েটির খাওয়া কফির কাপটি তার ট্রাউজারের পকেটে ঢুকিয়ে ফেললেন। তারপরে আরো দুঃখ প্রকাশ করে ব্রেকফাস্ট রুমে ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

"আমার তো ইচ্ছে হচ্ছে এখনই সবকটাকে ধরে ফেলি," পাকো ওর্তেগা বলল। সে এবং ডেক্সটার মিলে বাঙ্কো গুডম্যান ব্যাঙ্কের বাইরে দাঁড়িয়ে নজর রাখছে। জুলিও লাজ সেই ব্যাঙ্কে ঢুকেছে অনেকক্ষণ হল।

"দাঁড়াও, সময় আসবে, তোমার ইচ্ছা পূরণের যথেষ্ট সুযোগ পাবে। এই মানি লন্ডারিংয়ের সার্কেলটা অনেক বড়। সবাইকে একসাথে ধরতে হবে। শুধু তো এই ব্যাঙ্কই না এর সাথে আরো অনেক ব্যাঙ্কের যোগাযোগ থাকতে পারে।"

পরের ব্যাপারগুলো আগেরকার মতোই ঘটল। জুলিও লাজ বড় দুইটি স্যুটকেস নিয়ে বাইরে আসলে একটি গাড়ি এসে সেগুলো নিয়ে গেল, পাকো ওর্তেগার এক লোক পিছু নিল তারা কোথায় যায় দেখতে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডেক্সটার এবার ঘরে ফিরতে চান। তিনি রুমে এসে চিঠিটা পড়েছেন। সেটি ছিল লম্বা, হাল্কা ভাষায় লেখা। তরুনীটির নিরাপত্তার এবং ভালো থাকা নিয়ে চিন্তিত এক লোকের লেখা সাধারণ চিঠি এবং এর নিচে ছোট করে সাধারণভাবে লেখা :

ইতি, পাপা।

পরবর্তী পদক্ষেপ নেয়ার আগে ডেক্সটার যা খুঁজে বের করতে চাইলেন সেটি হচ্ছে : লেটিজিয়া মেয়েটিকে আর তার পাপা-ই বা কে সেটি খুঁজে বের করা।

ওয়াশিংটনের শীতকাল ক্রমেই শেষ হয়ে আসছিলো। মার্চের প্রথমদিকে ডেক্সটার ওয়াশিংটনে ফিরলেন। মেরিল্যান্ড এবং ভার্জিনিয়া সংলগ্ন জঙ্গলগুলো নতুন সবুজ পাতার পোশাক পরতে শুরু করেছিলো।

গোয়ার কাপুর ইয়ার্ড থেকে ম্যাকগ্রেগর একটি মেসেজ পাঠালো, জাহাজের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে, মে মাস নাগাদ জাহাজগুলো হস্তান্তর করতে পারবে সে।

জাহাজের শেষ পর্যায়ের রূপান্তরের কাজ সাগরে সম্পাদিত হবে। এর আগে মার্চেন্ট মেরিনের বেশে দুজন মার্কিন নেভি ক্রু দায়িত্ব নেবে জাহাজটির।

ইতিমধ্যে জাহাজ দুটোর কাগজপত্র পরিবর্তনের কাজও সম্পন্ন হয়ে গেছে। পুরনো দুটো জাহাজ অদৃশ্য হয়ে গেছে, এর জায়গায় দুটো রিকন্ডিশন্ড জাহাজ এমভি চিজাপিক এবং এমভি বালমোরালের আবির্ভাব হয়েছে। সেগুলো আরোবা ভিত্তিক একটি অফিসের অধীনে রেজিস্ট্রি করা হয়েছে। সেগুলো ছিল ছোট একটি দ্বীপরাষ্ট্রের পতাকাবাহী যেগুলো ভাড়া করা হবে প্রচুর গম-সমৃদ্ধ উত্তর থেকে দক্ষিণের চির ক্ষুধার্ত মানুষগুলোর জন্য গম পরিবহনের কাজে। তাদের সত্যিকার মালিকানা কিংবা সত্যিকার উদ্দেশ্য ছিল সবার অজানা।

এদিকে একবিআইয়ের ল্যাবরেটরিতে একটি পারফেক্ট ডিএনএ প্রোফাইল বের করা হয়েছে মাদ্রিদের মেয়েটির, যে কিনা কফির কাপটিতে কফি খেয়েছিল ভিলা রিয়েলের রেসটুরেন্টে। সেই কফির কাপটি থেকেই তার ডিএনএ স্যাম্পল নেয়া হয়েছে। ক্যাল ডেক্সটার নিঃসন্দেহে ছিলেন যে মেয়েটি কলাম্বিয়ান। সেটি অবশ্য পাকো ওর্তেগা নিশ্চিত করেছে। কিন্তু শত শত কলাম্বিয়ান স্টুডেন্ট মাদ্রিদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়াশুনা করে। তাই ডেক্সটার ডিএনএ ম্যাচারের সাহায্য নিতে বললেন এবং সেই ডিএনএ প্রোফাইলের কোন ম্যাচ খুঁজে পাওয়া যায় কিনা দেখতে বললেন।

থিওরি অনুসারে কমপক্ষে পঞ্চাশ পার্সেন্ট ডিএনএ আসে বাবার কাছ থেকে। ডেক্সটার এতোক্ষণে নিশ্চিত হয়ে গেছেন সেই পাপা কলাম্বিয়ায়ই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

থাকে এবং সে কোকেন ট্রেডের এক বড় প্লেয়ারকে পোস্টম্যান হিসেবে ব্যবহার করে। কিন্তু সে মেইল কেন ব্যবহার করে না ডেক্সটার সেটা কিছুতেই বুঝতে পারলেন না। তিনি কলাম্বিয়ার পুলিশের এন্টি-ড্রাগ ইউনিটের প্রধান ডস সান্তোসকে এ ব্যাপারে সর্ব ধরনের সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ করলেন। ডস সান্তোসের কাছ থেকে সাড়া পাবার আগে তিনি দুটি ঝটিকা সফর শেষ করলেন।

ব্রাজিলের উত্তর-পূর্ব উপকূলে একুশটি ছোট ছোট দ্বীপ নিয়ে গঠিত ছোট একটি দ্বীপপুঞ্জ আছে। এই দ্বীপপুঞ্জের নাম : ফার্নান্ডো ডি নরোনহা। এটি প্রায় ছাব্বিশ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে আছে এবং এর একমাত্র শহরটির নাম ভিলা ডস্ রেমেডিওস।

একসময় একটি ফ্রান্সের ডেভিল আইল্যান্ড এবং উপমহাদেশের আন্দামানের মতো একটি প্রিজন আইল্যান্ড ছিল, বন্দীরা যাতে পালাতে না পারে সে জন্য এর সবগুলো বড় বড় গাছ কেটে ফেলা হয়েছিল। এতে এখন শুধু আছে লতা-গুল্মের ঝোপ। কিন্তু ধনী ব্রাজিলিয়ানের এখানে কয়েকটি বিলাসবহুল ভিলা থাকলেও এতে একটি বড় এয়ারফিল্ড আছে যা ডেক্সটারকে আকৃষ্ট করেছিল। এটি বানানো হয়েছিল ১৯৪২ সালে ইউএস আর্মি এয়ারফোর্সের ট্রান্সপোর্ট কমান্ড দ্বারা। এটি ইউএস এয়ারফোর্সের গ্লোবাল হক ড্রোন অপারেশন পরিচালনার জন্য একটি উপযুক্ত স্থান হতে পারে। তাই গ্লোবাল হক ড্রোনগুলো মূলত মনুষ্যবিহীন গোয়েন্দা বিমান যেগুলো ঘন্টার পর ঘন্টা বাতাসে ভেসে থাকতে পারে এবং এতে থাকা ক্যামরা, রাডার আর হিট সেন্সর দ্বারা নিচে থাকা সব বিষয়ের উপর নজরদারী করতে পারে। তিনি একজন কানাডিয়ান ট্যুরিস্টের বেশে সেই জায়গাটা পরিদর্শন করে আসলেন। তার পরবর্তী সফর ছিল কলাম্বিয়ায়।

২০০৯ সালের মধ্যে প্রেসিডেন্ট উরিব দক্ষতার সাথে ফার্ক টেরোরিস্টদের দমন করেন যারা কিডন্যাপিং এবং মুক্তিপণ আদায়ের সাথে জড়িত ছিল। কিন্তু তার কোকেন বিরোধী অবিযান সফল হতে পারছিল না ডন ডিয়েগো এস্তেবান এবং তর সৃষ্ট দক্ষ কার্টেলের জন্য।

ওই বছরেই তিনি তার তুখোড় বামপন্থী প্রতিবেশী ভেনিজুয়েলা এবং বলিভিয়ার রক্তচাপ উপেক্ষা করে আমেরিকান সেনাকে আমন্ত্রণ জানান তাদের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি দিয়ে তাকে সাহায্য করার জন্য। সাতটি মিলিটারি বেসে তিনি আমেরিকানদের সহযোগীতার প্রস্তাব দেন। সেই সাতটি বেসের মধ্যে একটি ছিল মালাম্বু, সেটি ছিল বারানকুইনার উত্তর উপকূলে। ডেক্সটার পেন্টাগনের অ্যাপ্রুভাল নিয়ে একজন ডিফেন্স রাইটারের বেশে সেখানে গেলেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এই দেশে এসে তিনি দেখলেন বোগোটায় উড়ে গিয়ে কর্নেল ডস সান্তোসের সাথে দেখা করা যায়। ইউএস আর্মি তাকে বারানকুইলা পর্যন্ত পৌছে দিলে সেখান থেকে তিনি রাজধানীর উদ্দেশ্যে প্লেন ধরলেন। উষ্ণমন্ডলীয় উপকূল থেকে পার্বত্য নগরীতে যেতে যেতে তাপমাত্রা বিশ ডিগ্রি কমে গেল।

আমেরিকান ডিইএ অপারেশনের বোগোটা শাখার চিফ কিংবা ব্রিটিশ সোকা টিমের কেউ জানতে পারলো না ডেক্সটার আসলে কে কিংবা কোবরা কি করতে যাচ্ছেন কিন্তু তারা তাদের সদরদপ্তর থেকে আসা নির্দেশ পালন করেন। তাদের হেডঅফিস থেকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যাতে ডেক্সটারকে সব ধরনের সহযোগিতা করা হয়। তাদের সবাই স্প্যানিশে কথা বলছিল, ডস সান্তোস ভালো ইংলিশও জানেন। তিনি বিস্মিত হলেন প্রায় পনেরো দিন আগে ডিএনএ স্যাম্পল ম্যাচিংয়ের অনুরোধ করে পাঠানো লোকটাকে তার সামনে দেখে।

"এটা একটা অবাক করার মতো ঘটনা যে আজকে আপনি এখানে, আজকে সকালেই আমরা সেই ডিএনএ স্যাম্পলের একটা মিল খুঁজে পেয়েছি।"

তার বর্ণনা ছিল ডেক্সটারের আগমনের চেয়েও অবাক করা যেটি ছিল একটি অদ্ভূত রকমের কাকতালীয় ব্যাপার। প্রেসিডেন্ট উরিবের আগের প্রেসিডেন্টদের নির্বুদ্ধিতার কারণে কলাম্বিয়ায় ডিএনএ প্রযুক্তি এসেছে অনেক দেরিতে। প্রেসিডেন্ট আলভারো উরিব এসে সর্বপ্রথম এ ব্যাপারে বাজেট বরাদ্দ করেন।

কর্নেল ডস সান্তোস আধুনিক ফরেনসিক টেকনোলজি সম্পর্কে সব খবরাখবর রাখেন। তিনি নিয়মিত এ বিষয়ের উপরে প্রকাশিত জার্নালগুলো সম্পর্কেও খোঁজ খবর রাখতেন। তিনি তার সহকর্মীদের আগেই উপলব্ধি করেন যে ডিএনএ প্রযুক্তিটা একদিন মানুষের পরিচয় নিশ্চিত করার জন্য একটি অসাধারণ অস্ত্র হিসেবে বিবেচিত হবে। কারণ এতে জীবিত বা মৃত যে কারো পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। এমনকি তার ডিপার্টমেন্টের ল্যাবরেটরি পুরোপুরি চালু হওয়ার আগেই তিনি ডিএনএ স্যাম্পল সংগ্রহ করা শুরু করেছিলেন।

পাঁচ বছর আগে একজন সন্দেহভাজন ড্রাগ কার্টেল সদস্য গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়ে। লোকটার নামে তখনো পর্যন্ত কোন মামলা ছিল না, কিংবা কখনো সে ধরাও পড়ে নি। কিন্তু ডস সান্তোস এবং তার কলিগরা সন্দেহ করেছিলেন যে এই লোকটি ক্যারিয়ার গ্যাংস্টারদের বড় কোন নেতা। কিন্তু তাদের কাছে কোন প্রমাণ ছিল না। বছর কয়েক ধরে তাকে দেখা যায় নি। এমনকি দুই বছর ধরে তার কথা শোনাও যায় না। পরবর্তীতে প্রমাণিত হয়েছে তারা যেমন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সন্দেহ করেছিল লোকটি তেমনই এক গ্যাংস্টার এবং কলাম্বিয়ান ড্রাগ কার্টেলের সদস্য। সে সব সময় স্থান পরিবর্তন করতে থাকে, এক জায়গায় দুদিনের বেশি থাকে না, এক ছদ্মবেশ থেকে আরেক ছদ্মবেশ গ্রহণ করে। সে যোগাযোগ রক্ষা করে ওয়ান-টাইম-ইউজ-এন্ড-থ্রো সিমকার্ড এবং সেলফোন দ্বারা অর্থাৎ একবার ব্যবহার করার পরপরই সেগুলো ফেলে দেয়।

পাঁচ বছর আগের সেই কার অ্যাক্সিডেন্টের পর ডস সান্তোস চুপি চুপি হসপিটালে গিয়ে সেই লোকটির রক্তভেজা গজ-ব্যান্ডেজ চুরি করে নিয়ে এসেছিলেন। সেই পরিত্যাক্ত ব্যান্ডেজ থেকে আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে তার ডিএনএ প্রোফাইল বের করে সংরক্ষণ করা হয়েছিল। ওয়াশিংটন থেকে পাঠানো স্যাম্পলের সাথে ডস সান্তোসের বের করা এই ডিএনএ প্রোফাইলের পঞ্চাশ পার্সেন্টেরও বেশি মিল পাওয়া গেছে। ডস সান্তোস ফাইন থেকে একটি ছবি বের করে ডেস্কের উপর রাখলেন। লোকটির চেহারা নিষ্ঠুর ধরনের, মুখ ভর্তি দাগ এবং ক্রুড় ভঙ্গি। ভাঙ্গা নাক খানিকটা তুবড়ে আছে। নুড়ির মতো ছোট ছোট চোখ গর্তে বসা এবং উসকোখুসকো ধূসর চুল। ছবিটা অনেক বছর আগে তোলা।

"আমরা এখন নিশ্চিত, সে ডনের লোক, তার এজেন্টরাই দূর্নীতিগ্রস্থ বিদেশী অফিসারদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে, তাদের ঘুষ দেয়ার ব্যাপারটা দেখাশোনা করে। ইউরোপ এবং আমেরিকার এয়ারপোর্ট, সি-পোর্টের এসব দূর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তারাই ড্রাগ পরিবহনে টাকার বিনিময়ে সাহায্য করে।"

"আমরা কি তাকে খুঁজে বের করতে পারি না?" সোকার লোকটি জিজ্ঞেস করলো।

"না, ইতিমধ্যে সেই চেষ্টা প্রায় ব্যর্থ। এসব ওল্ড ডগরা সাধারণত তাদের এলাকা ছেড়ে বের হয় না। তাছাড়া সে এখন ডিপ কভারে থাকে প্রায় অদৃশ্য অবস্থায়।"

তিনি ডেক্সটারের দিকে ফিরলেন, "আপনি যে ডিএনএ স্যাম্পল পাঠিয়েছেন সেটা এই লোকের কোন নিকটাত্মীয়ের।"

"আপনি কখনোই তাকে খুঁজে বের করতে পারবেন না, সেনর, যদি খুঁজে পান ও তবে সে খুব সম্ভবত আপনাকে খুন করে ফেলবে। যদি আপনি তাকে ধরতেও পারেন তবুও তার মুখ থেকে কোন কথা বের করতে পারবেন না। সে ভাঙবে তবুও কোনভাবেই মচকাবে না। আমরা এখন জানি, ডন লোকটাকে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করে। মি: ডেক্সটার, আপনার স্যাম্পলটা ইন্টারেস্টিং কিন্তু আমরা এটাকে কোনভাবে কাজে লাগাতে পারছি না।"

ক্যাল ডেক্সটার ছবিটার দিকে আবার তাকালেন। লোকটির নাম রবার্তো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কার্দেনাস। এই লোকটিই কার্টেলের র‍্যাট লিস্টটা নিয়ন্ত্রণ করে আর এই লোকটিই মাদ্রিদের সেই মেয়েটির প্রিয় পাপা।

ব্রাজিলের একেবারে উত্তর-পশ্চিমে পাহাড় এবং উপত্যকা সমৃদ্ধ বিশাল ভূমি রয়েছে। এর মধ্যে আছে কিছু বড় পর্বত এবং বেশির ভাগই ঘন জঙ্গল। এর মধ্যে অসংখ্য র‍্যাঞ্চও আছে। এদের কোনটা পাঁচ লক্ষ একরেরও বেশি জায়গা নিয়ে গঠিত। এতে আছে অসংখ্য তৃণভূমি যেগুলো সারা বছর ঘন সবুজ হয়ে থাকে পাহাড় থেকে নেমে আসা অজস্র ছড়ার পানিতে ভিজে। সেই র‍্যাঞ্চগুলোর আকার এবং দূরত্বের জন্য সত্যিকার অর্থে প্লেনই হচ্ছে যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম। তাই প্রত্যেকটি র‍্যাঞ্চেরই আছে এয়ারস্ট্রিপ, কোন কোনটির আছে একাধিক এয়ারস্ট্রিপ।

যখন ক্যাল ডেক্সটার বোগোটা থেকে মিয়ামি হয়ে ওয়াশিংটনের দিকে ফিরছিলেন তখন তেমনই এক এয়ারস্ট্রিপে একটি প্লেন রিফুয়েরিং করা হচ্ছিল। সেটি ছিল একটি বিচ কিং এয়ারপ্লেন, এতে ছিল দু'জন পাইলট, দুজন পাম্পার এবং একটন কোকেন।

এয়ারস্ট্রিপতে প্লেনটি রিফুয়েল করা হচ্ছিল। প্লেনের সাপ্লিমেন্টারি ট্যাঙ্কগুলো পূর্ণ করা হয়েছে। প্লেনের ক্রু দুজন পাশে একটি গাছে হেলান দিয়ে বসে ছিল, তাদের সামনে দীর্ঘ রাত। একটি অ্যাটাশে কেস ভর্তি একশো ডলারের অনেকগুলো নোট ইতিমধ্যে দেয়া হয়েছে রিফুয়েলিং এবং স্টপওভারের খরচ বাবদ।

ব্রাজিলিয়ান কর্তৃপক্ষ যদি পোর্ট সিটি ফোর্টলেজা থেকে দুইশ মাইল দূরের এই র‍্যাঞ্চো বোয়াভিস্তাকে সন্দেহও করে থাকে তবুও তাদের করার তেমন কিছু ছিল না। এই দূরবর্তী এস্টেটের মধ্যে কোন অদ্ভূত কর্মকান্ড লক্ষ্য করার সাধ্য কর্তৃপক্ষের নেই।

র‍্যাঞ্চের মালিকদের রিফুয়েলিং বাবদ যে অর্থ দেয়া হয় সেটি তাদের র‍্যাঞ্চিং করে যে অর্থ আয় হয় তার চেয়ে অনেক বেশি। কার্টেলের জন্য এই স্টপওভার এবং রিফুয়েলিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাদের আফ্রিকাগামী বিমানগুলো এতো পথ অতিক্রম করার সময় অয়েল ট্যাঙ্কগুলো খালি হয়ে যায়। কোন বৈধ এয়ারপোর্ট এইসব অবৈধ পণ্য পরিবহনকারী বিমানগুলোকে রিফুয়েলিং করতে দেয় না। তাই তারা এই সব দুর্গম এয়ারস্ট্রিপ লাতে রিফুয়েলিং করে।

বিচ সি১২ যে প্লেনটি সাধারণত কিং এয়ার নামে পরিচিত সেটি মূলত ডিজাইন করা হয়েছে সাধারণ যোগাযোগের জন্য। সেটি একটি উনিশ সিটের টুইন-সিটার এবং সেটির নির্মাতা বিচক্রাফট। পৃথিবীব্যাপী এই মডেলের প্রচুর প্লেন বিক্রি হয়েছে।

www.BanglaBook.org

এর পরবর্তী ভার্সনগুলোতে সিটগুলোকে ভাঁজ করে পণ্য পরিবহনের জন্য বহুল ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু সেই বিকেলে বোয়াভিস্তায় ল্যান্ড করা কিং এয়ারটি ছিল আরো স্পেশাল।

কিং এয়ার প্লেনগুলো কখনোই আটলান্টিক অতিক্রম করার মত যোগ্য করে তৈরি করা হয় নি। আগেই বলা হয়েছে সেগুলো বানানো হয়েছে সাধারণ যোগাযোগের জন্য। এর ফুয়েল লোড সর্বসাকুল্যে ২৫,০০০ লিটার যার দিয়ে এর দুটি প্রাট এবং হুইটনি নামক কানাডিয়ান ইঞ্জিন ৭০৮ নটিক্যাল মাইল যেতে পারে। এই ৭০৮ নটিক্যাল মাইল হচ্ছে স্থির বাতাসে এর দ্বারা অতিক্রম্য দূরত্ব। এর সাথে উড্ডয়ন অবতরণ, রানওয়েতে ট্যাক্সিয়িংয়ের জন্যেও অনেক তেল খরচ হয় যেটা এই দূরত্বের মধ্যে হিসেব করা হয় নি। এই পরিমান তেল নিয়ে ব্রাজিল থেকে আফ্রিকার দিকে রওনা দিলে সমুদ্রের মধ্যেই মুখ থুবড়ে পড়তে হবে।

কলাম্বিয়ার জঙ্গলে কোন এক এয়ারস্ট্রিপের নিকটবর্তী কার্টেলের কোন এক গোপন ওয়ার্কশপে এই প্লেনগুলোকে মডিফাই করা হয়েছে। কিছু বুদ্ধিমান ইঞ্জিনিয়ার এতে এক্সট্রা ফুয়েল ট্যাঙ্ক বসিয়েছে ফিউজলাজের পাশে। সাধারণত দুটি করে অতিরিক্ত ট্যাঙ্ক বসানো হয় প্রতিটি প্লেনে ফ্রেইট হোল্ডের দুই পাশে। এতে করে ফ্লাইট ডেকে ঢোকার জন্য একটি সরু প্যাসেজ বাকি থাকে।

প্রযুক্তির চেয়ে শ্রমিক সহজলভ্য। তাই এক্সট্রা ফুয়েল ট্যাঙ্ক থেকে মেইন ট্যাঙ্কে তেল নেয়ার সময় বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহার করার বদলে শ্রমিকদের ব্যবহার করা হয়। যখন মেইন ট্যাঙ্ক খালি হতে থাকে তখন দুজন পাম্পার হাত দিয়ে পাম্প করে করে এক্সট্রা ট্যাঙ্ক থেকে মেইন ট্যাঙ্কে তেল ট্রান্সফার করে।

তাদের যাত্রাপথে একেবারে সাধারণ। তাদের প্রথম যাত্রা শুরু হয় কলাম্বিয়ার ঘন জঙ্গলের ভেতরকার কোন গোপন এয়ারস্ট্রিপ থেকে। কর্নেল ডস সান্তোসের নজর এড়ানোর জন্য এই উড্ডয়নস্থল ঘন ঘন পরিবর্তন করা হয়। অর্থাৎ একেক সময়ে উড্ডয়ন হয় একেক এয়ারস্ট্রিপ থেকে। প্রথম রাতের পরেই পাইলটরা ১৫০০ মাইল অতিক্রম করে ব্রাজিলের এই বোয়াভিস্তা এস্টেটের এয়ারস্ট্রিপে পৌঁছায়। ৫০০০ ফিট উচ্চতায় রাতের অন্ধকারে এরা প্রায় অদৃশ্য ভাবেই পথ চলে।

ঊষালগ্নে ক্রুরা ভরপেট নাস্তা করে ঘুমায় আবার বিকেল বেলা প্লেন রিফুয়েল করে সন্ধ্যার পরপরই আফ্রিকার উদ্দেশ্যে বাকি ১৩০০ মাইল পাড়ি দেয়ার জন্য টেক অফ করে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সেই সন্ধ্যায় যখন দিগন্তে আলোর শেষ রেখাটি মিলিয়ে যাচ্ছিল, কিং এয়ারের চেক আপ সেরে নিলো এবং শেষ পর্যন্ত প্লেনের চাকা গড়াতে শুরু করলো। সব মিলিয়ে প্লেনটির ওজন দাঁড়িয়েছে ১৫০০০ পাউন্ডে। তার আকাশে ওড়ার জন্য দরকার ১২০০ মিটার রানওয়ে। এয়ারস্ট্রিপটিতে ১৫০০ মিটারের ঘাস আচ্ছাদিত রানওয়ে আছে। যখন সন্ধ্যাতারা মিটিমিটি জ্বলতে শুরু করেছিল তখনই প্লেনটি বোয়াভিস্তা ছেড়ে গ্রীষ্মমন্ডলীয় অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

কথিত আছে পাইলট হচ্ছে দুই প্রকার : ওল্ড পাইলট এবং বোল্ড পাইলট। অর্থাৎ বৃদ্ধ পাইলট অথবা সাহসী পাইলট। কিন্তু একই সাথে বৃদ্ধ অথচ সাহসী পাইলট নেই। পাইলট ফ্রান্সিসকো পনের বয়েস পঞ্চাশ এবং সে এমন সব এয়ারস্ট্রিপে টেকঅফ এবং ল্যান্ডিং করে আসছে যেগুলো সত্যিই বিপজ্জনক। কিন্তু সে ছিলো খুব সতর্ক তাই আজ পর্যন্ত সে টিকে থাকতে পেরেছে।

সে যাত্রির সময় যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করে। খুঁটিনাটি কোন বিষয় তার দৃষ্টি এড়ায় না। সে খারাপ আবহাওয়ায় কোন ভাবেই বিমান চালায় না। সে রাতে আবহাওয়া পূর্বাভাস ছিল তার অনুকূলে। বিশ নটের একটি হালকা বাতাস পুরো রাস্তা তার পিছু নেবে। সে জানে অপর পাড়ে তার জন্য কোন অত্যাধুনিক এয়ারপোর্ট অপেক্ষা করছে না বরং তাকে নামতে হবে ঘাস আচ্ছাদিত কোন এয়ারস্ট্রিপে লাইন ধরে দাঁড় করানো গাড়ির সার্চলাইটের আলোতে।

সে মুখস্থ করে এসেছে তাকে নামতে হবে ডট-ডট-ড্যাশ আলোর সংকেত দেখে। সেটি দেখে সে নিশ্চিত হতে পারবে আফ্রিকার ভেলভেটের মতো কালো রাত্রিতে নিচে তাকে ধরার জন্য কেউ ওঁৎ পেতে নেই। সে ফ্লাই করবে অন্যান্য সময়ের মতোই ৫০০০ থেকে ১০,০০০ ফিট উচ্চতায়। এই উচ্চতায় আলাদা কোন অক্সিজেন লাগে না। সে মেঘের উপর দিয়েই পুরো পথ পাড়ি দিতে পারতো কিন্তু অমাবশ্যার রাত হওয়ায় এর কোন প্রয়োজন নেই।

ছয় ঘন্টা আকাশে ভেসে আরো পূর্বে উদীয়মান সূর্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পর। সময় পরিবর্তনের জন্য আরো তিন ঘন্টা যোগ করার পর এবং ঝোঁপের ভেতরে পার্ক করা একটি রিফুয়েলিং ব্রাউজার থেকে রিফুয়েল করার পর সে আবার আফ্রিকা থেকে ব্রাজিলের দিকে রওনা দিবে। এ যাত্রায় তার ওজন থাকবে এক টন কম। কারণ সেই একটন কোকেন ততোক্ষণে থাকবে আফ্রিকান গ্যাংদের গাড়িতে। আফ্রিকান সূর্যোদয়ের গোলাপী আভা মিলিয়ে যাওয়ার আগেই সে আফ্রিকা ছাড়বে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এরপর তাদের পেমেন্ট। দুজন পাম্পারের প্রত্যেকে পাবে ৫০০০ ডলার করে তিন দিন এবং তিন রাত্রির জন্য। ক্যাপ্টেন পন পাবে এর দশ গুন। সে শীঘ্রই একজন ধনী মানুষ হিসেবে রিটায়ার করতে যাচ্ছে। নিজেকে তার কখনোই অপরাধী মনে করে হয় না। সে একজন পাইলট। সে শুধু প্লেন চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এতে করে কি পরিবহন করা হল সেটা তার দেখার বিষয় না।

তার ডান দিকের উইংয়ের নিচ দিয়ে সে ফর্টালেজার আলোগুলো পেছনে চলে যেতে দেখল। প্রায় এক ঘন্টা পর ফার্নান্ডো ডে নরোনহা তার বাম উইংয়ের নিচ দিয়ে চলে গেল। সে তার টাইম এবং ট্যাক আবার চেক করল। ২৫০ নট গতিতে প্লেন চলছিল। সেটি তার সর্বোচ্চ ক্রুজ স্পিড। সে সময় মতো ঠিক গতিতেই ঠিক দিকেই চলছিল। এরপর মেঘ আসল, সে ১০০০০ ফিট উচ্চতায় উঠে গেলে উড়ে চলতেই পাম্পার দুজন পাম্প করতে শুরু করলো।

সে কুফার এয়ারস্ট্রিপের দিকে উড়ছিলো। সেটি গিনি বিসাউয়ের একটি ল্যান্ডিং গ্রাউন্ড। পর্তুগিজদের বিরুদ্ধে গিনি বিসাউয়ের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলার সময় ঘনজঙ্গলের ভেতরে সেটি বানানো হয়েছিল। তার ঘড়িতে দেখাচ্ছিল ব্রাজিলিয়ান সময় রাত-এগারোটা। আর এক ঘন্টা বাকি। মাথার উপরে তারাগুলো ছিল উজ্জ্বল এবং নিচের মেঘগুলো হালকা হয়ে আসছিলো। পাম্পাররা ক্রমগাত পাম্প করে চলে ছিলো।

আবার তার পজিশন চেক করল সে। গ্লোবাল পজিশনিং যারা বানিয়েছে মনে মনে তাদের একটা ধন্যবাদ দিল। এই গ্লোবাল পজিশনিং হচ্ছে চারটি স্যাটেলাইটের দিক নির্দেশক সহযোগীতা। আমেরিকানরা সেটি বানিয়েছে, এর মাধ্যমে যেকোন অবস্থান খুব সহজে খুঁজে পাওয়া যায়। আফ্রিকার জঙ্গলে একটি ছোট এয়ারস্ট্রিপ এর সাহায্যে খুঁজে বের করা এমনই সোজা যেমনটা নেভাদার মরুভূমিতে লাসভেগাসকে বের করা যায়। সে এখনো ৪০° তে উড়ছিলো। সেই ব্রাজিল থেকে এই পর্যন্ত। এ পর্যায়ে সে সেটা কয়েক পয়েন্ট পরিবর্তন করল এবং ৩০০০ ফিট উচ্চতায় নেমে গেল।

সে ১৫০ নটে গতি কমিয়ে আনল এবং কুফার এয়ারস্ট্রিপ খুঁজতে লাগলো। নিচের অন্ধকারে কলাম্বিয়ান লোকেরা অপেক্ষা করছে প্রাট এবং হুইটনি ইঞ্জিনের আওয়াজ শোনার জন্য। এর শব্দ কয়েক মাইল দূর থেকেই তারা শুনতে পাবে ব্যাঙের ডাক এবং মশার গুনগুনানি ছাপিয়ে।

খানিকটা দূরে একটা ফ্ল্যাশলাইট উপরের দিকে মুখ খুলে জ্বলে উঠলো। লক্ষ লক্ষ প্রদীপের সমান আলো নিয়ে একটি উলম্ব আলোর রেখা আকাশের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিকে মুখ করে জ্বলে উঠলো। ক্যাপ্টেন পন ছিল খুব কাছাকাছি। সে তার ল্যান্ডিং লাইট জ্বেলে দিল এবং ঘুরলো একটা অর্ধবৃত্ত তৈরি করে। সে জানতো এয়ারস্ট্রিপটা পূর্ব-পশ্চিম দিকে মুখ করে আছে। যেহেতু কোন বাতাস নেই তাই সে যেকোন দিক দিয়েই নামতে পারে। কিন্তু এগ্রিমেন্ট অনুযায়ী জিপগুলো অপেক্ষা করবে পশ্চিম প্রান্তে তাই তাকে পূর্ব দিক দিয়ে ল্যান্ড করে ট্যাক্সিইং করে পশ্চিম দিকে যেতে হবে।

চাকাগুলো খুলল। স্পিড কমে আসতে লাগলো, সে ফাইনাল এপ্রোচ নিল। তার সামনে লাইটগুলো জীবন্ত হয়ে উঠলো। মনে হচ্ছিল সেখানে কেউ নেই। সে একশো নট গতিতে দশ ফিট এগোল এর পর কিং এয়ার তার নিয়মিত গতি চুরাশি নটে স্থিতিশীল থাকল। ইঞ্জিন বন্ধ করার আগেই দু পাশের ঝোপ থেকে লোকজন বের হয়ে আসতে লাগলো। প্লেনের পেছনের দিকে থাকা পাম্পার দুজন ঘামে ভিজে চুপসে আছে। তারা হা করে শ্বাস নিতে লাগল। তারা প্রায় গত তিন ঘন্টা ধরে ক্রমাগত পাম্প করে আসছে এবং প্রায় পঞ্চাশ গ্যালন তেল মেইন ট্যাঙ্কে পাম্প করেছে।

কোকেনের বান্ডেলগুলো নামানো হলে রিফুয়েলিং বাউজারের ক্রু পাইপ লাগিয়ে প্লেনে তেল ভরতে শুরু করল। লোকগুলোর মধ্যে থেকে একজন ক্যাপ্টেন পনের দিকে তার কফির ফ্লাস্ক এগিয়ে দিল। ধন্যবাদের সাথে অস্বীকৃতি জানাল পন। সে কলাম্বিয়ান কফি ছাড়া অন্য কফি খায় না। স্থানীয় সময় দশটা বাজার চার মিনিট আগেই তাদের কাজ শেষ হয়ে গেল। পাম্পার দু'জন কালো তামাক চিবুতে চিবুতে প্লেনের পেছনে উঠে বসলো। তারা মেইন ফুয়েল ট্যাঙ্ক শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত আরো তিন ঘন্টা বিশ্রাম নিতে পারবে। পন এবং তার শিক্ষানবীস কো-পাইলট ফ্লাইট ডেকে উঠে বসলো এবং নিচের লোকদের বিদায় জানালো।

ক্যাপ্টেন পন টেক অফ করার আগ পর্যন্ত তারা সার্চলাইট জ্বালিয়ে রাখলো। পাঁচ মিনিটের মধ্যে প্লেন উড়ল। সেটির ওজন এখন একটন কম। অন্ধকার থাকতে থাকতেই সেটি আফ্রিকান উপকূল পেরিয়ে গেল।

ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে কোকেনের চালানটি ইতিমধ্যে জঙ্গলের ভেতরকার ডিপোতে জমা করে রাখা হয়েছে। সেগুলো এখান থেকে আরো উত্তরে যাবে বিশটি বিভিন্ন উপায়ের যে কোন একটি অবলম্বন করে।

ওয়েস্ট আফ্রিকার স্থানীয় সাহায্যের বিনিময়ে টাকার পরিবর্তে কোকেন দিয়ে দেয়া হয়। সেই কোকেন বিক্রি করে তারা তাদের মুনাফা বুঝে নেয়। তারা আরেকটি প্যারালাল ট্রাফিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে ইউরোপ জুড়ে থাকা শতশত নাইজেরিয়ান কমিউনিটি দ্বারা।

www.BanglaBook.org

এমনকি ২০০৯ সাল থেকে তারা শুধুমাত্র কমিশনভোগী হিসেবে থাকতে চাচ্ছে না বরং তারা সক্রিয় ভাবে এই ব্যবসায় অংশগ্রহণ করতে চাচ্ছে এবং শ্বেতাঙ্গদের সমান মার্ক আপ করতে চাচ্ছে। সরাসরি উৎপাদকের কাছ থেকে কোকেন কিনে তারা নিজেরা সরাসরি বাজারজাত করতে চাচ্ছে এবং শ্বেতাঙ্গদের সমান মার্ক আপ করতে চাচ্ছে। কিন্তু ডনের নিজস্ব ইউরোপিয়ান ক্লায়েন্ট আছে, তাছাড়া তিনি চান না যে কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকানদের দাস মনোবৃত্তি প্রভু পর্যায়ে উত্তরণ হোক। এই নীরব বৈষম্যকে কাজে লাগানোর পরিকল্পনা ছিল কোবরার।

ফাদার ইসিদ্রো তার বিবেকের সাথে যুদ্ধ করেছেন অনেক সময় ধরে। অনেক সময় ধরে তিনি প্রার্থনাও করেছেন। তার ইচ্ছা ছিল ফাদার প্রভিন্সিয়ালের সাথে আবার এই ব্যাপারে কথা বলার কিন্তু প্রভিন্সিয়াল বলে দিয়েছেন যে এটা যার যার পার্সোনাল ব্যাপার এবং প্রত্যেক যাজক এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ব্যাপারে স্বাধীন। কিন্তু ফাদার ইসিদ্রো অনুভব করলেন তিনি এক ভয়াবহ দোটানায় পড়ে গেছেন। তার হাতে বিদেশীর দেয়া ইলেকট্রনিক ডিভাইস। একদিকে তার বিবেকের তাড়না সমাজকে কোকেনমুক্ত করার এবং অন্যদিকে তাদের সিল অফ কনফেসনের নীতি। তিনি সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না কী করবেন।

অবশেষে কার্তেজেনা হসপিটালে একটি টিনেজারকে চোখের সামনে মরতে দেখে তিনি তার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন। সেই ছেলেটিকে তিনি নিজের হাতে ব্যাপিস্ট করেছিলেন এবং ছেলেটি ছিল কার্তেজেনার খেটে খাওয়া মানুষদের একজনের সন্তান। ফাদার ইসিদ্রো আর নীরব থাকতে পারলেন না। ছেলেটির শেষকৃত্য থেকে ফিরেই বিছানার পাশের ড্রয়ার থেকে বিদেশীর দেয়া সেই ছোট্ট ডিভাইসটি বের করে এর বোতাম চাপলেন। তার চোখে ভাসছিল সেই ছেলেটির শেষকৃত্যের দৃশ্য, কোকেনের ভয়াবহ ছোবলে যার অকাল মৃত্যু হয়েছে।

ফাদারের মনো হলো না তিনি সেনোরা কর্তেজের বিশ্বাস ভঙ্গ করছেন। সেনোরা কর্তেজ তার একজন শিষ্য যে ডকসাইডের বস্তিতেই জন্মেছে এবং বেড়ে উঠেছে। কয়েক বছরে তার স্বামীর দ্রুত উন্নতি হওয়ায় তারা প্রাইভেট হাউজিং এস্টেটের বিশাল এক বাংলোতে উঠেছে। তার স্বামী জোয়ান কর্তেজ একজন মুক্তমনা, চার্চের ধার ধারে না। কিন্তু তার স্ত্রী একজন ধার্মিক মহিলা। নিয়মিত সন্তানদের নিয়ে প্রার্থনায় আসে। সেনোরা কর্তেজ তাকে যা বলেছে সেটি কনফেশন ছিল না বরং সে তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছে। তাই সেই হিসেবে তিনি সিল অফ কনফেশন ভঙ্গ করছেন না। তিনি বোতাম চেপে কল করলেন এবং একটি ছোট মেসেজ রেখে দিলেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চব্বিশ ঘন্টা পর ক্যাল ডেক্সটার সেই মেসেজটি শুনলেন এবং সেটি ডেভেরুকেও শুনালেন।

"কার্তেজেনার একজন ওয়েল্ডার, যাকে কিনা ক্রাফটস্‌ম্যান জিনিয়াস বলা হয়, সে কার্টেলের হয়ে কাজ করে। জাহাজের নিচের হালে গোপন লুকানোর জায়গা তৈরি করে সে যেগুলোতে করে কোকেন আনা নেয়া করা হয় এবং যেগুলো জানা না থাকলে কোনভাবেই খুঁজে বের করা সম্ভব না। আমার মনে হয় জোয়ান কর্তেজকে আমার একবার দেখে আসা উচিত।"

"আমারও তাই মনে হয়," কোবরা বললেন।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৬

বাড়িটি বেশ ছোটখাট, ছিমছাম, পরিপাটি আর সাজানো গোছানো। দেখলেই মনে হয় এ বাড়ির বাসিন্দারা শ্রমজীবী মানুষের কাতার থেকে দক্ষ পেশাজীবিদের সারিতে উঠে এসে যথেষ্টই গর্বিত।

ব্রিটিশ সোকার স্থানীয় এজেন্ট এই ওয়েল্ডারের বাড়িটি খুঁজে বের করেছে। এই সিক্রেট এজেন্টটি মূলত নিউজল্যান্ডের অধিবাসী কিন্তু সাউথ আমেরিকায় অনেক দিন থাকার ফলে সে স্প্যানিশ ভাষায়ও যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেছে। কভার হিসেবে ভালো একটা জব করতো নেভাল একাডেমিতেই লেকচারার হিসেবে। এই পদে চাকরি করার সুবাদে সে কার্তেজেনার অফিসগুলোতে ভালো সমাদর পেত। সিটি হলে তর একজন বন্ধু ছিল যে ট্যাক্স রেকর্ড ঘেঁটে এই লোকের ঠিকানা বের করে দিয়েছে।

ক্যাল ডেক্সটারের অনুসন্ধানের বিপরীতে সোকার এজেন্টটি ছোট একটি রিপোর্ট করল। জোয়ান কর্তেজ একজন সেল্ফ এমপ্লয়েড ডকইয়ার্ডের ওয়েল্ডার, এরপরে তার পুরো ঠিকানা উল্লেখ করল। সে এটাও নিশ্চিত করল যে, কার্তেজেনায় এই লোক ব্যতীত প্রাইভেট এস্টেটে বসবাসকারী অন্য কোন জোয়ান কর্তেজ নেই অর্থাৎ এটাই সেই লোক।

ক্যাল ডেক্সটার তিনদিন পর এই সিটিতে এসে মাঝারি মানের একটি হোটেলে উঠলেন। তিনি এমন একটি স্কুটার ভাড়া করলেন যা এ শহরে আছে দশ হাজারেরও বেশি। রাস্তা থেকে কেনা একটি ম্যাপে তিনি লাস ফ্লোরেস ডিস্ট্রিক্টের সড়কটি খুঁজে বের করে সেদিকে রওনা দিলেন।

পরেরদিন সকালে সূর্য উঠার আগে ডেক্সটারকে দেখা গেলো তিনি তার নষ্ট স্কুটারটি রাস্তার পাশে বসে ঠিক করছেন। যার ভেতরের যন্ত্রপাতিগুলো খুলে রাস্তার পাশে ছড়ানো। বোঝাই যাচ্ছে তার স্কুটারে বেশ বড় ধরনের কোন গোলমাল হয়েছে। ধীরে ধীরে তার আশেপাশের বাড়িগুলোতে বাতি জ্বলে উঠছিলো। ভোরবেলা মানুষ জেগে উঠছিলো। সতেরো নম্বর বাড়িরটিও এর ব্যতিক্রম ছিলো না। কার্তেজেনা একটি দক্ষিণ ক্যারিবিয়ান এলাকা যেখানে সারা বছর ধরে একটি গুমোট আবহাওয়া থাকে। ভোরবেলার দিকে সেখানে গরম কম থাকে কিন্তু বেলা বাড়ার সাথে সাথে গরম বাড়তে থাকে। লোকেরা তাদের কাজে বেরিয়ে যাচ্ছিল। ডেক্সটার যেখানে বসে তার স্কুটার ঠিক করছিলেন সেখান থেকে তিনি সতেরো নাম্বার বাড়ির ভেতরে পার্ক করা লাল ফোর্ড পিন্টো গাড়িটাকে দেখতে পাচ্ছিলেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাড়ির লোকেরা এখন ব্রেকফাস্ট করছে। সাতটা বাজার দশ মিনিট আগে ওয়েন্ডার তার বাড়ির সামনের দরজা খুলে বের হয়ে আসল। ডেক্সটার নড়লেন না। তিনি নড়তে পারতেনও না কারণ তার স্কুটার নড়ানোর মতো অবস্থায় ছিল না। আজকে ডেক্সটার তাকে ফলো করার জন্য আসেন নি; আজকে এসেছেন লোকটা কখন কি করে সেই সময়গুলো নোট করার জন্য। তিনি আশা করলেন আগামীকালও জোয়ান কর্তেজ একই সময়ে একই কাজগুলো করবে, আগামীকালও সাড়ে ছয়টা বাজার আগেই তিনি এখানে থাকবেন। ফোর্ড পিন্টো গাড়িটা তার সামনে দিয়ে মেইন রোডের দিকে চলে গেল। ডেক্সটার তার মেশিনগুলো জুড়ে নিয়ে হোটেলে ফিরে এলেন।

তিনি কলাম্বিয়ান লোকটিকে ভালোভাবেই দেখেছেন যাতে পরেরবার তাকে চিনতে পারেন। তিনি পরের বার গাড়িটিও চিনতে পারবেন, গাড়ির নাম্বারও।

পরের দিন সকালে আগেরকার সকালের মতোই প্রথমে লাইট জ্বলল। পরিবারগুলো ব্রেকফাস্ট করে চুমু বিনিময় করল। ডেক্সটার তার জায়গায় ছিলেন সাড়ে ছয়টা থেকে। ইঞ্জিনের উপর ঝুঁকে তিনি কেউ একজনের সাথে কথা বলার ভান করছিলেন। যেন তিনি ফোনে নির্দেশনা নিচ্ছেন কিভাবে ইঞ্জিনটা ঠিক করা যায়। কেউ তার দিকে বিশেষ নজর দিল না। সাতটা বাজার পনেরো মিনিট আগে ফোর্ড পিন্টো গাড়িটা জোয়ান কর্তেজকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। একশ গজ পেছনে থেকে ডেক্সটার তাকে অনুসরণ করতে লাগলেন।

ওয়েন্ডারটি লা কুইন্টা ডিসট্রিক্ট পাড় হয়ে দক্ষিণ দিকের হাইওয়ে ধরল। সমুদ্রের কিনারে যে জায়গায় সব ডকইয়ার্ডগুলো অবস্থিত সেদিকে কোস্টাল রোড ধরে গাড়ি চলছিল। ধীরে ধীরে ট্রাফিক হালকা হয়ে আসছিল। রাস্তায় গাড়ির চাপও কমছিল। যাতে সামনের লোকটা বুঝতে না পারে যে তাকে অনুসরণ করা হচ্ছে সেজন্য ডেক্সটার নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে গাড়ি চালালেন। লাল সিগন্যালের সময় বেশ কয়েকটি গাড়ির পেছনে রেখে গাড়ি চালালেন তিনি।

তাছাড়াও অতিরিক্ত সতর্কতা হিসেবে কখনো তার মাথার ক্যাপ উল্টো করে পরলেন কখনো সোজা করে। কখনো তার মাথায় লাল ক্যাপ, কখনও বা নীল। পথিমধ্যে একবার থেমে তিনি তার নীল শার্ট চেঞ্জ করে সাদা একটা শার্ট পরে নিলেন। যা তাকে রাস্তার অন্যান্য শত শত স্কুটারবাহী যাত্রির সাথে মিশিয়ে রেখেছিল। এসবের ফলে সামনের গাড়িতে বসে জোয়ান কর্তেজ বিন্দুমাত্র সন্দেহ করতে পারে নি যে কেউ তাকে অনুসরণ করছে।

শেষ পর্যন্ত ওয়েন্ডারের গাড়ি থামলো। সেটি ছিল শহর থেকে পনেরো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাইল দক্ষিণে ট্যাংকার এবং পেট্রোকেমিক্যাল ডকের পাশে যেখানে জেনারেল পারপাস ফ্রেইটারগুলো সার্ভিসিং করা হয়। ডেক্সটার সেখানকার বড় সাইনবোর্ডটার দিকে লক্ষ্য করলেন। সেটি স্যানডোভাল শিপইয়ার্ডের দিক নির্দেশ করছিল।

দিনের বাকি সময়টা ডেক্সটার ব্যয় করলেন ডকইয়ার্ড থেকে সিটিতে ফেরার পথে হাইজ্যাকের জন্য একটা উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করতে। শেষ বিকেলের দিকে তিনি একটি নির্জন জায়গা খুঁজে পেলেন। সেখানে ছিল শুধুমাত্র এক লেন বিশিষ্ট রাস্তা, এর এক পাশ থেকে একটা কাঁচা রাস্তা ম্যানগ্রোভ জঙ্গলের দিকে ঢুকে গিয়েছিলো। সেখানকার রাস্তাটি ছিল প্রায় পাঁচশ গজ এবং রাস্তার দু প্রান্তেই দীর্ঘ বাঁক।

সেই সন্ধ্যায় তিনি সানডোভাল শিপইয়ার্ড এবং হাইওয়ের সংযোগস্থলে অপেক্ষা করতে লাগলেন। সন্ধ্যা ছয়টার ঠিক কয়েক মিনিট পর ফোর্ড গাড়িটাকে দেখা গেল। আর কয়েক মিনিট পরেই অন্ধকার নামবে। সব গাড়ি দল বেঁধে শহরের দিকে ছুটছিলো। তাদের সাথেই লাল গাড়িটাকেও দেখা যাচ্ছিল।

তৃতীয় দিন ডেক্সটার সরাসরি শিপইয়ার্ডে ঢুকে পড়লেন। সব দেখে মনে হলো সেখানে কোন নিরাপত্তা ব্যবস্থানেই। তিনি তার স্কুটার পার্ক করে ভেতরের দিকে এগিয়ে চললেন। কর্মচারীদের কার-পার্কিংয়ে লাল ফোর্ড পিল্টোকে দেখতে পেলেন তিনি। এখান ঢুকে আশেপাশের ঘটতে থাকা ব্যাপারগুলো লক্ষ্য করে কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে এলেন। এর পরের দিন ডেক্সটার মিয়ামি ফিরে গিয়ে একটি প্ল্যান করলেন। তার এক সপ্তাহ পর আবার কর্তেজেনা ফিরে আসলেন তিনি। তবে এবার পুরোপুরি বৈধ উপায়ে এ দেশে প্রবেশ করলেন না।

তিনি কলাম্বিয়ান মালামুতে থাকা আমেরিকান আর্মি বেসে সরাসরি এসেছেন, সেখানে ইউএস এয়ারফোর্স/নেভি/আর্মি সব বাহিনীর উপস্থিতি রয়েছে। ফ্লোরিডার এগলিন এয়ারফোর্স বেশ থেকে সি-১৩০ হারকিউলিস হেলিকপ্টারে করে এসেছেন তিনি। অসংখ্য গোপনীয় অপারেশনে এভাবে এই বেস ক্যাম্প থেকে অন্য দেশে যথাযথ পেপারওয়াক ছাড়াই সৈন্য পাঠানো হয়ে থাকে।

হারকিউলিস হেলিকপ্টারে করে ডেক্সটার কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে এসেছেন। তার সাথে এসেছে ছয়জন গ্রিন বেরেট সোলজার। যদিও তারা এসেছে ওয়াশিংটন স্টেটের ফোর্ট লুই থেকে তবুও তারা ডেক্সটারের পূর্ব পরিচিত এবং আগে এক সময় তারা এক সাথে কাজ করেছে। ফোর্ট লুই হচ্ছে ফার্স্ট স্পেশাল ফোর্সেসের আবাসস্থল যারা অপারেশনাল ডিটাচমেন্ট আলফা-

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

১৪৩ নামেও পরিচিত। তাদের মধ্যে মাউন্টেন স্পেশালিস্টও ছিল যদিও কার্তেজেনাতে কোন পাহাড় ছিল না। এদের মধ্যে দুইজন ছিল হিস্পানিক, তারা অনর্গল স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলতে সক্ষম। তাদের কেউই জানতো না কেন তাদের নিয়ে আসা হয়েছে কিন্তু তারা জানতো সময় হলে তাদের কি করতে হবে সেটা বলা হবে। এর বেশি কিছু জানার আগ্রহও কেউ দেখাল না। অল্প সময়ের মধ্যে প্রজেক্ট কোবরার সাপ্লাই টিম যা সরবরাহ করেছে তাতে ডেক্সটার মুগ্ধ হলেন। কালো ভ্যানটা ছিল আমেরিকায় নির্মিত যেমনটি কলাম্বিয়ার অর্ধেক গাড়িই আমেরিকার তৈরি। গাড়িটির কাগজপত্র ছিল কার্তেজেনার, নাম্বার প্লেটসহ সব রেজিস্ট্রেশন ছিল কার্তেজেনার ঠিকানায়। গাড়িটির দু'পাশে স্টিকার লাগানো ছিল। দে কার্তেজেনা, সেটি ছিল একটি লন্ড্রিভ্যান, লন্ড্রিভ্যান সাধারণত সন্দেহের উদ্রেক করে না।

ডেক্সটার কার্তেজেনা পুলিশের ইউনিফর্ম তিনটি, পুলিশের বাতিজ্বলা গাড়ি থামানো নির্দেশ করার লাঠি এবং রেফ্রিজারেটর বাস্কেটে রাখা লাশটি আবার চেক করলেন। তিনি হারকিউলিস হেলিকপ্টারটিকে স্ট্যান্ডবাই রেখেছেন, যদি দরকার হয় তবে সেটি আসবে।

ক্যাল ডেক্সটার শবদেহটিকে পুণরায় সংক্ষিপ্তভাবে পরীক্ষা করলেন। একই উচ্চতা, একই ধরনের শারীরিক গড়ন আর একই বয়স। এই মৃতদেহটি দুদিন আগে ওয়াশিংটনের জঙ্গলে পাওয়া গেছে। হাইপোথামিয়ায় মারা গেছে লোকটি, ডেক্সটার সেটি এনেছেন মাউন্ট সেন্ট হেলেন্স হসপিটালের মর্গ থেকে।

ডেক্সটার তার টিম নিয়ে জায়গাটা দু'বার পরিদর্শন করে আসলেন। প্রায় পাঁচশ গজের সেই সরু হাইওয়েটাকেই তার কাছে সবচেয়ে উপযুক্ত মনে হয়েছে এ কাজের জন্য। তৃতীয় রাতে তারা অপারেশনে নামলো। তারা জানে যা করার দ্রুত এবং দক্ষভাবে করে ফেলতে হবে।

তৃতীয় দিন শেষ বিকেলে ডেক্সটার লন্ড্রি ভ্যানটা হাইওয়ের পাশে থামালেন। হাইওয়ে থেকে একটা পায়ে চলা পথের ট্র্যাক ম্যাগগ্রোভ ফরেস্টের ভেতর দিয়ে চলে গেছে। ডেক্সটার সেই পথ ধরে পঞ্চাশ গজ ভেতরে লন্ড্রি ভ্যানটা ঢুকিয়ে রাখলেন।

এর আগে বিকেল চারটার দিকে ডেক্সটার ম্যানডোভাল ইয়ার্ডের এমপ্লয়ি কার পার্কে গিয়েছিলেন। সেখানে পার্ক করা লাল ফোর্ড পিন্টোর দু'চাকার হাওয়া চুপি চুপি ছেড়ে দিয়ে এসেছেন; পেছনের একটি চাকার হাওয়া এবং গাড়ির বুটে থাকা স্পেয়ার চাকার হাওয়াও ডেক্সটার ছেড়ে এসেছেন। বেলা চারটা বেজে পনেরো মিনিটের মধ্যেই তিনি তার টিমের কাজে ফিরে এলেন।

ওদিকে ম্যানডোভাল ইয়ার্ডে ছুটির পর জোয়ান কর্তেজ তার গাড়ির কাছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এসে দেখল পেছনের চাকা বসে গেছে, সে মনে মনে নিজের ভাগ্যকে গালি দিয়ে গাড়ির বুটে স্পেয়ার চাকাটা বের করতে গিয়ে আবিষ্কার করলো দুটো চাকাই হাওয়াবিহীন তখন সে হতাশ হয়ে স্টোরে গিয়ে একটি পাম্প খুঁজে নিয়ে আসলো। যতক্ষণে সে গাড়িট চালাতে সক্ষম হল ততক্ষণে দেড় ঘন্টা পেরিয়ে গেছে। বাইরে তখন ঘুটঘুটে অন্ধকার। ম্যানডোভাল ইয়ার্ডের অন্যসব কর্মীরা ততোক্ষণে ইয়ার্ড ছেড়ে বাড়ি চলে গেছে।

ইয়ার্ড থেকে তিনমাইল দূরে রাস্তার পাশে একটি লোক নাইটভিশন গগলস্ পরে প্রায় অদৃশ্য অবস্থায় দাঁড়িয়ে ছিল। কর্তেজের সব কলিগ বাড়ি ফিরে যাওয়ায় সেখানে অন্য গাড়ি প্রায় ছিলই না। লোকটি আমেরিকান, কিন্তু সে অনর্গল স্প্যানিশে কথা বলতে পারে, সে কার্তেজেনার ট্রাফিক পুলিশের পোশাক পরা। ডেক্সটারের দেয়া ছবি দেখে সে ইতিমেধ্যে লাল ফোর্ড পিন্টো গাড়িটাকে চিনে নিয়েছে। সাতটা বাজার পাঁচ মিনিট আগে গাড়িটিকে দেখে সে তার হাতের টর্চ জ্বালিয়ে পুরো রাস্তা আলোকিত করে গাড়িটিকে থামার সংকেত দিলো। তিনটি ছোট ব্লিপ।

তার থেকে খানিকটা সামনে দাঁড়ানো ডেক্সটার তার লাল ওয়ার্নিংলাইটটা নিলেন, রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে কাছে আসতে থাকা হেডলাইটের আলোর দিকে উদ্দেশ্য করে ওয়ার্নিং লাইটটা নাড়িয়ে জোয়ান কর্তেজের গাড়িটিকে থামতে নির্দেশ দিলেন তিনি। সামনের ওয়ার্নিংলাইট দেখে জোয়ান কর্তেজ আস্তে আস্তে স্পিড কমিয়ে এনে গাড়ি থামাল।

একজন হাসিমুখের পুলিশ অফিসার ড্রাইভিং উইন্ডোতে উঁকি দিলেন। গাড়ির কাঁচ নামনোই ছিল।

"আপনি কি গাড়ি থেকে একটু নামবেন, স্যার?" জিজ্ঞেস করতে করতে ডেক্সটার গাড়ির দরজা খুললেন। কর্তেজ একটু প্রতিরোধ করলেও গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। এরপরের ব্যাপারগুলো খুব দ্রুত ঘটল। পেছনের অন্ধকার থেকে দুজন শক্তিশালী লোক বেরিয়ে আসল। জোয়ান কর্তেজ আবছা আবছা দেখতে পেল দুটি শক্ত বাহু। ক্লোরোফর্ম মেশানো প্যাড তার দিকে এগিয়ে আসছে; সামান্য প্রতিরোধের বৃথা চেষ্টা; ধীরে ধীরে তার চেতনা লোপ পেতে থাকল, শেষ পর্যন্ত বাকি থাকল শুধুই অন্ধকার।

ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে লোক দুজন কর্তেজের চেতনাহীন দেহটি ভ্যানে তুলে ফেলল। এর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই শহরের দিক থেকে একটি গাড়ি আসল। গাড়িটি থামানো হলেও হালকা জিজ্ঞাসাবাদের পর যাওয়ার জন্য ইশারা করা হল। এই গাড়ির যাত্রীরাও ভাবল এটা সাধারণ একটা চেক-আপেরই অংশ। অস্বাভাবিক কোন কিছু তাদের চোখে পড়ল না। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই গাড়িটি বাঁকের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অচেতন কর্তেজকে ভ্যানের ভেতরে একটি বডিব্যাগের মধ্যে রাখা হল। ইতিমধ্যে তার মানিব্যাগ, সেলফোন, হাতের আংটি, গলার লকেট, ঘড়ি আর অন্যান্য পরিচয়বাহী জিনিস তার শরীর থেকে খুলে নেয়া হয়েছে। তার পাশে থাকা লাশটি ইতিমধ্যে কর্তেজের পরনের ধূসর কটন ওভারঅলটি পরে আছে।

সেই মৃতদেহটিকে কর্তেজের সব আংটি লকেট, ঘড়ি পরানো হল, মানিব্যাগটি রাখা হল তার পেছনের পকেটে। সবসহ ডেডবডিটিকে লাল ফোর্ড পিন্টো গাড়ির ড্রাইভিং সিটে বসিয়ে চারজন শক্তিশালী লোক মিলে গাড়িটিকে ধাক্কা দিয়ে রাস্তার পাশের একটি গাছের উপর আছড়ে ফেলল।

অন্য দু'জন লোক ভ্যান থেকে জেরিক্যান বের করেল কয়েক গ্যালন পেট্রোলিয়াম গাড়ির উপরে ঢেলে দিল। গাড়ির গ্যাস সিলিন্ডার ফায়ারবল বানানোর বাকি কাজটা করবে।

কাজগুলো হয়ে যাওয়ার পর দু'জন সোলজার ভ্যানে চড়ে বসলো। তারা মাইল দুয়েক দূরে ডেক্সটারের জন্য অপেক্ষা করবে। ডেক্সটার ঠিক সময়টার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। এরইমধ্যে আরও দুটি কার ওই রাস্তা ধরে তার সামনে দিয়ে চলে গেছে। এর পরে এক ঘন অন্ধকার এবং নীরবতা। লন্ড্রিভ্যানটি রাস্তায় উঠে চলে গেল। রাস্তা পুরোপুরি খালি না হওয়া পর্যন্ত ডেক্সটার অপেক্ষা করলেন। পেট্রোলে ভেজানো একখণ্ড কাপড় দিয়ে একটি পাথর মুড়িয়ে তার জিপো লাইটার জ্বেলে সেটাতে আগুন ধরিয়ে জোয়ান কর্তেজের গাড়ির দিকে ছুঁড়ে মারলেন। হুশ্ করে একটা আওয়াজ হতেই সাথে সাথে পুরো গাড়ি দাউ দাউ করে জ্বেলে উঠলো। ডেক্সটার দ্রুত ওই স্থান ত্যাগ করলেন।

দুই ঘন্টা পরে লন্ড্রিভ্যানটি মানাম্বু এয়ারবেসের গেট দিয়ে নিরাপদে প্রবেশ করে সোজা হারকিউলিস হেলিকপ্টারের লোডিং দরজার কাছে ঘিয়ে দাঁড়ালো। হেলিকপ্টারের পাইলট আগে থেকেই তৈরি, সে বাকি সব ফর্মালিটি সম্পন্ন করে তার অ্যালিসন ইঞ্জিন দুটো চালু করল। পেছনের দরজা বন্ধ হলে ইঞ্জিনগুলো চালু হতেই আকাশে উড্ডয়ন করলেঅ সেটা। সেটার গন্তব্য ফ্লোরিডা।

ফিউজল্যাজের ভেতরকার উত্তেজনা ততোক্ষণে প্রশমিত হয়েছে; মিশনে অংশগ্রহণকারী সোলজাররা একে অপরের সাথে হ্যান্ডশেক এবং হাই-ফাইভ করলো। জোয়ান কর্তেজের অচেতন দেহ ততোক্ষণে লন্ড্রি বাস্কেট থেকে বের করা হয়েছে, মেঝেতে একটা ম্যাট্রেসের উপরে শুয়ে আছে সে। তাদের সাথে থাকা একজন ডাক্তার তাকে একটা ইনজেকশন দিল। জোয়ান কর্তেজের আরো কয়েক ঘন্টার একটি স্বপ্নহীন ঘুম নিশ্চিত করবে সেটি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রাত দশটার দিকে সেনোরা কর্তেজ দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লো। সন্ধ্যার দিকে তার বাসার ফোনে একটা রেকর্ডেড কল এসেছে। সেটিতে জোয়ান বলছিল যে টায়ার পাংচার হওয়ার তার আসতে দেরী হবে। বড়জোর ঘন্টা খানেক দেরি হতে পারে। তাদের ছেলে অনেক আগেই স্কুল থেকে ফিরে এসেছে। খাওয়া দাওয়া করে হোমওয়ার্ক শেষ করেছে। সে প্লেস্টেশনে গেম খেলছিল কিন্তু কিছুক্ষণ সেও তার বাবার জন্য চিন্তা করেতে শুরু করলো, মাকে স্বান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করলো সে। সেনোরা কর্তেজ বার বার তার ফোনে চেষ্টা করছিল কিন্তু ওপাশ থেকে কোন উত্তর আসছিল না। অবশেষে যখন আগুন ফোনটিকে গ্রাস করলো তারপর থেকে ওই ফোনে আর রিংও বাজলো না। সাড়ে দশটার দিকে পুলিশে ফোন করল মহিলা।

রাত দুটোর সময় কর্তেজেনার পুলিশ হেড কোয়ার্টারের কেউ একজন সামোনাল রোডের জ্বলন্ত কার এবং লাস ফ্লোরেন্স থেকে ফোন করা এক মহিলার স্বামী খুঁজে না পাওয়ার ঘটনাকে এক সূতোয় গাঁথতে পারল। এই রাতে পুরো কর্তেজেনায় চারটি হতাহতের ঘটনা ঘটেছিল : রেড লাইট স্ট্রিটের দু'দল গ্যাঙের সংঘর্ষে একজন নিহত, দুটি বাজে ধরনের সড়ক দুর্ঘনা, আর সিনেমা হলের মধ্যে একজনের হার্ট অ্যাটাক, সব মিলিয়ে কার্তেজেনা পুলিশের বেশ ব্যস্তত সময়ই কাটছিল।

যে পুলিশটি দায়িত্বে ছিল সে গাড়িতে পুরোপুরি ভস্মীভূত একটি লাশ আবিষ্কার করেছে যার চেহারা দেখে চেনার কোন উপায়ই নেই। কিন্তু গাড়িতে থাকা কিছু আইটেম সে উদ্ধার করেছে। সেগুলো থেকে লোকটার পরিচয় নিশ্চিত করা যেতে পারে। ওইসব জিনিস একটি স্যাম্পল ব্যাগে ভরে হেডকোয়ার্টারে পাঠিয়ে দিল সে।

শেষ রাতে পুলিশ হেডকোয়ার্টারে সবগুলো লাশ একসাথে জড়ো করা হল। এদের আর কোনটাই পোড়া ছিল না। অন্য সবকটিরই পরিচয় পাওয়া গেলো। স্যাম্পল ব্যাগে উদ্ধার করা জিনিসগুলোর মধ্যে ছিল : আগুনে পোড়া অর্ধগলিত একটা সেলফোন, একটা সিগনেট রিং, একটি মেডালিয়ন লকেট, পোড়া চামড়া লেগে থাকা হাতঘড়ি এবং একটি মানিব্যাগ। মানিব্যাগটা পেছনের পকেটে থাকায় এবং এর উপর ভিকটিম বসে থাকায় সেটি পুরোপুরি পোড়ে নি। ওটার মধ্যে কিছু কাগজপত্র ছিল যাদের কয়েকটা এখনও পড়া যায়। ড্রাইভিং লাইসেন্সে স্পষ্টতই নামটা পড়া যাচ্ছিল। সেটা জোয়ান কর্তেজ নামক একজনের ড্রাইভিং লাইসেন্স। আর যে মহিলা লাস ফ্লোরেস থেকে তার স্বামীকে খুঁজে না পাওয়ার কথা জানিয়েছে তার নাম সেনোরা কর্তেজ। একেবারে শেষ রাতে তারা দুইয়ে দুইয়ে চার মেলাতে পারল।

সকাল দশটায় একজন অফিসার আর একজন সার্জেন্ট তার বাসায় আসল বিষন্ন বদনে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অফিসারটি বলতে শুরু করল : "সেনোরা কর্তেজ, আমরা অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি..."

সেনোরা কর্তেজ সাথে সাথে অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়লো মাটিতে।

ফর্মাল আইডেন্টিফিকেশনের জন্য সেনোরা কর্তেজের দুজন প্রতিবেশী তাকে ধরে ধরে মর্গে নিয়ে গেল; যদিও পরিচয়ের ব্যাপারটা ছিল প্রশ্নাতীত। পোড়া, পুরোপুরি ভস্মীভূত লাশ দেখে চেনার কোন উপায় নেই। প্রতিবেশীরা তাকে আর এই পোড়া লাশ দেখতেই দিল না। আসলে দেখার মত কিছু ছিলও না। অশ্রুসজল চোখে সেনোরা কর্তেজ সনাক্ত করল কর্তেজের ঘড়ি, মেডালিয়ন, প্রায় গলে যাওয়া সেলফোন আর ড্রাইভিং লাইসেন্সটি।

তিনদিন পর, আমেরিকার জঙ্গলে খুঁজে পাওয়া লোকটার পোড়া লাশ কর্তেজের কোন এক ওয়েল্ডার জোয়ান কর্তেজ হিসেবে কার্তেজেনার একটি কবরস্থানে সমাহিত হয়ে গেল।

সেনোরা কর্তেজকে কোনভাবেই স্বান্ত্বনা দেয়া যাচ্ছিল না। পেদ্রো নীরবে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। ফাদার ইসিদ্রো শেষ কৃত্যের আনুষ্ঠানিকতা পরিচালনা করেছেন, ভেতরে ভেতরে অনুতাপে পুড়ছিলেন তিনি।

তার ফোন কলের জন্যেই কি আজ সেনর কর্তেজের এই পরিণতি? আমেরিকানরা কি এই লোকটাকে হত্যা করেছে? নাকি কার্টেলের লোকেরা খবর পেয়ে গেছে যে জোয়ান কার্তেজ তাদের ভেতরকার তথ্য ফাঁস করে দিতে যাচ্ছে, সেজন্য কি কার্টেলের লোকেরা প্রতিশোধ নিয়েছে? আমেরিকানরা এতো স্টুপিড হতে পারলো কিভাবে?

নাকি এটা নিতান্তই একটি কাকতালীয় ঘটনা মাত্র? হয়তো সত্যি সত্যিই জোয়ান কর্তেজ অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। তবে সেটি তার নিজরই বিশ্বাস হচ্ছিল না। তিনি জানেন কিভাবে কার্টেলের লোকেরা বিশ্বাস ভঙ্গকারীদের শাস্তি দেয়। যদিও এক্ষেত্রে প্রমাণ ছিল খুবই দূর্বল। সব মিলিয়ে এই ব্যাপারটার জন্য তার নিজেকেই দায়ি মনে হচ্ছিল। শেষকৃত্যের সময়ে পুরো পৃথিবীটা তার সামনে দুলছিল। তিনি সৃষ্টিকর্তার সত্যিকারের প্রেম ব্যাখ্যা করে সেই অনাথ বালক এবং বিধবা মহিলাটিকে স্বান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু ওই পরিস্থিতিতে সেটা খুব একটা কাজে আসছিল না। তারপর তিনি তার বাসায় ফিরে গেলেন, ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চেয়ে প্রার্থনা করতে লাগলেন।

থেটিজিয়া এরেনাল মেঘের উপর ভাসছিল। মাদ্রিদের এই বিষন্ন দিন তাকে স্পর্শ করছিল না। তার জীবনে কখনো এমন সুখের উষ্ণ দিন আগে আসে নি। এতো উষ্ণতা সে শুধুমাত্র ওই লোকটির দুই বাহুর মাঝেই খুঁজে পেয়েছে। প্রথমবারের মতো তার জীবনে ভালোবাসা এসেছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দু'সপ্তাহ আগে কফিশপে তাদের পরিচয়। কয়েকদিন ধরেই লোকটাকে সে সেখানে দেখছিল, লোকটা সবসময় একা আর পড়াশোনার মধ্যে থাকত। যেদিন তাদের মধ্যে প্রথম আলাপ হয় সেদিন লেটিজিয়া তার ক্লাসমেটদের সাথে আড্ডা দিচ্ছিল। লোকটি ছিল মাত্র একটি টেবিল দূরে। মধ্য বসন্তের সেই দিনে রেস্টুরেন্টের দরজা জানালা ছিল খোলা, সেগুলো দিয়ে প্রচুর বাতাস আসছিল। সেই বাতাস লেটিজিয়ার কয়েকটি কাগজ ফ্লোরে উড়িয়ে এনে ফেলল লোকটির টেবিলের পাশে। লোকটি কাগজগুলো তোলার জন্য ঝুঁকুল, লেটিজিয়াও একই সাথে বাঁকা হয়ে যখন কাগজগুলো তুলতে গেলে প্রথম তাদের দু'জোড়া চোখের মিলন হয়। এতদিন কেন সে লক্ষ্য করে নি, এই লোকটা এমন ড্যাশিং হ্যান্ডসাম, এই ভেবে সে নিজেকে মনে মনে গালি দিয়েছিলো।

"গয়া," লোকটি বলল, লেটিজিয়া ভাবল লোকটি নিজের নাম বলছে। পরক্ষনেই সে খেয়াল করল লোকটির হাতে তার একটি শিট ধরা। একটি অয়েল প্রেইন্টিংয়ের ছবি।

"এটি *বয়েজ পিকিং ফ্রুট*, তাই না?" লোকটি বলল। "এটি গয়ার আঁকা, আপনি কি আর্টসের উপর পড়াশুনা করছেন?"

লোটিজিয়া মাথা নেড়ে সম্মতি জানায় সে কথা হারিয়ে ফেলেছিল। এরপর কথায় কথায় তারা একে অপরের অনেক কথা জানল, তারপর ব্যাপারগুলো প্রায় এক প্রকার ঘোরের মধ্যেই ঘটল, এক সাথে লেটিজিয়ার বাড়িতে গেল তারা, সমসাময়িক শিল্প কর্ম নিয়ে আলোচনা করলো, জুরবারান, ভ্যালেস্কুয়েজ, গয়া, এমনকি তার বরফ-শীতল ঠোঁটগুলোতে চুমুও খেল। লেটিজিয়া তার নিজের ওপর থেকে সব নিয়ন্ত্রণই হারিয়ে ফেলেছিল।

"ডমিংগো," সে বলেছিল, এবার সে সত্যি সত্যিই তার নাম বলছিল। "ডমিংগো দে ভেগা।"

"লেটিজিয়া," উত্তরে বলেছিল সে, "লেটিজিয়া এরেনাল।"

"মিস এরেনাল," সে ধীরে স্বরে বলল, "আমি আপনার সাথে ডিনার করার জন্য আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আপত্তি জানিয়ে কোন লাভ নেই, আমি জানি আপনি কোথায় থাকেন। আমি সোজা আপনার দরজার সামনে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকব আর সেখানেই এই প্রাণটি বিসর্জন দেব।"

"আমার মনে হচ্ছে না এত ঝামেলা করার কোন দরকার আছে, সেনর দে ভেগা, এতো ঝামেলা যাতে না পোহাতে হয় সেজন্য আমি আপনার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম," তেমনি মিষ্টি করে উত্তর দিয়েছিলো লেটিজিয়া।

তারা রেস্টুরেন্টে এক সাথে ডিনার করলো। একে অপরকে আরো ভালোভাবে জানলো। লেটিজিয়াকে তার ব্যাপারে বিস্তারিত জানাল সে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পুয়ের্তোরিকো থেকে এসেছে সে, স্প্যানিশের পাশাপাশি ভালো ইংরেজিও জানে। জাতিসংঘের একজন তরুণ ডিপ্লোম্যাট, ভবিষ্যতে একদিন অ্যাম্বাসেডর হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। এখন সে তিন মাসের দীর্ঘ ছুটিতে রয়েছে। অনেক দিনের ছুটি জমে ছিল আর এই ছুটির সুযোগে সত্যিকার ভালবাসার স্বাদ নিতে চায় সে, সেইসাথে স্প্যানিশ ক্লাসিক্যাল পেইন্টিংয়ের ব্যাপারে আরো ভালোভাবে মাদ্রিদের প্রাদোতে স্টাডি করতে চায়।

সব কিছুর পর তাদের বিছানায় যাওয়াটাও এক প্রকার নিশ্চিত হয়ে গেল, লেটিজিয়া তার জীবনে পেল নতুন এক স্বাদ।

ক্যাল ডেক্সটার যদিও কঠোর একজন মানুষ হিসেবে পরিচিত ছিলেন তবুও তার বিবেক প্রফেশনাল জিগোলো ব্যবহার করার ব্যাপারে সায় দিচ্ছিল না। কিন্তু কোবরা এ ব্যাপারে কোন ছাড় দিতে রাজি ছিলেন না। তার কাছে সেটা শুধুই একটা যুদ্ধ আর এতে জয়ী হওয়ার জন্য যে কোন কিছু করতে তার মনে কোন দ্বিধা ছিল না।

তিনি তখনো পর্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতেন বরফ হৃদয় মার্কাস উলফকে যে কিনা অনেক বছর ধরে জার্মান স্পাই নেটওয়ার্ক নিয়ে কাজ করেছে। সে তার ওয়েস্ট জার্মানি শত্রুদের বিরুদ্ধে কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স পরিচালনা করতো। উলফ হানিট্র্যাপ ব্যবহার করতো কিন্তু সে সেটা করতো প্রচলিত পদ্ধতির চেয়ে একটু ভিন্ন উপায়ে।

প্রচলিত পদ্ধতিটি ছিল ওয়েস্টার্ন বড় বড় মাথাগুলোকে কলগার্লদের দিয়ে ফাঁদে ফেলে ছবি তুলে নেয়া, পরে ছবিগুলো দিয়ে তাদের ব্ল্যাকমেইল করা। সেটি না, উলফ্ ব্যবহার করতেন সম্মোহনী ব্যক্তিত্বের কিছু পুরুষ জিগোলো, অবশ্যই সেটি সমকামী ডিপ্লোম্যাটদের জন্য নয় বরং ডিপ্লোম্যাটদের তরুণী সেক্রেটারীদের জন্য। সেই সব বঞ্চিত তরুণী সেক্রেটারিদের প্রেমের ফাঁদে ফেলে তাদের মাধ্যমে তাদের বসের সব ফাইল নিয়ে নেয়া হত। পরবর্তী সময়ে সেই সব তরুণীদের অনেকেরই বিচারে সাজা হত। মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দেয়া হত কিন্তু উলফ্ সেগুলো কেয়ার করতেন না। তার কাছেও জয়টাই মুখ্য ছিল এবং শেষ পর্যন্ত তিনি জিতেছিলেন।

এমনকি ইস্ট জার্মানির পতনের পরেও উলফের কোন সমস্যা হয় নি কারণ তিনি তার দেশের স্বার্থেই সেসব কাজ করেছিলেন। তাই যুদ্ধ শেষের পর অন্য সবাইকে যখন জেলে পোরা হচ্ছিলো কিংবা বাধ্যতামূলক অবসর দেয়া হচ্ছিলো তখন তিনি মনের সুখে তার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছিলেন যতদিন পর্যন্ত না প্রাকৃতিক কারণে তার মৃত্যু হয়। যেদিন ডেভেরু তার মৃত্যুর খবর পেয়েছিলেন সেদিন তিনি শ্রদ্ধায় মাথা নুইয়েছিলেন সেই বৃদ্ধি নাস্তিকের উদ্দেশ্যে। তার গুরুর দেখানো পথ অনুসরণ করতে তার কোন দ্বিধাই ছিল না,

www.BanglaBook.org

তাই তিনি বিনা সংকোচে স্মার্ট এবং হ্যান্ডসাম ডমিংগো দে ভেগাকে মাদ্রিদে পাঠিয়েছেন।

ধীরে ধীরে জোয়ান কর্তেজের ঘুমের ঘোর কালো, প্রথম কয়েক সেকেন্ড তার মনে হল সে বুঝি স্বর্গে এসে পড়েছে। আসলে সে ছিল এমন একটি রুমে যেমনটা সে আগে কখনো দেখে নি। সেটি শুয়ে থাকা বিছানাটার মতোই বিশাল। পুরো দেয়াল প্যাস্টেল দিয়ে মোড়ানো, জানালাগুলো গাঢ় পর্দায় ঢাকা যার ওপাড়ে ছিল উজ্জ্বল সূর্য। আসলে সে ফ্লোরিডার হোমস্টেড এয়ারবেসের অফিসার্স ক্লাবের একটি ভিআইপি স্যুটে।

যখন তার ঘোর কাটল তখন তার বেডের পাশের চেয়ারে একটি টাওয়েল দেখতে পেল। নগ্ন অবস্থায় আছে বুঝতে পেরে দ্রুত চেয়ারের ওপরে থাকা টাওয়েলটা নিয়ে পড়ে ফেলল সে। বেডসাইড টেবিলের উপর একটি টেলিফোন, সেটির হ্যান্ডসেট তুলে ঘড়ঘরে স্বরে কয়েকবার স্প্যানিশ ভাষায় *'ওইগো'* বলল। এর মানে হচ্ছে 'হ্যালো,' কিন্তু ওপাশ থেকে কোন সাড়া পেল না।

বিশাল জানালাগুলোর একটির দিকে হেঁটে গেল সে, পর্দা সরিয়ে লনের এক পাশে থাকা ফ্ল্যাগস্টান্ডে দেখতে পেল রূপালী তারা খচিত লাল এবং নেভি ব্লু সাইজের পতাকা। চিনতে পারল সে—আমেরিকার পতাকা।

ততোক্ষণে তার উপলব্ধি হয়ে গেছে সে স্বর্গে আসে নি; বরং উল্টোটা বলা যায়, সে এসেছে নরকে। বুঝতে পারলো তাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। আমেরিকানরা তাকে পেয়ে গেছে।

অন্ধকার প্লেনে করে কিডন্যাপ করা, মিডলইস্ট ও সেন্ট্রাল এশিয়ায় নিয়ে গিয়ে নির্যাতন করা আর কিউবান দ্বীপ গুয়ান্তানামো বে'তে কারাবন্দী করে রাখার ভয়ানক সব গল্প শুনেছে সে। এসবের কোন একটা কিছু তার জীবনে ঘটতে যাচ্ছে ভেবে সে শঙ্কিত হয়ে উঠলো।

যদিও ফোনটাতে কেউ কথা বলে নি তবুও সে যে জেগে উঠেছে সেটা ইতিমধ্যে নোট করা হয়েছে। দরজা খুলে গেলে সাদা জ্যাকেট পরা একজন স্টুয়ার্ড একটা ট্রে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করল। ট্রেতে অনেক ভাল খাবার দাবার। স্যানডোভাল ডকইয়ার্ডে বাহাত্তর ঘন্টা আগে বাড়ি থেকে টিফিন ক্যারিয়ারে করে আনা লঞ্চে খাওয়ার পরে সে এখনো পর্যন্ত কিছু খায় নি। অবশ্য সে জানতো না সেই লাঞ্চ খাওয়ার পরে ইতিমধ্যে তিন দিন পেরিয়ে গেছে।

স্টুয়ার্ড ট্রে'টা নামিয়ে রেখে তার দিকে তাকিয়ে একটি ভদ্রতাসূচক হাসি দিয়ে বাথরুমের দরজার দিকে ইশারা করল। সেদিকে তাকাল কর্তেজ, একটি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মার্বেলে বানানো বাথরুম যেন কোন রোমান সম্রাটের ব্যবহারের জন্য বানানো হয়েছে, যেমনটি সে আগে শুধুমাত্র টিভিতে দেখেছে। স্টুয়ার্ড ইশারায় বুঝিয়ে দিল এটা শাওয়ার, বাথরুম, শেভিং কিট সবকিছুই তার জন্য। তাপর সে চলে গেল।

ওয়েল্ডারটি সেই সব হ্যাম এবং ডিম, জুস, টোস্ট, জ্যাম, কফি সব কিছুর উপর চোখ বোলাতেই হ্যাম আর কফির গন্ধে তার জিভে জল চলে এল। সেগুলোতে সম্ভবত ড্রাগ দেয়া হয়েছে। সে ভাবলো, বিষও দেয়া হতে পারে কিন্তু তাতে কি? তারা তাকে ধরে এনেছে, এখন তাকে নিয়ে যা খুশি করতে পারে, বিষ খাইয়ে মারতে চাইলে তাকে বিষই খেতে হবে। সে খাওয়া শুরু করল।

খেতে খেতে মনে করতে চেষ্টা করলো কি ঘটেছিল : দুজন পুলিশ এসে তাকে গাড়ি থেকে বের হতে বলেছিল, তারপর শক্ত একটি বাহু তার কোমর জড়িয়ে ধরে। একটা হাত তার নাকে প্যাড চেপে ধরলে সে একটু আঁচ করতে পারছিল। কেন তাকে ধরে আনা হয়েছে ভালো করেই জানে। সে কার্টেলের হয়ে কাজ করতো। কিন্তু এরা সেটা জানলো কিভাবে?

সে বেশ সময় নিয়ে টয়লেট ব্যবহার করার পর গোসল করে শেভ করে নিলো। সেখানে এক বোতল আফটার শেভ আছে। ওটা হাতে নিয়ে সে মাখতে লাগল। ভাবল খরচ হোক এদের কিছু টাকা, ছোটবেলা থেকেই তার মনে একটা ধারণা ছিল, সব আমেরিকানরাই বড় লোক।

যখন বেডরুমে ফিরে আসলো তখন দেখতে পেল রুমের মাঝখানে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে : পূর্ণবয়সী, সুঠামদেহী ধূসর চুলের অধিকারী। মধ্যম উচ্চতার একজন। লোকটি বন্ধুত্বপূর্ণ হাসি হাসলো, একেবারে খাঁটি আমেরিকানদের মতো। তারপর কথা বললো স্প্যানিশে।

"*ওলা*, জোয়ান। *কোয়িতিল?* হাই জোয়ান, কেমন আছ?"

"*মেললামো কাল, হাবলামোস উন রাতিতো।*" আমি ভাল আছি, চলো গল্প করি।

সেটা অবশ্যই কোন ট্রিকস্ হবে, এরপরে শুরু হবে টর্চার, কর্তেজ ভাবলো। তারা দুজন দুটো আর্মচেয়ারে বসলো। আমেরিকটি বলল কি ঘটেছে। সে অপরহণের কথা বলল, আগুনে পুড়ে যাওয়া ফোর্ডের কথা, আরো বলল মানিব্যাগ, ঘড়ি, আংটি এবং মেডালিয়ন দেখে ডেডবডি চিহ্নিত করার কথা।

"আর আমার স্ত্রী-সন্তান?" কর্তেজ জিজ্ঞেস করল।

"আহ্, তরা দুজনেই একেবারে ভেঙে পড়েছে। তারা ভাবছে তারা তোমার শেষকৃত্য করে ফেলেছে। আমরা চাই তারা তোমার কাছে চলে আসুক।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আমার সাথে? এখানে?"

"জোয়ান মাই ফ্রেন্ড, বাস্তবতাটা মেনে নাও, তুমি আর কার্তেজেনা ফিরতে পারবে না, কার্টেলের লোকেরা তোমার একটি কথাও বিশ্বাস করবে না। তুমি তো জান ওরা বিশ্বাস ভঙ্গকারী লোক এবং তাদের পরিবারের লোকদের কি শাস্তি দেয়। এ ব্যাপারে তারা একেবারে পশুর মতো নিষ্ঠুর।"

কর্তেজ নড়েচড়ে বসলো, সে এসব ভালো ভাবেই জানে, সে কখনো এসব ব্যাপার নিজের চোখে দেখে নি কিন্তু শুনেছে। শুনে শুনে ভয়ে কেঁপেছে। তারা জিহ্বা কেটে নেয়, নীরব ধীর মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়ে পুরো পরিবারকে ধ্বংস করে দেয়। সে তার স্ত্রী ইরিনা আর পুত্র পেড্রোর জন্য চিন্তায় পড়ে গেল। আমেরিকান লোকটি আরেকটু ঝুঁকল তার দিকে।

"বাস্তবতাটা তুমি মেনে নাও। তুমি এখন এখানে, আমরা তোমার সাথে ভাল মন্দ যাই করে থাকি না কোন সেটা কোন ব্যাপার না। তুমি এখানে জীবিত আছ। কিন্তু কার্টেলের লোকেরা জানে তুমি মারা গেছ। এমনকি তোমার শেষকৃত্যে চোখ রাখার জন্য তারা একজন লোকও পাঠিয়েছিল।"

ডেক্সটার তার জ্যাকেটের পকেট থেকে একটা ডিভিডি বের করলেন। ঘরে থাকা প্লাজমা টিভি অন করে ডিস্কটা ঢুকিয়ে রিমোটের 'প্লে' বাটন চাপলেন। ছবিটি নেয়া হয়েছে শেষকৃত্য অনুষ্ঠানস্থল থেকে আধা কিলোমিটার দূরে থাকা একটি বিল্ডিংয়ের ছাদ থেকে। কিন্তু এর ছবি চমৎকার এবং ব্লোআপ করা।

জোয়ান কর্তেজ তার নিজের শেষকৃত্য দেখল। যে ভিডিও করেছে সে সরাসরি ইরিনার মুখের ওপর জুম করেছে, সে তখনো ফুপিয়ে কাঁদছিল একজন প্রতিবেশীর ওপর ভর করে। পেড্রোর মুখও জুম করে ধরা হয়েছে, ফাদর ইসিদ্রোরও। পেছন দিয়ে কালো স্যুট-টাই পরা একজনকে সানগ্লাস পরে মলিন মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। বোঝা গেল তাকে কার্টেল থেকে পাঠানো হয়েছে নজর রাখার জন্য।

"তুমি দেখতেই পাচ্ছ," আমেরিকানটি বললো, রিমোটটি বিছানায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে। "তুমি আর ফিরে যেতে পারবে না। তারাও তোমাকে খুঁজতে এখানে আসবে না। এখনও না, কখনোই না। জোয়ান কর্তেজ সেই পুড়ে যাওয়া গাড়িতেই মারা গেছে। তুমি এখন আমেরিকায় আমাদের সাথে থাকবে। আমরা তোমার দেখাশোনা করব। তোমার কোন ক্ষতি করব না আমরা। আমি কথা দিচ্ছি। আমি আমার কথা রাখব। অবশ্যই তোমার নাম এবং ছোটখাট বিষয় পরিবর্তন করা হবে। আমাদের একটা উইটনেস প্রটেকশান প্রোগ্রাম আছে তুমি সেই প্রোগ্রামের আওতায় থাকবে।

"তুমি হবে একজন নতুন মানুষ, নতুন একটি জায়গায় নতুন এক জীবন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাবে। নতুন একটা চাকুরি, নতুন একটা বাড়ি, নতুন বন্ধু-বান্ধব, সব কিছু নতুন।"

"কিন্তু আমি নতুন জিনিস চাই না," জোয়ান কর্তেজ হতাশায় চিৎকার করে উঠলো। "আমি আমার পুরনো জীবন ফেরত চাই।"

"তুমি ফিরে যেতে পারবে না, জোয়ান। পুরনো জীবন শেষ হয়ে গেছে।"

"তাহলে আমার স্ত্রী আর বাচ্চা?"

"তারাও তোমার এই নতুন জীবনে তোমার সাথে এখানে থাকবে। এদেশে এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে কর্তেজেনার মতোই সূর্য ওঠে। এখানেও লক্ষ লক্ষ কলাম্বিয়ান আছে ইমিগ্র্যান্ট হিসেবে, তারা তো সুখেই আছে।"

"কিন্তু তারা কিভাবে আসবে...?"

"আমরা তাদের নিয়ে আসব। তুমি পেদ্রোকে এখানেই বড় করে তুলবে। কার্তেজেনায় থাকলে সে কি হতে পারতো? বড়জোর তোমার মত ওয়েল্ডার? প্রতিদিন ডকইয়ার্ডে গিয়ে কাজ করতে হতো তাকে। এখানে বিশ বছরের মধ্যে সে যেকোন কিছু হতে পারবে। ডক্টর, উকিল, এমনকি সিনেটর পর্যন্ত।"

কলাম্বিয়ান ওয়েল্ডার মুখ হাঁ করে সেসব শুনতে লাগলো। "আমার ছেলে পেদ্রো সিনেটর হবে?"

"কেন নয়? এখানে একটি ছেলে যে কোন কিছু হওয়ার জন্য গড়ে ওঠে। আমরা এটিকে বলি আমেরিকান ড্রিম। কিন্তু তোমার জন্য এত কিছু করার বিনিময়ে আমরা তোমার কাছে ছোট্ট একটা সাহায্য চাই।"

"কিন্তু আপনাদের সাহায্য করার ক্ষমতা আমার নেই।"

"সেটা তোমার আছে, জোয়ান মাই ফ্রেন্ড। সাদা পাউডারগুলো আমার দেশটাকে নষ্ট করে ফেলছে। এ দেশের তোমার পেদ্রোর মত যুবকেরা আজ মৃত্যুপথযাত্রী সেই পাউডারের প্রভাবে আর সেগুলো আসে জাহাজে করে, জাহাজের সেই সব গোপন প্রকোষ্ঠে যেগুলো আমরা খুঁজে বের করতে পারি না। তুমি নিজে এমন বহু জাহাজের গোপন কুঠুরী তৈরি করেছো। আমরা চাই তুমি সেই সব জাহাজগুলোর নাম আমাদের বলে দেবে।"

"দেখ, আমাকে যেতে হবে এখন," একটু পর ক্যাল ডেক্সটার উঠে দাঁড়ালেন, জোয়ানের পিঠে মৃদু চামড়ে দিলেন তিনি। "ব্যাপারটা তুমি আরও ভাবো। কয়েকবার ওই ডিভিডিটা দেখ। ইরিনা তোমার জন্য অনেক কষ্টে আছে। পেদ্রো তার পাপার জন্য এখনও কাঁদে। তুমি যদি ওদের এখানে তোমার কাছে আনতে পার তবে সেটা তোমাদের সবার জন্যেই ভাল হবে। শুধুমাত্র কয়েকটা জাহাজের নামের বিনিময়ে তুমি সেটা পাচ্ছ। চব্বিশ ঘণ্টা পর আমি আবার আসব। তবে তুমি আর ফিরে যেতে পারবে না সে

www.BanglaBook.org

ব্যাপারটাও মাথায় রেখ। তুমি এখন চিন্তা করে দেখ কি করবে। আমার লোকেরা আছে এখানে, তারা তোমার দেখাশোনা করবে।"

সিদি আব্বাস নামক ট্র্যাম্প জাহাজটি কোন কালে কোন সুন্দরী প্রতিযোগীতায় অংশ গ্রহণ করতে যায় নি কিংবা যাবার মত অবস্থায়ও নেই। এর হোল্ডে যে আট বান্ডিল জিনিস আছে তার দামের তুলনায় এ জাহাজের দাম অতি নগন্য।

জাহাজটি লিবিয়া উপকূলের গালফ অফ সার্ত্রে থেকে বেরিয়ে এসেছে। সেটি যাচ্ছিল ইতালিয়ান প্রদেশ ক্যালাব্রিয়ার দিকে। টুরিস্টরা যেমনটা চায় এখানে পরিস্থিতি তার বিপরীত। এই ভূমধ্যসাগর যেকোন সময় উত্তাল হয়ে উঠতে পারে। প্রায় সময়েই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই ম্যাড়ম্যাড়ে জাহাজটি ঝড়ের সময়ে বিশাল ঢেউগুলোর সাথে পাল্লা দেয় এবং মাল্টার পশ্চিম থেকে ইতালিয়ান পেনিনসুলার দিকে এগিয়ে চলে।

এই আট বান্ডিল কার্গো মাস খানেক আগে নেমেছিল গিনি-কোনাক্রির রাজধানী কোনাক্রি সিটিতে, সেগুলো সেখানে এসেছিল ভেনিজুয়েলা হয়ে। উষ্ণমন্ডলীয় আফ্রিকা থেকে কার্গো গুলো ট্রাকে করে উত্তরে গিয়েছে রেইন ফরেস্টের মধ্য থেকে সাভানাহ্ এবং সাহরা মরুভূমির উত্তপ্ত বালির মধ্য দিয়ে। সেটি ছিল একটি পরিশ্রমসাধ্য দুর্গম পথ কিন্তু যেসব ড্রাইভার সেগুলো চালায় তারা এসবে অভ্যস্ত এবং তারাই এত দূরের পথ চালিয়ে নিয়ে যায়।

তারা ঘন্টার পর ঘন্টা, দিনের পর দিন একটানা চালিয়ে যায় সেই বালির মধ্য দিয়ে। প্রতিটি বর্ডার এবং কাস্টমস্ পোর্টে অফিসারদের হাতে গুজে দিতে হয় মোটা অঙ্কের টাকার তোড়া।

পুরো রাস্তাটা পাড়ি দিতে প্রায় মাসখানেক লাগে। যতই গাড়িটা ইউরোপের দিকে প্রতিগজ অগ্রসর হয়, এতে থাকা প্রতি কেজি কোকেনের দাম কয়েক গুন করে বেড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত এইসব ট্রেলারগুলো পৌছে যায় সেই গন্তব্যস্থলের পাশে যেগুলো সাধারণত থাকে বড় কোন শহরের আশেপাশে। নিকটবর্তী ঝোপঝাড়ময় কোন দূর্ভেদ্য জায়গায় ঘাঁটি গাড়ে এসব অবৈধ দ্রব্য।

ছোট ছোট ট্রাক কিংবা পিক-আপে করে সেই সব জিনিস পৌছে যায় কোলাহলময় কোন জেলে পল্লীতে। জেলে পল্লীর পাশে থাকা মাছহীন সমুদ্রে অপেক্ষা করতে থাকে *সিদি আব্বাস*-এর মতো কোন জাহাজ। ইউরোপের দিকে বাকি পথটুকু তারাই জিনিসগুলো বয়ে নিয়ে চলে।

সেই এপ্রিলে ট্র্যাম্প স্টিমার *সিদি আব্বাস* তাদের ভ্রমনের শেষ পর্যায়ে ছিল। তারা যাচ্ছিল ক্যালাব্রিয়ান পোর্ট জিয়োইয়া'র দিকে, যে এলাকাটা ছিল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সম্পূর্ণভাবে ড্রাঘেটা মাফিয়ার নিয়ন্ত্রণে। সে পর্যায়ে জাহাজে থাকা জিনিসগুলোর মালিকানা পরিবর্তন হওয়ার কথা। আলফ্রেড স্যুয়ারেজের দায়িত্ব শেষ হয়েছে। তার কর্তব্য ছিল এ পর্যায় পর্যন্ত পৌছানো নিশ্চিত করা, সে তার কাজ নিজস্ব উপায়ে সফলভাবে করতে পেরেছে। এখন অনারেবল ড্রাঘেটা মাফিয়া জিনিসগুলো বুঝে নেবে। বাকি পঞ্চাশ পার্সেন্ট টাকা পরিশোধ করবে। বিশাল অঙ্কের সৌভাগ্য আনয়নকারী টাকা ইতালিয়ান ভার্সন থেকে রূপান্তরিত হয়ে পৌছে যাবে ব্যাঙ্কো গুজম্যানে।

জিয়োইয়া থেকে সেই আটটি বান্ডিলের কোকেন ছোট ছোট প্যাকেটে পরিণত হয়ে চলে যাবে ইতালীর কোকেন রাজধানী মিলানে।

সিদি আব্বাস'র মাস্টার পুরো চালানটি ঠিকমতো পৌছে দিয়ে বেশ স্বস্তি পেল। আরো চার টন কোকেন গন্তব্যে পৌছে গেল, খবরটা নিশ্চয়ই ডনকে সন্তুষ্ট করবে।

জোয়ান কর্তেজ তার স্বাচ্ছন্দ্যময় কিন্তু একাকী কক্ষে ডিভিডিটা অসংখ্যবার চালিয়ে দেখল, প্রতিবারে সে দেখছিল তার শেষ কৃত্যে তার স্ত্রী এবং পুত্রের বিধ্বস্ত মুখ, তার চোখে বারবার পানি আসছিল। তার খুব ইচ্ছা হচ্ছিল আবার তাদের দেখতে, তাদের কাছে পেতে কিন্তু সে জানতো আমেরিকানরা ঠিকই বলেছে, সে কখনোই আর কার্তেজেনায় ফিরে যেতে পারবে না।

যখন ক্যাল ডেক্সটার ফিরে আসলেন তখন জোয়ান কর্তেজ সম্মতি সূচক মাথা নাড়ল। সে সহযোগিতা করতে রাজি।

"কিন্তু আমার কিছু শর্ত আছে," সে বলল, "যখন আমি আমার ছেলেকে স্পর্শ করব, আমার স্ত্রীকে কিস করব, তখনই আমার জাহাজগুলোর নাম মনে পড়বে। তর আগে আমি একটা জাহাজের নাম বলব না।"

ডেক্সটার মৃদু হাসলেন।

"আমি সেটাই চাচ্ছিলাম," তিনি বললেন, "এখন আমাদের কাজ শুরু করতে হবে।"

"একজন রেকর্ডিং ইঞ্জিনিয়ার আসলে ভিডিওটেপ তৈরি করা হল, সেইসাথে কিছু ছবিও তোলা হল। জোয়ান ক্যামেরার দিকে মুখ করে আছে এবং তার হাতে সেই দিনের একটি মিয়ামি হেরাল্ড পত্রিকার কপি ধরা যাতে ওই দিনের তারিখ স্পষ্ট পড়া যাচ্ছিল। আরেকটি ছবিতে ওয়েল্ডাবের উরুতে থাকা গোলাপী জন্ম দাগের ছবিও তোলা হল। প্রমাণগুলো নিয়ে ডেক্সটার চলে গেলেন।

ওদিকে হোয়াইট হাউসের জোনাথন সিলভার অধৈর্য হয়ে পড়ছিলেন। তিনি কাজের কতটুকু অগ্রগতি হচ্ছে জানতে চাচ্ছিলেন কিন্তু ডেভেরু তাকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মোটেও পাত্তা দিচ্ছিলেন না। হোয়াইট হাউসের চিফ অফ স্টাফ বিরক্ত হলেও তার কিছু করার ছিল না।

ডেভেরুর কথা অনুযায়ী তাকে তার দাবীকৃত পরিমাণ টাকা দেয়া হয়েছে সরকারী সব নিরাপত্তাসংস্থা থেকে সহযোগীতা করার ব্যবস্থা করা হয়েছে কিন্তু তবুও মাদক পরিস্থিতির কোন উন্নতি হচ্ছে না বরং অবস্থার আরো অবনিত হচ্ছে। সিলভার ক্রমেই অধৈর্য হয়ে পড়ছিলেন।

কিছু কিছু চালান আগের মতোই ধরা পড়ছিল এবং সেই ধরা পড়ার খবর ফলাও করে মিডিয়ায় প্রচার হচ্ছিল। যে মূল্যের চালান আটক হয়েছে বলে তারা দাবী করত সেটি ছিল স্ট্রিট ভ্যালু অর্থাৎ যে দামে সেটা কাস্টমারদের কাছে বিক্রি হয় সেই মূল্য। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সেই মূল্য বলতো তাদের কৃতিত্বকে বড় করে দেখানো জন্য।

কিন্তু তৃতীয় বিশ্বগুলোতে কোকেনের চালান আটক হলেও সেগুলো পুণরায় ছাড়া পেয়ে আবার সমুদ্রে হারিয়ে যেত; আটক হওয়া ক্রু রা অল্প কয়েকদিন আটকে থাকার পরই জামিনে ছাড়া পেয়ে যেত এবং পুরনো পেশায় ফিরে যেত। এটা ডিইএর লোকদের হতাশ করত এবং এসব দুস্কৃতকারীর চোখের সামনে দিয়ে ছাড়া পাওয়ার ঘটনা তাদের দেখতে হত।

জোনথান সিলভার খবর পেলেন যে সবকিছু আগের মতোই চলছে তাই এক সময় অধৈর্য্য হয়ে তিনি এক পড়ন্ত বিকেলে সারাদেশ যখন ইস্টারের ছুটিতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে তখন আলেক্সান্ড্রিয়ার পল ডেভেরুর বাড়ির নাম্বারে ফোন করলেন।

"আমাকে কাজটা দেয়া হয়েছিল গত অক্টোবরে।" ওপাশ থেকে বললেন, "আমি বলেছিলাম প্রস্তুতি নেয়ার জন্য আমার নয় মাস সময় লাগবে। যথা সময়ে ব্যাপারগুলোর পরিবর্তন হবে। হ্যাপি ইস্টার," বলে ডেভেরু ফোন রেখে দিলেন।

সিলভার রাগে কাঁপছিলেন। হোয়াইট হাউসের চিফ অফ স্টাফ হওয়ার কারণে কারো কাছ থেকে এমন ব্যবহার পাওয়ার অভিজ্ঞতা তার নেই; শুধু মাত্র কোবরাই মনে হচ্ছে সেটি করলো।

ক্যাল ডেক্সটার মালাম্বু এয়ারবেস হয়ে ফের কলাম্বিয়ায় উড়ে গেলেন। এবারে ডেভেরক্সের সহায়তায় তিনি সিআইএ'র একটি এক্সিকিউটিভ জেট নিয়ে এসেছেন। এটা তার নিজের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নয় বরং কাজের সুবিধার জন্য এনেছেন। কার্তেজেনার পাশের শহর থেকে তিনি একটা গাড়ি ভাড়া করলেন এবং কার্তেজেনায় চললেন। কোন কোন ক্ষেত্রে কাজের গতি এবং দ্রুততা সাফল্য আনে, এক্ষেত্রে তিনি যদি ম্যান পাওয়ার তথা গানম্যান নিয়ে আসতেন তবে ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি থাকতো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যদিও তিনি তাকে আগে লুকিয়ে দেখেছেন কিন্তু সেনোরা কর্তেজ তাকে আগে কখনো দেখে নি। পুরো শহরটি ইস্টার উৎসবের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল শুধুমাত্র সতেরো নম্বার বাড়িটি ছাড়া।

তিনি কয়েকবার বাড়িটির সামনে দিয়ে গাড়ি চালিয়ে গেলেন এবং অন্ধকারের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। তিনি নাক গলানো স্বভাবের কোন প্রতিবেশীর জেরার মুখে পড়তে চাইলেন না তাই গাড়িটিকে একটু দূরে পার্ক করলেন। তিনি চাচ্ছিলেন বাতিগুলো জ্বলে উঠুক এবং পর্দাগুলো নেমে যাক। ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করলেন। অবশেষে বাতি জ্বলল এবং পর্দাগুলো নামল। আলোতে ডেক্সটার বাইরে থেকে মা ছেলেকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন বাড়িতে তারা ছাড়া অন্য কোন বাইরের ভিজিটর নেই সেটি তিনি অনুমান করলেন বাড়ির সামনের পার্কিংটাতে কোন গাড়ি না দেখতে পেয়ে। তারা বাড়িতে একা ছিল। তিনি ঘরের দিকে এগোলেন এবং বেল বাজালেন। জোয়ানের ছেলে পেড্রো দরজা খুলল ডেক্সটার সহজেই চিনতে পারলেন জোয়ানের শেষ কৃত্যের ভিডিওকে তাকে দেখেছেন। তার মুখে দুখি দুখি ভাব ছিল, মুখে হাসির কোন চিহ্ন নেই। ডেক্সটার একটা পুলিশ ব্যাজ বের করে একবার দেখিয়ে সেটি পকেটে পুরলেন যেভাবে পুলিশ অফিসাররা সাধারণত দেখিয়ে থাকে।

"টেনিটো ডেলগাডো, ফ্রম মিউনিসিপ্যাল পুলিশ," স্প্যানিশে ছেলেটিকে বললেন, পুলিশ ব্যাজটি আসলে ছিল মিয়ামি পুলিশ ডিপার্টমেন্টের একটি ডুপ্লিকেট ব্যাজ। কিন্তু ছেলেটির এতো কিছু বোঝার কথা না। "আমি কি তোমার মায়ের সাথে কথা বলতে পারি?"

বলতে বলতে তিনি রুমে ঢুকে পড়লেন। ছেলেটি চিৎকার করে বলতে বলতে ঘরের ভেতরে ঢুকল, "মা, একজন পুলিশ অফিসার এসেছেন।"

সেনোরা কর্তেজ তার হাত মুছতে মুছতে কিচেন থেকে বেরিয়ে আসলেন। তার মুখে ক্ষনিক আগের কান্নার চিহ্ন স্পষ্ট। ডেক্সটার তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন এবং ড্রইং রুমে আসার জন্য ইঙ্গিত করলেন। এমন ভাবে তিনি সেটি করলেন, নির্দেশনাটা স্পষ্ট বুঝা গেল, মহিলা ঠিক তাই করলেন। যখন তিনি এবং তার ছেলে সোফায় বসলেন তখন ডেক্সটার তার পাসপোর্টটা বের করে তাদের চোখের সামনে ধরলেন সেটি ছিল একটি আমেরিকান পাসপোর্ট। পার্সপোর্টের কভারে থাকা আমেরিকান চিহ্ন ঈগলের ছবিটার দিকে নির্দেশ করলেন।

"সেনোরা, আমি কলাম্বিয়ান পুলিশ অফিসার নই, যেমনটা এই পাসপোর্টে দেখতে পাচ্ছেন আমি আমেরিকান। এখন আমি আপনাদের একটা কথা বলব যেটি শুনে আপনি সত্যিই একটা ঝাঁকি খাবেন। আপনি এবং আপনার ছেলে

www.BanglaBook.org

দুজনেই। আপনার স্বামী জোয়ান, সে মরে নি, আমাদের সাথে ফ্লোরিডায় আছে।"

মহিলা খানিকটা সময় কিছুই বুঝে উঠতে পারল না। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল তারপর বিস্ময়ে মুখে হাত দিল।

"না, সেটা হতে পারে না," সে ঢোক গিলল। "আমি তার ডেডবডি দেখেছি..."

"না সেনোরা, আপনি আরেকজনের শরীর দেখেছেন, সেই লোকটি পুড়ে ছাই হয়ে গেছিল আর তার চেহারা চেনার কোন উপায় ছিল না। আপনি জোয়ানের মানিব্যাগ, মেডালিয়ন এবং সিগনেট রিং দেখে ধরে নিয়েছেন সেটি জোয়ান। সেই সব কিছু ওরই ছিল শুধু শরীরটা বাদে। সেটি একটি নাটক ছিল। সে এখন আমাদের সাথে ফ্লোরিডায় আছে। সে আমাকে পাঠিয়েছে আপনাদের দুজনকে নিয়ে যেতে। এখনই প্লিজ..."

তিনি কোটের পকেট থেকে জোয়ানের তিনটি ছবি বের করলেন। তার হাতে আগের দিনের মিয়ামি হেরাল্ড পত্রিকা ধরা যাতে ডেটটা স্পষ্ট পড়া যাচ্ছিল। আরেকটি ছবিতে দেখা যাচ্ছিল তার জন্মদাগ। সেটির কথা সে ছাড়া অন্য কারো জানা থাকার কথা না।

সে আবার কাঁদতে শুরু করল। "আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।" তার ছেলেই আগে সম্বিত ফিরে পেলো। সে হাসতে শুরু করলো।

ডেক্সটার পকেট থেকে একটা রেকর্ডার বের করলেন এবং প্লে বাটন চাপলেন। মৃত ওয়েল্ডারের কথায় ছোট ঘরটা ঘরে গেল।

"প্রিয়তম ইরিনা ডার্লিং। সোনা-মানিক পেদ্রো। এটা সত্যিই আমি..."

সে সংক্ষিপ্ত কয়েকটা বাক্যে শেষ করেছে। এর পরপরই পেদ্রো এবং ইরিনা তাদের পুরো সম্পত্তি থেকে বেছে বেছে সবচেয়ে পছন্দের কয়েকটা জিনিস নিয়ে একটা করে স্যুটকেস ভর্তি করেছে এবং চির জীবনের মতো সতেরো নম্বর বাড়িটাকে বিদায় জানিয়ে ডেক্সটারের পিছু পিছু বেরিয়ে এসেছে।

সেটি করতে তাড়াহুড়োর মধ্যেও এক ঘন্টা লাগলো, হাসি কান্নায় মাখামাখি মা ছেলে একবার প্যাক করছিল তারপরেই দেখা যাচ্ছে আবার সেটা বের ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছিল। এটা না সেটা, সেটা নয় এটা। শেষপর্যন্ত তৃতীয়বারে প্যাকিং শেষ হল। আসলে পুরো জীবনটা এত অল্প সময়ের মধ্যে একটা স্যুটকেস ভরে ফেলা একটু কঠিনই বটে।

তারা লাইটগুলো জ্বালিয়ে রেখেই বের হলেন এবং দরজা বাহির থেকে লক করে দিলেন যাতে তাদের অনুপস্থিতির কথা টের পেতে একটু বেশি সময় নেয় এবং ওই সময়ের মধ্যেই তারা নিরাপদ দূরত্বে পৌছে যেতে পারেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যাবার সময় সেনোরা একটি চিরকুট লিখে রাখলেন। সেটি লেখা হয়েছিল প্রতিবেশীদের উদ্দেশ্যে এবং সেটি বলছিল যে, তিনি এবং পেড্রো নতুন জীবন শুরু করতে অন্য জায়গায় পাড়ি দিয়েছেন।

জেটে বসে ফ্লোরিডা উড়ে যাবার সময় ডেক্সটার তাকে ব্যাখ্যা করলেন, ফ্লোরিডা থেকে তার নিকটতম প্রতিবেশীর কাছে তার লেখা একটি চিঠি আসবে। সেটিতে লেখা থাকবে তিনি আর পেড্রো এখানে ভালোই আছেন, জীবন চালানোর জন্য আপতত একটি ক্লিনিং জব বেছে নিয়েছেন। কেউ যদি ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখতে চায় তবে ফ্লোরিডার পোস্টমার্ক দেখেই তার অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে যাবে। কিন্তু সেটিতে কোন ঠিকানা দেয়া থাকবে না তাই ফিরতি উত্তর পাঠানোর সুযোগ থাকবে না, ব্যাপারটা এখানেই শেষ হয়ে যাবে।

সেটি ছিল একটি দীর্ঘ পুনর্মিলন এখানেও ছিল হাসি কান্নার মিশ্রণ। সেই পুণর্মিলনের জন্য দীর্ঘ সময় ধরে ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করা হল। তারপর জোয়ান তার কথামত একটা কলম এবং কাগজ নিয়ে নাম লিখতে বসে গেল। যদিও তার শিক্ষা দীক্ষা কম ছিল তবুও তার স্মরণশক্তি ছিল অসাধারণ। সে চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ ভাবছিল এবং কয়েকটি করে নাম লিখছিল। চোখ বন্ধ করে কয়েক বছর আগে ফিরে যাচ্ছিল সে আর খাতায় লেখা নামের তালিকা হচ্ছিল দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর।

যখন তার লেখা শেষ হল, সে ডেক্সটারকে আশ্বাস্ত করল এর বাইরে অন্য আর কোন জাহাজে সে কাজ করে নি। যতগুলোতে কাজ করেছে সবগুলোর নামই লেখা হয়েছে। তার লিস্টে ছিল আটাত্তরটি জাহাজের নাম। সবগুলোতেই সে কোকেন পরিবহনের জন্য গোপন কুঠুরী বানিয়েছে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৭

ক্যাল ডেক্সটারের জন্য এটি ছিল সৌভাগ্যজনক যে জেরেমি বিশপের সামাজিক জীবন বলতে কিছু ছিল না। সে এই ইস্টারের সময়েও তার ল্যাবের কাজে নিয়োজিত। ডেক্সটারকে ঢুকতে দেখে সে বরং খুশিই হল।

"আমার কাছে কিছু জাহাজের নাম আছে," ডেক্সটার বললেন, "সব মিলিয়ে আটাত্তরটি। আমি সেগুলোর ব্যাপারে সব খবর জানতে চাই। সেগুলো কত বড় কার্গোর ধরণ, যদি সম্ভব হয় এদের মালিক কারা, হ্যান্ডলিং এজেন্ট কারা, বর্তমান চার্টার এবং সবার আগে তাদের অবস্থান। অর্থাৎ তারা এখন কোথায় আছে।"

"তুমি বরং একটা ট্রেডিং কোম্পানি হয়ে যাও, জাহাজের সব খবরাখবর রাখা শুরু কর। যখন আটাত্তরটি জাহাজের কোন একটা ট্রেস করতে পারবে তখনই চার্টার অনুসন্ধান বন্ধ করে দেবে। অন্য তথ্য দিতে না পারলেও সেগুলো দেখতে কেমন এবং কোথায় আছে সেটা বের করতেই হবে।"

"আপনি যা চিন্তা করছেন তার চেয়েও ভাল কিছু আমি করতে পারি," উচ্ছ্বসিত বিশপ বলল, "আমি সম্ভবত জাহাজগুলোর ছবিও বের করে দিতে পারি।"

"উপর থেকে তোলা।"

"হ্যা।"

"ঠিক আছে, তুমি চেষ্টা কর। পশ্চিম কিংবা দক্ষিণ ক্যারিবিয়ান থেকে ইউএস এবং ইউরোপের রুটটার দিকে ভালো করে খেয়াল রেখ।"

টানা দুদিন ধরে তার কম্পিউটার এবং মনিটরের সামনে বসে থেকে জেরমি বিশপ জোয়ান কর্তেজের লিস্টের বারোটা জাহাজের লোকেশন খুঁজে পেয়েছে। এখন পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া জাহাজগুলোর তথ্য সে ডেক্সটারকে দিল। সবগুলো জাহাজই ছিল ক্যারিবিয়ান বেসিনে, হয় তারা সেদিক থেকে আসতেছিল অথবা সেদিকে যাচ্ছিল।

ডেক্সটার জানতেন জোয়ান যেসব জাহাজের নাম বলেছে সেগুলোর মধ্যে অনেকগুলোই কোন শিপিং কোম্পানির অধীনে রেজিস্ট্রেশন করা থাকবে না। তাছাড়া এদের অনেকগুলোই পুরনো মাঝ ধরা জাহাজ এবং এদের আকার কমার্শিয়াল লিস্টের স্টান্ডার্ডের নিচে। তাই সেগুলো সম্পর্কে তথ্য খুঁজে পাওয়া একটু দুষ্কর। তবে সেই তথ্যগুলো খুবই প্রয়োজন।

বড় জাহাজগুলো সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যাবে যে পোর্ট তারা ছেড়ে এসেছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তার কাস্টমস্ থেকে, এমনকি এখান থেকে তাদের গন্তব্যও জানা যাবে। বড় জাহাজগুলো সাধারণত পোর্ট ছেড়ে যাবার পরে অন্য ছোট কোন স্টিমার কিংবা ট্রলারে কোকেন খালাস করে দেয়। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধেও অভিযোগ প্রমাণ করা যাবে, স্নিফার কুকুর দিয়ে তাদের লুকানোর জায়গা খুঁজে বের করে সেখানে প্রাপ্ত কোকেনের অবশিষ্টাংশ থেকে।

যে জাহাজগুলো লিসবনে টিম ম্যানহায়ার এবং তার অ্যানালিস্টদের হতাশ করে সেগুলো হচ্ছে পশ্চিম আফ্রিকার ম্যানগ্রোভ ফরেস্টের খাঁড়িতে কাঠের জেটিতে ডকিং করা অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের জলযানগুলো। কোন তালিকায়ই তাদের খুঁজে পাওয়া যায় না। শেষপর্যন্ত জোয়ানের তালিকার পঁচিশটি বড় জাহাজ খুঁজে পাওয়া গেল লয়েড শিপিং ম্যানেজমেন্ট কোম্পানির রেজিস্ট্রেশন করা; বাকিগুলোর খবর ছিলো অজানা। তবুও পঁচিশটি জাহাজও যদি অকেজো করে দেয়া যায় তবে সেটি কার্টেলের জাহাজের রিজার্ভে বড় একটি শূন্যতা সৃষ্টি করবে। তবে এখনই নয়, কোবরা এখন পর্যন্ত পুরোপুরি তৈরি নন।

ব্রাজিলিয়ান এয়ারফোর্সের অবসরপ্রাপ্ত মেজর জোয়াও মেনডোজা মে মাসের শুরুতে হিথ্রো এয়ারপোর্টে পৌঁছলেন। ক্যাল ডেক্সটার কাস্টমস্ হলের দরজার বাইরে তিন নাম্বার টার্মিনালে তার সাথে দেখা করলেন। তাকে চিনতে ডেক্সটারের কোন সমস্যা হল না, সাবেক এই দ্রুতগামী জেট পাইলটের চেহারা তার ভালোই মনে আছে।

মেজর মেনডোজার মত একজন খুঁজে পেতে অনেক কষ্ট হয়েছে, প্রায় ছয় মাস অনেক খোঁজাখুজির পর তার হদিস পাওয়া গেছে। শেষে এক সময় ডেক্সটার তার খোঁজ পেলেন লন্ডনে রয়্যাল এয়ার ফোর্সের এক চিফ অফ এয়ার স্টাফের সাথে লাঞ্চ করার সময়। সেই এয়ার চিফ মার্শাল পুরো ব্যাপারটা শুনে একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন।

"আমার মনে হয় না এভাবে কিছু করা সম্ভব," শেষ পর্যন্ত তিনি বললেন। "আকাশ থেকে সোজা নেমে? কোন ওয়ানিং ছাড়া? আমার মনে হয় আমাদের লোকদের এই ব্যাপারটা নিয়ে সমস্যা দেখে দেবে, তাদের বিবেকই তাদের বাধা দিবে। আমার মনে হয় না কারো নাম এ ব্যাপারে সুপারিশ করা উচিত হবে।"

একই ধরনের প্রতিক্রিয়া ডেক্সটার পেয়েছিলেন আরেকজন টু-স্টার জেনারেলের কাছ থেকে, তিনিও অবসরপ্রাপ্ত, তিনি গালফ ওয়ারের সময় এফ-১৫ ঈগল চালাতেন।

"মনে রাখবা," তিনি চলে যাওয়ার সময় বলেছিলেন, "শুধু একটা এয়ারফোর্সই আছে, যারা আকাশে কোকেন স্মাগলারদের প্লেন উড়িয়ে দিতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পারবে বিনা দ্বিধায় । সেটি হচ্ছে ব্রাজিলিয়ান এয়ারফোর্স ।"

তার পরেই ডেক্সটার সান্ত পাত্তলোর অবসরপ্রাপ্ত এয়ার ফোর্স পাইলটদের একটি সংগঠনের সাথে যোগাযোগ করেন এবং জোয়াও মেনডোজাকে খুঁজে পান । মেনডোজা তার বাবার ব্যবসায় সাহায্য করার জন্য এয়ারফোর্স থেকে অবসর নিয়েছিলেন । তার বয়েস প্রায় পঁয়তাল্লিশ । অবসর নেয়ার আগে তিনি নর্থরোপ গ্রুম্যান এফটিএসই টাইগার্স চালাতেন । বর্তমানে তার ব্যবসায়িক অবস্থা খুব একটা ভাল যাচ্ছে না । সাম্প্রতিক বিশ্বমন্দায় তার ব্যবসার অবস্থা বেহাল । ব্যবসা বাদ দিয়ে তিনি কোন অফিস জব খোঁজার কথা ভাবছিলেন । ভেবেছিলেন তাকে বুঝি আর কেউ কখনো প্লেন চালানোর সুযোগ দিবে না । এই পরিস্থিতিতে ডেক্সটার তার কাছে বিশাল অঙ্কের টাকার অফার নিয়ে গিয়েছিলেন । তাছাড়া কোকেনের প্রতি তার ব্যক্তিগত আক্রোশও ছিল । তার প্রিয় ছোট ভাই কোকেনে আসক্ত যাকে কোনভাবেই ওই পথ থেকে ফেরানো যায় নি ফলে সে ধীরে ধীরে মৃত্যুর খুব কাছে পৌছে গেছে ।

ডেক্সটার একটি কার ভাড়া করলেন এবং ব্রাজিলিয়ানকে নিয়ে গাড়ি চালিয়ে যেতে লাগলেন উত্তর দিকে সেই সমতল কাউন্টির দিকে যেটি ছিল নর্থ-সীর পাড়ে অবস্থিত এবং এতে কোন পাহাড় পর্বত না থাকায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সেই,জায়গাটি একটি বম্বিং বেস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, জায়গাটির নাম স্কাম্পটন । স্নায়ুযুদ্ধের সময়কালে এখানেই ভি-বোম্বার ফোর্সের ঘাঁটি ছিল যেগুলো ব্রিটিশ অ্যাটমিক বোম বহন করছিল ।

২০১১ সালের কয়েক বছর আগে থেকে অনেকগুলো বেসামরিক এন্টারপ্রাইজ এখানে জড়ো হয়েছে । সেই সব এন্টারপ্রাইজগুলোর মধ্যে একটি ছিল কিছু সংখ্যক উদ্যমী পাইলটদের সংগঠন যারা পুরনো ব্ল্যাকবার্ন বুকানিয়ার প্লেন সংগ্রহ করে সেগুলো মেরামত করছিল ।

এখন তারা সাউথ আফ্রিকা থেকে চার মাস আগে গাই ডলফেন নিয়ে আসা বিমানটা কনভার্ট করছিল এবং বিমানের ছোটখাট সমস্যাগুলো ঠিক করছিল টাকার বিনিময়ে ।

এই সংগঠনের বেশির ভাগ বুকানিয়ারপ্রেমীরা কখনোই এসব জেট-ফ্লায়ার চালায় নি । তাদের বেশির ভাগই ছিল বুকানিয়ারের রক্ষনাবেক্ষণের দায়িত্বে অথবা ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার যারা নেভি কিংব এয়ারফোর্সের হয়ে কাজ করতো । তাদের সবাই স্কাম্পটনের আশেপাশেই বাস করে এবং প্রতি উইকএন্ডে তাদের সংগ্রহ করা বুকানিয়ারগুলো রক্ষণাবেক্ষণ এবং উড়ার উপযোগী করার কাজে স্বেচ্ছাশ্রম দেয় ।

ওই রাতটা ডেক্সটার এবং মেনডোজা স্থানীয় একটি হোটেলে কাটালেন এবং পরের দিন সকালে স্ক্যাম্পটনের গ্রুপটির সাথে দেখা করতে গেলেন ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সেখানে উপস্থিত ছিল চৌদ্দজন। তাদের সবাইকে ডেক্সটার কোবরার টাকায় কাজে লাগিয়েছেন। তারা বুকানিয়ারের নতুন পাইলটকে সগর্বে দেখাল তারা প্লেনটির কি কি জিনিস পরিবর্তন করেছে।

প্রধান পরিবর্তনটি ছিল গানগুলোর ফিটিংয়ে। স্নায়ুযুদ্ধের সময়ে বুকানিয়ার বহন করত লাইট বম্বার যেগুলো সাধারণত জাহাজ ধ্বংস করার কাজে ব্যবহৃত হত। এই বিমানগুলোতে আরো থাকত বিভিন্ন ধরনের বোম এবং রকেট, এমনকি এটম বোমাও, সেগুলো থাকত উইংয়ের নিচের পে-লোড গুলোতে।

মেনডেজো লক্ষ্য করলেন এই প্লেনটিতে সেই সবের জায়গায় ফুয়েল ট্যাঙ্ক বসানো হয়েছে, যেটি প্লেনটিকে দিয়েছে অকল্পনীয় লয়টার টাইম অর্থাৎ অনেক বেশি সময় আকাশে থাকার ক্ষমতা। এতে একটি ব্যতিক্রম ছিল।

যদিও এই বুকানিয়ার প্লেনটি কখনোই প্লেন আটক করার কাজে ব্যবহার করা হতো না, ইন্সট্রাক্টরের কথামতো তিনি বুঝতে পারছেন এতে গান যুক্ত করা হয়েছে।

প্রতিটি উইংয়ের নিচে আগে যে পাইলনগুলোতে রকেট-পড থাকত সেগুলোতে গানপ্যাক বসানো হয়েছে। প্রতিটি উইংয়ের নিচে একজ জোড়া করে ৩০ মিলিলিটার এডেন কামান বসানো হয়েছে যাতে যে কোন জিনিস গুঁড়িয়ে দেয়ার মত ফায়ার পাওয়ার আছে।

রিয়ার ককপিটে এখন পর্যন্ত কোন পরিবর্তন আসে নি। শ্রীঘ্রই সেখানেও একটা ফুয়েল ট্যাঙ্ক বসানো হবে। আর বসানো হবে একটা অত্যাধুনিক কমিউনিকেশন্স সেট। এই বুকানিয়ার পাইলটের পেছনে কোন রেডিও অপারেটর থাকবে না বরং এর পেছনে থাকা একটি স্পিকারে দূরবর্তী কোন স্থান থেকে ভেসে আসবে একটি কণ্ঠ এবং সে জানাবে ঠিক কোথায় গেলে টার্গেট খুঁজে পাওয়া যাবে।

"শি ইজ বিউটিফুল," বিমানটির দিকে তাকিয়ে মৃদু স্বরে বলল মেনডোজা।

"তাকে পছন্দ হয়েছে জেনে খুশি হলাম," তার পেছন থেকে একটি কণ্ঠ ভেসে এল। মেনডোজা পেছনে ফিরে প্রায় বছর চল্লিশের কাছাকাছি একজন স্লিম মাহিলাকে দেখতে পেল। মহিলাটি একটা হাত বাড়িয়ে দিল।

"আমি কলিন কেক। কনভার্শনের পর এটার নতুন নিয়ম কানুন আমিই তোমাকে শেখাব অর্থাৎ তোমার ইন্সট্রাক্টর।"

"আশা করছি বিমানটার সাথে অনেক ভাল সময় কাটবে," মেনডোজা বললেন হ্যান্ডশেক করতে করতে।

তারপর সবাই মিলে ডেক্সটারের হোটেলে গেলেন এবং সেখানে একটি ছোটখাট পার্টি হয়ে গেল। পরেরদিন সকালে ডেক্সটার চলে গেলেন এবং তারা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সেখানে ট্রেনিং শুরু করল। মেজর মেনডোজা এবং এখানকার ছয় সদস্য বিশিষ্ট মেইনটেন্যান্স টিমকে জুন মাসের শেষদিন ডেক্সটার নিয়ে যাবেন ফোগো আইল্যান্ডে যেখানে একটি ট্রেনিং বেস স্থাপন করা হয়েছিল। সেখান থেকে ডেক্সটার ওয়াশিংটনের জেরমি বিশপের কাছে গেলেন।

টিআর-1 এর কথা কদাচিৎ শোনা যায়, দেখা প্রায় যায়ই না। সেটি বিখ্যাত স্পাই প্লেন ইউ-টু'র অদৃশ্য উত্তরসূরী যেটি ১৯৬২ সালে কিউবাতে সোভিয়েত মিসাইল বেইস খুঁজতে গিয়েছিল।

গালফ ওয়ারের সময় ১৯১০/৯১ সালে টিআর-১ ছিলো আমেরিকার অন্যতম প্রধান স্পাই প্লেন, সেটি অনেক উঁচতে এবং অনেক দ্রুত উড়তে পারতো, সেটিকে যুক্ত ছিল ক্যামেরা যেটি তাৎক্ষণিক ভাবে ছবি তুলে পাঠাতে পারতো। ডেক্সটার আমেরিকার এয়ারফোর্স পেনিনসুলাকে দুটো এমন প্লেন ধার দিতে বলেছিলেন এবং সেগুলো এই মাত্র পৌঁছেছে। সেটি মে মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে কাজ শুরু করেছিল।

ডেক্সটার ক্লান্তিহীন জেরমি বিশপের সাহায্য নিয়ে একজন মেরিন ডিজাইনারকে খুঁজে বের করেছেন যে কিনা প্রায় সব জাহাজের যে কোন অ্যাঙ্গেল থেকে ছবি তুলতে পারতো। সে বিশপের সাথে ওয়াশিংটনের অ্যানাকস্টিয়া এলাকার হেড অফিসে বসে কাজ করছিল।

টিআর-১ ব্যবহৃত হচ্ছিল ক্যারিবিয়ান বেসিনে নজর রাখার জন্য, সেটি রিফুয়েল করত কলাম্বিয়ার মালামুতে অবস্থিত এয়ারবেসে অথবা পুয়ের্তো রিকোতে অবস্থিত আমেরিকান এয়ার বেইসে। স্পাই প্লেনটি হার্বার এবং পোর্টগুলোতে জড়ো হয়ে থাকা জাহাজগুলোর হাই-ডেফিনেশন ছবি তুলে পাঠাতে লাগল।

শিপিং ডিজাইনারটি পাওয়ার ফুল ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে সেই তুলে আনা ছবিগুলোকে বিশ্লেষণ করতে লাগলো এবং জোয়ান কর্তেজের দেয়া নামের তালিকা থেকে বের করা জাহাজগুলোর তথ্যের সাথে মিলিয়ে দেখছিল।

"ওইটা," এতোক্ষণের গবেষণার ফলস্বরূপ জড়ো হয়ে থাকা কয়েক ডজন জাহাজের একটিকে দেখিয়ে সে বলল, "সেটি অবশ্যই সোলিনি।"

"কনফিগারেশন বল।"

"মাঝারী টনেজের জাহাজ, শুধুমাত্র একটা ডেরিক, হ্যান্ডি সাইজ, গিয়ারলেস..."

"ওই যে ঐটি হচ্ছে ভার্জিন দে ভালমে, এটা যাচ্ছে মারাকাইবু'তে," স্ক্রিনে আঙ্গুল দিয়ে দেখাল বিশপ।

এভাবে একটা একটা করে তারা জোয়ান কর্তেজের লিস্টে থাকা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কার্টেলের প্রায় অর্ধেক সমুদ্রগামী জাহজের হদিস বের করে ফেলল।

* * *

শ্যাগোজ আইল্যান্ডে কেউ যায় না। সেটি এক প্রকার নিষিদ্ধ এলাকা। সেটি শুধুমাত্র ছোট কয়েকটি কোরাল দ্বীপের সমষ্টি যেগুলোর অবস্থান ভারত মহাসাগরের কোন এক স্থানে যেটি ইন্ডিয়ান দক্ষিণ উপকূল থেকে হাজার মাইলের দূরত্বে অবস্থিত।

সেখানে মালদ্বীপের মতো রিসোর্ট, হোটেল হতে পারতো সমুদ্রের মধ্যে থাকা অসম্ভব সুন্দর কিছু লেগুন, বছর ব্যাপী থাকা উজ্জ্বল সূর্য এবং এখনও স্পর্শ করা হয়নি এমন কোরাল রীফের জন্য। এর পরিবর্তে সেখানে ছিল বোমারু বিমান। বিশেষত আমেরিকান বি-52 বোমারু বিমান।

এখানকার সবচেয়ে বড় কোরাল দ্বীপের নাম ডিয়েগো গার্সিয়া। সেই দ্বীপগুলোর মালিকানা ছিল ব্রিটিশদের কিন্তু সেগুলো ছিল আমেরিকানদের কাছে দীর্ঘ সময়ের জন্য লীজ দেয়া। সেটি ছিল একটি এয়ারবেস এবং নেভাল রিফুয়েলিং স্টেশন। সেটি এমনই স্পর্শকাতর এলাকা যে এখানকার সাবেক অধিবাসীদের অন্য দ্বীপে স্থানান্তর করা হয়েছে এবং এখানে অন্য কারো আর প্রবেশাধিকার নেই এখন।

২০১১ সালের উইন্টার এবং স্প্রিংয়ে সেখানে চারটি রয়্যাল ফ্লিট অক্সিলিয়ারি নোঙর ফেলল অসংখ্য সরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতি নিয়ে এবং কোবরার টাকায় ছোট একটি কলোনী নির্মাণ শুরু করলো।

সেটি কখনোই একটি রিসোর্ট কিংবা হোটেল হতে যাচ্ছিল না বরং সেটি শুধুমাত্র কোনপ্রকারে বাসযোগ্য করে গড়ে তোলা হচ্ছিল। সেখানে ব্যারাকের মতো একেক সারিতে ছিল অনেকগুলো ঘর। টয়লেটগুলো ছিল ঘরগুলোর পাশেই। একপাশে ছিল খাবারের জায়গা। ফুড হলে ছিল সারি সারি রেফ্রিজারেটর এবং বিশুদ্ধ পানি উৎপাদনকারী ডিস্যালিনেশন প্লান্ট, আর এসবের জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত ছিল অনেকগুলো জেনারেটর।

সব কাজ শেষ হয়ে গেলে এখানে থাকতে পারবে প্রায় দুশ' জন লোক। সব জিনিস যাতে ঠিকমত চলে সেটি দেখাশোনার জন্য সেখানে পর্যাপ্ত সংখ্যক ইঞ্জিনিয়ার, শেফ এবং হ্যান্ডিম্যানও আছে। এখানে একটি স্পোর্টস শেডও রয়েছে যেখানে অনেকগুলো স্কুবা ইকুপমেন্ট আছে আন্ডারওয়াটার স্পোর্টস এবং ট্রাভেলিংয়ের সুবিধা করে দেয়া আছে। এখানকার কোন আধিবাসীর যদি বই পড়ার অভ্যাস থাকে তবে তার জন্য আছে অসংখ্য স্প্যানিশ এবং ইংলিশ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বইসমৃদ্ধ একটি লাইব্রেরিও।

এই ডিয়েগো গার্সিয়া একটি মিনি আমেরিকা, যেখানে আমেরিকান অধিবাসীরা তাদের ঘরে যেসব সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকে তার সবই বিদ্যমান। এখানে একমাত্র যে অসুবিধাটা সেটি হচ্ছে প্লেনগুলোর ক্রমাগত সশব্দ উড্ডয়ন এবং অবতরণ।

সবগুলো দ্বীপ মিলিয়ে এই ছোটখাট দ্বীপপুঞ্জটির নাম ঈগল আইল্যান্ড, সেটির আরেকটি বৈশিষ্ট্য আছে। সবচেয়ে কাছের স্থলভাগ থেকে এর দূরত্ব প্রায় হাজার মাইল হওয়ায় এবং এর আশেপাশের এলাকা হাঙরে পরিপূর্ণ থাকায় এই দ্বীপ থেকে পালানো প্রায় অসম্ভব।

কেপ ভার্দে আইল্যান্ড হচ্ছে আরেকটি এলাকা যেটি সারা বছর সূর্যের কৃপায় আলোকোজ্জ্বল থাকে। মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে ফোগো ইল্যান্ডের ফ্লাইং স্কুলটি অফিসিয়ালি চালু হয়ে গেলে সেই উপলক্ষে সেখানে একটি অনুষ্ঠান হলো। ডিফেন্স মিনিস্টার সান্তিয়াগো থেকে সভাপতিত্ব করতে উড়ে এলেন সেখানে।

কেপ ভার্দে সরকার অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর শেষপর্যন্ত চব্বিশজন তরুণকে এয়ার ক্যাডেট হিসেবে মনোনীত করেছে। তাদের সবাই হয়তো পাইলট হতে পারবে না, তবুও এদের মধ্যেকার সামর্থ্যবান কয়েকজন পাইলট হিসেবে তাদের প্রতিষ্ঠিত করে নেবে। একডজন ব্রাজিল থেকে আনা টিউকানো টুইন সিটার ট্রেইনার প্লেন সারিবদ্ধভাবে রাখা। ব্রাজিল এয়ারফোর্স থেকে ধার হিসেবে আনা এক ডজন ইন্সট্রাক্টরও আছে। শুধুমাত্র যে লোকটাকে সেখানে দেখা যাচ্ছে না সে হচ্ছে কমান্ডিং অফিসার মেজর জোয়াও মেনডোজা। সে অন্য কোথাও ফ্লাইট ট্রেনিং করছে, একমাসের মধ্যে তার এখানকার দায়িত্ব বুঝে নেবে।

এটা তেমন কোন ব্যাপার না। প্রথম ত্রিশ দিন তাত্ত্বিক ক্লাশ এবং এয়ারক্রাফট পরিচিতিতেই কেটে যাবে।

সব জিনিস জানার পর মিনিস্টার এই ট্রেইনিং সেন্টার উদ্বোধনের সদয় অনুমতি দিলেন। তাকে একটি ট্রেইনার প্লেনে করে কয়েক চক্কর ঘোরানোও হল। পুরো প্রজেক্টটা ঘুরিয়ে দেখানো হল তাকে। এয়ারক্রাফট সম্পর্কে তার ধারণা কম। ট্রেইনারদের জেপি-৮ ফুয়েল স্টোরেজ কেন আরেকটি জেপি-৫ ফুয়েলের স্টোরেজ থেকে আলাদা রাখা সেটি সম্পর্কে তার মনে কোন প্রশ্ন জাগল না। জেপি-৫ ফুয়েল ব্যবহৃত হয় তাই পারফরম্যান্স যুদ্ধবিমানের জন্য আর তিনি স্টিলের দরজা দিয়ে আটকানো এক্সট্রা হ্যাঙারটি সম্পর্কেও আলাদা কোন আগ্রহ দেখালেন না। তাকে বোঝানো হলো সেটি একটি স্টোরেজ এরিয়া।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মিনিস্টার চলে গেলে ক্যাডেটরা তাদের ডরমিটরিতে ফিরে গেল। অফিসিয়াল পার্টি শেষ হবার পর দিন থেকে নতুন ক্যাডেটদের ক্লাশ শুরু হয়ে গেল।

সেই সময়ে তাদের কমান্ডিং অফিসার ইংলিশ কোস্টের পূর্বে ধূসর নর্থ সি'র ২০,০০০ ফিট উপরে তার ইন্সট্রাক্টরের সাথে মডিফাইড প্লেনটিতে নেভিগেশনাল এক্সারসাইজ করছেন। তার মহিলা ইন্সট্রাক্টর কমান্ডার কেক ছিলেন রিয়ার ককপিটে। রিয়ার ককপিট থেকে কোনভাবে প্লেন নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। তাই ধরে নেয়া যায় তিনি তার ছাত্রের উপর পুরোপুরি বিশ্বাস করে তার হাতে প্লেন চালানোর পুরো দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছেন। তবু তিনি পেছন থেকে লক্ষ্য রাখছিলেন অদৃশ্য কাল্পনিক শত্রুর উপর আক্রমণ নিখুঁত হচ্ছে কিনা। যা দেখলেন তাতে তিনি সন্তুষ্ট হলেন।

পরের দিন সারাদিন তারা ছিলেন ফ্রি কারণ সেদিন রাতের বেলা গুরুত্বপূর্ণ নাইট ফ্লাইং প্র্যাকটিশ শুরু হবে। একেবারে শেষে RATO (রকেট অ্যাসিস্টেড টেক অফ) এবং গানারি (গোলা নিক্ষেপ) প্র্যাকটিশ হবে, যার জন্য উজ্জ্বল রঙের রঙ করা অনেকগুলো ব্যারেল সাগরে ভাসিয়ে রাখা হয়েছে। সেগুলো আগে থেকে ঠিক করে রাখা লোকেশনে একটা ফিশিং বোটের সাহায্যে ফেলে আসা হয়, এগুলোর উপরে টার্গেট প্র্যাকটিশ করা হবে। কমান্ডার কেকের কোন সন্দেহ নেই যে, তার ছাত্র ভালভাবেই পাশ করবে, তিনি ততোক্ষণে তার ছাত্রকে চিনে গেছেন, সে জন্মগতভাবেই পাইলট আর এই বুকানিয়ার প্লেনটা এতোক্ষণে তার পোষ মেনে গেছে।

"তুমি কি কখনো রকেট অ্যাসিস্টেড টেক অফ করেছ?" সপ্তাহ খানেক পর জোয়াও মেনডোজাকে কেক জিজ্ঞেস করলেন, ছোট রানওয়ে থেকে যুদ্ধবিমান টেক অফ করতে হলে রকেট অ্যাসিস্ট্যান্স নিতে হয়।

"না, ব্রাজিল অনেক বড় দেশ," জোয়াও মজা করে বলল, "বড় রানওয়ে বানানোর জন্য আমাদের দেশে যথেষ্ট জায়গা ছিল।"

"যে বুকানিয়ার তুমি ওড়াতে যাচ্ছ সেটিতে কখনোই RATO ছিল না কারণ আমাদের রানওয়েগুলোও যথেষ্ট বড় ছিল," কেক তাকে বললেন, "কিন্তু গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এলাকায় অনেক সময় বাতাস গরম থাকে। কোন কোনটা পাওয়ার হারিয়ে ফেলে। আবার এই প্লেনটা ছিল সাউথ আফ্রিকায় তাই RATO লাগানো ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় ছিল না। এটা চালাতে তাই তোমার একটু বেশিই পরিশ্রম হতে পারে।"

টারমাকের এক প্রান্তে দাঁড়ানো ছিল প্লেনটা। হ্যান্ডব্রেক শক্ত করে ধরা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

স্পে-ইঞ্জিনগুলো শব্দ করে গর্জে উঠলো। ব্রেক চেপে রাখার আগাতে পারছিল না। শুধু জায়গায় বসে গর্জন করছিল। সে মুহূর্তে আর ধরে রাখা যাচ্ছিল না, হঠাৎ করে ব্রেক ছেড়ে দিয়ে ম্যাক্সিমাম পাওয়ার সেট করে রকেট সুইচ টিপে দিল। জোয়াও মেনডোজার মনে হলো একটা ট্রেন পেছন থেকে প্লেনটিকে ধাক্কা দিয়েছে। বুকানিয়ার প্লেনটি অল্পখানিকটা টারমাক ধরে দৌড়াল, তারপরই নাক উঁচু করে আকাশে উড়ে গেল সেটা।

পুরো সন্ধ্যেটা মেজর মেনডোজা ডেক্সটারের কাছ থেকে আসা কিছু ছবি বিশ্লেষণ করে কাটাল। ছবিগুলোতে ফোগোর রানওয়েটা দেখা যাচ্ছিল সেখান থেকে তাকে পরবর্তীতে প্লেন উড়াতে হবে। ছবিগুলোতে রানওয়ের অ্যাপ্রোচ নাইট প্যাটার্নটা দেখা যাচ্ছিল, সেইসাথে প্রায় সমুদ্র ছুঁয়ে থাকা থ্রেশহোল্ডটাও। ব্রাজিলিয়ানের আর কোন সন্দেহ থাকল না। ব্যাপারটা এমন কিছু হতে যাচ্ছে যাকে তার ব্রিটিশ বন্ধুরা বলে, 'এ পিস অফ কেক'–ডালভাত।

ক্যাল ডেক্সটার চালকবিহীন ড্রোন বিমান তিনটি পরীক্ষা করে দেখেছেন। এই নামহীন চালকবিহীন বিমানগুলো অনেক যত্ন করে আমেরিকানরা বানিয়েছে। কোবরা'র অনাগত যুদ্ধে সেগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। শেষ পর্যন্ত তিনি এর উত্তরসূরী স্পাই প্লেনগুলো বাতিল করে এই গ্লোবাল হক ড্রোন বিমানগুলো নিয়েছেন। এগুলো অস্ত্রবিহীন এবং এর কাজ শুধুই অনুসন্ধান করা।

তিনি এই ড্রোন বিমানগুলোকে দুটো বাড়তি সুবিধা সংযোজন করতে চাইলে এর নির্মাতারা জানাল সেটি করা সম্ভব, এই প্রযুক্তি তাদের কাছে আছে।

প্রথমত তিনি যে বাড়তি সুবিধাটা চাইলেন সেটি হচ্ছে ড্রোনটিতে থাকবে একটি মেমোরী ব্যাংক যেটিতে থাকবে টিআর-১ স্পাই প্লেন দিয়ে তুলে আনা প্রায় দুই ডজন জাহাজের ছবি। ছবিগুলো সোজাসুজি উপর থেকে তোলা। ছবিগুলোকে পিক্সেলে ভেঙে ছোট করে দূরত্ব দুই ইঞ্চির কম করে ফেলতে হবে। জাহাজের ছবিটা দুই ইঞ্চি দূরত্ব থেকে নেয়া হয়ে গেলে ড্রোন থেকে তোলা ছবির সাথে তুলনা করে প্রাপ্ত মিল দূরে থাকা এয়ারবেসে পাঠাতে হবে।

দ্বিতীয়ত তার দরকার কমিউনিকেশনস জ্যামিং টেকনোলজি যেটি লক্ষ্যবস্তুর আশে পাশে থাকা সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থাকে জ্যামিং করে দেবে, মোবাইল ফোন নেটওয়ার্ক থেকে শুরু করে রেডিও এবং ইন্টারনেট পর্যন্ত। যদি কোন জাহাজকে টার্গেট করা হয় তবে এর আশেপাশের দশ মাইল পর্যন্ত কোন ধরনের বিদ্যুৎ নির্ভর যোগাযোগ ব্যবস্থা কাজ করবে না।

যদিও সেটিতে কোন রকেট ছিল না, তবুও আরকিউ-৪ গ্লোবাল হকের সবগুলো ফিচারই ছিল যেগুলো ডেক্সটারের প্রয়োজন। এটি ৬৫,০০০ উচ্চতায়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উড়তে পারে শ্রবণ এবং দৃষ্টিসীমার বাইরে থেকে। রোদ, বৃষ্টি, মেঘের মধ্যে এমনকি রাতের বেলায়ও এটি ৪০,০০০ বর্গমাইল এলাকা সার্ভে করতে পারে একদিনে। যে তেল এতে ধরে সেটি দিয়ে প্রায় পয়ত্রিশ ঘন্টা আকাশে ভেসে থাকতে পারে। সেটি তার টার্গেটের চেয়ে অনেক দ্রুত, প্রায় ৩৪০ নট বেগে চলতে পারে।

মে মাসের মধ্যেই এমন দুটি গ্লোবাল হক ড্রোন প্রজেক্ট কোবরার জন্য ইনস্টল করা হল। এদের একটি বসানো হয়েছে কার্তেজেনার উত্তরপূর্ব দিকে কলাম্বিয়ান কোস্টাল বেসের উপরে নজর রাখার জন্য। অপরটি বসানো হয়েছে ব্রাজিলের উত্তর পূর্ব উপকূলের আইল্যান্ড অফ ফার্নান্ডো ডে নরোনহাতে। কোবরার নির্দেশ অনুযায়ী সেগুলো সেট হওয়া মাত্র তাদের কাজ শুরু করল।

যদিও এয়ারবেস থেকে সেগুলো অপারেট করা হবে তবু মূল স্ক্যানিংগুলো সম্পন্ন হবে নেভাদা মরুভূমিতে অবস্থিত আমেরিকান এয়ারবেস ক্রীচ থেকে। এখানে কম্পিউটার কনসোলের সামনে অনেক অপারেটর বসে স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে আছে। প্রত্যেকের সামনে ছিল একটি করে কন্ট্রোল কলাম যেমনটি ককপিটের ভেতরে পাইলটের থাকে।

সেখানে বসে অপারেটররা ঠিক তাই দেখতে পারে যা স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে থাকা গ্লোবাল হকটি নিচের দিকে তাকিয়ে দেখতে পায়।

সেই শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত শান্ত কন্ট্রোলরুমে বসে কিছু লোক তাকিয়ে আছে আফগানিস্থান এবং পাকিস্তানের পর্বতময় সীমান্তের দিকে যার ছবি তুলে পাঠাচ্ছে সেখানে পাঠানো চালকবিহীন গ্লোবাল হক ড্রোন বিমানগুলো। কেউ কেউ আবার নজর রাখছে পার্সিয়ান গালফের দিকে।

প্রত্যেকের কানে ছিল এয়ারফোন এবং সাথে ছিল একটি মাউথ স্পিকার। এয়ারফোনে উচ্চপর্যায় থেকে নির্দেশনা আসে এবং যদি তারা কোন প্রত্যাশিত টার্গেট দেখতে পায় তবে তা সাথে সাথে উচ্চ পর্যায়ে পাঠিয়ে দেয় মাউথস্পিকার দ্বারা। তাই সেখানে তাদের সম্পূর্ণ মনোযোগ নিয়ে বসতে হয় এবং তারা ছোট ছোট শিফটে ভাগ হয়ে কাজ করে। ক্রিচ কন্ট্রোল রুমে সবার মনোযোগ দেখলে মনে হয় যুদ্ধাবস্থা চলছে।

গ্লোবাল হক ড্রোনগুলোর নাম নিয়ে ডেক্সটার একটা রসিকতা করে ফেললেন। আমেরিকার ফার্স্টলেডির নামে পূর্বের ড্রোনটির নাম হল মিশেল আর ব্রিটিশ ফার্স্টলেডির নামে অন্যটির নাম দেয়া হল স্যাম।

প্রতিটি গ্লোবাল হকের কাজ ছিল আলাদা। মিশেলের কাজ ছিল উপর থেকে জোয়ান কর্তেজের লিস্টে থাকা জাহাজগুলো, যেগুলোর ছবি টিআর-১ তুলেছিল সেগুলোর উপর নজর রাখা। স্যামের কাজ ছিল ব্রাজিলিয়ান কোস্ট দিয়ে আফ্রিকার দিকে উড়ে যাওয়া বিমানগুলো এবং সাগরের মধ্যে

www.BanglaBook.org

চলাচলকারী জাহাজগুলোর গতিপথের উপর লক্ষ্য রাখা এবং সব ধরনের রিপোর্ট পাঠানো।

দুটো গ্লোবাল হকের কন্ট্রোলরুমই ছিল ক্রিচে এবং স্যাম ও মিশেলের অপারেটররা ওয়াশিংটনের প্রজেক্ট কোবরার হেড অফিসের সার্বক্ষনিক ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে ছিল। রাত দিন চব্বিশ ঘন্টা।

লেটিজিয়া এরেনাল জানতো সে যা করছে ঠিক করছে না। এটা তার পাপা জানতে পারলে খুব রাগ করবেন। কিন্তু সে কোন ভাবেই নিজের মনকে বোঝাতে পারছিল না। তার বাবার কঠোর নির্দেশ ছিল সে যাতে কোন ভাবেই স্পেনের বাইরে না যায়, কিন্তু সে এখন প্রেমে পড়েছে, প্রেমে পড়লে সাত সমুদ্রও পাড়ি দেয়া যায়।

ডমিংগো ডে ভেগা তাকে প্রস্তাব করলে সে এতে রাজি হয়েছে। তার হাতে ডমিংগোর দেয়া আংটি, ডমিংগোকে নিউইয়র্কে গিয়ে তার কাজে যোগ দিতে হয়েছে, কিন্তু মাসের শেষ সপ্তাহে তার জন্মদিন। ডমিংগো তাকে আইবেরিয়া এয়ার লাইন্সের একটি ওপেন টিকেট পাঠিয়ে তার জন্মদিনে লেটিজিয়ার সাহচর্য প্রার্থনা করেছে।

আমেরিকান এম্বেসিতে খুব সহজেই ফর্মালিটি শেষ হয়েছে, সে তার ভিসা এবং হোমল্যান্ড সিকিউরিটির ক্লিয়ারেন্স পেয়েছে। সাধারণত এত দ্রুত আমেরিকান ভিসা হয় না। সে ভাবল হয়তো ডমিংগো তার ডিপ্লোমেটিক পাওয়ারে সবকিছু এত দ্রুত করে দিয়েছে। তার টিকেট ছিল বিজনেস ক্লাশের, সে চার নাম্বার টার্মিনাল দিয়ে চেক ইন করলো। তাকে কোথাও অপেক্ষা করতে হল না। তার একমাত্র ট্রাভেল ব্যাগটিতে 'নিউইয়র্ক, কেনেডির' ট্যাগ লাগলো, কনভেয়ার ব্যাগেজ হ্যান্ডলিংয়ে চলে গেল সেটা। ইমিগ্রেশনের দিকে এগিয়ে গেল সে। খেয়াল করল না তার পেছনে একটা শক্তপোক্ত লোক দাঁড়িয়ে আছে। লেটিজিয়া পাসপোর্ট কন্ট্রোল এবং সিকিউরিটির দিকে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার মুহূর্তে লোকটি ঘুরে গেল। সে ইন্সপেক্টর পাকো ওর্তেগাকে আগে কখনো দেখে নি কিংবা ভবিষ্যতেও দেখবে না, ওর্তেগা জানে লেটিজিয়ার ব্যাগে কোথায় কি আছে। সে দূর থেকে জুম করে লেটিজিয়া ক্যাব থেকে নামার সময় এবং এয়ারপোর্টে ঢোকার সময় অনেকগুলো ছবি তুলেছে। লেটিজিয়া নিউইয়র্কে যাত্রা করার আগেই ছবিগুলো সেখানে পৌছে যাবে। সে শেষ পর্যন্ত এয়ারপোর্টে থাকল, একটা জানালা দিয়ে দেখল আইবেরিয়ান এয়ারলাইন্সের বিমানটি ব্রিজের দিকে ঘুরে একটু থামলো, তারপর গর্জন করে টেকঅফ করল নিউইয়র্কের দিকে। এরপরই নিউইয়র্কে থাকা ডেক্সটারকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফোন করে কিছু কথা বলল সে।

বিমানটি সময় মতোই পৌছাল। গ্রাউন্ড স্টাফের ইউনিফর্ম পড়া একজন লোক জেটওয়ে'তে দাঁড়িয়ে ছিল। যখন যাত্রীর স্রোত টার্মিনালের দিকে যাচ্ছিল তখন সে তার সেলফোনে ফিসফিস করে কয়েকটা শব্দ বলল। কেউ সেটা খেয়াল করল না, গ্রাউন্ড স্টাফরা এমনই করে থাকে।

লেটিজিয়া এরেনাল যখন পাসপোর্ট কন্ট্রোল পাড় হল তখন সাধারণ ফর্মালিটির বাইরে কোন কিছু ঘটল না। অন্য সবার মতো সেও তার বুড়ো আঙ্গুল একটি কাঁচের প্যানেলে রাখল এবং ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিল। কিছুক্ষণ একটি ক্যামেরা লেন্সের দিকে তাকালো আইরিশ রিকগনিশনের জন্য এবং ইমিগ্রেশনের দিকে এগিয়ে গেল।

যখন সে ইমিগ্রেশনের দিকে এগিয়ে আসছিল তখন ইমিগ্রেশন অফিসার নিরবে আরেকজন লোকের দিকে ঘুরলেন যে দাঁড়িয়ে ছিল করিডোরে। প্যাসেঞ্জাররা তখন কাস্টম হলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। লোকটা আস্তে করে মাথা নাড়ল অর্থাৎ সেও চিনতে পেরেছে, সে নীরবে লক্ষ্য রাখতে লাগল।

সেদিন ছিল যাত্রিদের প্রচণ্ড চাপ থাকার দরুন লাগেজগুলো কনভেয়ার বেল্টে করে আসতে বিশ মিনিট দেরি করল। শেষপর্যন্ত কনভেয়ার বেল্ট চলতে শুরু করলে আস্তে আস্তে আসতে শুরু করল ব্যাগগুলো। তার ট্রাভেল ব্যাগটা আগেও না পিছেও না, ছিল মাঝামাঝি কোন জায়গায়। টানেলের মুখ দিয়ে ব্যাগটা বেরিয়ে আসতে দেখল সে। উজ্জ্বল হলুদ রঙের তার নাম লেখা ট্যাগ দেখে চিনতে পেরে সেটি তুলে নিতে গেল।

ব্যাগটা ছিল মোটামুটি ভারী, সেটি তুলতে তাকে অনেকখানি ঝুঁকতে হল। সুবিধার জন্য হ্যান্ডব্যাগটা সে তার বাম কাঁধে ঝুলিয়ে নিল। ব্যাগটা নামিয়ে সেটি টেনে নিয়ে গ্রিন চ্যানেলের দিকে এগিয়ে যেতে থাকল। সে ততোক্ষণে প্রায় অর্ধেক পথ চলে গিয়েছিল যখন একজন কাস্টমস অফিসার ইশারায় তাকে আসতে বলল। শুধু একটা স্পট চেক হবে। চিন্তার কোন কিছু নেই। বাইরের কনকোর্সে ডমিংগো অপেক্ষা করছে। আর মাত্র কয়েক মিনিট, তারপরেই সে তার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

নিজের ব্যাগটা অফিসারের নির্দেশিত টেবিলে তুলে দিল সে।

"আপনি কি একটু আপনার ব্যাগটা খুলবেন ম্যাডাম?" অসম্ভব ভদ্রভাবে অফিসার জিজ্ঞেস করলো তারা সবসময়েই এমন ভদ্র ভাষায় কথা বলে এবং কখনোই হাসে না কিংবা জোক করে না। লেটিজিয়া তার ব্যাগের চেইন খুলল। অফিসার কেসটা তার দিকে টেনে নিল। সে দেখতে পেল কিছু কাপড় চোপড় উপরের দিকে গোছানো অবস্থায় আছে। গ্লাভস্ পরা হাতে সে উপরের পাল্লাটা খুলল। তারপর সে থেমে গেল। লেটিজিয়া বুঝতে পারল লোকটি তার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ব্যাগের উপরের পাল্লাটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। সে ভাবলো অফিসার বুঝি এখন ব্যাগ বন্ধ করবে এবং তাকে যেতে বলবে।

অফিসার ব্যাগটা বন্ধ করে খুব শীতল কণ্ঠে বলল, "দয়া করে আপনি একটু আমার সাথে আসবেন ম্যাডাম।"

সেটি কোন প্রশ্ন ছিল না, শীতল কণ্ঠ বুঝিয়ে দিচ্ছিল সেটি একটি নির্দেশ। সে খেয়াল করলো সেই অফিসার এবং একই ইউনিফর্ম পরা আরেকজন মহিলা অফিসার ঠিক তার পেছনেই দাঁড়িয়ে আছে। এটা ছিল বিব্রতকর; অন্য প্যাসেঞ্জাররা তার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে, তার দিকে তাকিয়ে দেখছে।

প্রথম অফিসারটা তার ব্যাগটা নিয়ে আগে আগে যেতে লাগলো। অন্যজন আর একটি কথাও না বলে তার পিছে পিছে আসতে লাগলো। প্রথম অফিসারটি কোনার দিকের একটি দরজার দিকে এগিয়ে গেল। সেটি ছিল একটি নীরব খালি রুম যার মধ্যখানে একটি টেবিল ছিল আর তার চারপাশে কয়েকটি সাধারণ চেয়ার রাখা ছিল। রুমের দুই কোনায় দুইটি ক্যামেরা বসানো ছিল। ব্যাগটা সরাসরি টেবিলের মধ্যখানে চলে গেল।

"আপনি কি ব্যাগটা আবার খুলবেন ম্যাডাম?" তখনই লেটিজিয়া প্রথমবারের মতো বুঝতে পারলো কোথাও কোন একটা সমস্যা হয়েছে, কিন্তু তার কোন ধারণা ছিল না সেটি কি হতে পারে। সে ব্যাগ খুলল এবং তার গোছানো কাপড় চোপড় গুলো দেখতে পেল।

"আপনি কি সেগুলো বের করবেন প্লিজ?"

সেটি ছিল লিনেন জ্যাকেট, দুটি সূতির স্কার্ট এবং কয়েকটি ভাঁজ করা স্কার্টের নিচে। খুব একটা বড় নয়, অনেকটা মুদী দোকানের চিনির এক কেজি প্যাকেটের সমান। প্লাস্টিক ব্যাগের বাইরে থেকেই দেখা যাচ্ছিল সেটি ট্যালকম পাউডারের মতো একপ্রকার পাউডার পূর্ণ।

সে চমকে উঠল, তার শিরদাঁড়া দিয়ে ভয়ের ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল, হঠাৎ চিৎকার করে বলতে লাগল : "না না, আমি না, আমি এটা করি নি, এটা আমার না, অন্য কেউ এটা আমার ব্যাগে রেখেছে..."

মহিলা অফিসারটা তাকে ধরে রাখলো, কিন্তু সেটি সহানুভূতি থেকে নয় বরং তাকে ক্যামেরার দিকে ধরে রাখলো। এই ভিডিও কোর্টে প্রমাণ করবে মেয়েটির দোষ। নিউইয়র্কের কোর্ট হিউম্যান রাইটসের ব্যাপারে অনেক সতর্ক আর এডভোকেটরাও ওঁৎ পেতে বসে থাকে কিভাবে অফিসারদের হিউম্যান রাইটস্ লংঘনের ব্যাপারটা প্রমাণ করা যায় আর তাই এই ব্যবস্থা। ভিডিওটিই কোর্টে সব ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবে।

স্যুটকেস খোলা এবং তখনো পর্যন্ত পরিচয় নিশ্চিত না হওয়া পাউডার আবিষ্কৃত হওয়ার পর লেটিজিয়া অফিসিয়াল ভাষায় যাকে 'সিস্টেম' বলে তার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মধ্য দিয়ে গেল। সব . তার কাছে একটা দুঃস্বপ্নের মতো ঠেকলো।

এরপর তাকে অন্য . রুমে নেয়া হল। সেটি আগের রুমটির চেয়ে ভাল। সেখানে একসারি ডিভ. বকর্ডার ছিল। আরেকদল লোক সেখানে আসল। সে জানতো না তারা . ডিইএ, কাস্টমস্ এবং ইমিগ্রেশনের লোক। যদিও সে ইংলিশে অনেক . থা বলতে পারত তবু . স্প্যানিশ অনুবাদক আসল। সে লেটিজিয়া এখা. . অধিকার পেতে পারে তা পড়ে শোনাল যেসব অধিকারের কথা সে আগে কখনও শোনে নি। প্রতি বাক্যের পরেই তাকে লোকটা বলছিল, "আপনি কি বুঝতে পারছেন ম্যাডাম?" প্রতিবাক্যে ম্যাডাম শব্দটি থাকা সত্ত্বেও তার মনে হচ্ছিল তারা তাকে ছোট করে দেখছে।

কোথাও তার পাসপোর্টটা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছিল, তার কাঁধে ঝোলানো ভ্যানিটি ব্যাগটাও সমান মনোযোগের সাথে পরীক্ষা করা হচ্ছিল। সাদা পাউডারের প্লাস্টিক ব্যাগটি অন্য কোথাও পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে, সেটি সাধারণত অন্য বিল্ডিংয়ের কোন কেমিক্যাল ল্যাবে করা হয়ে থাকে। যখন কেমিক্যাল টেস্টে পাওয়া গেল সেই পাউডার হচ্ছে কোকেন তখন কেউ অবাক হল না।

সেই পাউডারগুলো কোকেন হওয়াটা যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। কম পরিমানে কোকেন থাকলে প্রমাণ করা যেত যে সেটি নিজে খাওয়ার জন্যে আনা হয়েছে কিন্তু এক কেজি কোকেন থাকায় তাকে পাচারকারী হিসেবেই দেখা হচ্ছে।

দুজন মহিলার উপস্থিতিতে তার পড়নের প্রতি ইঞ্চি কাপড় পরীক্ষা করা হল, যেগুলো আগেই খুলে নেয়া হয়েছে। তাকে পড়তে দেয়া হয়েছে এক প্রকার কাগজের তৈরি ওভারঅল। একজন বিশেষজ্ঞ মহিলা ডাক্তার তার মুখ গহ্বর এমনকি কান পর্যন্ত পরীক্ষা করে দেখলেন। ততোক্ষণে লেটিজিয়া ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করেছে। কিন্তু 'সিস্টেম' এগুলো কোন কিছুর পরোয়া করে না। সবকিছু করা হচ্ছিল ক্যামেরার সামনে, কোন ল-ইয়ার প্রমাণ করতে পারবে না তার মানবাধিকারের বাইরে কিছু করা হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত ডিইএ'র একজন অফিসার তাকে জানালেন যে সে চাইলে একজন ল-ইয়ার নিযুক্ত করতে পারে, এটা তার অধিকার। তার মানবাধিকারের বিষয়গুলো কোন ভাবেই উপেক্ষা করা হচ্ছিল না। এখনো পর্যন্ত তাকে নিয়মমাফিক জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি। সে বললো যে সে নিউইয়র্কের কোন ল-ইয়ারকে চেনে না। তাকে জানালো হল কোর্ট তার জন্য এক জন ডিফেন্স অ্যার্টনি নিয়োগ করতে পারে।

সে বারবার বলছিল তার ফিঁয়াসে, তার বাগদত্ত স্বামী বাইরে অপেক্ষা

www.BanglaBook.org

করছে। তার সেই কথাটিও মোটেও উপেক্ষা করা হল না। তার জন্য যে বাইরে অপেক্ষা করছে সেও হয়তো এই অপরাধের সহযোগী। তাই কনকোর্স হতে অপেক্ষারত সবার আইডেন্টিফিকেশন চেক করা হয়েছে। কিন্তু সেখানে লেটিজিয়া যে নাম বলছিল, ডমিংগো ডি ভেগা নামের কাউকে সেখানে পাওয়া গেল না। অফিসাররা ভাবলো হয়তো লেটিজিয়া এটা বানিয়ে বলছে অথবা লোকটা তার সহযোগী ছিল এবং মেয়েটা ধরা পড়ে যাওয়ায় সে পালিয়েছে। সকালবেলা তারা পরীক্ষা করে দেখবে জাতিসংঘে ডমিংগো ডি ভেগা নামের পুয়োর্তো রিকো থেকে আসা কোন ডিপ্লোম্যাট সত্যিই আছে কিনা।

তার অধিকার অনুসারে তার জন্য একজন এটর্নী নিয়োগ করা হল এবং লেটিজিয়া বারবার তাকে পুরো ব্যাপারটা বলছিল। সে যা জানে তাই বলছিল। কিন্তু কোন প্রকার প্রমাণ না থাকায় কোন কথাই লোকটা বিশ্বাস করল না। অবশেষে তার মাথায় একটা বুদ্ধি এল।

"আমি একজন কলাম্বিয়ান, আমি কলাম্বিয়ান অ্যাম্বেসির কারো সাথে কথা বলতে চাই।"

"এখানে কলাম্বিয়ান কনস্যুলেট আছে ম্যাডাম কিন্তু এখন রাত দশটা বাজে, আমরা কাল সকালে সেখানকার কারো সাথে যোগাযোগ করব।"

শেষপর্যন্ত প্রায় মধ্যরাতে লেটিজিয়া এরেনালকে ফেডারেল গভমেন্টের অধীন একটি সংশোধনাগারে রাখা হল। পরেরদিন ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে তার হিয়ারিং হবে।

তার নামে একটি ফাইল খোলা হল যেটি দ্রুত পুরু হতে লাগলো। 'সিস্টেম'-এর অনেক পেপারওয়ার্ক দরকার হয়। আর ছোট, দমবন্ধ করা, ঘামের গন্ধে ভরা একাকী সেলটিতে বসে লেটিজিয়া এরেনাল সারারাত ধরে কাঁদলো।

সকালবেলা ফেডারেল গভমেন্টের পক্ষ থেকে কলাম্বিয়ান কনস্যুলেটের সাথে যোগাযোগ করা হল এবং সেখান থেকে তারা একজন প্রতিনিধি পাঠাতে রাজি হল। যদি বন্দিনী সেই প্রতিনিধির কাছ থেকে সহানুভূতি আশা করে থাকে তবে তাকে হতাশ হতে হবে। এ ধরনের কেস সব দেশের ডিপ্লোম্যাটরাই ঘৃণা করে থাকে। এতে ভিনদেশে তাদের মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়।

যে প্রতিনিধি আসলেন তিনি একজন মহিলা। লেটিজিয়ার প্রতিটি কথা ভাবলেশহীনভাবে শুনলেন তিনি তবে এর একটি বর্ণও বিশ্বাস করলেন না। শেষ পর্যন্ত লেটিজিয়া সাহায্যের জন্য কেবল একটি নামই বলতে পারল। সেই প্রতিনিধি বেগোটার ফরেন মিনিস্ট্রিতে ফোন করে কোন এক ল-ইয়ার জুলিও লাজকে খুঁজে বের করে খবরটা পৌঁছে দিতে অনুরোধ করে তার দায়িত্ব শেষ করলেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে প্রথম শুনানিতে রিমান্ডের আবেদন করা হল। অভিযুক্তের কোন আইনজীবী নেই শুনে আদালত তার পক্ষে একজন পাবলিক ল-ইয়ার নিয়োগ করার আদেশ দিলেন। সদ্য আইন স্কুল পাশ করা এক অনভিজ্ঞ পাবলিক ল-ইয়ার খুঁজে পাওয়া গেল যে হিয়ারিংয়ের আগে মাত্র কয়েক মিনিট লেটিজিয়ার সাথে একটি রুমে বসে কথা বলতে পারল। সেই ল-ইয়ার একটি আশাহীন জামিনের আবেদন করলেন। আবেদনটি নিস্ফল ছিল কারণ প্রসিকিউটর আদালত কে বললেন যে বিবাদীর সাথে আন্তর্জাতিক চক্রের সংস্পর্শে থাকতে পারে এবং একে জিজ্ঞাসাবাদ করলে পুরো গ্রুপটাকে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে, তাই রিমান্ড মঞ্জুর করা জরুরী।

লেটিজিয়া ল-ইয়ার বলল যে, এই ভদ্রমহিলার ফিঁয়াসে একজন জাতিসংঘের ডিপ্লোম্যাট এবং তাকে জামিন দেয়া যায়। ফেডারেল গভমেন্টের একজন অফিসার একটা কাগজ বের করে এগিয়ে দিলেন প্রসিকিউটরের দিকে। প্রসিকিউটর কাগজটা দেখিয়ে কোর্টের উদ্দেশ্যে জানালেন যে জাতিসংঘের পুয়ের্তো রিকো মিশনে ডমিংগো ডে ভেগা নামে কেউ নেই কিংবা কখনো ছিলও না।

"বিবাদীর রিমান্ড মঞ্জুর করা হল, নেক্সট," ম্যাজিস্ট্রেটের হাতুড়ি নিচে নেমে আসল। লেটিজিয়া এরেনাল আরেক পশলা কান্নার ঝড় বইয়ে দিল, তার তথাকথিত ফিয়াঁসে, যাকে কিনা সে ভালবেসেছিলো সে তার সাথে প্রতারণা করেছে।

তাকে আবার সংশোধনাগারে ফিরিয়ে নেয়ার আগে তার ল-ইয়ার মিস্টার জেনকিন্সের সাথে কথা বলতে দেয়া হল। লোকটি তার কার্ড দিল।

"আপনি আমাকে যেকোন সময় ফোন করতে পারেন, সেটা আপনার অধিকার। আপনার কোন চার্জ লাগবে না, পাবলিক ল-ইয়াররা যাদের টাকা নেই তাদের বিনামূল্যে আইনী সহায়তা দেয়।"

"আপনি বুঝতে পারছেন না মিস্টার জেনকিন্স, শীঘ্রই বোগোটা থেকে সেনর জুলিও লাজ আসবে, সে আমাকে এখান থেকে উদ্ধার করবে।"

যখন জেনকিন্স পাবলিক ট্রান্সপোর্টে করে তার জীর্ণ অফিসের দিকে ফিরছিল তখন সে মনে মনে ভাবল, প্রতি মিনিটে একজন করে জন্মাতে হবে। ডমিংগো দি ভেগা নামে কাউকে পাওয়া যায় নি, সম্ভবত জুলিও লাজ নামেও কেউ নেই। দ্বিতীয় ব্যাপারটা সে ভুল অনুমান করেছিল। যেদিন সকালে কলাম্বিয়ান ফরেন মিনিস্ট্রি থেকে খবরটা তাকে জানানো হল সেদিন হার্ট অ্যাটাকের মতো অবস্থা হল তার।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৮

বোগোটার এডভোকেট জুলিও লাজ নিউইয়র্কে অবতরণ করলো, বাইরে থেকে তাকে শান্ত দেখাচ্ছিল কিন্তু ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড ভয় পাচ্ছিল সে। তিনদিন আগে লেটিজিয়া গ্রেপ্তার হওয়ার পর কলাম্বিয়ার এক ভীতিকর মানুষের সামনে তাকে দীর্ঘ দুটি ইন্টারভিউ দিতে হয়েছে। লোকটা তার দেখা সবচেয়ে ভয়ঙ্কর লোকদের এক জন।

যদিও রবার্তো কার্ডেনাসের সাথে সে আগেও কার্টেলের মিটিংয়ে বসেছে তবুও এবার সে খুব ভয় নিয়েই তার সাথে কথা বলেছে। কারণ সেই মীটিংগুলো হত ডনের সভাপতিত্বে যেখানে কার্টেলের কোন সদস্য ব্যক্তিগত আক্রোশ প্রকাশের সুযোগ পায় না।

সভ্য জগত থেকে অনেক অনেক মাইল দূরের সেই ফার্মহাউসে এবার কার্ডেনাসের এমন কোন সীমাবদ্ধতা ছিল না। যে রাগে চেঁচিয়েছে এবং বার বার হুমকি দিয়েছে। জুলিও লাজের মতো তারও কোন সন্দেহ নেই যে অন্য কেউ তার লাগেজে কোকেনগুলো ঢুকিয়েছে, এবং সেই কাজটা করেছে মাদ্রিদের বারাজাস এয়ারপোর্টেরই কোন ছোটলোকের বাচ্চা।

সে বার বার বলতে লাগল সেই ব্যাগেজ হ্যান্ডলারকে ধরতে পারলে তাকে কি করবে। অবশেষে তারা একটি গল্প বানাতে বসল যা নিউইয়র্ক কর্তৃপক্ষকে বলবে। তাদের কেউই ডমিংগো ডে ভেগা নামের কারো কথা শোনেনি, তারা বুঝে পাচ্ছিল না লেটিজিয়া কেন আমেরিকা গেল।

আমেরিকান সংশোধনাগারে বন্দীদের পাঠানো চিঠি সেন্সর করা হয়, তাছাড়া লেটিজিয়া কোন চিঠিও পাঠায়নি। তাই তারা অন্ধকারে ছিল, ফরেন মিনিস্ট্রি থেকে তাদের কেবল জানানো হয়েছে কোকেন সহ লেটিজিয়া এরেনাল ধরা পড়েছে।

তাদের সাজানো গল্পটা এই, লেটিজিয়া এরেনাল অনাথ মেয়ে এবং লাজ তার অভিভাবক। সেই অনুযায়ী কাগজপত্র তৈরি হল। কার্ডেনাসের কালোটাকা নেয়া সম্ভব নয় তাই সে নিজের প্র্যাকটিশের বৈধ টাকা সেখানকার প্রয়োজনে ব্যয় করবে। পরবর্তীতে কার্ডেনাস এর কয়েকগুন তাকে পরিশোধ করে দিবে। নিউইয়র্কে লাজের অনেক টাকা খরচ হবে। তাকে নিউইয়র্কের সবচেয়ে ভাল অ্যাটর্নিকে টাকা দিয়ে কিনে নিতে হবে।

সে লেটিজিয়ার সাথে দেখা করল ল-ইয়ারের সহায়তা নিয়ে। ছোট্ট সেলটির এক কোণে স্প্যানিশভাষী ডিইএ'র একজন প্রতিনিধি বসে তাদের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কথা শুনছিল। যে লোকটার সাথে সে শুধু ব্রেকফাস্ট এবং ডিনারের সময় হোটেল ভিলা রিয়েলে দেখা করত সেই লোকটাকে লেটিজিয়া তার সব গল্প খুলে বলল।

গল্প শুনতে শুনতে জুলিও লাজ ভেতরে ভেতরে ফুঁসে উঠল অসম্ভব রাগে। সে দুইয়ে দুইয়ে চার মেলাল। সে নিশ্চিন্ত হল যে ডমিংগো দে ভেগা নামধারী অসম্ভব স্মার্ট কোন জিগোলো তার মেয়ে পটানোর দক্ষতা দিয়ে মেয়েটিকে ব্যবহার করেছে কোকেন পাচারকারী হিসেবে, মেয়েটির অজান্তে তার ব্যাগে কোকেন রেখেছে ডমিংগোর দলের লোকেরাই। লোকটা ভেবেছে এই নিষ্পাপ মেয়েকে কেউ সন্দেহ করবে না আর তাই তাকে খুব বাজে একটা ফাঁদে ফেলে দিয়েছে। কার্ডেনাস ব্যাপারটা শুনলে কেমন রাগে ফেটে পড়বে সেটা ভেবে সে শিউরে উঠছিল ভেতরে ভেতরে। তার এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ ছিল না কলাম্বিয়া থেকে মাদ্রিদে এসে কার্ডেনাসের লোকেরা ডমিংগো ডে ভেগাকে খুঁজে বের করে ফেলবে সহজেই।

গাধাটাকে কলম্বিয়া ধরে নিয়ে যাওয়া হবে তুলে দেয়া হবে কার্ডেনাসের হাতে। এরপর বাকিটা সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা।

লেটিজিয়া জানাল তার ফিঁয়াসের একটি ছবি তার হ্যান্ডব্যাগে আছে এবং আরেকটি ছবি বড় করে বাঁধানো আছে তার মাদ্রিদের অ্যাপার্টমেন্টে জুলিও লাজ মনে মনে প্রস্তুতি নিল প্রথমটা এখনই এখানকার লোকদের কাছে দাবি করবে আর দ্বিতীয়টা মাদ্রিদের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বের করিয়ে নেবে তার লোকদের ফোন করে। ছবিগুলো থাকলে লোকটাকে আরও সহজে খুঁজে বের করা যাবে। লাজ হিসেব করল ওই তরুন স্মাগলার বেশি দূর যেতে পারবে না কারণ সে জানে না সে কোথায় হাত দিয়েছে আর তার জন্য কি অপেক্ষা করছে।

তাকে ঠিকমতো ধোলাই দিলেই সে বলে দেবে লাগেজ হ্যান্ডলারের নাম আর ওই হ্যান্ডলার যদি স্বীকার করে সে-ই মাদ্রিদে লেটিজিয়ার ব্যাগে কোকেন ঢুকিয়েছে তবে নিউইয়র্কের পুলিশ লেটিজিয়ার উপর থেকে চার্জ তুলে নেবে। লাজ ব্যাপারটা মনে মনে হিসেব করে খুশি হল।

কেনেডি এয়ারপোর্ট কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করল যে ব্যাগে কোন যুবকের ফটো ছিল না। এমনকি মাদ্রিদের ফ্ল্যাটের ছবিটাও পাওয়া গেল না। ইন্সপেক্টর পাকো ওর্তেগা সেটা সরিয়ে ফেলেছে। জুলিও লাজ খুবই হতাশ হল।

পরবর্তীতে সে মিস্টার বোসম্যান বারো নামের একজন আইনজীবি নিয়োগ করল, বোসম্যান এ শহরের সবচেয়ে ভাল আইনজীবি হিসেবে স্বীকৃত এবং ম্যানহাটনের ক্রিমিনাল কোর্টে প্র্যাকটিশ করেন। তার ফিসের অঙ্কটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সত্যিই বিশাল।

যেদিন বোসম্যান এবং লাজ দুজনে মিলে সংশোধনাগারে গিয়ে লেটিজিয়ার সাথে দেখা করে এল তার পরেরদিনই এডভোকেটের মলিন মুখ জুলিও লাজের নজরে পড়ল। যদিও ভেতরে ভেতরে তার মনে কোন কষ্ট ছিল না। তিনি বিশাল অঙ্কের ফিসের হাতছানি দেখতে পাচ্ছিলেন। তবুও চিন্তিত স্বরে লাজের সাথে কথা শুরু করলেন।

"সেনর লাজ, এটা অবশ্যই একটা ভয়ের ব্যাপার। ব্যাপারগুলো আমার কাছে ভালো ঠেকছে না। আমার কোন সন্দেহ নেই যে মেয়েটা বাজে ভাবে ফেসে গেছে কোন কোকেন স্মাগলারের কারণে যে নিজেকে ডমিংগো ডে ভেগা নামে পরিচয় দিয়েছিল, মেয়েটাও সতর্ক ছিল না সে কি করছে সেটা নিয়ে। এটাই সবসময় ঘটে, নিরীহ মানুষেরা ফেঁসে যায়।"

"হুঁ," এ রকমটা হরহামেশাই হচ্ছে ইদানীং," কলাম্বিয়ান বলল।

"সেটাই। আমি তার হয়ে কোর্টে কথা বলতে পারব কিন্তু আমি জুরীও না জর্জও না, এফবিআই'য়ের লোকও না ডিইএ'র লোকও না, রায় দেয়ার ক্ষমতা তো আর আমার হাতে নেই। আরেকটা বড় সমস্যা হচ্ছে মেয়েটি যে লোকটির কথা বলছে সেই লোকটাকে খুঁজে পাওয়া দূরে থাক তার কোন অস্তিত্ব ছিল এটাই প্রমাণ করা যাচ্ছে না।"

সেই ল'ফার্মের লিমুজিনটা ইস্ট রিভার অতিক্রম করছিল। জুলিও লাজ মলিন মুখে নদীর পানির দিকে তাকিয়ে ছিল।

"কিন্তু ভেগা নিজে লাগেজে এটা ঢুকিয়েছে আমিতো এমন বলছি না, ভেগার অন্য লোক হয়তো এয়ারপোর্টে ছিল আর সে ই এই কাজ করেছে," লাজ অস্থির হয়ে বলল।

"আমরা তো সেটাও নিশ্চিন্ত করে বলতে পারছি না ঠিক কে কাজটা করেছে, তাছাড়া আমাদের হাতে তো কোন প্রমাণও নেই।"

তারা ডাউন টাউন ম্যানহাটনের দিকে এগিয়ে চলছিল।

"কিন্তু আমার যথেষ্ট পরিমাণে টাকা আছে," জুলিও লাজ একটু রেগেই বলল, "আমি আটলান্টিকের দুই পাড়েই প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর নিয়োগ করতে পারি। টাকা কোন সমস্যা না।"

মিস্টার বোসম্যান একটু নড়ে চড়ে বসলো। তার ম্যানহাটনের বাড়ির দোতলাটা মনে হচ্ছে এবারেই হয়ে যাবে, অনেক টাকার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

"আমাদের একটা শক্ত পয়েন্ট আছে সেনর লাজ, এটা নিশ্চিত মাদ্রিদের সিকিউরিটি চেকআপে কোন গোলমাল ছিল, না হলে সেটা এয়ারপোর্ট পেরিয়ে প্লেনে উঠলো কিভাবে? আজকাল আমেরিকাগামী সব প্লেন ছাড়ার সময়েই লাগেজ খুব ভাল করে চেক করা হয়। তাই এই কোকেন মাদ্রিদেই ধরা পড়া

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উচিত ছিল, স্লিফার ডগ আছে, এক্সরে মেশিন আছে। তার মানে আমরা দাবি করতে পারি কোকেনগুলো চেক আপের পর ঢুকানো হয়েছে এবং সেটা অন্য কেউ করেছে অবশ্যই।"

"হ্যা, এটা ভাল একটা পয়েন্ট? কিন্তু এতে কি তারা অভিযোগ তুলে নেবে?"

"না, আমি বলছি না যে এতেই কাজ হয়ে যাবে, এতেই তারা অভিযোগ তুলে নেবে সেটা বলা যায় না তবুও কোর্টে তখন আমাদের কাছে বলার মত কিছু থাকবে। নিউইয়র্কের বিচারক এতো সামান্য যুক্তিতে বিশ্বাস করবে না যে স্মাগলারদের সাথে মেয়েটার কোন যোগাযোগ ছিল না। আসলে এটা এখানকার একটা প্রচলিত ব্যাপার হয়ে গেছে। কলাম্বিয়ার একজন নাগরিক কোকেন সহ; এতেই কোর্ট বা বুঝার বুঝে নেবে। আর আমেরিকান কর্তৃপক্ষ এখন এই কোকেনের ব্যাপারে অনেক কঠোর।"

মিস্টার বোসম্যান এটা বললেন না যে, এই কেসে তার সম্পৃক্ততাও ভালো ভাবে দেখা হবে না। এই সামান্য কেসে এত দামী একজন এডভোকেটের সম্পৃক্ততা দেখে কোর্ট বুঝে নেবে এখানে বড় কোন কোকেন ব্যবসায়ী জড়িত আছে মেয়েটির সাথে। সত্যিকারের নিরীহ কোন মেয়ে হলে এই কেস সামান্য কোন লিগ্যাল এইড অফিসারদের হাতে পড়ে থাকতো। কিন্তু বোসম্যান এই লোকের কাছ থেকে অনেক টাকা পাচ্ছে। নিজে থেকে এই কেস থেকে বেরিয়ে যাওয়া কোন ইচ্ছেই তার নেই।

"ওয়েল, কয়েকদিনের মধ্যেই তাকে ব্রুকলিনের ফেডারেল ডিসট্রিক্ট কোর্টে তোলা হবে। বিচারক জামিন দেবে না সেটা নিশ্চিত করে বলা যায়। সেখান থেকে তাকে ফেডারেল জেলে রিমান্ডের জন্য পাঠানো হবে যতদিন পর্যন্ত মামলা ঝুলে থাকে তত দিনের জন্য। আমি ভয় পাচ্ছি কারণ সেটি মোটেও ভাল কোন জায়গা নয়। তুমি যেমনটা বলেছ তেমন হলে সে রাস্তায় বেড়ে ওঠা কোন মেয়ে নয় বরং সহজ সরল শিক্ষিত মেয়ে, সেখানে তার অনেক কষ্ট হবে। সেখানে খুব খারাপ অনেক লেসবিয়ান থাকে। আমার বলতে খারাপই লাগছে, কলাম্বিয়ার জেলগুলোও নিশ্চয়ই এর থেকে আলাদা নয়?"

লাজ তার হাত দিয়ে মুখ ঢাকল হতাশায়।

"সেখানে কত দিন থাকতে হতে পারে?"

"ছয় মাসের কম না। প্রসিকিউটরের অফিস কাগজপত্র তৈরি করবে। সেখানে কাজের অনেক চাপ তাই এর দেরী হবে। তবে আপনার প্রাইভেট ডিটেকটিভ যদি কোন প্রমাণ যোগাড় করে আনতে পারে তবে এতে কিছু তাড়াতাড়ি কাজ হবে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জুলিও লাজ সহজ হতে পারল না। কার্ডেনাসের প্রাইভেট আর্মির তুলনায় ডিটেকটিভ কিছুই না কিন্তু তবুও কার্ডেনাসের প্রাইভেট আর্মি একাজে ব্যবহার করা যাবে না কারণ এতে ডন খবর পেয়ে যাবে তাকে না জানিয়ে এমন কোন কাজ করা হচ্ছে। ডন তার গোপন মেয়ের কথা জানতো না, আর এ ব্যাপারে সবকিছু জানার জন্য ডন চাপাচাপি করেছিলেন। এমনকি জুলিও লুজ মনে করতো মেয়েটি গ্যাংস্টারের প্রেমিকা আর সে যে খামে করে চিঠি দিতো ভাবতো সেটিতে বুঝি মেয়েটির জন্য টাকা দেয়া হচ্ছে। সে বোসম্যানকে শেষ একটি প্রশ্ন করলো।

"যদি বিচারে মেয়েটি দোষী প্রমাণিত হয়, তবে তার কি শাস্তি হতে পারে?"

"নিশ্চিত করে বলা যায় না। সেটি-সাক্ষ্য প্রমাণের উপর নির্ভর করে। যদি ভাল কোন প্রমাণ পাওয়া যায়, আমার নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে; সেটি ওই জাজের উপর নির্ভর করে। তবে এখন যে অবস্থা, প্রশাসন চাইছে কোকেন পাচারকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হোক। ফেডারেল আইনে বিশ বছর পর্যন্ত সাজা হতে পারে।"

জুলিও লাজ গোঙাল, বোসম্যান দুঃখ প্রকাশ করল মেয়েটির জন্য।

"সে যদি রাজসাক্ষী হয়, অন্য পাচারকারীদের ধরতে সাহায্য করে তবে শাস্তি মওকুফ হতে পারে। পুরো গ্যাং এবং বড় স্মাগলারগুলোকে ধরার জন্য ডিইএ এই টোপ ব্যবহার করে। এখন যদি..."

"সে পারবে না," লাজ বলল, "সে কিছুই জানে না সে আসলেই নির্দোষ।"

"আহা, তাহলে... এতো দুঃখজনক একটা ব্যাপার।"

লাজ সত্য কথাই বলেছিল। মেয়েটি আসলেই কিছু জানে না। শুধু লাজ নিজে জানতো তার বাবা কি করে কিন্তু সেটা তাকে বলতে সাহস পেল না।

মে মাস চলে গিয়ে জুন এসে পড়লে গ্লোবাল হক মিশেল নিঃশব্দে পূর্ব এবং দক্ষিণ ক্যারিবিয়ানে ভেসে বেড়াতে শুরু করলো, মনে হলো যেন সত্যিই কোন বাজপাখি শিকারের অতৃপ্ত আকাঙ্খায় দুই ডানা মেলে আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে। এই প্রযুক্তি যে প্রথমবার ব্যবহার করা হচ্ছে তা নয়। ২০০৬ সালে ডিএই'র লোকেরা একবার কয়েকদিনের জন্য গ্লোবাল হক ব্যবহার করেছিল, ভবিষ্যতে বড় এলাকা জুড়ে মেরিটাইম সার্ভিলেন্সের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিল।

কিন্তু নেভি তখন ব্যস্ত ছিল রাশিয়ান ফ্লিট নিয়ে, ইরানী গানবোট নিয়ে এবং উত্তর কোরিয়ার স্পাই শিপ নিয়ে তাই কোকেন স্মাগলারদের উপর খুব একটা নজর দেয়া যায় নি। আরেকটা সমস্যা ছিল, তখন গ্লোবাল হক থেকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সব জাহাজ দেখা গেলেও জানার উপায় ছিল না কোন জাহাজটি কোকেন স্মাগলিংয়ে জড়িত এবং কোনটি নির্দোষ। কিন্তু এখন জোয়ান কর্তেজের বলে দেয়া নামগুলোর তালিকা থেকে সহজেই দোষী জাহাজগুলোকে চিহ্নিত করা যাবে।

নেভাদার ভিক্টরভিল এয়ারফোর্স বেসে বসে অপারেটরেরা মিশেলের চোখ দিয়ে দেখতে পাচ্ছিল ক্যারিবিয়ানের জাহাজগুলো আর জাহাজের নামের সাথে জোয়ান কর্তেজের লিস্টে থাকা নামগুলো মেলাচ্ছিল তারা।

যখনই একটা মিল পাওয়া যাবে তখনই ক্রিচের অপারেটররা অ্যানাকস্টিয়ার ওয়্যারহাউজে ফোন করে বলবে : "টিম কোবরা, আমরা এমভি মারিপোসা'কে পেয়েছি, সে পানামা ক্যানেল থেকে ক্যারিবিয়ানে প্রবেশ করেছে।"

বিশপ ধন্যবাদ জানিয়ে মারিপোসার ডিটেইল বের করে বর্তমান গতিপথ লক্ষ্য করবেন। কার্গোটি বাল্টিমোরের দিকে এগোচ্ছে। সেটি গুয়েতেমালা কিংবা সাগরের মাঝখান থেকে কার্গো তুলে নিতে পারে অথবা হয়তো এখনো তোলে নি। সেটি রাতের আধারে স্পিডবোট করে কার্গো নামিয়ে দিতে পারে অথবা এমনও হতে পারে যে জাহাজটিতে কোকেনের চালান নাও থাকতে পারে।

"আমরা কি বাল্টিমোরের কাস্টমস্‌কে জানাব? অথবা মেরিল্যান্ডের কোস্টগার্ডকে?" বিশপ জিজ্ঞেস করলেন।

"এখনই না," ওপাশ থেকে উত্তর আসল।

পল ডেভেরুর এমনটাই অভ্যাস, সময় না হলে কোন কথাই তিনি খুলে বলেন না। নিজের কাছে সব কথা রেখে দেন। যদি এভাবে তার লোকরা সরাসরি জাহাজে উঠে গোপন জায়গাগুলো খুঁজে বের করে ফেলে তাহলে এমন কয়েকটা অভিযানের পরই ব্যাপারটা কার্টেলের নজরে পড়ে যাবে।

এভাবে কার্গো আটকে কয়েকটা ধরপাকড় করে মিডিয়াতে এই কৃতিত্ব ফলাও করে প্রচার করার কোন ইচ্ছাই ডেভেরু ছিল না। তার প্ল্যান ছিল ইউরোপ এবং আমেরিকা থেকে সম্পূর্ণ রূপে কোকেন নির্মূল করা। তার টার্গেট ছিল ব্রাদারহুড এবং সেটি তখনই সফল হবে যখন কোকেনগুলো সাগরে কিংবা আকাশে ধরা হবে লোকাল গ্যাংগুলোর কাছে হ্যান্ডওভার করা এবং সেগুলোর মালিকানা পরিবর্তন হওয়ার আগেই।

ডেভেরুর অভিযানের ধরণই আলাদা। কোন অভিযানের আগে তিনি তার শত্রুদের ভালোভাবে অ্যানালাইসিস করেন অসম্ভব যত্নসহকারে। ডেভেরক্স জানতেন ড্রাগ কার্টেলের বর্তমান নেতা সম্পর্কে। তিনি ডন ডিয়েগো এস্তেবানকে নিয়ে যথেষ্ট স্টার্ডি করেছেন, প্রচুর সম্পত্তির মালিক, ভদ্রলোক,

www.BanglaBook.org

ক্যাথলিক স্কলার, দানশীল, কোকেন লর্ড এবং একজন খুনি। তিনি জানতেন তার নিজের একটি বড় সুবিধা রয়েছে। ডনেরা কখনোই চিরস্থায়ী হয় না তাদের পতন অবশ্যম্ভাবী তাছাড়া ডেভেরক্স ডনের ব্যাপারে সব কিছু জানলেও ডনের এখন পর্যন্ত ধারণা নেই তার জন্য কোরবার কাছ থেকে কি আঘাত আসছে।

দক্ষিণ আমেরিকার অন্য প্রান্তে, ব্রাজিলিয়ান উপকূলের ঠিক বাইরের দিকে গ্লোবাল হক স্যাম টহল দিচ্ছিল স্ট্রাটোস্ফিয়ারের মধ্য দিয়ে। সে যা দেখছিল তার সব কিছু পাঠাচ্ছিল নেভাদার ক্রিচে অবস্থিত কয়েকটি স্ক্রিনে, সেখান থেকে সেগুলো চলে যাচ্ছিল অন্যাকস্টিয়ায়। ওই এলাকায় বাণিজ্যিক জাহাজের সংখ্যাও কম। স্যাম যা দেখছিল সব কিছুর ছবি তেমন স্পষ্ট না হলেও জাহাজগুলোর আকার সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাচ্ছিল এবং সেই আকারগুলো মিলিয়ে দেখা হচ্ছিল আন্তর্জাতিক জাহাজ সংস্থায় সংরক্ষিত জাহাজের ডিজাইনগুলোর সঙ্গে এবং জাহাজগুলোর পরিচয় নিশ্চিত করা হচ্ছিল।

কর্তেজের তালিকার পাঁচটি জাহাজ স্যাম খুঁজে পেল। বিশপের কম্পিউটার স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে ডেভেরু নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করলেন তাদের সময়ও আসবে।

স্যাম আরো কিছু ব্যাপার লক্ষ্য করল এবং রেকর্ড করল। ব্রাজিলিয়ান কোস্ট থেকে আফ্রিকার উত্তরপূর্ব দিকে উড়ে যাওয়া প্লেনগুলোকেও সে পর্যবেক্ষণ করল। বাণিজ্যিক প্লেনের সংখ্যা ছিল অনেক এবং তাতে কোন সমস্যা নেই। প্রত্যেকটি উড়ে যাওয়া বিমানের ছবি বিশপের কাছে চলে গেল। বিশপ দ্রুত সবগুলো বিমানের টাইপ এবং প্যাটার্ন বের করে ফেললেন এর নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর ওয়েবসাইট থেকে।

ছবিগুলোর মধ্যেকার কয়েকটা বিমানের পর্যাপ্ত রেঞ্জ ছিল না। অর্থাৎ ওই পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রমের জন্য যতটা ফুয়েল ধারণ ক্ষমতা প্রয়োজন বিমানগুলোর তা ছিল না। এ থেকে সহজেই বোঝা গেল এগুলোকে মডিফাই করে এক্সট্রা ফুয়েলট্যাঙ্ক বসানো হয়েছে বিমানগুলোতে। ব্যাপারটা নিশ্চিতভাবে অনেক প্রশ্নের জন্ম দিল। গ্লোবাল হক স্যামকে নতুন ইন্সট্রাকশন দেয়া হল। সেটি কেবলমাত্র ছোট এয়ার ক্রাফটগুলোর দিকে নজর রাখতে লাগল।

স্যাম সেই সন্দেহভাজন প্লেনগুলোর মাঝে একটি সাধারণ যোগসূত্র খুঁজে বের করল। প্লেনগুলোর প্রায় সবই আসে ঘন জঙ্গল বেষ্টিত একটি বিশাল এস্টেটের ভেতরকার কিছু এয়ারস্ট্রিপ থেকে। স্যাম সেই এয়ারস্ট্রীপের ছবিতুলে বিশপের কাছে পাঠাল। ব্রাজিলের ভূমি অফিসে কিছু বিচ্ছিন্ন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অনুসন্ধানের পর নিশ্চিত হওয়া গেল সেই র‍্যাঞ্চটির নাম বোয়াভিস্তা

আমেরিকানরা সেখানে প্রথমে পৌছাল, তাদের সামনে দীর্ঘ ন্তকর নৌভ্রমন অপেক্ষা করছে। বারো জনের একটি দল গোয়া ইন্টার নাল এয়ারপোর্টে পৌছাল ট্যুরিস্টের ছদ্মবেশে জুনের মাঝামাঝি সময়ে। বে দি তাদের লাগেজের ভেতরকার কাগজগুলো চেক করত তবে দেখতে পেত া সবাই অভিজ্ঞ বাণিজ্যিক জাহাজের নাবিক। আসলে তারা ছিল ইউএস ক্রু, তারাই গ্রেইন শিপটাকে গোয়াতে নিয়ে এসেছিল যেটি এখন এ চিজাপিক বে'তে রুপান্তরিত হয়েছে। ম্যাকগ্রেগরের ভাড়া করা একটি কে করে তারা কাপুর শিপইয়ার্ডে এল।

চিজাপিক বে নামক নতুন কনভার্ট করা জাহাজটি সেখানে অপেক্ষ করছিল এবং শিপইয়ার্ডে থাকার মতো কোন ব্যবস্থা না থাকায় ক্রুরা সোজা জাহাজে উঠে পড়ে ঘুম দিল। পরেরদিন সকাল থেকে তাদের নতুন জাহাজ পরিচিতি শুরু হবে।

নতুন ক্যাপ্টেনটি ছিলেন একজন নেভি কমান্ডার আর তার ফার্স্ট অফিসার ছিলেন নেভিতে তার এক র‍্যাঙ্ক নিচে। সেখানে ছিল দুজন লেফটেন্যান্ট এবং বাকি আটজন ছিল পেটি অফিসারের নিচের র‍্যাঙ্কের লোকজন। এদের প্রত্যেকেই ছিল স্ব স্ব ক্ষেত্রে এক্সপার্ট ব্রিজ, ইঞ্জিনরুম, গ্যালে, রেডিও শ্যাক, ডেক এবং হ্যাচ কভার।

যখন তাদের জাহাজের পাঁচটি বড় গ্রেইন হোল্ডে নেয়া হল তখন তারা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। সেখানে স্পেশাল ফোর্সের জন্য সম্পূর্ণ একটি ব্যারাক ছিল। কোন পোর্টহোল না থাকায় বাইরে থেকে সেটা বোঝার কোন উপায় নেই। তাদের বলা হল যে সমুদ্রে তাদের নিজেদের কোয়ার্টার থেকে বের হতে হবে না শুধু জাহাজ পরিচালনায় নিযুক্ত থাকলেই চলবে। আর এই ব্যারাকগুলোতে থাকবে ইউএস নেভি সিলরা এবং তারাই অভিযান পরিচালনা করবে।

সেখানে একটি ডবল বাঙ্কের গেস্ট কেবিন ছিল। যদিও সেটি রাখার উদ্দেশ্য তাদের জানা ছিল না। যদি সিল অফিসাররা ব্যারাক থেকে বাইরে বেরোতে চায় তবে ডেকের নিচে অবস্থিত চারটি পানিরোধী দরজা দিয়ে হোল্ড থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। আর তখন তাদের জাহাজের উপর দেখা যাবে। অন্যথায় আর কোন ভাবেই জাহাজে সৈন্যের উপস্থিতি বাইরে থেকে বোঝা যাবে না।

তারা জানতো না, তখনো পর্যন্ত তাদের জানার দরকার হয় নি যে কি কাজের হোল্ডটিকে কেন জেলের মত করে বানানো হয়েছে অথবা কি ধরনের বন্দী সেখানে রাখা হবে, তাদের শুধু দেখানো হল কিভাবে হ্যাচ কভার খুলতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হয় এবং ব্যবহার করতে হয়। তাদের দীর্ঘ যাত্রায় এই কাজটা তাদেরকে অনেকবার করতে হবে।

তৃতীয় দিন ম্যাকগ্রেগর তাদেরকে সমুদ্রে নামার অনুমতি দিল। তাদের জন্য সংক্ষিপ্ত পথটি ছিল সুয়েজ ক্যানেলের মধ্যদিয়ে আরব সাগর পাড়ি দেয়া। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে সোমালিয়ান জলদস্যুদের তৎপরতা এই অঞ্চলে বেড়ে যাওয়ায় এবং তাদের হাতে পর্যাপ্ত সময় থাকায় সিদ্ধান্ত হল জাহাজটি দক্ষিণ পশ্চিম দিক ঘুরে কেপ অফ গুড হোপের দিকে যাবে, সেখানে একটা বিরতি নিয়ে আবার উত্তর পশ্চিমে পুয়ের্তো রিকোর দিকে রওনা হবে।

তিনদিন পর ব্রিটিশরা পৌছে এমভি বালমোরালের দায়িত্ব নিল। তারা ছিল চৌদ্দজন, সবাই রয়্যাল নেভির সোলজার, তারা সবাই ও ম্যাকগ্রেগরের জাহাজ পরিচিতিকরনের মধ্য দিয়ে গেল। ইউএস নেভি একটি অ্যালকোহল ফ্রি সংস্থা তাই তারা এয়ারপোর্ট থেকে কোন ডিউটি ফ্রি এলকোহল আনে নি। কিন্তু ব্রিটিশ রয়্যাল নেভির অ্যালকোহলের ব্যাপারে কোন বাধ্যবাধকতা নেই তাই এমভি বালমোরালের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তারা মদের ছোটখাট একটা বন্যা বইয়ে দিল।

শেষ পর্যন্ত বালমোরাল সমুদ্রে যাওয়ার জন্য পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে গেল। তার গন্তব্য ছিল অপেক্ষা কৃত কাছে : অ্যানসেনশন আইল্যান্ডের উত্তর-পশ্চিমে গভীর সমুদ্রের মাঝখানে একটি অক্সিলিয়ারি ফ্লিট তার জন্য অপেক্ষা করবে রসদপত্র নিয়ে। সেখানে জাহাজে তুলে দেয়া হবে স্পেশাল বোট সার্ভিস এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি যা অভিযানের সময় কাজে লাগবে।

যখন এমডি বালমোরাল দিগন্তে মিলিয়ে গেল তখন ম্যাকগ্রেগর তার জিনিসপত্র প্যাক করল। কনভার্টার ক্রু এবং ইন্টারনাল ফিটাররা আগেই চলে গেছে, তাদের মোটরহোমগুলোও ভাড়া প্রদানকারী কোম্পানিকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। কাপুর শিপইয়ার্ডের সব পাওনাও ইতোমধ্যে মিটিয়ে দেয়া হয়েছে একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে যেটির অস্তিত্ব কেউ ট্রেস করে বের করতে পারবে না এবং এখনকার মানুষেরও এই দুটি গ্রেইন শিপ সম্পর্কে আগ্রহ অচিরেই হারিয়ে যাবে। শিপইয়ার্ডটি তার আগের অবস্থায় ফিরে গেল এবং বিষাক্ত বর্জ্যবাহী জাহাজ ভাঙ্গার কাজে আবার নিযুক্ত হল।

কলিন কেক টারমাকে দাঁড়িয়ে আছেন, আজ তার কাজ ট্রেনিং করানো নয় বরং আজ তিনি বিদায় দিতে এসেছেন বুকানিয়ার এবং এর পাইলট মেজর জোয়াও মেনডোজাকে। এই কদিনে লোকটাকে তার বেশ পছন্দ হয়ে গেছে, আর বুকানিয়ার প্লেনটি তো আগে থেকেই পছন্দের।

ফাইটার বোম্বার প্লেনটির ককপিটে বসে মেনডোজা ফাইনাল চেক আপ সেরে নিলেন। তার পেছনের সেই যে সিটটিই আর নেই। তার বদলে সেখানে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছিল একটা এ... ফুয়েল ট্যাঙ্ক এব... রেডিও সেট যার থেকে সংযুক্ত হেডফোনটি ছিল মেন... রেডিওসেটের পেছনেই দুটো স্পে ইঞ্জিন কয়েকদিনের যত্নে চকচক করছিল। জোয়াও ইঞ্জিনটি স্টার্ট দিলেন।

"নিরাপদে যেও, জোয়াও," কেক চিৎকার করে বললেন। তিনি দেখলেন মেনডোজার ঠোঁট নড়ছে, হয়তো সেও কিছু বলছে কিন্তু ইঞ্জিনের গর্জন ছাপিয়ে কোন কিছু শোনা গেল না, ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে তিনি বুঝতে পারলেন সে কি বলতে চেয়েছে। তিনি প্রত্যুত্তরে হাসলেন এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি সামনে বাড়িয়ে দিলেন।

জোয়াও তার নিজের দুনিয়ায় ডুবে গেলেন, সেই দুনিয়াটা হচ্ছে এক সারি কন্ট্রোল কলাম, কিছু থ্রটল, যন্ত্রপাতি, গান সাইট, ফুয়েল গজ এবং ট্যাকনিকাল এয়ার নেভিগেটরের দুনিয়া।

তিনি ফাইনাল ক্লিয়ারেন্স চাইলেন এবং পেয়েও গেলেন, রানওয়ের দিকে ঘুরলেন। থামলেন একটু, ব্রেকগুলো আবার চেক করলেন, এরপর ব্রেক ছেড়ে প্লেনকে গড়াতে শুরু করতে দিলেন। কয়েক সেকেন্ড পর গ্রাউন্ড ক্রুরা স্পে ইঞ্জিনের ধাক্কায় বুকানিয়ার প্লেনটিকে আকাশে দক্ষিণ দিকে উড়ে যেতে দেখল।

যেহেতু বুকানিয়ারের রেঞ্জ বাড়ানো হয়েছে এক্সট্রা ফুয়েল ট্যাঙ্ক যুক্ত করে তাই মেনডোজা অন্য পথে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। পর্তুগীজ দ্বীপ আজোরা"র ইউএস এয়ারফোর্স বেস অফ ল্যাজেস তাকে রিফুয়েল করার অনুমতি দিয়েছে যা এখান থেকে ১৩৯৫ নটিক্যাল মাইল। আপাতত তাকে এইটুকু দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে যা তার জন্য কোন ব্যাপারই না।

বলার অপেক্ষা রাখে না তিনি রাতের বেলা ল্যাজেসের অফিসার্স ক্লাবে থেকে গেলেন এবং পরদিন ভোরে ফোগোর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। নতুন জায়গায় রাতের বেলা অন্ধকারে ল্যান্ড করার কোন ইচ্ছাই তার ছিল না, তাই ভোর বেলায়ই তিনি টেকঅফ করলেন। ফোগো এখান থেকে ১৪৩৯ নটিক্যাল মাইল, সেটি তার উড়োজাহাজের লিমিট ২২০০ নটিক্যাল মাইলের মধ্যেই।

কেপ ভার্দে আইল্যান্ডের আকাশ পরিস্কারই ছিল। যখন তিনি তার প্লেন ৩৫,০০০ ফিট উচ্চতায় নামালেন তখন তিনি পুরো এলাকাটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন। যখন ১০,০০০ ফিট উচ্চতায় নামলেন তখন নিচের নীল পানিতে স্পিডবোটগুলোকে পালকের মতো ভাসমান দেখাচ্ছিল। দ্বীপপুঞ্জটির দক্ষিণ প্রান্তে, সান্তিয়াগোর পশ্চিমপ্রান্তের ফোগো আইল্যান্ডের সুপ্ত আগ্নেগিরিটিকে পাশ কাটানোর পর তিনি ফোগোর রানওয়েটা দেখতে পাচ্ছিলেন। তিনি জানতেন টাওয়ারের ভাষা পর্তুগিজ না হয়ে ইংলিশই হবে, ট্রান্সমিট বাটন চেপে তিনি টাওয়ারে কল করলেন।

www.BanglaBook.org

"পিলগ্রিম, পিলগ্রিম, ডু ইউ রিড মি?"

"যে কণ্ঠটা ভেসে আসল তিনি তা চিনতে পারলেন, স্কাম্পটন থেকে আসা সেই ছয় জনের একজন যে এখানে তার অ্যাসিস্টেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। একটা ইংলিশ কণ্ঠ, উত্তর প্রদেশের উচ্চারণে জবাব দিল।

"রিড ইউ ফাইভ, পিলগ্রিম।"

ডেক্সটারের নিযুক্ত করা স্কাম্পটনের সেই উদ্যমী কাঁচের জানালা দিয়ে প্লেনটি দেখতে পাচ্ছিল, প্লেনটি তখন সাগরের উপর দিয়ে বাঁক নিচ্ছিল। সে তখন ল্যান্ডিং ইন্সট্রাকশন দিল : রানওয়ের ডাইরেকশন, বাতাসের গতি এবং দিক জানাল।

এক হাজার ফিট উচ্চতায় নেমে মেনডোজা ল্যান্ডিং সেটিংস ঠিক করলেন, বাতাসের স্পিড দেখলেন এবং সেই অনুযায়ী অলটিচ্যুড ঠিক করলেন। সব কিছু ঠিকঠাক মত চলছিল। আবহাওয়া পরিষ্কার, দিনের আলোয় খুব একটা কষ্ট তাকে করতে হবে না। দু মাইল দূর থেকে তিনি লাইন আপ ঠিক করলেন, শেষ পর্যন্ত বিমানের চাকা টারমাক স্পর্শ করতেই ধীরে ধীরে ব্রেক করে তিনি প্লেনটি থামিয়ে ফেললেন।

বিমান থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে সেখানে ছোট একটি পিকআপ ট্রাক পৌছে গেল এবং তিনি তাতে চড়ে বসলেন। সেই পিকআপে করে তিনি রানওয়ে থেকে ফ্লাইট-স্কুল কমপ্লেক্সে পৌছে গেলেন।

সেখানে তার জন্য উষ্ণ অভ্যর্থনা অপেক্ষা করছিল। স্কাম্পটনের সেই ছয় জন তাকে ঘিরে ধরল এবং কুশল বিনিময় করল। দুই দিন আগে এই ছয় জন একটি ব্রিটিশ সি-১৩০ হারকিউলিসে এখানে এসে পৌছেছেন। তারাই বুকানিয়ারটির দেখাশোনা করবেন এবং ছোটখাট প্রয়োজনীয় মেরামত করবেন।

তাদের সবাই তখনো পর্যন্ত অন্ধকারে ছিলেন যে বুকানিয়ার প্লেনটি দিয়ে আসলে কি করা হবে অর্থাৎ তাদের মিশনটা কি এই ব্যাপারে। তবুও তারা আপাতত এই কয়েকদিন RATO টেকঅফ এবং ল্যান্ডিং প্র্যাকটিস করতে থাকবেন ব্যাপারটাকে আরো একটু ঝালিয়ে নেবার জন্য। তারা মেনডোজাকে তার কোয়ার্টারে নিয়ে গেলেন যেখানে তার জিনিসপত্র আগেই পৌছে গেছে। তারপর তিনি মেইন মেস হলে গেলেন যেখানে তিনি ব্রাজিলিয়ান ইন্সট্রাক্টর এবং তার পর্তুগীজভাষী ক্যাডেটদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তাদের নতুন কমান্ডিং অফিসার এবং তার মিউজিয়াম পীস বিমানটি এসে গেছে। সেই তরুণরা এখন কি ঘটবে সেটা নিয়ে বেশ আগ্রহী। চার সপ্তাহ ধরে তারা থিওরী ক্লাশ করেছে এবং এয়ারক্রাফট সম্পর্কে জেনেছে, আগামীকাল সকালে তাদের প্রথম ডুয়াল-ইন্সট্রাকশন ফ্লাইট শুরু হবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তাদের কাছে ছোট ছোট টিউকান প্রশিক্ষণ বিমানগুলোর চেয়ে মেনডোজার নিয়ে আসা যুদ্ধবিমানটা অনেক আকর্ষণীয়, আর তাই সেটা সম্পর্কেই ক্যাডেটদের আগ্রহ বেশি। তারা ভেবেছিল সেটা দিয়ে বুঝি প্রশিক্ষণ দেয়া হবে কিন্তু তারা হতাশ হল যখন দেখল বুকানিয়ারটি স্টিলের দরজাওয়ালা হ্যাঙ্গারে রেখে দেয়া হয়েছে দৃষ্টিসীমার বাইরে। বিকালে প্লেনটি রিফুয়েল করে রকেটগুলো ফিট করার পর এর কামানগুলোতে গোলা ভরা হল।

সেই সন্ধ্যায় ক্যাল ডেক্সটারের সাথে মেনডোজা ফোনে কথা বললেন। মেনডোজার প্রশ্নের জবাবে ডেক্সটার তাকে ধৈর্য ধরতে বললেন, আরো জানালেন যে তাকে খুব একটা বেশি সময় করতে হবে না। কয়েক দিনের মাঝেই অভিযান শুরু হয়ে যাবে।

জুলিও লাজ স্বাভাবিক ব্যবহার করতে চেষ্টা করছিল। কার্দেনাস তাতে সব ব্যাপার গোপন রাখার জন্য শপথ করিয়েছে, লাজ একটা উভয় সংকটে রয়েছে, ব্যাপারটা তাকে ডনের কাছ থেকেও গোপন রাখতে হচ্ছে। কার্টেলের অলিখিত সংবিধান অনুসারে এটি একটি ভয়াবহ অপরাধ। লাজ তাই অসম্ভব ভয়ে আছে, দুদিক থেকেই বিষয়টা তার জন্য প্রচন্ড দুশ্চিন্তার।

সে তার পাক্ষিক সফরে আবার মাদ্রিদ গেল যেন কিছুই ঘটেনি। তাকে এবারও ইন্সপেক্টর পাকো ওর্তেগার লোকেরা ফলো করছিল, এ ব্যাপারে লাজ মোটেও সতর্ক ছিল না। সে আগের মতোই ভিলা রিয়েল হোটেলের চিরাচরিত সম্ভাষণ গ্রহন করল, তার সেই নির্ধারিত রুমে উঠল। কিন্তু এবার তার রুমে এফবিআইয়ের স্থাপন করা বাগ ছিল যেটি স্থাপন করার নির্দেশ ডেক্সটার দিয়েছেন। ঐ রুমের প্রত্যেকটি সাউন্ড রেকর্ড করা হচ্ছিল দুই ফ্লোর উপরের একটি রুমে স্থাপন করা রেকর্ডারে। রুমটি ভাড়া নিয়েছে আরেকজন এফবিআই এজেন্ট ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে। এজেন্টটি কানে হেডফোন লাগিয়ে মনোযোগ দিয়ে লাজের রুমের সাউন্ড লক্ষ্য করছিল।

পরেরদিন যখন সে ব্যাঙ্কে গেল, তখন তার রুমে রেইড করা হল। বিশেষ কিছু পাওয়া গেল না তবে এটা জানা গেল যে সে সম্পূর্ণ সুস্থ নয়। তার বেডসাইড টেবিলে কয়েকটি সাধারণ ওষুধপত্র দেখে বোঝা গেল তার উপর দিয়ে বেশ ধকল যাচ্ছে ক্রমাগত বিমান জার্নির ফলে।

শেষের দিন সকাল থেকেই তার রুমের শব্দগুলো ভালোভাবে লক্ষ্য করা হতে লাগল। একপট আর্ল গ্রে কফি অর্ডার করে সে বাথরুমে প্রবেশ করল এবং প্রাকৃতিক কাজ সম্পাদন করার জন্য বসে পড়লো, বোঝাই যায় সে একবারে গোসল সেরেই বেরিয়ে আসবে। ঠিক তখনই যে লোকটা হেডফোন কানে দিয়ে শব্দ শুনছিল সে তার সেলফোন দিয়ে ডেক্সটারকে কল করল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডেক্সটার তার সাথে দুজন এক্সপার্ট নিয়ে নীরবে রুমে প্রবেশ করলেন। রুমে গাঢ় কার্পেট থাকায় এবং বাথরুমের দরজা বন্ধ থাকায় লাজ কোন শব্দ শুনতে পেল না বাথরুমের ভেতর থেকে। তালা-চাবি বিশেষজ্ঞের দরজা খুলতে কয়েক সেকেন্ড সময় লাগাল যদিও এবারে দরজায় নতুন পাসওয়ার্ড দেয়া। রুমে ঢুকে ডেক্সটার অ্যাটাশে কেসটার কাছে গেলেন। আগে থেকেই জানা ছিল সেটি কোথায় থাকে। অ্যাটাশে কোসের পাসওয়ার্ড আগেরটাই আছে, লাজের অ্যাসোসিয়েশন মেম্বারশিপ নাম্বার। ডেক্সটার অ্যাটাশে কেসটা খুললেন এবং দ্রুত কাজ শেষ করে সেটা বন্ধ করে আগের জায়গায় রেখে দিলেন। এরপর তারা বেরিয়ে গেলেন। পুরো কাজটা করতে এক মিনিটের বেশি সময় লাগে নি। বাথরুমের দরজার ওপাশে জুলিও লাজ তখন বাথটাবে গা এলিয়ে শুয়ে আছে, সে কল্পনাও করতে পারল না তার জন্য কি চমক অপেক্ষা করছে।

সে বারাজাস এয়ারপোর্টের ডিপারচার লাউঞ্জে যাওয়ার আগপর্যন্ত ব্রিফকেস খুলবে না আশা করা যায় যদি এয়ারলাইন টিকেটটা তার স্যুটের বুক পকেটে থেকে থাকে। কিন্তু তার মানিব্যাগটা ছিল ব্রিফকেসের ভেতরে তাই হোটেল থেকে চেক আউট করার সময়েই তাকে ব্রিফকেস খুলতে হল। যখন হোটেলের কাউন্টারে তার বিল প্রিন্ট হচ্ছিল তখন সে ব্রিফকেসটা খুলল।

জুলিও লাজের মাথায় যেন বাজ পড়ল। দশদিন আগে কলাম্বিয়ান ফরেন মিনিস্ট্রি থেকে আজকের ব্যাপারটাকে কেবলমাত্র বাজ পড়ার সাথেই তুলা করা যায়। জুলিও লাজ দূর্বল অনুভব করছিল, মনে হচ্ছিল যেন তার হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাবে। তার দিকে এগিয়ে দেয়া বিলটা হাতে নেয়ার পরিবর্তে সে লবিতে থাকা সোফার উপর ধপ করে বসে পড়ল, তার কোলের উপর ব্রিফকেসটা খোলা পড়ে আছে এবং লাজ সেটার দিকে বিস্তারিত চোখে তাকিয়ে আছে, কাউন্টারের উযপরে থাকা বেলটা বারবার বেজে জানান দিচ্ছিল তার জন্যে আসা লিমোজিনটা বাইরে অপেক্ষা করছে। শেষ পর্যন্ত সে কোন রকমে টেনে টেনে লিমোজিনে উঠে বসল, গাড়িটি যখন যাচ্ছিল তখন সে বারবার পেছন দিকে তাকাচ্ছিল। তাকে কি অনুসরণ করা হচ্ছে? তাকে কি এখন ধরে নেয়া হবে, টেনে হিঁচড়ে তাকে থার্ড ডিগ্রি ইন্টারোগেশন সেলে নেয়া হবে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য?

সে নিজেকে নিরাপদ ভাবতে পারছিল না। সে বুঝতে পেরেছে তাকে অনেকদিন ধরেই অদৃশ্যভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে। হয়তো এখনও তাকে অদৃশ্যমান কোন লোক অনুসরণ করছে। সে তার নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। ব্রিফকেস খুলে আবার ক্রিম রঙের ম্যানিলা খামটা কাঁপা কাঁপা হাতে বের করল। চিঠির উপরে প্রাপকের জায়গায় শুধু লেখা ছিল 'পাপা'।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ব্রিটিশ ক্রুদের চালিয়ে নেয়া এমভি বালমোরাল তখন অস্ট্রিলিয়ারি ফ্লিট থেকে মাত্র পঞ্চাশ মাইল দূরে ছিল। অস্ট্রিলিয়ারী ফ্লিট থেকে খাবার দাবার সহ অন্যান্য রসদপত্র সরবরাহ করা হয়ে থাকে যুদ্ধ জাহাজ সহ অন্যান্য সামরিক জাহাজগুলোতে। এগুলো তাই সাহায্যকারী নৌবহর হিসেবে পরিচিত।

যেকোন ধরনের উৎসুক দৃষ্টির আড়ালে নির্জন সাগরের মাঝখানে এমভি বালমোরালে স্পেশাল বোট সার্ভিসের (SBS) কমান্ডোরা উঠল।

স্পেশাল বোট সার্ভিস ইংল্যান্ডের ডরসেট উপকূলভিত্তিক একটি কমান্ডো বাহিনী। আকারে সেটি ইউএস নেভি সীলের চেয়ে অনেক ছোট, বড়জোর দুশজন পদস্থ অফিসার আছে এই বাহিনীতে। যদিও এই বাহিনীর নম্বই পার্সেন্টেরও বেশি সদস্য রয়্যাল মেরিন থেকে আসা তবু তারা আমেরিকান নেভি সিল ইউনিটের মতোই জলে-স্থলে এবং আকাশে লড়াই করতে সক্ষম। তারা নদী, সাগর, জঙ্গল এবং মরুভূমিতেও লড়াই করার জন্য বিশেষ ট্রেনিংপ্রাপ্ত। স্পেশাল বোট সার্ভিসের যে দলটি এমভি বালমোরালে উঠল তাতে শুধুমাত্র ষোল জন সদস্য ছিল।

এদের কমান্ডিং অফিসার হলেন মেজর বেন পিকারিং সামরিক বাহিনীতে তিনি সুদীর্ঘ বিশ বছর ধরে আছেন। বিভিন্ন ইউনিটের সাথে বিভিন্ন দেশে যুদ্ধ করা এবং পরিচালনার অভিজ্ঞতা আছে তার। ১৯৯১ সালে যখন তিনি যুবক ছিলেন তখন প্রথম তার পোস্টিং হয় উত্তর আফগানিস্তানে। সেখানে তালেবান ব্রিদোহের পর উজবেক জেনারেল দাস্তামের জেলখানায় চালানো গণহত্যার প্রত্যক্ষদর্শী তিনি। তাছাড়া ইরাক এবং সিয়েরালিওনেও তিনি বীরত্বের সাথে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। তার সাথে আছেন সিআইএর স্পেশাল অপারেশন্সের জনি মাইক। জনি মাইক আফগানিস্তানে একবার প্রায় মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছিলেন আর তাকে বাঁচানোর কৃতিত্ব পুরোটাই মেজর পিকারিংয়ের। মৃত্যুকূপে পিকারিং একই ঢুকে পড়েছিলেন এবং মাইককে ধরে রাখা তিনজন তালেবানকে হত্যা করে তাকে ছিনিয়ে আনেন।

অবৈধ অস্ত্রশস্ত্র খুঁজে বের করা এবং সেগুলো ধরপাকড় তার প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে কিন্তু তিনি এবারকার মতো কখনো কোন গোপন জাহাজ পরিচালনা করেননি। তবে ব্যাপারটা তার কাছে নতুন হলেও চ্যালেঞ্জি মনে হয়েছে। তাছাড়া কোকেনের মতো বিধ্বংসী একটা উপাদান আটক করে মানবতার উপকার করাটাকে তিনি এক প্রকার ব্রত হিসেবে নিয়েছেন।

সাগরে ধরপাকড় অভিযান পরিচালনার জন্য তিনি তার পছন্দমতো দুটো ৮.৫ মিটার লম্বা শক্ত রাবারের স্পিডবোট নিয়েছেন, এগুলোকে সংক্ষেপে বলা হয় RIB (রিগিড-হাল ইনফ্ল্যাটাবল বোট), তিনি আর্কটিক ভার্সনটি নিয়েছেন। এতে কমান্ডিং অফিসার এবং ড্রাইভারের পেছনে দুই সারিতে বসতে পারবে আটজন কমান্ডো, দুজন কাস্টমসের তল্লাশী বিশেষজ্ঞ এবং দুটি

www.BanglaBook.org

স্নিফার কুকুর। একটি আরআইবি ব্যবহৃত হবে আক্রমণ করার জন্য যেটিতে শুধু কমান্ডোরা থাকবে, একে অনুসরণ করবে আরেকটা আর আইবি যাতে তল্লাশী বিশেষজ্ঞ এবং কুকুরগুলো থাকবে যেটির গতি হবে অপেক্ষাকৃত ধীর যাতে কুকুরগুলো ভয় না পায়।

তল্লাশী বিশেষজ্ঞরা যে কোন গোপন জিনিস খুঁজে বের করতে ওস্তাদ। গোপন কম্পার্টমেন্ট ছাড়াও যেকোন বুদ্ধিদীপ্ত লুকানোর জায়গা খুঁজে বের করার ব্যাপারে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। স্নিফার কুকুরগুলো স্প্যানিয়েল ককার জাতের, এরা শুধু ড্রাগের গন্ধ সম্পর্কেই অবগত নয় বরং এরা গন্ধের তারতম্যও বুঝতে পারে। একটা বদ্ধ জায়গার গন্ধ খোলা জায়গার গন্ধ থেকে ভিন্ন হয়, এমন তারতম্যও তারা বুঝতে পারে।

মেজর পিকারিং জাহাজের ডেকে ক্যাপ্টেনের পাশে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন দুটি আরআইবি ক্রেনের সাহায্যে জাহাজের উপরে তোলা হচ্ছে। ডেক থেকে তুলে আরআইবিগুলোকে নিচের একটি হোল্ডে রাখা হল।

স্পেশাল বোট সার্ভিসের কয়েকজন এসেছিল এম স্কোয়াড্রন থেকে যারা ছিল মেরিন কাউন্টার টেররিজমে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। তারা বোটগুলো উঠার পরে জাহাজে উঠল, এবং তারপর আসল তাদের যন্ত্রপাতিগুলো, সেগুলো ছিল সংখ্যায় অনেক। এগুলোর মধ্যে ছিল স্নিফার ভার্সনের অ্যাসল্ট কারবাইন, হ্যান্ডগান, আন্ডারওয়াটার ডাইভিং ইকুইপমেন্ট, ওয়েদারপ্রুফ কাপড়চোপড়, গ্র্যাপনেল হুক, স্কেলিং ল্যাডার অর্থাৎ যান্ত্রিক মই এবং কয়েকটন গোলাবারুদ। সাথে এসেছে দুজন আমেরিকান প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ যারা ওয়াশিংটনের সাথে সর্বক্ষণ যোগাযোগ রাখবে।

তাছাড়া সাপোর্ট পার্সোনেল হিসেবে কয়েকজন টেকনিশিয়ান এসেছে যারা আরআইবিগুলো রক্ষাণাবেক্ষণ করবে। আরো আছে দু'জন আর্মির হেলিকপ্টার পাইলট তাদের কয়েকজন সার্ভিস ইঞ্জিনিয়ারসহ। তারা ছোট একটি 'চপার' হেলিকপ্টার নিয়ে এসেছে যেটি বিশেষভাবে তৈরি হেলিকপ্টার হোল্ডে রাখা আছে। হেলিকপ্টারটি আমেরিকান লিটল বার্ড।

রয়্যাল নেভির তাদের সি কিং অথবা একটি লিনাক্স হেলিকপ্টার আনতে চেয়েছিল কিন্তু হোল্ডে স্থান সংকুলান হবে না বলে চপার হেলিকপ্টারই নেয়া হয়েছে। এই বোয়িং লিটল বার্ডটিকে সহজেই ডেকে নামিয়ে পরে হোল্ডে গোপন করে রাখা যাবে। রোটর ব্লেড প্রসারিত অবস্থায় এর আকার সাতাশ ফুট যা সহজেই চল্লিশ ফিট প্রসারিত হোল্ডে লুকিয়ে থাকতে পারবে।

যখন সবকিছু ট্রান্সফার করা শেষ হয়ে যাবার পর এমভি বালমোরার ফুয়েল ট্যাঙ্কগুলো পূর্ণ করা হয় তখন জাহাজগুলো আলাদা হয়ে গেল। রয়্যাল ফ্লিট অক্সিলিয়ারি নর্থ ইউরেপের দিকে ফিরে গেলে এমভি বালমোরাল তার প্রথম টহল স্টেশন কেপ ভার্দে আইল্যান্ডের উত্তরে মধ্য আটলান্টিকের দিকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এগিয়ে গেল, যে এলাকাটি ব্রাজিল এবং আফ্রিকার ব্যর্থরাষ্ট্রগুলোকে তার জলরাশি দিয়ে বিভক্ত করেছে সেই দিকে।

কোবরা তার আক্রমণভাগ দুই ভাগে বিভক্ত করলেন। আমেরিকাগামী কোকেন চালানগুলো আটকানোর জন্য এমভি চিজাপিক দায়িত্ব নেবে ক্যারিবিয়ান এলাকার আর ইউরোপগামী জাহাজ আটকের জন্য আটলান্টিকে দায়িত্ব নেবে এমভি বালমোরাল। এমভি চিজাপিকও কয়েকদিনের মধ্যে পুয়ের্তোরিকোর কাছাকাছি কোন জায়গায় একটি সাপ্লাই শিপ থেকে তার রসদ বুঝে নেবে।

* * *

রবার্তো কার্ডেনাস দীর্ঘ সময় নিয়ে চিঠিটার দিকে শক্তভাবে তাকিয়ে থাকল। এটি প্রায় শ'খানেকবার পড়ে ফেলেছে সে। তার একপাশে জুলিও লাজ ভয়ে কাঁপছে।

"এটা কি জোচ্চোর ডে ভেগা পাঠিয়েছে?" লাজ নার্ভাসভাবে জিজ্ঞেস করল। সে সিরিয়াসলি চিন্তায় পড়ে গেছে এই রুম থেকে জীবন্ত বের হতে পারবে কিনা।

"এটা ডে ভেগার কোন ব্যাপার না।"

চিঠিতে এ ব্যাপারে কিছু লেখা নেই তবে চিঠিটি এমন কিছুই ইঙ্গিত করছিল। সে বুঝতে পারছিল তার মেয়ের সাথে আসলে কি ঘটেছে। আসলে ভেগা বলে কেউ নেই, তার মেয়ে গভীর ষড়যন্ত্রের স্বীকার। ভেগার উপর আর প্রতিশোধ নেয়ার প্রশ্নই উঠে না। ভেগা বলতে কেউ ছিল না। ভুল করে বারাজাস এয়ারপোর্টে কেউ তার মেয়ের ব্যাগে কোকেন ঢুকায় নি। সব কিছু গভীর পরিকল্পনার অংশ। তার মেয়ের সামনে এখন বিশ বছরের জেল অপেক্ষা করছে, সেটা এড়াতে এখন হয়তো কার্ডেনাসকে বিশাল কোন মূল্য পরিশোধ করতে হবে। সে যে ধরনের খামে মেয়ের কাছে চিঠি পাঠাতো ঠিক সে ধরনের ম্যানিলা খামে করে আসা চিঠিটাতে এসবের কিছুই লিখে নি কিন্তু কার্ডেনাসের কাছে সব কিছু দিনের আলোর মত পরিস্কার হয়ে গেল। চিঠিতে সাধারণভাবে লেখা ছিল :

> আমার মনে হয় তোমার মেয়ে লেটিজিয়ার ব্যাপারে তোমার সাথে কথা বলা উচিত। পরবর্তী রবিবার বিকেল চারটায় কার্তেজেনার সান্তা ক্লারা হোটেলে আমি থাকব। রুমটি স্মিথ নামে বুক করা থাকবে, এক ঘন্টা সেখানে তোমার জন্য অপেক্ষা করব।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৯

পুয়ের্তো রিকোর একশ মাইল উত্তরে গভীর সমুদ্রের মাঝখানে অক্সিলিয়ারি ফ্লিট থেকে ইউএস নেভি সিলের সোলজাররা এমভি চিজাপিকে আরোহন করল, অক্সিলিয়ারি ফ্লিটটি এসেছে পুয়ের্তোরিকোর ইউএস বেস থেকে।

'ইউএস নেভি সিল' সংস্থাটি এসবিএস-এরচেয়ে কমপক্ষে চারগুণ বড়। এর প্যারেন্ট গ্রুপ নেভাল স্পেশাল ওয়েলফেয়ার কমান্ডে আছে ২৫০০ জন কর্মকর্তা যাদের মধ্যে অন্তত এক হাজারজনই রাজধানী অফিসার এবং বাকিরা সাপোর্ট হিসেবে কাজ করে।

এমভি চিজাপিকে নেভি সিলের যে টিমটি এসেছে সেটি টিম-টু'এর একটি প্লাটুন, এটি এসেছে ভার্জিনিয়ার একটি ক্রিক থেকে। তাদের কমান্ডিং অফিসার হলেন লেফটেন্যান্ট কমান্ডার ক্যাসি ডিক্সন, এমভি বালমোরালের কমান্ডিং অফিসারের মতো তিনিও একজন অভিজ্ঞ সমরবিদ। তরুণ বয়সেই নাম লিখিয়েছিলেন অপারেশন অ্যানাকোন্ডায়।

যখন বালমোরালের কমান্ডার আফগানিস্তানে যুদ্ধরত ছিলেন, সেই সময়ে ক্যাসি ডিক্সন তোরাবোরা পাহাড়ের আনাচে কানাচে ওসামা বিন লাদেনের পিছু ধাওয়া করে ছুটছিলেন, সেখানে প্রদর্শিত নানা কৃতিত্ব তাকে আজকের এই অবস্থানে নিয়ে এসেছে।

সেই সব দুঃসাহসিক অভিযানের নয়বছর পর তিনি এক উষ্ণ সন্ধ্যায় এম ভি চিজপ্যাকের ডেকে দাঁড়িয়ে অক্সিলিয়ারি ফ্লিট থেকে এমভি চিজাপিকে মালামাল স্থানান্তর করা দেখছিলেন। উপর থেকে একটি ইপি-ও নামক টহল হেলিকপ্টার নিশ্চিত করছিল যে এই স্থানান্তরের ব্যাপারটি আশেপাশের অন্য কেউ দেখছে না।

জলে নেমে আক্রমণ করার জন্য নেয়া হয়েছে এগারো মিটার লম্বা রিগিড হাল ইনফ্ল্যাটাবল বোট অথবা সংক্ষেপে আরআইবি, সেই রাবারের বিশাল বোটটি একসাথে পুরো প্লাটুন সিলকে বহন করতে পারে এবং স্থির পানিতে চল্লিশ নট বেগে চলতে পারে। চিজাপিকে আরো নেয়া হয়েছে দুইটি অপেক্ষাকৃত ছোট রাবারের তৈরি কমব্যাট রাইডিং ক্র্যাফট যাতে স্বচ্ছন্দে চারজন সৈন্য চড়তে পারে তাদের অস্ত্রশস্ত্র সহ।

অক্সিলিয়ারি ফ্লিট থেকে আরো স্থানান্তর করা হয়েছে কোস্টগার্ডের দুজন তল্লাশী বিশেষজ্ঞ, কাষ্টমসের দুজন কুকুর বাহক এবং দুজন তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ যারা ওয়াশিংটনের সাথে যোগাযোগ রাখবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অক্সিলিয়ারি ফ্লিটের উপর অপেক্ষা করছিল একটি ছোট 'স্পটার' হেলিকপ্টার যেটি চিজাপিকে থাকবে সেটি। যদিও নেভি সিলরা সাধারণত উচ্চতর সুযোগ সুবিধা সম্বলিত হেলিকপ্টার যেমন বোয়িং নাইট হক ইত্যাদি হেলিকপ্টার ব্যবহার করে অভ্যস্ত তবু চীজপ্যাকের হোল্ডের স্থান সংকটের কথা চিন্তা করেই এই ছোট হেলিকপ্টার নেয়া হয়েছে।

অক্সিলিয়ারী ফ্লিট থেকে নেয়া অন্যান্য যন্ত্রপাতির মধ্যে রয়েছে জার্মান হেকলার এন্ড কচ সাবমেশিন গান, ডাইভিংগিয়ার, স্ট্যান্ডার্ড ড্রেজার ইউনিট। স্নইপার রাইফেল এবং কয়েকটন গোলাবারুদ।

ইপি-৩ নামক টহল হেলিকপ্টারটি একটু পরপর রিপোর্ট করছিল, সেটি জানালো যে পার্শ্ববর্তী এলাকা এখনো ক্লিয়ার। ক্লিয়ারেন্স পাওয়ার পরপরই লিটলবার্ড হেলিকপ্টারটি অক্সিলিয়ারি ফ্লিট থেকে উড়লো, একটি রাণী মৌমাছির মতো পাক খেয়ে চিজাপিকের উপরে চলে আসলো এবং চিজাপিকের ডেকে শান্তভাবে ল্যান্ড করলো। যখন রোটর দুটি থামলো, একটি ডেরিক সেটিকে নিচের হোল্ডে নামিয়ে রাখল। মসৃণভাবে ডেক কভারটি হোল্ডটি ডেকে দিল যাতে বৃষ্টি কিংবা পানি হেলিকপ্টারটির ক্ষতি না করতে পারে।

অবশেষে অক্সিলিয়ারি ফ্লিট এবং এমভি চিজাপিক আলাদা হয়ে গেল। রাতের বেলায়ই চিজাপিক তার নির্দিষ্ট এলাকায় টহল দিতে চলে গেল ক্যারিবিয়ান বেসিন এবং গলফ্ অফ মেক্সিকোর দিকে। যেকোন অনুসন্ধানকারী যদি জাহাজটিকে নিয়ে খাটাখাটি করে তবে দেখতে পাবে জাহাজটি একটি শস্যবহনকারী জাহাজ এবং সম্পূর্ণ আইনসম্মতভাবে সেটি গালফ অফ সেন্ট লরেন্স থেকে খাদ্যশস্য নিয়ে যাচ্ছে দক্ষিণ আমেরিকার ক্ষুধার্ত মুখগুলোর জন্য।

নিচের ডেকে বসে ইউএস নেভি সিলরা তাদের অস্ত্রশস্ত্র পরিষ্কার করছিল এবং পরীক্ষা করে দেখছিল। ইঞ্জিনিয়াররা হেলিকপ্টারের যন্ত্রাংশগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করছিল যাতে প্রয়োজনের সময়ে একে তৈরি পাওয়া যায়; জাহাজের শেফরা ডিনার আইটেম প্রস্তুত করছিল, তারা জাহাজের ফ্রিজগুলো ইতোমধ্যে অক্সিলিয়ারি ফ্লিট থেকে আসা খাদ্যদ্রব্যে ভর্তি করে নিয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা তাদের যন্ত্রপাতি সেটআপ করছিলো, তারা ওয়াশিংটনের অ্যানাকস্টিয়ার ওয়্যারহাউসের সাথে একটি গোপন চ্যানেলের মাধ্যমে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ রক্ষা করবে।

তারা সবকিছু তৈরি করে বসে একটি ফোন কলের জন্য অপেক্ষা করছিল। ফোনটি আসতে দশ সপ্তাহও লাগতে পারে। দশ দিনও লাগতে পারে আবার দশ মিনিটের মধ্যেও চলে আসতে পারে। এই ট্রুপটিকে তাই সর্বক্ষণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত অবস্থায় রাখা হয়েছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হোটেল সান্তা ক্লারা কার্তেজেনার ঐতিহাসিক কেন্দ্রে অবস্থিত একটি বিলাসবহুল পুরনো হোটেল, সেটি কয়েকশো বছরের পুরনো এবং ঐতিহ্যবাহী একটি হোটেল। হোটেলটির পুরো বর্ণনা কার্তেজেনায় থাকা একজন সোকা এজেন্ট ডেক্সটারের কাছে পাঠিয়েছে, এজেন্টটি কার্তেজেনায় নেভাল ক্যাডেট স্কুলের একজন শিক্ষকের বেশে আন্ডারকভারে আছে। ডেক্সটার পুরো প্ল্যানটি নিয়ে স্টাডি করলেন এবং একটি নির্দিষ্ট সুইটের ব্যাপারে তার পছন্দের কথা জানালেন।

তিনি মিস্টার স্মিথ নাম নিয়ে সান্তা ক্লারা হোটেলে চেকইন করলেন রবিবার ঠিক পৌনে তিনটায়। লবিতে বসে থাকা পেশীবহুল লোকজন তার চোখ এড়ায়নি, তাদের কেউ পেপার পড়ার ভান করছিল আবার কেউ কেউ হোটেলের লবিতে ঝুলানো নোটিশগুলো পড়ছিল, ডেক্সটার নিচ তলার একটি আট্রিয়ামে বসে লাঞ্চ করলেন। লাঞ্চ শেষ করে তিনি এলিভেটরে করে তার উপরের তলার রুমের দিকে এগোলেন, তিনি দেখাতে চাইছিলেন যে তিনি একা এবং নিরস্ত্র।

আমসার সময়ে ডেভেরু বলেছিলেন ব্যাকআপ হিসেবে সাথে করে একটি গ্রীনবেরেট পিস্তল নিয়ে যেতে। কিন্তু ডেক্সটার সেটা নিতে চাইলেন না।

"সেটা নিলে ভাল হত," তিনি বললেন, "কিন্তু সেগুলো তো আর অদৃশ্য থাকবে না। কার্ডেনাস যদি এমন কিছু দেখে তবে সে দেখা দেবে না, ভাববে তাকে খুন করার জন্য কিংবা ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্য ফাঁদ পাতা হয়েছে।"

যখন টপফ্লোরে লিফট থেকে নেমে তিনি তার স্যুইটের দিকে যাচ্ছিলেন, তিনি বুঝতে পারছিলেন এখনো পর্যন্ত তিনি এমন কিছু করেন নি যাতে শত্রুরা তাকে অনিরাপদ ভাবতে পারে।

সান সু'র উপদেশ তার কানে বাজছিল : সবসময় শত্রুকে তোমাকে অবহেলা করার সুযোগ দাও।

তার রুমের সামনে মপ আর বাস্কেট নিয়ে একটি লোক করিডর ঝাড়ু দিচ্ছিল, তিনি তার রুমে ঢুকে পড়লেন। কার্তেজেনার জন্য ব্যাপারটা স্বাভাবিক নয় কারণ ঝাড়ু দেয়ার কাজটা সাধারণত এখানে মহিলারাই করে থাকে। রুমটা তার কাছে পরিচিতই মনে হল। রুমটার ছবি তিনি আগে দেখেছেন এবং রুমটি নিয়ে যথেষ্ট স্টাডিও করেছেন, এটি পুরো শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বিশাল একটি রুম, মেঝেতে টাইলস বসানো, কালো রঙের ওক কাঠের ফার্নিচারে সুসজ্জিত। একটি বিশাল পেটিও ডোর টেরেসের সাথে রুমটি সংযুক্ত করেছিল। তখন বাজে সাড়ে তিনটা।

তিনি এয়ারকন্ডিশনার বন্ধ করে দিলেন, পর্দাগুলো টেনে সরিয়ে জানালাগুলো খুলে ব্যালকনিতে প্রবেশ করলেন। তার মাথার উপরে ছিল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কলাম্বিয়ান গ্রীষ্মের নীল আকাশ। তার মাথার পেছনে ঠিক তিন ফিট উপরে ছিল টালি বসানো ছাদ। ছোট একটি ডাইভ দিয়েই ছাদের উপরে উঠে যাওয়া যেত কিন্তু সেখানে একটি ফ্ল্যাগস্টান্ড থাকায় সেটি ডাইভ দেয়ার সময়ে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। ডেক্সটার খানিকটা হতাশ হলেন, তিনি ঠিক যেমনটা চেয়েছিলেন তেমনটা পুরোপুরি হল না।

আবার তিনি রুমে ফিরে গেলেন। একটা উইং চেয়ার এনে ঘরের মধ্যেখানে এমনভাবে রাখলেন যাতে পেটিও ডোরটা তার পেছনে থাকে এবং স্যুইটের মেইন দরজাটা তিনি তার চেয়ারে বসে দেখতে পান। শেষ পর্যন্ত তিনি মেইন দরজার কাছে গিয়ে সেটি খুললেন, দরজাটি ছিল অন্যসব হোটেলের দরজার মতোই সেল্ফ-লকিং অর্থাৎ টান দিলে নিজে থেকেই লক হয়ে যায়। দরজা খুলে সেটি অল্প একটু ফাঁক করে রাখলেন এবং তার চেয়ারে ফিরে আসলেন। দরজার দিকে তাকিয়ে থেকে তার চেয়ারে বসে তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন। চারটার সময় দরজাটা পুরোপুরি খুলে গেলো। রবার্তো কার্ডেনাস, একজন গ্যাংস্টার এবং খুনি তার বিশাল বপু নিয়ে দরজায় দেখা দিল।

"সেনর কার্ডেনাস, প্লিজ। আসুন, বসুন চেয়ারে।"

নিউইয়র্কের জেলে আটক মেয়েটির বাবা ধীরে ধীরে রুমে প্রবেশ করল। দরজাটা পেছনে বন্ধ হয়ে গেলে এর ব্রোঞ্জের তালাটি ক্লিক করে আপনা আপনি লেগে গেল। এখন তালা খোলার কার্ড অথবা হাতুড়ি দিয়ে ভেঙে খোলা ছাড়া অন্য কোনভাবে এই দরজা বাইরে থেকে খোলা যাবে না।

কার্ডেনাসকে দেখে ডেক্সটারের মনে হল তিনি দুই পায়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্যাঙ্ক দেখছেন। রোদে পোড়া, কঠিন মুখমন্ডল, আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় একটি অনড় পদার্থ যদিনা কেবল নিজের ইচ্ছায় নড়ে। তার বয়েস পঞ্চাশের উপরে হতে পারে কিন্তু তার পেশী বহুল শরীর দেখে এখনও মনে হয় সে কোন এক অ্যাজটেক যোদ্ধা।

তাকে বলা হয়েছে জুলিও লাজের স্যুটকেসে করে যে লোকটা তাকে চিঠি পাঠিয়েছে সে একা এবং নিরস্ত্র অবস্থায় আসবে। কিন্তু বলাই বাহুল্য, কথাটি সে মোটেও বিশ্বাস করেনি। তার লোকজন আজ ভোরবেলা থেকেই পুরো হোটেলটা ঘিরে রেখেছে। সে তার কোমরের পেছনে করে একটি গ্লক নয় মিলিমিটারের পিস্তল ঝুলিয়ে এনেছে। তার বাম হাঁটুর নিচের অংশে একটি ব্লেডের মতো ধারালো ছুরি রাখা আছে। রুমে ঢোকেই তার চোখ কোন গোপন ফাঁদ পাতা আছে কিনা খুঁজছিল।

ডেক্সটার বাথরুমের দরজা খোলাই রেখেছিলেন কিন্তু তারপরেও কার্ডেনাস সেখানে একটা উঁকি দিয়ে আসল। সেটি খালিই ছিল। সে স্প্যানিশ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রিংয়ের ষাড়ের মতো ডেক্সটারের দিকে তাকালো, সে তার ক্ষুদ্র এবং দুর্বল প্রতিপক্ষকে দেখতে পাচ্ছিল কিন্তু বুঝতে পারছিল না কেন সে নিরস্ত্র এবং একা কোন প্রকার নিরাপত্তা ছাড়া তার সাথে দেখা করতে এসেছে। ডেক্সটার তাকে অন্য উইং চেয়ারটিতে বসতে ইশারা করলেন, তিনি স্প্যানিশে কথা শুরু করলেন।

"যেহেতু আমরা দুজনেই জানি কখন গায়ের জোরে কাজ হয় আর কখন হয় না, আর যেহেতু এই ব্যাপারটা গায়ের জোরে হওয়ার মতো কাজ নয় তাই চলুন আমরা কথা বলি। প্লিজ বসুন।"

আমেরিকানের দিক থেকে দৃষ্টি না সরিয়ে কার্ডেনাস চেয়ারটিতে বসল। তার পেছনে থাকা পিস্তলটির জন্য তাকে একটু সামনে ঝুঁকে বসতে হল। ব্যাপারটা ডেক্সটারের দৃষ্টি এড়াল না।

"আমার মেয়ে তোমার কাছে আছে," সে উত্তেজিতভাবে শুরু করলো।

"আপনার মেয়ে নিউইয়র্ক কর্তৃপক্ষের কাছে আছে।"

"সে যদি ভাল থাকে তবে তোমারই মঙ্গল হবে।" তার কণ্ঠের খানিকটা হুমকি ডেক্সটারের নজরে পড়লো, লোকটা হয়তো তাকে আটকে ফেলার কথা চিন্তাভাবনা করছে।

"সে ভালোই আছে, সেনর। যদিও মানসিকভাবে খানিকটা বিদ্ধস্ত কিন্তু তার সাথে এখনও কোন বাজে আচরন করা হয় নি। আসলে সে সুইসাইডাল ওয়াচে রয়েছে–"

কার্ডেনাস রাগে চেয়ার থেকে উঠে পড়তে যাচ্ছিল, ডেক্সটার আবার কথা শুরু করলেন।

"সে ওখানে ভালোই আছে, সুইসাইডাল ওয়াচ বলতে বোঝায় সে হসপিটাল বিল্ডিংয়ে একটি আলাদা রুমে আছে, তাকে অন্য কয়েদীদের সাথে মিশতে হয় না, তাই সে কারো সাথে কথা বলারও সুযোগ পায় না। যারা জেলখানাতে আত্মহত্যার চেষ্টা করে তাদের কয়েক দিনের জন্য ওইসব সেলে রাখা হয়।"

যে লোকটি একেবারে শূন্য থেকে উঠে এসে রাশার হুডের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হয়েছে, যে কার্টেল কিনা সারা পৃথিবীর কোকেন ইন্ডাস্ট্রি নিয়ন্ত্রণ করে, সেই কার্ডেনাস অসম্ভব ক্রোধে ডেক্সটারের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকল, রাগ সামলানোর চেষ্টা করছিল সে।

"তুমি একটা বোকা, গ্রিংগো, এটা আমার শহর। আমি তোমাকে এখান থেকে সহজেই ধরে নিয়ে যেতে পারি। কয়েক ঘন্টা পর তুমি নিজেই আমার কাছে একটা কল করার অনুমতি ভিক্ষা চাইবে এবং আমেরিকায় ফোন করে তোমার পরিবর্তে তোমার মেয়েকে ফেরত দিতে বলবে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"হ্যা, আপনার কথা খুবই সত্য। আপনি আমাকে নিয়ে যেতে পারেন এবং আমিও ফোন করতে পারি। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে কি, যারা ওই প্রান্ত থেকে ফোন ধরবে তারা ব্যাপারটায় রাজি হবে না। তাদেরকে অর্ডার দেয়া আছে যা করার তারা সেটাই করবে। তারা পুরোপুরি বাধ্য থাকার নীতিতে বিশ্বাস করে। আমি শুধুই একজন চুনোপুঁটি, আমার জন্যে তারা লেটিজিয়াকে ফেরত দেবে না। তার পরে শুধু যা ঘটতে পারে সেটি হচ্ছে লেটিজিয়ার বিশাল কোন দন্ড।"

কালো মণিবিশিষ্ট কার্ডেনাসের ঘৃণাভরা চোখে কোন পলক পড়ল না। কিন্তু সে ইঙ্গিতটা বুঝতে পারছিল।

তার মাথায় কোন ভাবেই এটা যাওয়ার কথা না যে, এই লোকটা কোন চুনোপুঁটি নয় বরং সেখানকার সবচেয়ে বড় খেলোয়াড়, তাই সে ডেক্সটারকে অবহেলা করল। সে নিজে কোন কাজের জন্য এভাবে নিরস্ত্র অবস্থায় এলাকায় যেতো না বরং কোন অধস্তনকে পাঠিয়ে দিত। বড় কেউ হলে এই লোকও আসত না, তাই একে আটকে রেখে কোন লাভ নেই বরং দেখা যাক লোকটা কি চায়।

কার্ডেনাসের মাথায় আবার ফিরে আসল জুলিও লাজের কথা, যা সে ল-ইয়ার বোসম্যানের কাছে শুনেছিল। বিশ বছরের দৃষ্টান্তমূলক সাজা। তাদের হাতে তেমন কোন শক্তিশালী প্রমাণ নেই নির্দোষ প্রমাণের জন্য, কোন ডমিংগো ডে ভেগা নেই যে স্বীকার করবে সেই এই কাজ করেছে। সব মিলিয়ে সে আমেরিকান লোকটির কথা শোনার সিদ্ধান্ত নিল।

যখন সে চিন্তা করছিল তখন ডেক্সটার তার ডান হাত বুকের কাছে নিলেন বুক চুলকানোর জন্য, এক সেকেন্ডের জন্য তার হাত তার জ্যাকেটের ভেতরে ঢুকালেন আবার সাথে সাথে বেরও করে আনলেন। মুহূর্তের মধ্যে কার্ডেনাস সামনে চলে আসল এবং তার লুকানো গ্লক পিস্তলটা বের করার জন্য তৈরি হয়ে গেল। "মিস্টার স্মিথ" অর্থাৎ ডেক্সটার ক্ষমাসূচক হাসি হাসলেন।

"মশা," তিনি বললেন, "তারা আমাকে একা ছাড়বে বলে মনে হচ্ছে না।"

কার্ডেনাস সে ব্যাপারে আগ্রহী ছিল না। সহজ হয়ে উঠলো সে, ডান হাতটা সামনে বের করে নিয়ে আসল। এমন সহজ হতে পারত না সে যদি জানতো ডেক্সটার চুলকানোর ছলে বুকের পাশে লাগা একটি সেনসিটিভ 'গো' বাটন চেপে দিয়েছেন এবং তার পকেটে থাকা একটি সরু ট্রান্সমিটার সংকেত পাঠিয়ে দিয়েছে।

"তুমি কি চাও আমার কাছে, গ্রিংগো?"

"ওয়েল," ডেক্সটার বললেন, তার প্রতি দেখানো কার্ডেনাসের আগের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঔদ্ধত্যকে অবজ্ঞা করে। "কোন প্রকার বাইরের হস্তক্ষেপ ছাড়া আমার পেছনের লোকজন আইনী যন্ত্রটাকে থামাতে পারবেন না। অন্তত নিউইয়র্কে পারা যাবে না। লেটিজিয়াকে কোন প্রকার ক্ষতির সম্মুখীন হতে না দিতে চাইলে যা করার এখানেই করতে হবে।"

"সে নির্দোষ, তুমিও সেটা জান, আমিও সেটা জানি। তুমি কি টাকা চাও? আমি তোমাকে সারা জীবনের জন্য ধনী বানিয়ে দিব। তাকে সেখান থেকে বের করে নিয়ে আস, আমি তাকে যেকোন মূল্যে ফেরত চাই।"

"অবশ্যই। কিন্তু আমি যা বলছিলাম, আমি কেবল একটা চুনোপুঁটি। সম্ভবত তুমি যা চাও তা করার একটা উপায় আছে।"

"বল আমাকে, কি সেটা?"

"যদি মাদ্রিদের অ্যান্টি ড্রাগ ইউনিট একজন দূর্নীতিগ্রস্থ ব্যাগেজ হ্যান্ডলারকে খুঁজে পায় যে সাক্ষ্য আর স্বীকারোক্তি দেবে, সে এয়ারপোর্টে র‍্যানডমভাবে কিছু লাগেজে কোকেন ভরে দিয়েছিলো আর তার সহযোগী নিউইয়র্ক এয়ারপোর্টে সেগুলো লাগেজ থেকে বের করে নিয়েছে তবে তুমি তোমার মেয়ের জন্য ইমার্জেন্সি হিয়ারিংয়ের আপিল করতে পারবে। নিউইয়র্কের বিচারকের জন্য এই কেস চালিয়ে নেয়া তখন কঠিন হয়ে পড়বে। তারপরেও বিচার চালিয়ে নিতে চাইলে স্প্যানিশ সরকার ভাবতে পারে যে আমেরিকান সরকার তাদের বিশ্বাস করছে না। তাই মেয়েটিকে ওইসব লাগেজ হ্যান্ডলারদের শিকার বলে সাজা মওকুফ করানো যেতে পারে। আমার মনে হয় সেটাই একমাত্র উপায়।

ঝড়ের আগে আকাশে মেঘ জমার সময়ে যেমন গুড়গুড় আওয়াজ হয়, কার্ডেনাসের কণ্ঠ তেমন শোনাচ্ছিল।

"এই...ব্যাগেজ হ্যান্ডলার, তাদের খুঁজে বের করা এবং তাদের স্বীকারোক্তি নেয়া সম্ভব?"

"সেটা সম্ভব হতে পারে, কিন্তু এটা পুরোপুরি আপনার উপর নির্ভর করে, সেনর কার্ডেনাস।"

মেঘের গুড়গুড় যেন আরো বাড়ল, সে রাগে ক্রমাগত হুপহুপ করছিল। কার্ডেনাস আবার জিজ্ঞেস করল।

"তুমি কি চাও, গ্রিংগো?"

"আমার মনে হয় আমরা দুজনেই সেটা জানি। তুমি তোমার মেয়ের বদলে কিছু একটা দিতে চেয়েছিলে না? এটাই সেটা, যা তুমি লেটিজিয়ার পরিবর্তে দিলে লেটিজিয়া আবার তোমার কাছে ফিরে আসবে।"

ডেক্সটার উঠে দাঁড়ালেন, ছোট একটা পেস্টবোর্ড কার্ড কার্পেটে ছুঁড়ে দিলেন, এতে একটি চিঠি প্লাস্টিক টেপ কার্ড দিয়ে লাগানো ছিল। এরপর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তিনি পেটিও ডোর দিয়ে বের হয়ে বাঁয়ে ঘুরলেন ব্যালকনির দিকে। হোটেলের ছাদের কিনার দিয়ে একটি দড়ির মই ঝুলছিল।

তিনি সেই ব্যালস্ট্রেডের দিকে লাফ দিলেন, ভাবলেন এই কাজের জন্য তার বয়েসটা একটু বেশিই হয়ে গেছে। লাফ দিয়ে মইয়ের একটি ধাপ ধরে ফেললেন, মাথার উপরে হেলিকপ্টারের গুঞ্জন সত্ত্বেও তিনি টের পাচ্ছিলেন তার পেছন পেছন কার্ডেনাস টেরেসে বেরিয়ে এসেছে। ডেক্সটার পেছন থেকে দুয়েকটি বুলেট ছুটে আসবে ভেবে, কিন্তু বুলেট আসলো না। যদি কার্ডেনাস গুলিও করতো তবে তিনি তা শুনতেন না, তিনি অনুভব করলেন মইয়ের দড়ির ধাপগুলো তার হাতের তালু কেটে ফেলছে, হেলিকপ্টার থেকে বের হয়ে আসা দুটি শক্ত হাত তাকে ভেতরে টেনে নিচ্ছে। ততোক্ষনে ব্ল্যাক হক হেলিকপ্টারটি রকেটের বেগে উপরে উঠে গেল। বিশ মিনিট পর সেটি ফিরে গেল তার বেসে।

ডন ডিয়োগো এস্তেবান পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ড্রাগ কার্টেলটিকে একটি সফল কোম্পানির মতো পরিচালনা করতে পেরে গর্বিত ছিল। তার গর্ভনিং অথরিটি অর্থাৎ বোর্ড অব ডিরেক্টরদের উপর তার যথেষ্ট আস্থা ছিল। সে গভর্নিং বডিটাকেই সর্বেসর্বা ভাবত, যদিও সেটা সত্য ছিল না বরং ডন নিজেই ছিল এই কার্টেলের সর্বেসর্বা। কর্নেল ডস সান্তোসের লোকেদের সার্বক্ষনিক তৎপরতা সত্ত্বেও ডন চাইতেন প্রতিনি তিন মাস পরপর একটি বড় মিটিং হোক।

তার প্রথা ছিল ব্যক্তিগত কোন বার্তাবাহক দ্বারা তার পনেরোটি গোপন এস্টেটের যে কোন একটির নাম তার কলিগদের কাছে বলে পাঠানো এবং নির্দিষ্ট দিনে সবাইকে সতর্কতার সাথে সেখানে আসার আমন্ত্রণ জানানো। সাবেক ডন পাবলো এস্কোবারের যুগ অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে যখন কলাম্বিয়ার অর্ধেক পুলিশ অফিসার কার্টেলের পকেটে থাকত। এখন কর্নেল ডস সান্তোসকে ঘুষ দিয়ে বাগে আনা যায় না বরং লোকটা কুকুরের মত কার্টেলের পেছনে লেগে থাকে। এই কারণে ডন কর্নেল ডস সান্তোসকে ঘৃনাও করে আবার শ্রদ্ধাও করে।

গ্রীষ্মকালীন মিটিংটি সাধারণত জুনের শেষ দিকে হয়ে থাকে। ডন পাকো ভালদেজ অর্থাৎ এনফোর্সার পশুটিকে বাদ দিয়ে অন্য ছয়জন কলিগকে ডেকেছেন। এবার পাকো ভালদেজকে ডাকা হয়নি কারণ এবারে তার কোন কাজ ছিল না, শুধু মাত্র কাউকে শাস্তি দেবার থাকলে পাকো ভালদেজকে ডাকা হয়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডন উৎপাদন বৃদ্ধির খবরটি শুনলেন এবং কৃষকেরা এবার বেশি পরিমানে পাস্তা উৎপাদন করেছে কোন প্রকার মূল্যবৃদ্ধি ছাড়াই এ খবর জেনে খুশি হলেন। উৎপাদন বিভাগের প্রধান এমিলিও সানচেজ আশ্বস্ত করল যদি আরও পাস্তা প্রয়োজন হয় তবে তাও ম্যানেজ করা যাবে এবং উৎপাদন নিয়ে কোন প্রকার চিন্তা করতে মানা করল।

রড্রিগো পেরেজ ডনকে আশ্বস্ত করল যে আভ্যন্তরীন চুরি ভালোভাবেই ঠেকানো গেছে, এক্সপোর্টের পূর্ববর্তী অবস্থায় মালামাল চুরি যাওয়ার পরিমান এখন প্রায় শূন্যের কোঠায়। পেরেজ কার্টেলের সাথে প্রতারনাকারীদের দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি দেয়ায় ডনকে ধন্যবাদ জানাল। এসব শাস্তির ফলেই আভ্যন্তরীণ অপরাধের মাত্রা এবার অনেক কমেছে। জঙ্গলবাসী সাবেক টেরোস্টিদের নিয়ে গঠিত প্রাইভেট আর্মিও এখন শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় আছে সে খবরও জানাল পেরেজ।

ডন দিয়েগো এস্তেবান নিজের হাতে পেরেজের ওয়াইনের গ্লাস পূর্ণ করে দিল, এটি তার পক্ষ থেকে এক প্রকার কাজের পুরস্কারও বলা যেতে পারে, রড্রিগো পেরেজ মনে মনে গর্ব অনুভব করল।

সেই ল-ইয়ার/ব্যাংকার জুলিও লাজ রবার্তো কার্ডেনাসের চোখের দিকে কোনভাবেই সরাসরি তাকাতে পারছিল না, সে কোনরকমে রিপোর্ট করল যে পৃথিবী ব্যাপী ছড়ানো দশটি বড় ব্যাঙ্ক যারা তাকে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার এবং ইউরো লন্ডারিং করতে সাহায্য করছে তারা কার্টেলের সাথে কাজ করে সন্তুষ্ট, এখন পর্যন্ত তারা কোন ব্যাঙ্কিং রেগুলেশন ফোর্সের নজরে কিংবা সন্দেহের তালিকায় পড়ে নি।

জোসে মারিয়া লারগো মার্চেন্ডাইজিংয়ের ব্যাপারে আরো ভাল তথ্য দিল। তাদের দুটি টার্গেট জোনে মানুষের কোকেন-ক্ষুধা ক্রমাগত বাড়ছে। চল্লিশটি গ্যাং এবং সাব-মাফিয়া যারা কার্টেলের ক্লায়েন্ট তারা আরো বড় বড় অর্ডার দিতে যাচ্ছে। সে একটু সামনে ঝুঁকে আসল এবং জানাল যে প্রতি মহাদেশের জন্য তাকে তিনশ টন করে কোকেন পৌছে দিতে হবে আমেরিকা এবং ইউরোপের হ্যান্ডওভার পয়েন্টে।

এতে করে এসব কোকেন পৌছে দেয়ার দায়িত্বে থাকা লোক দুজনের উপর সবার দৃষ্টি পড়ল। এদের একজন রবার্তো কার্ডেনাস যার দায়িত্ব হচ্ছে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন বিমানবন্দর, সমুদ্র বন্দর এবং কাস্টমসের লোকদের সাথে যোগাযোগ রাখা এবং টাকার বিনিময়ে তাদের কিনে নেয়া। এসব দূর্নীতিগ্রস্থ লোকদের মাধ্যমে কার্টেল বিভিন্ন সমুদ্রবন্দর এবং বিমানবন্দর দিয়ে বিভিন্ন মহাদেশে কোকেন প্রবেশ করায়। তাই কার্ডেনাসের নেটওয়ার্ক এবং তার দায়িত্ব ছিল কার্টেলের জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ। ডন এই লোকটিকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মোটেই পছন্দ করতেন না তাই পন্য পরিবহনের প্রধান দায়িত্বে ছিল আলফ্রেড স্যুয়ারেজ, ট্রান্সপোর্টেশন ডিপার্টমেন্টের এই প্রধান বিভিন্ন কলাম্বিয়ান উৎস থেকে সংগ্রহ করা কোকেন বিভিন্ন দেশের গ্যাংদের কাছে পৌছে দেয়ার দায়িত্বে ছিল।

"আমরা এতোক্ষণ যা শুনেছি তাতে আমার কোন সন্দেহই নেই, ছয়শ টন মালামাল বিভিন্ন মহাদেশে পৌছে দেয়া সম্ভব। যদি আমার বন্ধু এমিলিও আটশ টন উৎপাদন করতে পারে তবে বিশ পার্সেন্ট লস মার্জিন ধরপাকড় এবং সমুদ্রে হারিয়ে যাওয়া বাবদ বাদ দিয়ে ছয়শ টন কোকেন আমি সফলভাবে ডেলিভারি দিতে পারব। এর বেশি পার্সেন্টেজে আমার চালান কখনও ধরা খায় নি।

"আমাদের কাছে একশ'রও বেশি জাহাজ আছে এবং অপেক্ষাকৃত ছোট বোট আছে হাজারেরও বেশি। আমাদের জাহাজগুলোর মধ্যে কিছু আছে বড় ফ্রেইটার, যারা অন্য বন্দরে পৌছুবার আগে সাগরেই কোকেন ডেলিভারি দেয়। অন্যরা কার্গো পরিবহন করে ডকসাইড থেকে ডকসাইডে, যাদের সহযোগিতা করে আমার বন্ধু কার্ডেনাসের কাছ থেকে টাকা খাওয়া অফিসাররা।

"জাহাজগুলোর কোন কোনটা বহন করে সামুদ্রিক কন্টেইনার যেগুলো এখন বিশ্বব্যাপী পন্য আনা নেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়। এই ধরনের কিছু জাহাজে গোপন কম্পার্টমেন্ট তৈরি করে দিয়েছিল কার্তেজেনার একজন ওয়েল্ডার যেকিনা কয়েক মাস আগে মারা গিয়েছে রোড অ্যাক্সিডেন্টে। তার নামটা ভুলে গেছি।"

"কর্তেজ," কার্ডেনাস গমগম স্বরে বলল, সেও কার্তেজেনা থেকে এসেছে। তার নাম ছিল জোয়ান কর্তেজ।"

"সে যাই হোক। তারপরে আমাদের আছে অপেক্ষাকৃত ছোট ট্রলার, ট্রাম্প স্টিমার, ফিশিং বোট, প্রাইভেট ইয়ট ইত্যাদি। এদের মাধ্যমে বছরে কমপক্ষে একশো টন কোকেন পরিবহন করানো যায় এবং সর্বশেষে আমাদের আছে পঞ্চাশজনেরও বেশি পাইলট যারা ফ্লাই করে, ল্যান্ড করে অথবা ফ্লাই করে আর ড্রপ করে।

"কেউ কেউ উড়ে যায় মেক্সিকোতে এবং আমাদের মেক্সিকান বন্ধুদের কাছে জিনিস পৌছে দেয় যারা পরবর্তীতে আমেরিকার উত্তর দিকের বর্ডার দিয়ে কোকেন আমেরিকায় ঢোকায়। আবার কেউ কেউ প্লেন নিয়ে সরাসরি আমেরিকার দক্ষিণ উপকূলের থাকা অসংখ্য খাঁড়িগুলোর কোন কোনটাতে সরাসরি চলে যায়। তৃতীয় ধরনের প্লেনগুলো উড়ে যায় পশ্চিম আফ্রিকার উপর দিয়ে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"গত বছরের পর থেকে কি নতুন কোন পরিবহন পদ্ধতি আবিষ্কার হয়েছে?" ডন ডিয়েগো জিজ্ঞেস করলেন। আমরা কিন্তু এখানো ভুলি নি আমাদের সাবমেরিন আর জাহাজগুলোর কি হয়েছিল। বিশাল অঙ্কের খরচ হয়েছিল সেগুলোর পেছনে , আর সবগুলো আমরা একবারে হারিয়েছিলাম, যেকোন একটা পদ্ধতির উত্তর এককভাবে বেশি জোর দিয়ো না, এক সাথে যাতে সব কটা ধরা না খায়।"

স্যুয়ারেজ ঢোক গিলল। তার মনে পড়লো তার পূর্বসূরীর সাথে কি ঘটেছিল যে কিনা শুধু সাবমেরিন আর ব্যক্তিগত বাহকের উপর জোর দিয়েছিল। কলাম্বিয়ান নেভি খবর পেয়ে সব সাবমেরিন এক সাথে ধ্বংস করে দিয়েছিল; নতুন ধরনের এক্স-রে মেশিন আবিষ্কৃত হওয়ায় সেগুলো ব্যক্তিগত বাহকের পেটে এবং লাগেজে থাকা কোকেনের অস্তিত্ব বের করে ফেলছিল যার ফলে উভয় মহাদেশে কোকেন পাচার প্রায় পঞ্চাশ পার্সেন্টেরও নীচে নেমে গিয়েছিল। এসব কারণে ডন যুগের সাথে তাল মিলিয়ে পরিবহন পদ্ধতি উন্নত রাখার ব্যাপারে সবসময়েই আগ্রহী।

"ডন ডিয়েগো, সেই সব পদ্ধতিগুলো এখন প্রায় বিলুপ্তই বলা চলে। আপনি জানেন তখন যে সাবমেরিনগুলো সাগরে ধরা পড়েছিল, প্রত্যেকটিতে প্রায় বারো টন করে কোকেন ছিল। তাই একবারে আমাদের বিশাল পরিমানে লোকসান হয়ে যেত। আর ব্যক্তিগত বাহকেরা তো দলে দলে ধরা পড়তো।

"আমি চাইছি একেকটা মহাদেশে একশোটি করে জাহাজে চালান পাঠাতে, প্রতিটিতে থাকবে তিন টনের মতো কোকেন, এতে আমরা তিনশো টনের টার্গেট পূরণ করতে পারবো সহজেই। আমি নিশ্চিত আমরা সহজেই দশ পার্সেন্ট ধরপাকড় এবং সমুদ্রে হারিয়ে যাওয়া কোকেন বাদ দিয়ে তিনশো টন কোকেন প্রতিটি মহাদেশে পাঠাতে পারব।"

"তুমি কি সেটার গ্যারান্টি দিচ্ছ?" ডন জিজ্ঞেস করল।

"হ্যা, ডন ডিয়েগো, আমার বিশ্বাস আমি পারব।"

"তাহলে আমরা ধরে নিলাম, আগামী বছরে আমরা টার্গেট পূরণ করতে পারছি," স্যুয়োরেজের দিকে তাকিয়ে বললেন ডন, স্যুয়োরেজের বুক থেকে ভার নেমে গেল, প্রতিবার ডনের সামনে রিপোর্ট উপস্থাপনের সময়েই তার বুকে এক ধরনের কাঁপুনি হয়, কারণ ডন কোন প্রকার ব্যর্থতা ক্ষমা করেন না, ডন উঠে সবার উদ্দেশ্যে আস্তে করে বললেন।

"প্লিজ, মাই ফ্রেন্ডস্, আমাদেও জন্য লোক অপেক্ষা করছে।"

BanglaBook.org

ছোট এনভেলাপটি দেখে বিশেষ কিছু মনে হয় না। সেটি একটি

www.BanglaBook.org

ইন্টারন্যাশনাল কুরিয়ার সার্ভিসে করে এক মাসের জন্য ভাড়া করা একটি ফ্ল্যাটের ঠিকানায় এসেছে। ফ্ল্যাটটি শুধুমাত্র এই চিঠিটি গ্রহণ করার জন্যই একটি ছদ্মনামে ভাড়া করা হয়েছিল। সেখান থেকে এনভেলাপটি নিয়ে ডেক্সটার অ্যানাকস্টিয়ার হেড অফিসে এসেছেন। সেটিতে ছিল শুধুমাত্র একটি কার্ড ড্রাইভ মেমোরী স্টিক, যেটি খালি অবস্থায় ডেক্সটার সান্তা ক্লারা হোটেলে কার্ডেনাসের দিকে ছুঁড়ে এসেছিলেন। কার্ডেনাস তার মেয়ের প্রতি ভালোবাসা দেখিয়ে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছে, তার কাছে যা চাওয়া হয়েছিল সেটি এই মেমোরি কার্ডে করে পাঠিয়ে দিয়েছে। ডেক্সটার সেটি জেরমি বিশপের দিকে এগিয়ে দিলেন।

"কি আছে এতে?" কম্পিউটার জাদুকর তাকে জিজ্ঞেস করলেন।

"খুলে দেখ।"

বিশপ তার ভ্রূ উঁচু করলেন।

"তুমি সেটা তোমার নিজের ল্যাপটপে ওপেন করছ না কেন?"

ডেক্সটার খানিকটা বিব্রত হলেন, তিনি কম্পিউটারের ছোটখাট কিছু কাজ জানলেও এ ব্যাপারে তার জ্ঞান বেসিকের চেয়ে কম। তিনি দেখলেন বিশপ সেটা অতি সহজেই ওপেন করল।

"নাম," সে বললো। "সারি সারি নাম, বেশির ভাগই বিদেশী। বিদেশী বিভিন্ন শহরের নাম, এয়ারপোর্ট, হার্বার, ডক, সমুদ্রবন্দর, এবং কিছু পদবী- তাদের বেশির ভাগই কোন না কোন ধরনের অফিসার এবং অসংখ্য ব্যাঙ্ক একাউন্ট। একাউন্ট নাম্বার এবং একাউন্ট হোল্ডারের বাসার ঠিকানা। এই লোকগুলো কারা? কৌতূহলভরে জিজ্ঞেস করলেন বিশপ।

"প্রিন্ট কর সেগুলো। ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট কাগজে প্রিন্ট দাও।"

ডেক্সটার ফোনের কাছে গেলেন, তিনি জানতেন ফোনটি আলট্রা সিকিউরড। তিনি আলেক্সান্দ্রিয়ার পুরনো টাউনের একটি নাম্বার ডায়াল করলেন। ফোন ধরলেন কোবরা।

"দূর্নীতিবাজ অফিসারদের তালিকাটা আমার হাতে এসে গেছে," ডেক্সটার বললেন।

সেদিন সন্ধ্যায় ডেভেরু হোয়াইট হাউস থেকে জোনাথন সিলভারের ফোন পেলেন। চিফ অফ স্টাফ তখন রসিকতা করার মুডে ছিলেন না। যদিও রসিকতা ব্যাপারটা তার সাথে যায়ও না।

"আপনাকে দেয়া নয় মাস সময় তো পার হয়ে গেল," শ্লেষ ভরে তিনি বললেন, "আমরা কবে নাগাদ কোন অ্যাকশন দেখতে পারি?"

"শত ব্যস্ততার মাঝে ফোন করেছেন, আপনার অসীম দয়া," আলেক্সান্দ্রিয়ার কণ্ঠস্বরটি উত্তর দিল, "খুব সম্ভবত আমরা পরবর্তী সোমবার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

থেকেই অ্যাকশনে যাব।"

"আর তখন কি ঘটবে? কি ধরনের অ্যাকশন?"

"প্রথমত, কিছুই ঘটবে না," ডেভেরু বললেন।

"আর পরবর্তীতে?"

"মাই ডিয়ার কলিগ, আমি আপনার সারপ্রাইজটা নষ্ট করতে চাচ্ছি না।" এই বলে তিনি রিসিভার নামিয়ে রাখলেন।

ওদিকে ওয়েস্ট-উইংয়ে চিফ অফ স্টাফ অবাক হয়ে হ্যান্ডসেটটির দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

"সে আমার মুখের উপর ফোন রেখে দিল," অবিশ্বাসের সুরে তিনি বললেন, "আবারও।"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১০

ভাগ্যক্রমে সেটি ছিল ব্রিটিশ স্পেশাল বোট সার্ভিস যারা প্রথম শিকারটি ধরে; সেটি ছিল সঠিক সময়ে সঠিক জায়গায় থাকার প্রশ্ন।

কোবরা যখন মিশন শুরু করার অনুমতি দিলেন তার অল্প সময় পরই এই অভিযান, গ্লোবাল হক স্যাম একটি সন্দেহভাজন জাহাজের ছবি তুলল, জাহাজটিকে ট্যাগ করা হল 'রুজ ওয়ান' নামে। স্যাম ২০,০০০ ফিট নিচে নেমে আসার পর ছবিটা আরো পরিষ্কার হল, ২০,০০০ ফিট নিচে নামলেও ড্রোনটি ছিল শব্দসীমা অথবা দৃষ্টিসীমার বাইরে। ছবিটি জুম করে বড় করা হল।

রুজ ওয়ান একটি লাইনার জাহাজ কিংবা লয়েডের তালিকাভুক্ত হওয়ার মতো যথেষ্ট বড় নয়। সেটি ছোট একটি কোস্টার, কিন্তু সেটি ছিল যেকোন উপকূল থেকে অনেক দূরে। হতে পারে সেটি একটি প্রাইভেট ইয়ট অথবা মাছধরা জাহাজ। সে যাই হয়ে থাকুক, সে ফিফটি ফাইভ লংগিচুড অতিক্রম করে পূর্ব আফ্রিকার দিকে যাচ্ছিল এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণ করছিল।

সে রাতের বেলায় ভ্রমণ করছিল এবং দিনের বেলায় অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল। এর কেবল একটাই ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, সেটি কেবল রাতের বেলায়ই চলাচল করে এবং দিনের বেলায় নীল তারপুলিনের নিচে পানিতে ভেসে থাকে। এমন ত্রিপল ছড়ানো অবস্থায় দিনের বেলা নীল সাগরের মাঝে কোন জাহাজ উপর থেকে সনাক্ত করা প্রায় অসম্ভব। এসব নৌযানের কেবল একটাই উদ্দেশ্য থাকে এবং এগুলো কোকেন পাচারের জন্য ব্যবহৃত হয়। রুজ ওয়ানের জন্য দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপারটি হলঃ গ্লোবাল হক স্যাম রাতের বেলায় অন্ধকারেও দেখতে পায়।

ডাকার থেকে তিনশো মাইল দূরে এমভি বালমোরাল দক্ষিণ দিকে ঘুরলো এবং রুজ ওয়ানকে ধরার জন্য সর্বোচ্চ বেগে এগিয়ে চলল। দুজন আমেরিকান তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের মাঝে একজন ক্যাপ্টেনের পাশে ব্রিজে দাঁড়িয়ে কম্পাস হেডিংগুলো জোরে জোরে পড়ছিল।

স্যাম রুজ ওয়ানের অনেক উপরে ভেসে থেকে জাহাজটির অগ্রগতির সম্পর্কে নেভাদার এয়ারফোর্স বেস ক্রীচে তথ্য পাঠাচ্ছিল। ক্রিচ থেকে তথ্যগুলো চলে যাচ্ছিল ওয়াশিংটন এবং সেখান থেকেই আক্রমণকারী জাহাজগুলোর কাছে তথ্য সরবরাহ করা হচ্ছিল। ভোরবেলায় জাহাজটি আবার ত্রিপলের নিচে চলে গেল এবং যাত্রা বন্ধ রাখল। তখন স্যাম ফিরে আসল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফার্নান্ডো ডে নরোনহা আইল্যান্ডে রিফুয়েল করার জন্য। সকাল হওয়ার আগেই তেল ভরে নিয়ে সে তার আগের জায়গায় ফিরে গেল এবং নজর রাখতে শুরু করল। বালমোরাল সেই থেমে থাকা জাহাজের অবস্থান লক্ষ্য করে সারা দিন রাত ছুটে চলতে লাগলো। রুজ ওয়ানকে ধরা হলো তৃতীয় দিন ভোরবেলায়, কেপভার্দে আইল্যান্ডের যথেষ্ট দক্ষিণে এবং গিনি বিসাউ থেকে প্রায় পাঁচশো মাইল দূরে।

ভোরবেলায় রুজ ওয়ানের নাবিকেরা জাহাজটিকে নীল ত্রিপল দিয়ে ঢেকে দিতে যাচ্ছিল। যখন তাদের ক্যাপ্টেন বিপদ দেখতে পেল ততক্ষণে অনেক দেরী হয়ে গেছে। সে না পারছিল ত্রিপলটা পুরোপুরি গুটিয়ে নিয়ে স্বাভাবিক আচরণ করতে আবার না পারছিল সেটি পুরোপুরি ছড়িয়ে আত্মগোপন করতে।

অনেক উপরে থেকে গ্লোবাল হক স্যাম তার জ্যামারগুলো অন করল এবং রুজ ওয়ান সম্পূর্ণ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। জ্যামারগুলো চালু করার ফলে রুজ ওয়ানের আশেপাশের বৃত্তাকার এলাকা জুড়ে কোন প্রকার যোগাযোগ যন্ত্র যেমন রেডিও কিংবা ইন্টারনেট চালু থাকল না, রুজ ওয়ান পুরোপুরি যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। প্রথমদিকে ক্যাপ্টেন কোন প্রকার মেসেজ দিতে চেষ্টা করল না। কারণ সে তার নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। তার জাহাজের দিকে ছোট একটি হেলিকপ্টার আসতে দেখছিল ক্যাপ্টেন শান্ত সমুদ্রপৃ" থেকে বড়জোর একশো ফিট উচ্চতায় উড়ে উড়ে।

যে কারণে সে বিশ্বাস করতে পারছিল না সেটি হচ্ছে হেলিকপ্টারটির রেঞ্জ। এমন ছোট একটা চপার হেলিকপ্টার সাধারণত গভীর সমুদ্রে যায়না ফুয়েল ট্যাঙ্ক ছোট হওয়ার কারণে, আবার সে আশেপাশে কোন জাহাজও দেখতে পাচ্ছিল না যা থেকে এই হেলিকপ্টারটা উড্ডয়ন করতে পারে। সে জানতো না এমভি বালমোরাল তার পঁচিশ মাইল সামনে আছে এবং দিগন্তের ঠিক ওপাড়ে থাকায় জাহাজটিকে সে দেখতে পাচ্ছে না। যখন সে পুরো ব্যাপারটা বুঝতে পারল ততক্ষণে সে ধরা পড়ে গেছে, ততোক্ষণে অনেক দেরী হয়ে গেছে।

ধরাপড়ার পূর্বমুহূর্তে করণীয় কি সেটা তার মনে পড়লো। প্রথমত, ধূসর রঙের একটি যুদ্ধজাহাজ তোমার পিছু ধাওয়া করবে যেটির গতি হবে অপেক্ষাকৃত বেশি। সেটি তোমার পিছু ধাওয়া করবে, তোমাকে থামতে বলবে। যুদ্ধজাহাজটি দূরে থাকতে থাকতেই স্যোকনের বান্ডিলগুলো পানিতে নামিয়ে ফেলবে, আমরা পরে সেগুলো খুঁজে নিতে পারব। তোমাদের জাহাজে সৈন্যরা উঠে যাওয়ার আগেই কম্পিউটারের বাটন চেপে আগে থেকে রেকর্ড করে রাখা মেসেজটি বোগোটাতে পাঠিয়ে দিবে।

হঠাৎ করে হেলিকপ্টারটি চোখে পড়ায় অন্য কাজগুলো সে ঠিকমতো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করতে পারল না তবে 'সেন্ড' বাটনটা ঠিকই চেপে দিল, যদিও নির্দেশনা মতো কোন যুদ্ধজাহাজ তার চোখে পড়েনি তবুও। কিন্তু কোন মেসেজ গেল না। সে তার স্যাটেলাইট ফোন বের করে ফোন করতে চেষ্টা করল, কিন্তু সেটিও ছিল ডেড। তার একজন লোককে বারবার রেডিওতে যোগাযোগ করার চেষ্টা করতে বলে ক্যাপ্টেন ব্রিজের পেছনের মই বেয়ে উপরে উঠে আসল এবং জাহাজটির দিকে আসতে থাকা হেলিকপ্টারটির দিকে তাকিয়ে রইল। পনেরো মাইল পেছনে, তখনো পর্যন্ত সেগুলো দেখা যাচ্ছিল না, তখন দুটি আর আইবি'তে করে বিশজন সৈন্য জাহাজটির দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

স্পটার ছোট হেলিকপ্টারটি তার জাহাজকে ঘিরে একটি চক্কর দিল এবং ব্রিজের একশ ফুট উপরে স্থির হয়ে থাকল। জাহাজের ক্যাপ্টেন দেখতে পেল সেখান থেকে একটি শক্ত এ্যান্টেনা বেরিয়ে এসেছে এবং তাতে একটা ফ্ল্যাগ ঝোলানো, সে চিনতে পারল 'রয়্যাল নেভি' তখনো পর্যন্ত সে যুদ্ধজাহাজটিকে দেখতে পাচ্ছিল না, কোবরা কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন: ছদ্মবেশী গ্রেইনশিপগুলোকে কেউ যেন কখনো দেখতে না পায়।

হেলিকপ্টারের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সে পাইলটকে দেখতে পেল, লোকটা কালো রঙের হেলমেট পড়া, তার পাশে নিচের দিকে তাকিয়ে ঝুঁকে বসে আছে একজন স্নাইপার। স্নাইপারের হাতে থাকা জি-৩ স্কুপড্ রাইফেলটা সে চিনতে পারল না, তবে সে বুঝতে পারছিল একটা রাইফেল তার মাথা নিশানা করে তাকিয়ে আছে আর সেটি একটু নড়চড় হলেই পছন্দমতো তার যেকোন কানের ভেতর দিয়ে তপ্ত সীসা ঢেলে দিতে পারে। আরেকটি নির্দেশনা তার মনে পড়ল : *কখনোই নেভি অথবা কোস্টগার্ডের কাউকে গুলি করো না।* তাই সে ভদ্রভাবে দুই হাত উপরে তুলল। যদিও তার মেসেজ পাঠানো সম্পূর্ণ হয়নি তবুও সে আশাবাদী ছিল কোন না কোনভাবে তার মেসেজটা কার্টেলের লোকদের কানে পৌছেছে আর অন্যান্যবারের মতো তারাই তাকে ছাড়িয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করবে। মেসেজটি আসলে পৌছায় নি কিংবা কোনদিন পৌছাবেও না।

হেলিকপ্টার থেকে পাইলট জাহাজটা দেখছিল। আসলে সেটি ছিল একটি ফিশিং বোট। মরিচাপড়া, জীর্ন, রংচটা এবং মাছের দুর্গন্ধযুক্ত প্রায় একশ ফিট লম্বা একটি জাহাজ। সেটি একটি লক্ষ্যনীয় ব্যাপার। এমন পচতে থাকা মাছের নিচে করেই কোকেনের বান্ডিল পাচার করা হয়। রুজ ওয়ান জাহাজটির 'প্রো'তে পাইলট নাম দেখতে পেল। নামটি ছিল *বেলেজা ডেল মার*, 'সমুদ্রের সৌন্দর্য,' সমুদ্রের মাঝে প্রচণ্ড আশাবাদী একটি নাম।

জাহাজটির ক্যাপ্টেন ইঞ্জিন চালু করার কথা ভাবছিল। হেলিকপ্টারটি জাহাজটি থেকে মাত্র ত্রিশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে থাকল, দূরত্বটি স্নাইপারের জন্য

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আদর্শ দূরত্ব জাহাজের উপরের সবকিছু বন্দুকের নলের আওতায় রাখার জন্য।

"পারে লস্ মটরেস।" লিটলবার্ডের লাউড স্পিকারে স্প্যানিশ কণ্ঠ ভেসে এল। "মোটরগুলো বন্ধ কর," ক্যাপ্টেন কথা মত কাজ করল। সে দেখতে পাচ্ছিল দুটি এটাক বোট তার জাহাজের দিকে এগিয়ে আসছে।

এ দুটোর অস্তিত্ব তার কাছে ব্যাখ্যাতীত। তীর থেকে এতো দূরে এরা এল কীভাবে। যুদ্ধ জাহাজটা তবে কোথায়? এসব চিন্তা করতে করতেই অ্যাটাক বোটে করে আসা সৈন্যরা জাহাজে উঠে পড়লো।

তারা ছিল তরুণ, কালো কাপড় পড়া, মুখোশ পড়া এবং অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত। জাহাজে ছিল ক্যাপ্টেন বাদে সাতজন ক্রু। তারা কোন প্রকার বাধা দিল না বরং নির্দেশ পালন করল, তাদের সবার হাত ছিল মাথার যথেষ্ট উপরে তোলা।

কমান্ডিং অফিসার ইংলিশে কথা শুরু করলেন এবং পাশে থাকা আরেকজন সেগুলো স্প্যানিশে অনুবাদ করে দিচ্ছিল।

"ক্যাপ্টেন, আমাদের বিশ্বাস আপনার জাহাজে অবৈধ জিনিস আছে। ড্রাগস, বিশেষত কোকেন, আমরা আপনার জাহাজ সার্চ করতে চাই।"

"এটা সত্য নয়, আমি শুধু মাছ বহন করি। আপনাদের কোন অধিকার নেই আমার জাহাজে উঠার। এটা সামুদ্রিক আইনের লংঘন। এটা স্রেফ ডাকাতি।"

তাকে এসবই বলতে শেখানো হয়েছে কার্টেল থেকে। তবে দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে এই, সে যে আইনের কথা বলছিল তা আর জীবিত নেই। ক্রিমিনাল জাস্টিস অ্যাক্ট অফ ১৯৯০ এ কয়েকটি অনুচ্ছেদ আছে অভিযুক্তের অধিকার সম্বন্ধে। *বেলেজা ডেল মার*-এর ক্যাপ্টেন যা জানতো না সেটি হচ্ছে সে আর তার কোকেনবাহী জাহাজকে এখন ব্রিটিশ প্রজাতন্ত্রের প্রতি সন্ত্রাসী হুমকী বলে নতুন শ্রেণীকরণ করা হয়েছে, সেই নতুন শ্রেণীর আওতায় তারা ন্যাশনাল থ্রেট হিসেবে গণ্য হবে এবং অন্যান্য সন্ত্রাসবাদীদের মতোই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। এক্ষেত্রে আইনের অন্যান্য বিধান, মানবাধিকার এবং আইনী জটিলতাকে কমই গুরুত্ব দেয়া হয় বরং রাষ্ট্রের নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিয়ে যেকোন কিছু করার অনুমতি দেয়া হয়।

স্পেশাল বোট সার্ভিসের লোকেরা দুসপ্তাহ ধরে মহড়া দিয়েছে। তারা কয়েকমিনিটের মধ্যে তাদের প্রাথমিক কাজ সেরে ফেলল। দক্ষতার সাথে তারা ক্যাপ্টেন এবং তার সাতজন ক্রুর শরীরে দ্রুত তল্লাসী চালিয়ে ফেলল, খুঁজে দেখল কোন অস্ত্র কিংবা যোগাযোগ করার মত কোন যন্ত্র আছে কিনা। সেলফোন গুলো আটক করা হল পরবর্তীতে সেগুলো থেকে কোন সূত্র বের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করা যায় কিনা তা দেখার জন্য, রেডিওশ্যাক গুড়িয়ে দেয়া হল। আটজন কলাম্বিয়ানের হাতে শেকল পড়ানো হল এবং তাদের চোখ, মাথা হুড দিয়ে ঢেকে দেয়া হল। যখন তারা কিছু দেখতে পাচ্ছিল না কিংবা প্রতিরোধও করতে পারছিল না তখন তাদের সারবেঁধে স্টার্নে নিয়ে বসানো হল।

মেজর পিকারিং মাথা নেড়ে ইশারা করলেন এবং তার একজন লোক একটি রকেট টিউব বের করল। সেটি একটি ফ্লেয়ার টিউব, সেটি পাঁচশো ফিট উঁচুতে উঠে বিস্ফোরিত হল এবং একটি আগুনের গোলায় পরিণত হল। তার অনেক উপরে গ্লোবাল হকের হিট সেন্সরটি সংকেতটি বুঝতে পারল এবং নেভাদার ক্রিচ এয়ারফোর্স বেসে বসে থাকা অপারেটর জ্যামারগুলো বন্ধ করে দিল। এরপর মেজর বেন পিকারিং বালমোরালের সাথে যোগাযোগ করে একে *বেলেজা ডেল মার*-এর পাশে ভেড়াতে বললেন।

কমান্ডোদের একজন স্কুবা ইকুইপমেন্ট পড়ে পুরোপুরি তৈরি ছিল। সে জাহাজটির প্রতিটি কিনারা পানিতে নেমে পরীক্ষা করল সেখানে কোন উপায়ে জাহাজ থেকে দড়ি দিয়ে ঝোলানো কোকেনের বান্ডিল আছে কিনা। কেউ কেউ জাহাজের গায়ে ওয়েল্ডিং করে কোকেনের বেল ঝুলিয়ে রাখে, স্কুবা ডাইভার সে সবের জন্যেও খোঁজ চালাল।

পানি ছিল বাথটাবের পানির মতো উষ্ণ, ততোক্ষণে পুব আকাশে সূর্য উঠে গেছে, সূর্য চারপাশ সার্চ লাইটের মতো আলোকিত করে ফেলেছে আর তাতে লোকটি জাহাজের পৃ"তল ভালোভাবে দেখতে পাচ্ছিল। সেখানে লোকটি বিশ মিনিট সময় ব্যয় করল। সেখানে কোন ওয়েল্ডিং করা খাপ ছিল না, কোন গোপন দরজা ছিল না, কিংবা দড়ি দিয়ে কিছু ঝোলানো ছিল না। মেজর পিকারিং জানতেন কোকেন আসলে কোথায় আছে।

জাহাজটির নাম জোয়ান কর্তেজের লিস্টে আছে, ছোট এই জাহাজটির নাম কোন শিপিং কোম্পানিতে তালিকাভুক্ত নেই, এটি একটি নোংরা জাহাজ যেটি হয়তো এসেছে কোন এক সাধারণ গ্রাম থেকে। সেটি ওয়েস্ট আফ্রিকার দিকে সপ্তমবারের মতো যাচ্ছে, জাহাজটির নিজের যে মূল্য তার চেয়ে হাজারগুন বেশি মূল্যের মালামাল নিয়ে, মেজর পিকারিং জানেন তাকে কোথায় খুঁজতে হবে।

মেজর পিকারিং ফোস্টগার্ড থেকে আসা তদন্তকারী বিশেষজ্ঞদের নির্দেশনা দিলেন কোথায় খোঁজতে হবে। কাস্টমসের লোকটি তার ককার স্প্যানিয়েল জাতের কুকুরটি নিয়ে এগিয়ে গেল। হোল্ড-কভার খুলতেই টন টন মাছ বেরিয়ে এল, সেগুলো যদিও এখন আর ফ্রেশ নেই তবুও সেগুলোতে বরফ দিয়ে সংরক্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে। *বেলেজা ডেল মার* জাহাজের নিজস্ব ডেরিক দিয়ে মাছগুলো তুলে বাইরে ফেলে দেয়া হল। সেখানকার পানিতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

থাকা কাঁকড়াগুলো হয়তো এজন্য কৃতজ্ঞ থাকবে।

যখন মাছ রাখার হোল্ডটি খালি করা হল তখন তল্লাশী বিশেষজ্ঞরা কর্তেজ বর্ণিত গোপন কুঠুরীটি খুঁজতে লাগলেন। সেটি খুব বুদ্ধিমত্তার সাথে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল, মাছের দূর্গন্ধ কুকুরগুলোকেও বিভ্রান্ত করে ফেলছিল। হুড পড়িয়ে রাখা ক্রুরা জানতে পারল না তারা কি করছে, এমনকি তারা কাছে আসতে থাকা বালমোরালকেও দেখতে পেল না।

মাছ রাখা হোল্ডের মেঝের প্লেটটা খুলতে বিশ মিনিট লাগল। যদি এই জাহাজের ক্রুরা ধরা না পড়তো তবে বাইজাগো আইল্যান্ডের ম্যানগ্রোভ ফরেস্টে পৌছার দশ মাইল আগে থেকে তারা এই কাজগুলো শুরু করত। হোল্ডের নিচ থেকে কোকেন বের করে নিয়ে আসত, সেখানকার ক্রিকে অপেক্ষারত ছোট ক্যানুগুলোতে কোকেনের বান্ডেলগুলো তুলে দিয়ে ওদের কাছ থেকে তেলের ব্যারেল নিয়ে বাড়ির পথ ধরতো।

মাছ রাখা হোল্ডের নিচের প্লেটটা খুলতেই আরো বাজে গন্ধ বেরিয়ে আসতে লাগল। তল্লাসী বিশেষজ্ঞরা মুখে মাস্ক পড়ল। বাকি সবাই পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল।

তল্লাশী বিশেজ্ঞদের একজন প্রথমে সেখানে ঢুকল, প্রথমে সে হাতসহ মাথাটা ঢোকালে অন্যজন তার পা দুটো ধরে রাখল। প্রথম লোকটি একেবেঁকে বেরিয়ে এসেই বৃদ্ধাঙ্গুলি তুলে সফলতার ইঙ্গিত করল। বিংগো! সে গ্রাপনেল এবং কর্ড নিয়ে নিচে নেমে গেল। এক এককরে লোকেরা বিশটি বেল তুলল নিচ থেকে। প্রতিটির ওজন একশো পাউন্ডেরও বেশি। বালমোরাল ততোক্ষণে পাশে এসে পড়েছে, ক্যান্ডেলগুলো বালমোরালে স্তুপ করে রাখা হল।

এতে আরো একঘন্টা লাগল। *বেলেজা ডেল মার*-এর ক্রুদের মাথা হুড দিয়ে ঢাকা অবস্থায়ই বালমোরালে তোলা হল এবং জাহাজের নিচের দিকে নিয়ে যাওয়া হল। যখন তাদের হাতের শেকল আর হুড খুলে দেয়া হল ততোক্ষনে তাদের স্থান হয়েছে বালমোরালের প্রিজনার সেলে, সেটি ছিল একেবারে নিচের হোল্ডে-ওয়াটার লাইনের নিচে।

দু সপ্তাহ পর এদেওর একটি অক্সিলিয়ারি ফ্লিটে ট্রান্সফার করে দেয়া হবে, সেখান থেকে তাদের পুণরায় হুড পরিয়ে জিব্রাল্টারের ব্রিটিশ আউটপোস্টে নেয়া হবে। সেখান থেকে কোন এক রাতের বেলায় পুনরায় হুড পড়িয়ে আমেরিকান স্টারলিফটার বিমানে করে তাদের উড়িয়ে নেয়া হবে ভারত মহাসাগরে। সেখানে হুড খোলার পর তারা দেখতে পাবে একটি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় স্বর্গ এবং তাদের নির্দেশনা দেয়া হবে: "খাও দাও ঘুমাও, শুধু কারো সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করো না বা পালাবার চেষ্টা করো না।" প্রথম নির্দেশনাটা অপশনাল অর্থাৎ তাদের নিজেদের ইচ্ছের উপর নির্ভর করে আর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শেষের ব্যাপারটা পুরোপুরি অসম্ভব।

আর আটককৃত কোকেনগুলো তুলে দেয়া হবে সাগরে থাকা আমেরিকান কাস্টডিতে। *বেলেজা ডেল মার* জাহাজে শেষ কাজটা সম্পাদন করার জন্য এক্সপ্লোসিভ স্কোয়াডের কয়েকজনকে রেখে যাওয়া হল। তারা নিচে নেমে পনেরো মিনিটের মত কাজ করল এবং উপরে এসে লাফ দিয়ে দ্বিতীয় আরআইবি'তে চড়ে বসল।

তাদের বেশিরভাগ সঙ্গীসাথীরা আগেই বালমোরালে চলে গেছে। লিটলবার্ড হেলিকপ্টারটি ইতিমধ্যে তার হোল্ডে ল্যান্ড করে বসে আছে যেমন প্রথম আরআইবিটিও চলে গেছে তার নির্ধারিত হোল্ডে। বালমোরাল ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে থাকল এবং দ্বিতীয় আরআইবি টি তাকে অনুসরণ করতে লাগল। *বেলেজা ডেল মার* থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরে এসে এক্সপ্লোসিভের লোকেরা ডেটোনেটরের সুইচ চাপল।

জাহাজের ভেতরে মাপমতো বসিয়ে আসা পিইটিএন প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ বিস্ফোরিত হওয়ার ফলে খুব একটা শব্দ হল না। মাঝারী ধরনের একটা আওয়াজ হয়ে জাহাজের নিচের অংশে বিশাল একটা গর্ত তৈরি হল এবং তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে সেটি প্রায় মাইলখানেক নিচে সমুদ্রতলে একাকী চিরশায়িত হল।

দ্বিতীয় আরআইবিটিও তার স্ব-স্থানে চলে গেল। মধ্য আটলান্টিকে একটি লোকও ঘটে যাওয়া এতবড় ঘটনার কিছুই টের পেল না। সমুদ্রের সৌন্দর্য, তার ক্যাপ্টেন, ক্রু এবং কার্গো যেন স্রেফ হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

বেলেজা ডেল মার হারিয়ে গেছে সেটা কার্টেলের পুরোপুরি বিশ্বাস করতে একসপ্তাহ লাগল। এর প্রতিক্রিয়া ছিল তাদের জন্য হতবুদ্ধিকর।

জাহাজ, ক্রু এবং কার্গো আগেও হারিয়েছে। কিন্তু যা হারায় তার কিছু হলেও অবশেষ খুঁজে পাওয়া যায় কিংবা হারিয়ে যাওয়ার কারণ জানা যায়। সামুদ্রিক ঝড়ে পড়ে কিছু জাহাজ হারিয়ে যায়, কিন্তু এই কদিনের আবহাওয়া রিপোর্টে ঝড়েরও কোন খবরও পাওয়া যায় নি। কখনো সখনো শান্ত ক্যারিবিয়ানে উন্মাতাল হারিকেন শুরু হয় কিন্তু সেটাও হাজারে একবার ঘটে।

প্রাকৃতিক দূর্ঘটনা বাদে অন্য যে কারণে কার্গো হারিয়ে যেতে পারে তা হচ্ছে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দ্বারা ধরপাকড়। এক্ষেত্রে জাহাজ আটক করা হয়, ক্রুদের গ্রেফতার করা হয়, বিচারের সম্মুখীন করা হয় এবং জেলে দেয়া হয়। এক্ষেত্রে জেলে যাওয়া লোকদের পরিবারের ভরণপোষনের জন্য কার্টেলের বিশাল অঙ্কের অনুদান দেয়। সবাই এই নিয়মটা জানে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আর যারা এসব মালামাল আটক করে তারা ঘটা করে প্রেস কনফারেন্স আয়োজন করে, মিডিয়ার সামনে আটককৃত কোকেনের বান্ডেলগুলো গর্বসহকারে প্রদর্শন করে। সম্পূর্ণরূপে কোকেনের কার্গো অদৃশ্য হয়ে যাওয়া কেবল একটি অবস্থারই সম্ভব। যখন কার্গোগুলো চুরি হয়।

যেসব কার্টেল কোকেনের জগতে রাজত্ব করেছে তাদের সবারই একটা মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা ছিল : রেজিং প্যারানোয়া। হুট করে তারা কাউকে সন্দেহ করে বসতো এবং সেটি চলে যেত নিয়ন্ত্রনের বাইরে। তাদের গঠনতন্ত্রে দুটো অপরাধের কোন ক্ষমা ছিল না: জিনিস চুরি করা এবং আইনপ্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে কোকেনের সন্ধান জানিয়ে দেয়া। চোর এবং ইনফর্মারকে সাথে সাথে খোঁজা শুরু হত, তাদের পাওয়া গেলে প্রতিশোধ অবধারিত। এখানটায় কোন ব্যতিক্রম হত না।

এই হারানো সংবাদ ডনের কাছে পৌছুতে সাতদিন লাগল। প্রথম রিপোর্টটি পাওয়া গেল গিনি-বিসাউয়ের প্রাপক পার্টির কাছ থেকে। সেখানকার চিফ অফ অপারেশন্স ইগনাসিও রোমিরো প্রথমে কমপ্লেইন করল যে পূর্ব নির্ধারিত শিপমেন্টটা এসে পৌছে নি। তার লোকেরা সারারাত সেই পূর্ব নির্ধারিত স্থানে অপেক্ষা করেছে কিন্তু *বেলেজা ডেল মার* জাহাজটি সেখানে আসে নি।

কোন জায়গায় আসতে হবে সেটা আগে থেকেই নিশ্চিত করা ছিল। তবুও তদন্ত করে দেখা হল সেখানে কোনপ্রকার ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে কিনা, জাহাজটি ভুল করে অন্য কোথাও চলে গিয়েছে কিনা। যদি *বেলেজা ডেল মার* জাহাজটা ভুল জায়গায় চলে গিয়ে থাকতো তবে সে তো যোগাযোগ করতে পারত। যদি কোন সমস্যায় পড়তো তবে তো সেই দুই শব্দের অর্থহীন মেসেজটাও অন্তত পাঠাতে পারতো।

এরপর হারানো সংবাদটি পৌছুল কার্টেলের পরিবহন বিভাগের প্রধান আলফ্রেড স্যুয়ারেজের কাছে। স্যুয়ারেজ ওই কয়েকদিনের আবহাওয়া রিপোর্ট ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করল। গত সপ্তাহ পুরোটা সময় আটলান্টিক ছিল শান্ত। তবে কি জাহাজটিকে আগুন লেগে গিয়েছিল? কিন্তু ক্যাপ্টেনের কাছে তো রেডিও ছিল। সে যদি লাইফবোটেও উঠতো তবে সেখান থেকেও তো ল্যাপটপ অথবা সেলফোনের সাহায্যে একটা মেসেজ অন্তত পাঠাতে পারত। শেষ পর্যন্ত স্যুয়ারেজ ডনের কাছে রিপোর্ট করল।

ডন ডিয়েগো সেটা নিয়ে চিন্তা করলেন, স্যুয়ারেজ যেসব প্রমাণ নিয়ে এসেছিল সেগুলো পরীক্ষা করে দেখলেন। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল এটা একটা চুরির কেস এবং জাহাজটির ক্যাপ্টেনই এখানে সন্দেহের তালিকায় সবচেয়ে এগিয়ে। হয় ক্যাপ্টেন পুরো চালানটা নিয়ে নিজেই পালিয়ে গেছে অথবা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ইমপোর্টারদের সাথে মিলে গিয়ে চালানটা গায়েব করে দিয়েছে। দুটো ব্যাপারের যেকোন একটিই ঘটার সম্ভাবনা আছে, তবে প্রথম ব্যাপারটিই আগে দেখা যাক।

যদি ক্যাপ্টেনই এই ঘটনা ঘটিয়ে থাকে তবে বিশ্বাসঘাতকতা করার আগে অবশ্যই তার পরিবারের সাথে কথা বলেছে এবং এখনও যোগাযোগ বজায় রেখেছে। তার পরিবার বলতে ছিল তার স্ত্রী এবং তিনটা বাচ্চা ছেলেমেয়ে যারা বারানকুইলা উপদ্বীপের পূর্বের এক গ্রামে বাস করতো। ডন এনফোর্সার পাকো ভালদেজকে সেখানে পাঠাল।

বাচ্চাগুলোকে নিয়ে কোন সমস্যা হল না, তাদের জ্যান্ত পুঁতে ফেলা হল তাদের মায়ের চোখের সামনেই। তারপরেও মহিলা কিছু স্বীকার করল না। মহিলার মারা যেতে কয়েক ঘন্টা সময় লাগল কিন্তু মরার আগ পর্যন্ত সে দাবি করতে লাগল তার স্বামী এ ব্যাপারে কোন কিছু বলে নি কিংবা কোন অন্যায় করে নি। শেষ পর্যন্ত পাকো ভালদেজের মহিলার কথা বিশ্বাস না করে কোন উপায় ছিল না, কারণ ততোক্ষণে মহিলা মরে গেছে।

ডন দুঃখ প্রকাশ করলেন। ব্যাপারটা খুবই দুঃখজনক, যেহেতু এতে কোন ফল আসেনি। কিন্তু এছাড়া কোন উপায়ও ছিল না। তবে এতে আরো বড় দুঃশ্চিন্তার উদয় হল। যদি ক্যাপ্টেন না হয় তবে কে?

কলাম্বিয়ার আরেকজন লোক মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিল। এনফোর্সার পাকো ভালদেজ তার কাজ সম্পাদন করেছে মহিলা এবং তার শিশুগুলোকে গভীর জঙ্গলে ধরে নিয়ে। কিন্তু জঙ্গল কোন সময় পুরোপুরি খালি থাকে না। একজন কৃষক মহিলার চিৎকার শুনতে পেয়ে পাতার ফাঁক দিয়ে লুকিয়ে পুরো ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে। যখন এনফোর্সার এবং তার দলবল ফিরে গেছে তখন সে গ্রামে গিয়ে জানিয়েছে সে কি দেখে এসেছে।

গ্রামবাসী এসে চারটি মৃতদেহ তুলে গ্রামে নিয়ে গেছে এবং নদীর পাশে তাদের সৎকারের ব্যবস্থা করেছে। তাদের সৎকার করা হচ্ছিল খৃস্টিয়ান নিয়মানুসারে। যে পাদ্রী সৎকার অনুষ্ঠান পরিচালনা করছিলেন তার নাম ফাদার ইউসেবিও। কফিন বন্ধ করার আগে তিনি যে দৃশ্য দেখেছেন তাতে এখনো পর্যন্ত পুরোপুরি বিপর্যস্ত বোধ করছিলেন।

মিশনে ফিরে এসে তিনি তার রুমে ড্রয়ারটি খুললেন এবং মাসখানেক আগে ফাদার প্রভিন্সিয়াল যে ছোট্ট মেশিনটা দিয়েছিলেন সেটি বের করে দেখলেন। এমনিতে তিনি এখনও ভাবেননি এই যন্ত্রটা কোনদিন ব্যবহার করবেন, কিন্তু এখন তিনি ক্ষিপ্ত। সম্ভবত একদিন তিনি যদি কোন কিছু দেখতে পান তবে এই যন্ত্র ব্যবহার করে সেটা আমেরিকানদের জানিয়ে দিতে আর কোন দ্বিধা থাকবে না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দ্বিতীয় আঘাতটি করল ইউএস নেভি সিলের লোকেরা। সেটিও ছিল সঠিক অবস্থানে সঠিক সময়ে যাওয়ার প্রশ্ন। গ্লোবাল হক স্যাম টহল দিচ্ছিল দক্ষিণ ক্যারিবিয়ান এলাকায়। সেটি বড় একটি বৃত্তচাপের আকারে কলাম্বিয়া থেকে ইয়ুকাতান পর্যন্ত নজর রাখছিল। এমভি চিজাপিক অবস্থান করছিল জামাইকা এবং নিকারাগুয়ার মধ্যবর্তী প্যাসেজে।

দুইটি 'গো-ফাস্ট' গালফ অফ উরাবার ম্যানগ্রোভ জলাভূমি থেকে বেরিয়ে এসে কলাম্বিয়ান কোস্ট ধরে ছুটে চলছিল কোলন এবং পানামা ক্যানেলের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের দিকে। তাদের ভ্রমণপথ ছিল অত্যন্ত দীর্ঘ, তাদের রেঞ্জের একেবারে শেষ সীমানায়। দুটো গো-ফাস্টই ছিল তেলের ড্রাম বোঝাই এবং প্রতিটিতে ছিলো একটন করে কোকেন।

তারা মাইল বিশেক পেরোতেই গ্লোবাল হক মিশেলের নজরে পড়ল। যদিও তারা তাদের সর্বোচ্চ গতি ষাট নটে না ছুটে চল্লিশ নটে ছুটছিল, তবুও মিশেল ৫০,০০০ ফিট উঁচু থেকে তার রাডারের সাহায্যে বুঝতে পারল সেগুলো স্পিডবোট ছাড়া আর কিছু নয়। সে 'গো-ফাস্ট'গুলোর স্পিড এবং কোর্স নোট করতে লাগল এবং চিজাপিককে জানিয়ে দিল যে 'গো-ফাস্ট'গুলো তার আশপাশ দিয়েই যাবে। এমভি চিজাপিক তার গতিপথ পরিবর্তন করল সেগুলোকে ধরার জন্য।

সেটি ছিল তাদের দ্বিতীয় দিন যখন গো-ফাস্টের ক্রুরা *বেলেজা ডেল মারের* ক্যাপ্টেনের মতোই অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করল একটি হেলিকপ্টার যেন আকাশের মধ্যে থেকে নেমে আসছে এবং সেটি তাদের আগে আগে যেতে থাকল। আশেপাশে দৃষ্টিসীমার মধ্যে কোন যুদ্ধ জাহাজ ছিল না। এটা কোনভাবেই হতে পারে না।

হেলিকপ্টারের লাউড স্পিকার থেকে বলা হতে লাগল ইঞ্জিন বন্ধ করার জন্য এবং তারা সেটা মোটেও পাত্তা দিল না। দুটো লম্বা, অ্যালুমিনিয়ামের সরু টিউবের মতো যান, যাদের প্রতিটিতে চারটি করে ইয়ামাহা ২০০ হর্স পাওয়ারের ইঞ্জিন আছে, তারা ভাবল তারা হয়ত ছোট হেলিকপ্টারটিকে পেছনে ফেলে দিতে পারবে। তারা স্পিড বাড়িয়ে ষাট নটে তুলল, দুটোর নাকই শূন্যে উঠে গেল, শুধু ইঞ্জিনগুলোই পানিতে থাকল আর পেছনে বিশাল সাদা ঢেউয়ের সারি ফেলে রেখে তারা এগিয়ে যেতে থাকল। ব্রিটিশরা প্রথম অপারেশন করা জাহাজটির নাম দিয়েছিল রুজ ওয়ান, এ দুটোর নামদেয়া হল রুজ টু এবং রুজ থ্রি।

কলাম্বিয়ানরা হেলিকপ্টারকে পেছনে ফেলে দেয়ার হিসেবটা ভুল কযেছিল। তারা স্পিড বাড়িয়ে দেয়ার পর লিটলবার্ড তাদের চেয়ে বেগ দ্বিগুন বাড়িয়ে ১২০ নটে তুলল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নেভি পাইলটের পাশে এম-১৪ স্নাইপার রাইফেল হাতে বসে থাকা পেটি অফিসার সরেনসন একজন তীক্ষ্ণ লক্ষ্যভেদী শুটার। সে বেশ আশাবাদী মাত্র একশো গজ উপরে থেকে লক্ষ্যভেদ করার সময় খুব একটা বেশি মিস হবে না।

পাইলট আবার লাউডস্পিকারে তাদের ইঞ্জিন বন্ধ করার আদেশ দিল।

"তোমাদের ইঞ্জিন বন্ধ কর, নইলে আমরা গুলি করতে বাধ্য হব।"

গো-ফাস্টগুলো উত্তর দিকে ছুটতেই থাকল, তারা খেয়াল করল না তিনটি ইনফ্ল্যাটাবল বোটে করে নেভি সিলের লোকেরা তাদের দিকেই আসছে। লেফটেন্যান্ট কমান্ডার ক্যাসি ডিক্সন বড় একটি আরআইবির সাথে দুটি জোডিয়াকও পানিতে নামিয়েছেন, কিন্তু তাদের বোটগুলো যথেষ্ট দ্রুতগতির হলেও স্মাগলারদের গো-ফাস্ট গুলোর গতি আরো বেশি। লিটলবার্ডের দায়িত্ব ছিল সেগুলোর গতি কমিয়ে দেয়া।

কলাম্বিয়ানরা জানতো তাদের কি করতে হবে। তারা আগে কখনো হেলিকপ্টারের পাল্লায় পড়েনি তবে তাদের বলে দেয়া হয়েছিল কখনো এমন পরিস্থিতি এলে কি করতে হবে। প্রথম অবস্থায় ইঞ্জিনগুলো রক্ষা করতে হবে। ইঞ্জিনগুলো বন্ধ হয়ে গেলে এই বিশাল সমুদ্রে তারা অসহায় হয়ে পড়বে।

যখন তারা হেলিকপ্টারের জানালা দিয়ে এম-১৪ এর নল বের হতে দেখল তখন তাদের দুজন ক্রু লাফ দিয়ে দুটি ইঞ্জিনের উপর শুয়ে পড়ল, তারা ভেবেছিল আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সরাসরি কারো বুকের উপর দিয়ে গুলি চালাবে না।

ভুল, সেগুলো ছিল পুরনো নিয়ম কানুন, সরেনসন প্রথম গুলি করল সাহসী স্মাগলারটির বুকের মধ্য দিয়ে, গুলিটি লোকটিকে ভেদ করে চলে গিয়ে ইয়ামাহা ইঞ্জিন ব্লকটিকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলল।

অন্য স্মাগলারটি ভয়ে একটা চিৎকার করে লাফ দিয়ে অপর ইঞ্জিনটির উপর থেকে সরে গেল একেবারে সময়মত। পরের কয়েকটা গুলি দ্বিতীয় ইঞ্জিনটিকেও ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলল। গো-ফাস্টটি তখনো চলছিল বাকি দুইটি ইঞ্জিনের সাহায্যে, তবে একেবারে ধীর গতিতে।

অন্য তিনজন স্মাগলারদের মধ্যে একজন কালাশনিকভ একে-৪৭ বের করল। লিটলবার্ডের পাইলট সেটা দেখতে পেয়ে একশো ফিট উপরে উঠে গেল এবং দেখতে পেল তাদের ইনফ্ল্যাটাবল বোটগুলো প্রায় এসে পড়েছে সেখানে।

অন্য গো-ফাস্টটিও তাদের দেখতে পেল, তখনো পর্যন্ত অন্য গো-ফাস্টটির কোন ক্ষতি হয় নি। সে আর চিন্তা করতে গেল না বোটগুলো কোত্থেকে কিভাবে এসেছে, সে শুধু চিন্তা করছিল কিভাবে এখান থেকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কার্গোসহ উদ্ধার পাওয়া যায়। সে সিদ্ধান্ত নিল তার উচ্চতর গতির সুবিধা নিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার।

সে প্রায় সফল হয়ে যাচ্ছিল। সে ষাট নট স্পিড তুলে সোজা তার দিকে আসতে থাকা ইনফ্ল্যাটাবলগুলোর দিকে ছুটতে শুরু করল। নেভি সিলদের নিয়ে আসা ইনফ্ল্যাটাবল গুলো দ্রুত বাঁক নিয়ে গো-ফাস্টটির জন্য রাস্তা ছেড়ে দিল, গো-ফাস্টের ধাক্কা খেলে ইনফ্ল্যাটাবলগুলো ডুবেই যেতো। গো-ফাস্টটি চলে যেতে লাগলো, ইনফ্ল্যাটাবলগুলো ঘুরে আবার সেটার পিছু নিল।

হেলিকপ্টারটি না থাকলে গো-ফাস্টটি হয়তো পালিয়েই যেতো কারণ সেটির বেগ ছিল ইনফ্ল্যাটাবল বোট গুলোর চাইতে অনেক বেশি। হেলিকপ্টারটি গো-ফাস্টের উপর দিয়ে খানিকটা এগিয়ে গেল, নব্বই ডিগ্রি ঘুরে সেটি একশো গজ লম্বা সমুদ্রের পানিতে প্রায় অদৃশ্যমান নীল রঙের নাইলনের দড়ি ছুঁড়ে দিল। এটি একটি পুরনো কৌশল, পানিতে পড়ে একটা বড় এলাকা জুড়ে দড়িটি ভেসে থাকল। গো-ফাস্ট সেটিকে এড়াতে চেষ্টা করেও পারল না। ভাসমান দড়ির শেষ প্রান্তের বিশগজ গো-ফাস্টটির হালের নিচে ঢুকে চারটি প্রপেলারে পেঁচিয়ে গেল। চারটি ইয়ামাহা ইঞ্জিন কাশল, কয়েকবার কাঁপল এবং শেষ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল।

ওইটুকু প্রতিরোধ চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার পর সাবমেশিন গানের নলের সামনে তারা অন্য কোনপ্রকার প্রতিরোধ করার চেষ্টা না করে সবাই দুহাত সোজা উপরে তুলে দিল। এদের সবাইকে বড় ইনফ্ল্যাটাবলে তুলে শেকল পরিয়ে মাথা হুড দিয়ে ঢেকে দেয়া হল। শ্যাগোজ দ্বীপপুঞ্জের ঈগল আইল্যান্ডে পৌঁছার আগপর্যন্ত তারা আর পৃথিবীর আলো দেখতে পেল না।

এক ঘন্টা পর চিজাপিক পাশে আসল, সাত বন্দীকে সেটাতে তোলা হল। সেই সাহসী মৃত লোকটাকে কয়েকটা ভারী চেইন বেঁধে পানিতে ডুবিয়ে দেয়া হল। গো-ফাস্টে থাকা দুই টন ফুয়েল জাহাজে তোলা হল, পরে সেগুলোকে ব্যবহার করা যেতে পারে। তাদের সেলফোনগুলো নেয়া হল যাতে পূর্ববর্তী ফোনকলগুলো থেকে সূত্র খুঁজে বের করা যায়। সবশেষে জাহাজে উঠল দুইটন বিশুদ্ধ কলাম্বিয়ান কোকেন।

এরপর গো-ফাস্টগুলোতে উপর থেকে গুলি করে বেশ কয়েকটা ফুটো করা হল এবং ভারি ইয়ামাহা ইঞ্জিনগুলো এদের ডুবে যাওয়াটাকে সহজ করে দিল। এমন ভাল এবং শক্তিশালী আটটা স্পিডবোট ইঞ্জিন হারানো নিঃসন্দেহে দুঃখজনক। কিন্তু কোবরার নির্দেশ ছিল অত্যন্ত কড়া : ট্রেস করা যায় এমনকিছু কোনভাবেই ফেলে রাখা যাবে না, শুধু লোকগুলোকে আর কোকেনগুলোকে তুলে নেয়া যাবে। অন্য সবকিছু পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে যাবে।

লিটলবার্ড সামনের হ্যাচে ল্যান্ড করল, সেটিকে বন্ধ করে তার নিচের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হোল্ডে নামিয়ে রেখে দেয়া হল। ইনফ্ল্যাটাবল তিনটিও তাদের স্বস্থানে ফিরে গেল, সেখানে সেগুলোকে ধুয়ে সার্ভিসিং করা হল। সৈন্যরা শাওয়ার নিল এবং চেঞ্জ করল। চিজাপিক আবার তার নিজের মতো চলতে লাগল, শান্ত সমুদ্র পেছনে শূন্য পড়ে থাকল।

অনেকদূরে ফ্রেইট শিপ স্টেলা মারিস-৪ অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেল। শেষপর্যন্ত সে ইউরোপোর্ট রটারডামের দিকে রওয়ানা দিল কোন এক্সটা কার্গো ছাড়াই। শুধু জাহাজটির ফার্স্ট অফিসার বিস্মিত হয়ে কার্তেজেনায় তার গার্লফ্রেন্ডের কাছে একটা টেক্সট মেসেজ পাঠাল। সেটি বলছিল যে গাড়ি না আসায় সে ডেটিংয়ে যেতে পারবে না।

এমনকি এই মেসেজটিও মেরিল্যান্ডের ফোর্ট মিডির ইউএস এয়ারবেস থেকে ইন্টারসেপ্ট করা হল, মেসেজটির মর্মার্থ উদ্ধার করে পাঠানো হল কোবরার কাছে। তখন তিনি কৃতজ্ঞতার হাসি হাসলেন। মেসেজটি থেকে গো-ফাস্টটির গন্তব্য সম্পর্কে জানা হয়ে গেল। এই স্টেলা মারিস-৪ জাহাজটি কর্তেজের লিস্টেও ছিল। একে পরের বার দেখে নেয়া যাবে।

কোবরা যেদিন থেকে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন তার একসপ্তাহ পর মেজর মেনডোজা তার উড়ার প্রথম নির্দেশ পেলেন। গ্লোবাল হক স্যাম বোয়াভিস্তা র‍্যাঞ্চ থেকে উড়া দুই ইঞ্জিন বিশিষ্ট একটি প্লেন সনাক্ত করল যেটি ফর্টালেজার উপর দিয়ে আটলান্টিকের দিকে এগোচ্ছিল। এভাবে ৪৫° ধরে এগোতে থাকলে তার গন্তব্য হবে গাম্বিয়া কিংবা লাইবেরিয়ার আশে পাশের কোন অঞ্চল।

কম্পিউটার ইমেজিংয়ের মাধ্যমে মিলিয়ে দেখা হল সেটি একটি ট্রানসেল বিমান। ফ্রান্স এবং জার্মান জয়েন্টভেঞ্চারে এমন কয়েকটা প্লেন বানিয়েছিল যেগুলো কেনে সাউথ আফ্রিকা এবং তাদের মিলিটারী সার্ভিসের জন্য অনেকদিন ব্যবহার করে। পরবর্তীতে সেগুলো সেকেন্ডহ্যান্ড বিক্রি করে দেয়া হয় ল্যাটিন আমেরিকার সিভিলিয়ান মার্কেটে।

সেটি আকারে খুব একটা বড় ছিল না, কিন্তু সেটি ছিল বেশ কাজের। তার যে রেঞ্জ ছিল তাতে এর পক্ষে কোন ভাবেই আটলান্টিক পাড়ি দেয়া সম্ভব নয়। এতে বোঝা যায় এর ভেতরে কোন কারসাজি করে এর রেঞ্জ বাড়ানো হয়েছে, যুক্ত করা হয়েছে এক্সট্রা ফুয়েল ট্যাঙ্ক। তিন ঘন্টা ধরে সেটি উত্তরপশ্চিম দিকে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রাতের অন্ধকারে ৮০০০ ফিট উচ্চতা দিয়ে উড়ে চলছিল।

মেজর মেনডোজা তার বুকানিয়ারের নাক রানওয়ের দিকে ঘোরালেন এবং

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফাইনাল চেকআপ সম্পন্ন করলেন। তার হেডফোনে তিনি এখানকার কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে ভেসে আসা পুর্তূগীজ ভাষা শুনলেন না, বরং তার হেডফোনে এক আমেরিকান মহিলার কণ্ঠস্বর ভেসে এল। মেনডোজা জানতেন না এই মহিলা কথা বলছে আমেরিকার নেভাদা অঙ্গরাজ্যের ক্রীচ এয়ারফোর্স বেসের একটি কম্পিউটার স্ক্রিনের সামনে বসে থেকে। মেনডোজা জানতেন না এই মহিলা তার কম্পিউটার স্ক্রিনে ট্রানসেল বিমানটিকে একটি ব্লিপ হিসেবে দেখতে পাচ্ছে এবং অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে তার বিমানটিও মহিলার স্ক্রিনের একটি ব্লিপ হয়ে যাবে। মহিলা নির্দেশনা দেবে এই ব্লিপর দুটিকে পাশাপাশি নিয়ে আসার জন্য।

তিনি গ্রাউন্ড ক্রুদের দিকে তাকালেন যারা ফোগো এয়ারফিল্ডের দায়িত্বে ছিল এবং 'গো' সিগন্যালটা জ্বলে উঠতে দেখলেন। তিনি তার ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি কন্টোলরুমের দিকে দেখালেন।

স্পে ইঞ্জিন দুটো তাদের গর্জন বৃদ্ধি করল এবং বুকানিয়ার প্লেনটি ব্রেকের বিপরীতে মুক্ত হওয়ার জন্য ছটফট করছিল। মেনডোজা RATO সুইচটি অন করে ব্রেক ছেড়ে দিলেন। চোখের পলকে বুকানিয়ার আকাশে উঠে গেল। ফোগোর আগ্নেয় পর্বতের উপর দিয়ে তাকে উড়ে যেতে দেখা গেল, তার নিচের চাঁদের আলোয় সমুদ্রের পানি চকচক করছিল।

"পনেরো হাজার ফুট উচ্চতায় উঠ এবং একশো নব্বইয়ের দিকে এগিয়ে যাও," এয়ারফোনে ভেসে আসা মহিলাকণ্ঠ নির্দেশনা দিল। তিনি কম্পাস চেক করলেন, ১৯০° তে বিমানটি স্থির করলেন এবং নির্দেশিত উচ্চতায় উঠলেন।

এক ঘন্টার মধ্যে তিনি ছিলেন কেপভার্দে আইল্যান্ডের তিনশো মাইল দক্ষিণে, তিনি প্লেনটি নিয়ে কেপভার্দে আইল্যান্ডকে মধ্যে রেখে একটা চক্কর দিলেন, তিনি অপেক্ষা করছিলেন। শেষ পর্যন্ত টার্গেট তার চোখে পড়ল। সেটি ছিল তার নিচে ডান পাশে। মেঘের উপরের অংশে চাঁদের আলো বিস্তৃত এক সাদা চাদরে চারপাশ ঢেকে দিয়েছিল। প্লেনটি এগোচ্ছিল উত্তরপূর্ব দিকে। মেনডোজা ততক্ষণে তার চক্কর অর্ধেকটা সম্পন্ন করেছেন। চক্কর শেষ করে তিনি শিকারের ঠিক পেছনে চলে আসলেন।

"তোমার শিকার তোমার চেয়ে পাঁচ মাইল সামনে আছে, ছয় হাজার ফিট নিচে।"

"আমি সেটা পেয়েছি," মেনডোজা বললেন, "কনট্যাক্ট।"

"কনট্যাক্ট অ্যাকোনলেজড্, ক্লিয়ার এনগেজ।"

যতক্ষণ পর্যন্ত ট্রানসেলটা তার চোখে পরিস্কার দেখা না গেল ততোক্ষণ পর্যন্ত তিনি উচ্চতা কমালেন, সামনের ট্রানসেল বিমানটা তিনি পরিস্কার দেখতে পাচ্ছিলেন। তাকে কোকেন বহনকারী সম্ভাব্য প্লেনগুলোর একটি ছবির

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অ্যালবাম দেয়া হয়েছিল। সেটিতে এসব বিমানের ছবি তিনি দেখেছেন। এটা নির্দোষ কোন বিমান হতেই পারে না। এটা অবশ্যই কোকেনবাহী বিমান মেনডোজা নিশ্চিত হলেন।

তিনি তার অ্যাডেন কামানের সেফটি ক্যাচ অন করলেন এবং তার বুড়ো আঙ্গুল 'ফায়ার' বাটনের উপর রাখলেন এবং গানসাইটে চোখ রাখলেন। তিনি জানতেন দুপাশের দুটো গান প্যাক চারশো মিটার দূরে একত্রে মিলিত হয়ে আঘাত হানবে।

এক মুহূর্তের জন্য তিনি দ্বিধা করলেন, ওই বিমানটিতে মানুষ আছে। পরমুহূর্তে তার আরেকজন মানুষের মুখ মনে পড়ল, সাও পাওলোর মর্গের মার্বেলস্ল্যাবের উপর পড়ে থাকা কিশোরের মুখ। আর ছোট ভাই। তিনি ফায়ার করলেন।

তার অ্যামুনিশন প্যাকগুলোতে ছিল ফ্রাগমেন্টেশন, ইনসেনডিয়ারী এবং ট্রেসারের সংমিশ্রণ। উজ্জ্বল ট্রেসার পথ দেখাবে এবং অন্য দুটো যে জিনিসে আঘাত করবে তা একেবারে ধ্বংস করে দেবে।

তিনি দেখলেন দুটো লাল আগুনের রেখা তার নিচ থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল এবং চারশো মিটার দূরে রেখাগুলো একজায়গায় মিলিত হল। দুটো একত্রে আঘাত করল ট্রানসেলটির পেছনে লোডিং ডোরটাতে। আধা সেকেন্ডের জন্য প্লেনটিকে দেখে মনে হল সে পেছন থেকে একটা বিশাল ধাক্কা খেয়েছে। পরমুহূর্তে সেটি বিস্ফোরিত হল।

ট্রানসেলটির ক্রুরা রিজার্ভ ট্যাঙ্ক থেকে তেল পাম্প করা মাত্র শুরু করেছিল, তাই হালের নিচের ফুয়েল ট্যাঙ্কগুলো ছিল পুরোপুরি ভর্তি। সাদা গরম অত্যন্ত দাহ্য ইনসেনডিয়ারী সেগুলোর সংস্পর্শে আসা মাত্রই পুরো প্লেনটি যেন গলে গেল। জ্বলন্ত টুকরোগুলো ঝরনার মতো নিচের মেঘের উপর পড়তে লাগল এবং খেলা শেষ হয়ে গেল। সব শেষ, একটা প্লেন, চারজন মানুষ, দুই টন কোকেন।

মেজর মেনডোজা আগে কখনও মানুষ হত্যা করেননি। তিনি কয়েক সেকেন্ড আকাশের সেই জায়গাটার দিকে তাকিয়ে থাকলেন যেখানে কিছুক্ষণ আগেও ট্রানসেলটা ছিল। তিনি কয়েকদিন ধরেই ভাবছিলেন এভাবে মানুষ হত্যার পর তার কেমন লাগবে। এখন তিনি জানেন সেই অনুভূতি, তিনি স্রেফ শূন্যতা অনুভব করছিলেন। সাফল্যের জন্য কোন প্রকার আনন্দও নয় আবার মানুষ হত্যার জন্য হৃদয়ে কোন বেদনাও নয়। তিনি নিজেকে অনেকবার বুঝিয়েছেন : শুধু সেই ষোল বছর বয়েসী কিশোরের কথা ভাবতে চেষ্টা কর, যে কিনা মর্গের মেঝেতে পড়েছিল। জীবনের কোন কিছুই যে ছেলেটা দেখে যেতে পারেনি। যখন তিনি কথাগুলো বলছিলেন তার কণ্ঠ ছিল অনেকটাই স্বাভাবিক।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"টার্গেট ডাউন," তিনি বললেন।

"আমি জানি," নেভাদা থেকে আসা কণ্ঠস্বরটি বলল। সে তার কম্পিউটার স্ক্রিনে দেখতে পেয়েছে দুটো ব্লিপের মধ্যে একটা বন্ধ হয়ে গেছে। "উচ্চতা ধরে রাখ। তিনশো পঞ্চান্ন ডিগ্রি ঘুরে বেসের দিকে ফিরে যাও।"

সত্তর মিনিট পরে তিনি ফোগোর রানওয়ে দেখতে পেলেন এবং ল্যান্ড করে পাথরের হ্যাঙ্গারের কাছে ট্যাক্সিইং করে বিমানটি নিয়ে গেলেন। রুজ ফোরকেও ধরাশয়ী করা হল।

তিনশো মাইল দূরে আফ্রিকার কোন এক জঙ্গলের এয়ারস্ট্রিপে একদল লোক অপেক্ষা করতেই থাকল। শেষ পর্যন্ত ভোরবেলায় তারা তাদের গাড়ি নিয়ে ফিরে গেল। তাদের মধ্যে একজন বোগোটায় একটা সাংকেতিক ই-মেইল পাঠিয়ে দিল।

আলফ্রেড স্যুয়ারেজ, যে কিনা কার্টেলের মালামাল পরিবহনের দায়িত্বে আছে সে তার নিজের জীবন নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ল। মাত্র পাঁচটন মালামাল খোয়া গেছে। সে ডনকে কথা দিয়েছে দুই মহাদেশে তিনশো টন করে পাঠাবে এবং এই পরিমাণ পাঠানোর বেলায় দুইশো টন পর্যন্ত লস মার্জিন ধরা হয়েছে। কিন্তু সেটা কথা নয়।

হার্মানদাদ এবং ডন এবারে কেবল ব্যক্তিগতভাবে তার দিকেই ভীতিকর নিরবতা নিয়ে তাকিয়ে আছে, তাদের সমস্যা দুটি। একটি হচ্ছে তিন পদ্ধতিতে পাঠানো পরপর তিনটি চালান নিখোঁজ হয়ে যাওয়া, আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে এরা ধ্বংস হয়েছে অথবা ধরা পড়েছে; পুরো ব্যাপারটাই হতবুদ্ধিকর। আর দ্বিতীয়ত ডন এমন হতবুদ্ধিকর অবস্থায় থাকাটা ঘৃণা করতেন, এমনকি সেগুলোর কি হয়েছে এ ব্যাপারে কোন ক্লু ও পাওয়া যাচ্ছে না।

বেলেজা ডেল মারের ক্যাপ্টেনের উচিত ছিল জানানো যে সে সমস্যায় পড়েছে অথবা এমন কিছু। সে জানায় নি। গো-ফাস্টের ক্রুরা তাদের সেলফোন ব্যবহার করে অন্তত একটা মেসেজ পাঠাতে পারত। তারা সেটা করেনি। ট্রানসেল বিমানটাও উড়ার আগে একটা চেকগুলো ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে সেটাতে কোন ত্রুটি আছে কিনা। সেটাও কোন মে ডে কল ছাড়াই পৃথিবী থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

"ব্যাপারটা অদ্ভুত তাই না মাই ডিয়ার আলফ্রেড?" যখন ডন কারো সাথে এমন নরম গলায় কথা বলে তখন সেটা তার জন্য আরো বেশি ভীতিকর।

"ইয়েস, মাই ডন।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"এ ব্যাপারে তোমার কোন ব্যাখ্যা আছে?"

"আমিও আসলে বুঝতে পারছি না। প্রতিটি ক্যারিয়ারেই যোগাযোগ করার যথেষ্ট উপায় ছিল; কম্পিউটার, সেলফোন, রেডিও। তাছাড়া সংক্ষিপ্ত কোডেড মেসেজ তো ছিলই। তারা যাত্রার আগে যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করেছে। মেসেজগুলো মুখস্থও করেছে। আমার জানামতে যাত্রার প্রস্তুতিতে কোন প্রকার ত্রুটি হয় নি।

"তবুও তারা নিরব ছিল।" খানিকটা হতাশা এবং শ্লেষ মিশিয়ে ডন বলল।

ডন এনফোর্সার পাকো ভালদেজের রিপোর্ট শুনেছে এবং শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে *বেলেজা ডেল মারের* ক্যাপ্টেন তার নিজের জাহাজ গায়েব করার জন্য দায়ি হতেই পারে না।

সে ছিল একজন ফ্যামিলি ম্যান, সে জানতো কার্টেলের সাথে বেঈমানী করলে তার পরিবারের সদস্যদের সাথে কি ঘটবে। তাছাড়া লোকটা এর আগে ছয়বার সফলভাবে কোকেনের চালান পৌঁছে দিয়েছে।

দুটো নিখোঁজের ঘটনার মধ্যে একটি সাধারণ মিল পাওয়া গেছে। ফিশিং বোট এবং ট্রানসেল বিমান দুটোই যাচ্ছিল গিনি-বিসাউতে। যদিও গালফ-অফ উরাবাগামী গো-ফাস্ট গুলোও নিখোঁজ হয়েছে তবুও আন্দাজ করে নেয়া যায় গিনি-বিসাউতেই খারাপ কিছু ঘটছে।

"ওয়েস্ট আফ্রিকার দিকে কি এই কয়েকদিনের মধ্যে তোমার কোন চালান পাঠানোর প্ল্যান আছে, আলফ্রেড?"

"হ্যা, পরের সপ্তাহে লাইবেরিয়াতে পাঁচটন মাল পাঠানোর কথা আছে।"

"সেটি চেঞ্জ করে গিনি-বিসাউতে পাঠানোর প্ল্যান কর। আর তোমার একজন খুব চালু এসিস্টেন্ট আছে না, কি যেন নাম?"

"আলভারো, আলভারো ফুয়েন্টস, তার বাবা পুরনো কালি কার্টেলের একজন বড় লিডার ছিল। মাঝে মাঝে মনে হয় সে এই কাজের জন্যই জন্মেছে, খুবই বিশ্বস্ত।"

"তাহলে কার্গোর সাথে তাকেও পাঠাও। সে সবসময় যোগাযোগ রাখবে, প্রতি তিরিশ মিনিট পরপর, দিন রাত সবসময়, পুরো রাস্তা। তার ল্যাপটপ এবং সেলফোনে আগে থেকে মেসেজ রেকর্ড করা থাকবে। তার কাজ হবে বিপদ দেখলে শুধুমাত্র একটা বাটনে চাপ দেয়া আর একজন সর্বক্ষণ এপাশ থেকে কি হচ্ছে না হচ্ছে সেটা শুনতে তৈরি থাকবে। চব্বিশ ঘন্টা, কয়েকটা শিফটে ভাগ হয়ে চব্বিশ ঘন্টা এপাশ থেকে তারা শুনবে। আমি কি ব্যাপারটা বোঝাতে পেরেছি?"

"পুরোপুরি, ডন ডিয়েগো, এটাই করা হবে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফাদার ইউসেবিও এমন কিছু আগে কখনও দেখেন নি। তিনি কলাম্বিয়ার একজন গ্রাম্য যাজক, আশপাশের অনেক গ্রামেই তার আসা যাওয়া আছে। তার সেবায়েতদের বেশির ভাগই গ্রামের দরিদ্র খেটে খাওয়া মানুষ। কার্তেজেনা এবং বারানকুইলার উজ্জ্বল আলো আর বিলাসবহুল দুনিয়া তার জন্য নয়। খাঁড়িটার মুখে যে জিনিসটা দাঁড়িয়ে আছে তাকে আগে কখনও এই জায়গায় দেখা যায় নি।

সেটি ছিল পঞ্চাশ মিটারেরও বেশি লম্বা। উজ্জ্বল সাদা রঙের তিনটি ডেকে বিলাসবহুল কেবিন ছিল বেশ কয়েকটা, দেখে মনে হয় চকচক করার আগপর্যন্ত ক্রুরা সেগুলো পালিশ করেছে। কেউ জানতো না এই বিলাসসহুল ইয়াটটির মালিক কে? এর কোন ক্রু তীরেও নামে নি। এই অজ পাড়াগাঁয়ে তাদের নামার কোন দরকারও থাকতে পারে না।

ফাদার ইউসেরিও জানতেন না সেটি একটি অত্যন্ত বিলাস বহুল সমুদ্রগামী ইয়ট যাকে বলা হয়ে থাকে ফেডশিপ। এতে ছয়টি বিলাসবহুল স্টেটরুম আছে এর মালিক এবং অতিথিদের জন্য এবং এতে সবমিলিয়ে আছে দশজন ক্রু। সেটি বানানো হয়েছে একটি ডাচ ইয়ার্ডে তিন বছর আগে এবং এর দাম প্রায় বিশ মিলিয়ন ডলার।

এটি একটি অদ্ভুত ব্যাপার যে অধিকাংশ মানুষ রাতে জন্ম গ্রহণ করে আবার রাতের বেলায়ই অধিকাংশ মানুষ মারা যায়। ভোর তিনটেয় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনতে পেয়ে ফাদার ইউসেবিও ঘুম থেকে উঠেছেন। একটি ছোট বালিকা এসে কড়া নাড়ছিল যার পরিবারকে তিনি আগে থেকেই চিনতেন। তার দাদা রক্তবমি করছিল এবং তার মা আশঙ্কা করছিল যে তার শ্বশুর আজ রাতেই মারা যেতে পারে।

ফাদার ইউসেবিও লোকটাকে আগে থেকেই চিনতেন। লোকটার বয়েস ছিল ষাটের মতন কিন্তু দেখে মনে হতো নব্বই। লোকটা গত পঞ্চাশ বছর ধরে নিম্নমানের সিগারেট ফুঁকে চলেছে। বছর দুয়েক ধরে তার কাশির সাথে রক্ত আসছিল। শেষ সময়ে একজন যাজক পাশে থাকলে রোগী ও রোগীর পরিবার শান্তি পায় তাই তিনি তাড়াহুড়ো করে তৈরি হয়ে মেয়েটার পিছু পিছু ছুটলেন। লোকটি সত্যিই মারা যাচ্ছিল। ইউসেবিও মৃত্যুর ঠিক আগের ধর্মীয় প্রক্রিয়াগুলো সম্পন্ন করলেন, ফাদারের হাত ধরে লোকটি অবচেতনে সৃষ্টিকর্তার কাছে শেষ বারের মত ক্ষমা চেয়ে নিল। শেষ পর্যন্ত ভোর চারটের দিকে লোকটি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল।

লোকটির বাড়ি ছিল সমুদ্রের একদম কিনারে, ইউসেবিও জলের দিকে চেয়ে চেয়ে বিশ্রাম নেয়ার জন্য বাড়ি ফিরছিলেন। আর তখনই সেটা তার চোখে পড়ল। বোর্ডের উপরে তিনজন লোক ছিল যারা কিছু বান্ডিল টেনে টেনে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তুলছিল, স্টার্নের উপর থেকে তাদের আলো দেখানো হচ্ছিল। নিচের একটি বোট থেকে সেগুলো ইয়টে উঠানো হচ্ছিল। ফাদার মাটিতে থুতু ফেললেন, দশদিন আগে যে পরিবারটির শেষকৃত্য সম্পাদন করেছিলেন তাদের ছবিগুলো তার চোখে ভেসে উঠল।

ঘরে ফিরে এসে তিনি আবার ঘুমানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কিন্তু তিনি থামলেন, ড্রায়ারটা খুললেন এবং ছোট যন্ত্রটি বের করলেন। তার নিজের কোন সেলফোন ছিল না। তিনি জানতেনও না কিভাবে টেক্সট মেসেজ পাঠাতে হয়। কিন্তু এর সাথে থাকা একটি ছোট কাগজে লিখে দেয়া ছিল কিভাবে এটিকে ব্যবহার করতে হয়। নির্দেশ অনুযায়ী তিনি সুইচ চাপলেন। যন্ত্রটি কথা বলল, একটি মহিলাকণ্ঠ পর্তুগীজ ভাষায় কথা বলল। "হ্যালো।"

"আপনার কাছে কি তথ্য আছে?"

ফাদার বুঝে উঠতে পারছিলেন না কিভাবে শুরু করবেন।

"আমার গ্রামে বড় একটা জাহাজ নোঙর করেছে। আমার মনে হয়েছে সেটা বিশাল পরিমানে সাদা পাউডার তুলে নিয়েছে।"

"ফাদার, জাহাজটির নামটি কি আপনার চোখে পড়েছে?"

"হ্যা, জাহাজটির পেছনে নাম লিখা ছিল, আমি লক্ষ্য করেছি। জাহাজটির নাম *ওরিয়ন লেডি*।" সেইটুকু পর্যন্ত বলেই ফাদার ফোন নামিয়ে রাখলেন, তিনি নার্ভাস বোধ করছিলেন। কম্পিউটারাইজড ডাটাবেজের পাঁচ সেকেন্ড সময় লাগল সেলফোনটি কোথায় আছে সেটা জানতে। এর পরের দশ সেকেন্ডে সে *ওরিয়ন লেডি*র পরিচয় বের করে ফেলল।

জাহাজটির মালিক নিকারাগুয়ার নেলসন বিয়াঙ্কো, সে একজন মিলিয়নিয়ার প্লে-বয়, পলো খেলোয়াড় এবং পার্টিম্যান। জাহাজটির নাম জোয়ান কর্তেজের লিস্টে ছিল না। কিন্তু এই জাহাজটির ডেক প্ল্যান নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে পাওয়া গেল। সব তথ্য গ্লোবাল হক স্যামের স্মৃতিতে ঢুকিয়ে দেয়া হল এবং স্যাম জাহাজটিকে খুঁজে পেল যখন সেটা খোলা সমুদ্রে এসে পড়েছে।

আরো ইনভেস্টিগেশনে সকাল বেলায় দেখা গেছে মেসর নেলসন বিয়াঙ্কো একটি পলো টুর্নামেন্টে যোগ দিতে ফোর্ট লডারডেলে যাচ্ছেন।

যেতেু *ওরিয়ন লেডি* উত্তর দিকে কিউবার পাশ দিয়ে ইয়ুকাতান চ্যানেল ধরে যাচ্ছিল তাই সেটাকে ধরার দায়িত্ব পড়লো *চিজাপিক*-এর উপর।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১১

দূর্নীতিগ্রস্থ অফিসারদের র‍্যাটলিস্টে একশ' সতেরোটি নাম ছিল। এতে ছিল আঠারোটি দেশের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে কর্মরত অফিসারদের নাম। এর মধ্যে আমেরিকা আর কানাডা বাদে অন্য ষোলটি দেশ ছিল ইউরোপের।

লেটিজিয়াকে নিউইয়র্কের জেলখানা থেকে মুক্তি দেয়ার আগে কোবরা চাইলেন লিস্টের অন্তত একটা নাম পরীক্ষা করে দেখা হোক। র‍্যাটলিস্ট থেকে একটি নাম লটারি করে বাছাই করা হল। নামটি ছিল অ্যালবার্ট মিলস্, লোকটি ছিল জার্মানীর হ্যামবুর্গের একজন উচ্চপদস্থ কাস্টমস্ ইন্সপেক্টর।

ক্যাল ডেক্সটার পরবর্তী পদক্ষেপ নেয়ার জন্য জার্মানিতে উড়ে গেলেন।

সেটি একটি অদ্ভূত মিটিং ছিল যেটি সংঘটিত হয়েছে জার্মানিতে অবস্থিত আমেরিকান অ্যাম্বেসির বিশেষ অনুরোধে, গোপন মিটিংটি হয়েছে হামবুর্গের কাস্টমসের হেডকোয়ার্টার্সে।

ডেক্সটারকে রিসিভ করেছেন আমেরিকান ডিএএর জার্মান শাখার প্রতিনিধি যার সাথে জার্মান ডেলিগেটদের ভাল পরিচয় আছে। ডিইএর প্রতিনিধি ডেক্সটারকে দেখে অবাক হয়েছে, লোকটা সম্পর্কে আগে কোন কিছু শো নে নি কিন্তু হঠাৎ এখানে এত বড় একটা দায়িত্ব নিয়ে এসেছে। কিন্তু ডিইএর হেডকোয়ার্টার থেকে একটি সংক্ষিপ্ত অথচ অর্থপূর্ণ মেসেজ এসেছে। লোকটাকে সর্বোতপ্রকারে সাহায্য করতে হবে।

বার্লিন থেকে দুজন হাই অফিশিয়াল উড়ে এসেছেন। একজন জার্মান ফেডারেল কাস্টমস জেডকেএ'র প্রতিনিধি এবং আরেকজন ফেডারেল ক্রাইম পুলিশের অর্গানাইজড ক্রাইম ডিভিশনের প্রতিনিধি। সেখানে উপস্থিত ছিল আরো দুজন স্থানীয় প্রতিনিধি যারা হামবুর্গের স্টেট পুলিশ এবং স্টেট কাস্টম্সের কর্মকর্তা।

ডেক্সটার ব্যাপারটা সংক্ষেপে বুঝিয়ে বললেন, সেখানে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করে বলার মত কিছু ছিলও না। তাছাড়া চারজন জার্মান লোকই প্রফেশনাল, তারা জানতো কোন গড়বড় আছে বলেই তাদের ডাকা হয়েছ। তারা সবাই ইংরেজিতে কথাবার্তা চালাল, কোন দোভাষীর প্রয়োজন হল না।

ডেক্সটার যা বললেন তা হল, কলাম্বিয়ার এন্টি ড্রাগ ইউনিট গোপন সূত্রে কিছু তথ্য পেয়েছে। ডেক্সটার তথ্যের উৎস সম্পর্কে কিছু বললেন না। মিটিংয়ের সবাই মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনছিল, তাদের জন্য কফির ব্যবস্থা ছিল কিন্তু কোন প্রকার মদ ছিল না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডেক্সটার কিছু কাগজ টেবিলের উপর দিয়ে এগিয়ে দিলেন, হামবুর্গ কাস্টমসের লোকটি সতর্কতার সাথে সেগুলোকে চোখ বুলালেন, মৃদু একটা বিস্ময়ের শব্দ করে সেগুলো তার কলিগদের দিকে এগিয়ে দিলেন।

"আমি লোকটাকে চিনি," কাঁপা কাঁপা স্বরে বললেন তিনি।

জার্মান অফিসাররা বিব্রত বোধ করছিলেন। জার্মানি তাদের অত্যাধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি এবং তাদের দূর্নীতিমুক্ত প্রশাসন নিয়ে গর্ববোধ করত। তাদের সামনে তাদের লোকেদের বিরুদ্ধেই আমেরিকানদের অভিযোগ শোনাটা খানিকটা লজ্জার ব্যাপারই বটে।

হামবুর্গের লোকটি ভ্রুকুটি করল। "যার দিকে আঙুল তোলা হচ্ছে তার বিরুদ্ধে আরো প্রমাণ জোগার না করতে পারলে আমরা এগোব না। আমি যতদূর জানি লোকটা সারাজীবন এই চাকুরিতেই কাটিয়েছে, অবসরে যাওয়ার আর মাত্র কয়েক বছর বাকি। এমনিতে তো আর তাকে চার্জ করা যাবে না।"

অন্য একজন অফিসার কাগজগুলোতে হালকা চাপড় দিয়ে বলল, "আপনারা কিভাবে জানেন আপনাদের পাওয়া তথ্য সঠিক? আপনাদের যদি ভুল তথ্য দেয়া হয়ে থাকে? যদি মিথ্যা তথ্য দেয়া হয়ে থাকে?"

এই প্রশ্নের উত্তরে ডেক্সটার আরো কিছু কাগজ বের করে টেবিলে রাখলেন। আগত জার্মান অফিসারদের একজন জোয়াকিম জিগলার। সে মনোযোগ দিয়ে কাগজগুলো স্টাডি করতে লাগল। কাগজগুলো ছিল ব্যাঙ্ক রেকর্ড, গ্রান্ড ক্যামেনের ছোট একটি ব্যাঙ্ক থেকে নেয়া। এগুলো ব্যাঙ্কের খুবই গোপনীয় তথ্য, বিশেষ ব্যবস্থায় সেগুলো জোগার করা হয়েছে। এসব ব্যাঙ্কে টাকার কোন বৈধ উৎস ব্যাখ্যা না করেই টাকা রাখা যায় আর সেগুলো কখনো চেক করা হয় না।

ডেক্সটার আবার কথা শুরু করলেন। "ভদ্রমহোদয়গণ, আমরা সবাই 'যতটুকু জানা প্রয়োজন ততটুকু জানি' এই নীতিটি সম্পর্কে জানি। এই অদ্ভুত পেশায় আমরা কেউই নতুন নই। আপনাদেরকে বুঝতে হবে, এই তথ্যের অবশ্যই একটি নির্ভরযোগ্য উৎস আছে। আর যেকোন মূল্যে আমাদেরকে সেই উৎসের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। তাই আমি উৎস সম্পর্কে কিছু বলব না। তাছাড়া আমি তো বলছি না এখনই তাকে ধরে হাতকড়া পরিয়ে গ্রেপ্তার করে ফেলতে। এটাতো জার্মানির কোন কোর্টই মেনে নেবে না। আমি কি এখন আপনাদের জন্য একটি প্রস্তাবনা পেশ করতে পারি?"

ডেক্সটার যে প্রস্তাব রাখলেন সেটি হল, সেই সন্দেহভাজন অফিসার মিলসকে গোপন এবং অদৃশ্যভাবে ফলো করা হবে যতদিন পর্যন্ত না তার বিরুদ্ধে কোকেনের চালান বের করে দেয়ায় সহযোগিতার প্রমাণ না পাওয়া যায়। যখন সে নির্দিষ্ট কোন কন্টেইনারকে ক্লিয়ারেন্স দিয়ে দেবে তখনই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একজন জুনিয়র অফিসার কিছু জানে না ভেবে কন্টেইনারটি স্পট চেক করবে, যাতে মনে হবে র‍্যানডম সিলেকশন করেই কন্টেইনারটি খোলার জন্য বলা হচ্ছে।

যদি কোবরার কাছ থেকে পাওয়া তথ্য সত্য হয় তাহলে মিলস সেই জুনিয়র অফিসারের উপর প্রভাব খাটাতে চাইবে। আর তখনই কাকতালীয়ভাবে পাশ দিয়ে যাচ্ছিল এমন একজন জেডকেএ অফিসার সেখানে উপস্থিত হয়ে কন্টেইনারগুলো খুলতে বাধ্য করবে। যদি সেখানে কিছু না পাওয়া যায় তবে আমেরিকানরা ভুল প্রমাণিত হবে, সেজন্য তারা জার্মান অফিসারদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবে। এতে কোন ক্ষতি হবে না, কারণ মিলস বুঝতেই পারবে না তার জন্য ফাঁদ পাতা হয়েছিল।

মিলসের বাসার ফোন এবং মোবাইল ফোন ট্যাপ হতে থাকল কয়েক সপ্তাহ ধরে। আরো একসপ্তাহ লাগলো পুরোপুরি তৈরি হতে। প্রশ্নবিদ্ধ কন্টেইনারটি ছিল ভেনিজুয়েলা থেকে আগত শতশত কন্টেইনারবাহী একটি বড় জাহাজে। শুধু একজন লোক লক্ষ্য করল সেই ছোট দুটি বৃত্ত যারা একে অপরকে ছেদ করেছে, বাম দিকের বৃত্তের মাঝে ছিল একটি ক্রশ চিহ্ন। চিফ ইন্সপেক্টর মিলস্ ব্যক্তিগতভাবে কন্টেইনারটি ক্লিয়ার করার পর কন্টেইনারটি ফ্ল্যাটবেড ট্রাকে উঠে পড়ার জন্য অপেক্ষা করছিল।

ট্রাক নিয়ে এগিয়ে আসল আলবেনিয়ান ড্রাইভার। যখনই কন্টেইনারটি ট্রাকে তোলা হবে তখনই একজন তরুণ কাস্টমসের ইউনিফর্ম পরা লোক ট্রাকটিকে পেছনে যেতে ইশারা করল।

"স্পট চেক," সে বলল।

আলবেনিয়ান ড্রাইভার বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। তার কাছে ক্লিয়ারেন্স পেপার ছিল, সেগুলো ছিল যথাযথভাবে সাইন করা এবং সিল মারা, সে ট্রাক থামলে দ্রুত তার সেলফোন বের করে একটা কল করল। গাড়ির ভেতর থাকায় তার কথা শোনা গেল না। আলবেনিয়ান ভাষায় কিছু একটা বলল সে।

হামবুর্গ কাস্টমসে সাধারণত দুধরনের স্পটচেক করে থাকে। প্রথমটি হচ্ছে কন্টেইনারটিকে এক্স-রে করা এবং অন্যটি হচ্ছে কন্টেইনারটি খুলে ফেলা। তরুণ অফিসারটি ছিল একজন জেডকেএ প্রতিনিধি; তাকে দেখেই বুঝা যাচ্ছিল সে সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত। সে কন্টেইনারটিকে বড় ধরনের চেকআপ যেখানে করা হয় সেদিকে নিয়ে যেতে ইঙ্গিত করল। হন্তদন্ত হয়ে অনেক সিনিয়র একজন অফিসার কন্ট্রোল রুম থেকে ছুটে এল এবং তরুণ অফিসারটিকে বাধা দিল।

একজন নতুন, তরুণ এবং অনভিজ্ঞ ইন্সপেক্টর সাধারণত একজন মোস্ট সিনিয়র অফিসারের সাথে তর্ক করে না। এই অফিসার সেটা করল। সে তার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সিদ্ধান্তে স্থির রইল। বয়স্ক লোকটা রাগে ফেটে পড়লো, সে নিজে স্পট চেক করে ক্লিয়ারেন্স দিয়েছে আর এই চ্যাংড়া অফিসার সেটি আবার চেক করতে চাইছে। আবার চেক করার কোন দরকারই নেই শুধু শুধু সময় নষ্ট করা ছাড়া। লোকটি খেয়াল করল না তার পেছনে একটি স্যালুন কার এসে থামলে সাদা পোশাকধারী দু'জন জেডকেএ অফিসার গাড়ি থেকে নেমে তাদের কার্ড প্রদর্শন করল।

"কি সমস্যা?" তাদের একজন জিজ্ঞেস করল, খুবই ভদ্রভাবে। জার্মান ব্যুরোক্রেসিতে র‍্যাঙ্ক ব্যাপারটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। জেডকেএ'র লোকগুলো ছিল মিলসের সমান র‍্যাঙ্কের। ক্রিমিনাল ডিভিশন থেকে আসায় মিলসের পজিশনটা একটু বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলেও পোর্টে কাস্টমসের লোকেদের কথাই শেষ কথা। কন্টেইনারগুলো খোলা হল, স্নিফার কুকুর আসল। কন্টেইনারের সব জিনিসপত্র নামানো হল। কুকুরগুলো সেই জিনিসপত্রের পাশ দিয়েও গেলো না, কন্টেইনারটির ভেতরে ঢুকে সামনের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে গন্ধ শুকতে শুকতে গরগর শব্দ করতে লাগলো তারা। গজ-ফিতা নিয়ে এসে মাপ নেয়া হলো। কন্টেইনারের ভেতরের দৈর্ঘ বাইরের দৈর্ঘের চেয়ে কম, তার মানে এর ভেতরে দেয়ালের মাঝে কোন গোপন কম্পার্টমেন্ট আছে। কন্টেইনারটিকে পোর্টের ওয়ার্কশপে নিয়ে গেলো কাস্টমসের একটি টিম।

অক্সি-অ্যাসিটিলিন টর্চের সাহায্যে কন্টেইনারের ফলস দেয়ালটি কেটে সরিয়ে ফেলতেই ভেতরে লুকিয়ে রাখা জিনিসগুলো বেরিয়ে এলো। জিনিসগুলো ওজন করে দেখা গেলো দুই টন বিশুদ্ধ কলম্বিয়ান কোকেন রয়েছে। আলবেনিয়ান ড্রাইভারকে সাথে সাথে হাত-কড়া পরিয়ে ফেলা হলো। মিল্‌সসহ বাকি তিনজন কফি খেতে খেতে আলাপ করছিলো, সৌভাগ্যবশত কোকেনের চালানটি আটকানো গেছে, আরেকটু হলে সেগুলো হাত ফস্‌কে চলে যেতো। কন্টেইনারটি এসেছিলো জার্মানির একটি বিখ্যাত কফি আমদানীকারকের নামে। একে সন্দেহের করার কোনো উপায়ই ছিলো না তাই কেউ মিল্‌সকে দোষারোপও করলো না। কফি শেষ করে মিলস ওয়াশরুমে গিয়ে একটি ফোন করলো। সেটাই হয়ে গেলো তার সবচাইতে বড় ভুল। তার ফোনে আড়িপাতা হচ্ছিলো আধ-কিলো মিটার দূরে একটি ভ্যান থেকে। কফি টেবিলে বসে থাকা জেডকেএ অফিসারের কাছে ভ্যান থেকে একটি ফোন এলো, মিলস্ ওয়াশরুম থেকে বেরিয়ে আসতেই গ্রেপ্তার করা হল তাকে।

ইন্টারোগেশন রুমে বসে মিলস্ প্রথম থেকেই সব কিছু অস্বীকার করতে লাগল। গ্রান্ড ক্যামেনের কোন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের কথা উল্লেখ করা হল না, ডেক্সটার সেটা উল্লেখ করতে মানা করেছিলেন কারণ এতে তার কলাম্বিয়ান ইনফর্মার ধরা পড়ে যেতে পারে। কিন্তু সেটা উল্লেখ না করায় মিলস

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আত্মরক্ষার একটা বড় সুযোগ পেয়ে গেল।

সে বলছিল, "আমরা সবাই এখানে ভুল করতে পারি।" আসলেই কাস্টমসে যেহেতু র‍্যানডম সিলেকশনের মাধ্যমে চক করা হয় তাই সদিচ্ছা থাকলেও অনেক সময় এমন চালান আটক করা যায় না। সে এটা অনেক বছর ধরে করে আসছে সেটা প্রমাণ করা কঠিন হয়ে পড়ল। একজন ভাল ল'ইয়ার রাত পোহাতে না পোহাতেই জামিন নিয়ে দেবে যদি মিলস্‌কে কোর্টে নেয়া হয়।

যে ফোনকলটি রেকর্ড করা হয়েছিল সেটি ছিল একটি সাংকেতিক মেসেজ; সে তার স্ত্রীকে জানাচ্ছিল তার আসতে দেরি হবে, যদিও সেটা তার স্ত্রীর নাম্বার ছিল না। নাম্বারটি একটি ফোনকল রিসিভ করার পর থেকেই বন্ধ আছে। তবু এখানে মিলস দাবি করতে পারে সে রং নাম্বারে ফোন করেছিল, আর রং নাম্বারে সবারই ফোন চলে যেতে পারে। তাই মিলস্‌কে আটকানো অনেক কঠিন হয়ে পড়ল।

চিফ ইন্সপেক্টর জিগলারের কাস্টমসের ট্রেনিং ছাড়াও আইনের উপরে ডিগ্রি নেয়া আছে। তিনি তার হাতের তথ্য প্রমাণের দূর্বলতা বুঝতে পারছিলেন। তিনি আন্তরিক ভাবে চাচ্ছিলেন গ্যাংটা ধরা পড়ুক এবং জার্মানি কোকেনের গ্রাস থেকে বেঁচে থাকুক। শেষ পর্যন্ত তিনি সফল হলেন।

আলবেনিয়ান ড্রাইভারটি ছিল ইস্পাতসম দৃঢ়। তার মুখ দিয়ে একটা কথাও বের করা যাচ্ছিল না। সে বারবার দাবি করছিল সে একজন সাধারণ ড্রাইভার, সে জানতো না এই কন্টেইনারে করে কোকেন আনা হচ্ছে।

এরপর জিগলার একটা চাল চাললেন। মিলস্ আলবেনিয়ান ভাষা জানতো না, গুটি কয়েক আলবেনিয় ছাড়া জার্মানিতে ওই ভাষায় কেউ কথা বলেও না। জিগলার মিলস্‌কে নিয়ে একটি ওয়ান-ওয়ে মিররের পেছনে বসলেন। আয়নাতে পাশের ইন্টেরোগেশন রুম দেখা যাচ্ছিল, কিন্তু জানা না থাকলে ইন্টেরোগেশন রুমে আগত কেউ বুঝতে পারবে না তাকে পাশের রুম থেকে দেখা যাচ্ছে। পাশের রুমের কথাও শোনা যাচ্ছিল, সেখানে ট্রাক ড্রাইভারকে ইন্টেরোগেশন করা হচ্ছিল। একজন আলবেনিয় দোভাষী জার্মান অফিসারদের কথা ড্রাইভারকে বলছিল এবং ড্রাইভারের কথা আবার অফিসারদের অনুবাদ করে বুঝিয়ে দিচ্ছিল।

দোভাষীটি ছিল একজন ইন্সপেক্টর, তাকে জিগলার আগে থেকেই নির্দেশনা দিয়ে রেখেছিলেন। যে প্রশ্নগুলোর ড্রাইভারকে করা হয়েছে সেগুলো সহজেই অনুমান করা যায়, জার্মানিতে প্রশ্ন করার মিলস্‌ও বুঝতে পারছিল। উত্তরগুলো সবাই শুনছিল দোভাষীর মুখ থেকে। ড্রাইভারটি আলবেনিয় ভাষায় দাবি করছিল সে নির্দোষ, সে এসবের কিছু জানে না কিন্তু দোভাষীটি এক

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রশ্নের উত্তরে বলল যে, ড্রাইভারটিকে নাকি বলা হয়েছে পোর্টে কোন বিপদে পড়লে ইন্সপেক্টর অ্যালবার্ট মিলস্ নামের একজনকে ফোন দিতে, তাছাড়া সে-ই কার্গো ইন্সপেকশন ছাড়া কন্টইনারগুলোর ক্লিয়ারেন্স দিয়ে দেবে।

এর পরপরই মিলস্ একেবারে ভেঙে পড়ল, সবকিছু নিজে থেকেই স্বীকার করল সে। এরপর তার পুরো জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করতে একদল স্টেলোগ্রাফারের দুই দিন সময় লেগে গেল।

ওরিয়ন লেডি জাহাজটি ভাসছিল জ্যামাইকার দক্ষিণে এবং নিকারাগুয়ার পূর্বে অবস্থিত ক্যারিবিয়ান বেসিনে, ঠিক তখনই জাহাজের ব্রিজে দাঁড়ানো সাদা ইউনিফর্ম পরা ক্যাপ্টেন কিছু একটা দেখে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

প্রায় সাথে সাথেই ক্যাপ্টেন তার রাডারে চোখ রাখল। বেশ কয়েক মাইল কিংব দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত কোন জাহাজের অস্তিত্ব রাডার নির্দেশ করল না। কিন্তু সে ঠিকই দেখতে পাচ্ছিল, হেলিকপ্টারের মতো দেখতে জিনিসটা আসলেই একটি হেলিকপ্টার। সেটি যেন শূন্য থেকে উঠে এসেছে, সাগরের নীল জলের একেবারে কাছ দিয়ে প্লেনটি উড়ে আসছিল। ক্যাপ্টেন জানতো বিশ ঘন্টা আগে তার জাহাজে সে কি জিনিস তুলেছে, সেটা ভেবে তার মেরুদণ্ড দিয়ে ভয়ের একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল। চপার হেলিকপ্টারটি ছিল খুব ছোট, একটা স্পটার ক্রাফটের চেয়ে বড় নয়, কিন্তু সেটি যখন উপর দিয়ে উড়ে গেল তখন 'ইউএস নেভি' লেখাটা চোখ এড়াল না। ক্যাপ্টেন মেইন স্যালুনের অ্যালার্মটি বাজিয়ে তার সব স্টাফদের সতর্ক করে দিল।

ব্রিজে চলে এলো নেলসন বিয়াঙ্কো। এই প্লেবয়টির পরনে বড় বড় ফুল আঁকা হাওয়াই শার্ট, ব্যাগি শর্টস আর খালি পা। তার গায়ে বিভিন্ন ধরনের দামি জুয়েলারি আর তাতে তার ট্রেডমার্ক হাভানা সিগার। কলাম্বিয়া থেকে কার্গো নিয়ে আসার এবার কেবল একটামাত্র ব্যতিক্রম হয়েছে, এবারে তার সাথে অন্যান্যবারের মতো পাঁচ ছয়টা হাইক্লাশ পতিতা নেই।

ক্যাপ্টেন এবং বিয়াঙ্কো দু'জনে দাঁড়িয়ে দেখল হেলিকপ্টারটি তাদের দিকেই আসছে। প্যাসেঞ্জার ডোর খুলে যাওয়ায় তারা নেভি সিলের ইউনিফর্ম পরা একজনকে এম-১৪ স্নাইপার রাইফেল তাক করে বসে থাকতে দেখল। রাইফেলের নল তাদের দিকেই মুখ করা। লাউড স্পিকারে একটা কণ্ঠ ভেসে এল :

"ওরিয়ন লেডি, *ওরিয়ন লেডি*, আমরা ইউএস নেভির লোক। তোমাদের ইঞ্জিনগুলো বন্ধ কর। আমরা তোমাদের জাহাজে উঠতে যাচ্ছি।"

বিয়াঙ্কো বুঝতে পারছে না তারা কিভাবে জাহাজে উঠবে, জাহাজে একটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হেলিপ্যাড আছে ঠিকই কিন্তু এতে তাদের নিজস্ব সিকরোস্কি হেলিকপ্টারটি ত্রিপল দিয়ে ঢাকা আছে। তারপর তার ক্যাপ্টেন তাকে সামনের দিকে তাকাতে ইঙ্গিত করল। সেখানকার পানিতে তিনটি কালো বিন্দু ভাসতে ভাসতে এদিকেই আসছে, একটি বড় এবং দুটি ছোট; তাদের নাক উপরে, দ্রুত জাহাজের দিকে এগিয়ে এলো সেটি।

"ফুল স্পিড," বিয়াঙ্কো চিৎকার করে উঠল, "ফুল স্পিডে আগাও।"

এটা একেবারে বোকার মত প্রতিক্রিয়া, ক্যাপ্টেন সেটা তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারল। "বস, আমরা কোনভাবেই এদের এড়িয়ে ভেগে যেতে পারব না। আমরা সেই চেষ্টা করলেই আমাদের উড়িয়ে দেবে।"

বিয়াঙ্কো উপরের লিটলবার্ড এবং তাদের দিকে আসতে থাকা ইনফ্ল্যাটাবলগুলোর দিকে তাকাল। এখানে এদের বিরুদ্ধে গিয়ে কিছু করা যাবে না ভেবে সে নির্দেশ পাল্টালো।

"ইঞ্জিন বন্ধ কর," বলল সে, জাহাজে অস্থিরভাবে পায়চারী শুরু করল। হেলিকপ্টারের রোটরের বাতাস তার চুলগুলো এলোমেলো করে দিচ্ছে। সে তার বিস্তৃত হাসিখানা হেসে হাত নেড়ে হেলিকপ্টারের দিকে ইশারা করল যেন সহযোগিতা করতে পেরে সে আনন্দিত। নেভি সিলরা পাঁচ মিনিটের মধ্যে জাহাজের উঠে পড়ল একে একে।

লেফটেন্যান্ট ক্যাসি ডিক্সনের ব্যবহার অসম্ভব বিনীত। তাকে জানানো হয়েছে যে টার্গেটের মাঝে করে কোকেন বহন করা হচ্ছে এবং সেটিই তার জন্যে যথেষ্ট। তাকে এবং তার লোকদের জন্য বিয়াঙ্কো শ্যাম্পেন অফার করল কিন্তু কমান্ডার সেই আমন্ত্রণ প্রত্যাখান করে ক্রুদের গান পয়েন্টে রাখলেন। ড্রেজার ইউনিটের কয়েকজন ডাইভার জাহাজের বিভিন্ন পাশ দিয়ে পানিতে নেমে গেল গোপন কুঠুরী, দড়ি দিয়ে ঝোলানো কার্গো অথবা কোন ট্র্যাপডোরের খোঁজে, জাহাজের বাহিরের দিকে কিছু পাওয়া গেল না।

তল্লাসীদলের লোকেরা এরপর জাহাজের ভেতরে খোঁজা শুরু করল। তাদের জানানো হয়েছে–সংক্ষিপ্ত একটি ভীত কণ্ঠ জানিয়েছে–জাহাজটিতে বিশাল পরিমাণে কোকেন আছে। কিন্তু এই বিশাল পরিমাণটা কতটুকু?

স্প্যানিয়েল কুকুরটা প্রথম সেটার গন্ধ পেল, সেখানে প্রায় এক টনের মত কোকেন ছিল। এই জাহাজটিকে জোয়ান কর্তেজের তৈরি করা কোন গোপন কুঠুরী নেই।

বিয়াঙ্কো ভেবেছিল এমন একটি বিলাসিবহুল ইয়ট যেটি মন্টে কার্লো থেকে লডারডেল পর্যন্ত নিয়মিতই আসা যাওয়া করে, সেটি সবার সন্দেহের উর্ধে থাকবে। কিন্তু বৃদ্ধ পাদ্রির দেয়া গোপন তথ্যের ভিত্তিতে জাহাজটিতে অভিযান চালানো হল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কুকুরগুলোর সহায়তায় ইঞ্জিনরুমের মেঝের নিচে থেকে একে একে কোকেনের সবগুলো বান্ডিল তোলা হল। নেভি সিলের লোকেরা জাহাজেরা সব ক্রু ও স্টাফদের উপরে নিয়ে এসে মেইন সেলুন ও হেলিপ্যাডের মধ্যবর্তী স্থানে সবাইকে জড়ো করল। বিয়াঙ্কো উচ্চস্বরে প্রতিবাদ জানালো যে তার কোন ধারণা ছিল না এগুলো কোথা থেকে এসেছে আর এগুলো কি...পুরোটা একটা ষড়যন্ত্র...একটা ভুল বোঝাবুঝি...সে ফ্লোরিডার গর্ভনরকে চেনে। এই সব চেঁচামেচি তোতলামিতে পরিণত হল যখন তার মাথায় এবং চোখে হুড পরিয়ে দেয়া হল।

ক্যাপ্টেন ডিক্সন মেরুন রঙের রকেট বিস্ফোরণ ঘটিয়ে গ্লোবাল হক মিশেলকে সংকেত দিলে মিশেল জ্যামারগুলো বন্ধ করে দিল সঙ্গে সঙ্গে।

আসলে ওরিয়ন লেডি কারো সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টাই করে নি। যখন তার যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল ক্যাসি ডিক্সন *চিজাপিককে* ডেকে পাঠালেন।

দুই ঘন্টা পর নেলসন বিয়াঙ্কো, তার ক্যাপ্টেন এবং ক্রুদের চিজাপিকের ফরোয়ার্ড ব্রিজে তোলা হল যেখানে আগে থেকেই অপেক্ষা করছিল গো-ফাস্টের বেঁচে যাওয়া ক্রুদের সাতজন। মিলিওনিয়ার প্লেবয় বিয়াঙ্কোর এখন লোকদের সাথে থাকার অভ্যাস ছিল না, এগুলোকে তার পছন্দও হত না। কিন্তু এ লোকেরাই তার সঙ্গী হবে, ডাইনিং পার্টনার হবে, অন্ততপক্ষে পরবর্তী ছয়মাসের জন্য। ভারত মহাসাগরের কোন এক দ্বীপে ট্রপিক্যাল ওয়েদার ভালোভাবে উপভোগ করতে পারবে সে শুধু পার্টিগার্লগুলো সেখানে অনুপস্থিত থাকবে।

এমনকি বিস্ফোরণদলের লোকেদেরও খারাপ লাগছিল।

"সত্যিই আমরা এই জাহাজটা উড়িয়ে দেব স্যার? এতো সুন্দর একটা জিনিস।"

"এটাই নির্দেশ," কমান্ডিং অফিসার বললেন। "কোন ব্যতিক্রম হবে না।

নেভিসিলরা চিজাপিকে দাঁড়িয়ে দেখল ওরিয়ন লেডির ডুবে যাওয়া। "হুইয়াহ্," তাদের একজন বলল, এটি সাধারণত কোন সফলতার পর তাদের আনন্দ প্রকাশের ভাষা। তবে এবারে সেটাও কেমন যেন বিমর্ষ শোনাল। চিজাপিক আবার এগোতে শুরু করলে ঘন্টাখানেক পর একটা বাণিজ্যিক জাহাজ তাদের অতিক্রম করল, সেটি দেখতে পেল একটি সাধারণ নিরীহ গ্রেইন শিপ তার গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

BanglaBook.org

ওদিকে জার্মানিতে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো ব্যস্ত ছিল ধরপাকড় এবং

www.BanglaBook.org

মাফিয়াদের ডেরাগুলো গুঁড়িয়ে দেয়ার কাজে। অ্যালবার্ট মিল্সের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী ডজনখানেক আমদানীকারকের আস্তানায় অভিযান চালানো হল যাদের অবৈধ কার্গো মিলস্ নিজে ক্লিয়ার করে দিয়েছে বিভিন্ন সময়ে, সবগুলোতে অভিযান চালিয়ে বন্ধ করে দেয়া হল।

ফেডারেল এবং স্টেট পুলিশের লোকেরা অভিযান চালাচ্ছিল। বিভিন্ন ওয়্যারহাউসে, পিজাপার্লারে, ফুডস্টোরে এবং ল্যাটিন আমেরিকা ভিত্তিক বিভিন্ন অ্যান্টিক সামগ্রীর দোকানগুলোতে যেগুলোর আড়ালে চলছিল কোকেন ব্যবসা। তারা বিভিন্ন জিনিসের শিপমেন্টের আড়ালে কোকেন ইমপোর্ট করত। ডনের জার্মানি অপারেশন্স একপ্রকার ধ্বসে পড়ল।

কোবরা একটা ব্যাপারে সবসময় সতর্ক ছিলেন, তিনি চাচ্ছিলেন ক্ষতিটা যাতে কার্টেলের হয় অর্থাৎ কোবরা চাচ্ছিলেন স্থানীয় গ্যাংগুলোর কাছে হ্যান্ডওভার হওয়ার আগেই কোকেনগুলো আটকাতে। যে কন্টেইনারটি হামবুর্গ পোর্টে আটক করা হয়েছে সেটিতেও কার্টেলের ক্ষতি হয়েছে, কেবল পোর্ট থেকে ফ্ল্যাটবেড ট্রাকটা বের হয়ে যেতে পারলেই ধরে নেয়া হত হ্যান্ডওভার হয়ে গেছে, তখন ধরা পড়লে ক্ষতিটা হত স্থানীয় গ্যাংদের।

কিন্তু র‍্যাটলিস্টের ব্যাপারটা সত্য প্রমানিত হয়ে গেছে। একশো সতেরোটি নামের মধ্যে হামবুর্গের অ্যালবার্ট মিলসের নাম র‍্যানডমভাবে সিলেক্ট করা হয়েছিল, এতে ভাল ফল পাওয়া গেছে।

"আমরা কি মেয়েটিকে ছেড়ে দেব?" ডেক্সটার জিজ্ঞেস করলেন।

ডেভেরু সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন। মেয়েটি অনেক কাজে এসেছে, তাকে আর দরকার নেই।

ডেক্সটার মেয়েটির মুক্তির জন্য কাজে নেমে পড়লেন। এর আগের কয়েকটি সফল অভিযান পরিচালনার জন্য মাদ্রিদের পাকো ওর্তেগা ইন্সপেক্টর থেকে চিফ ইন্সপেক্টর পদে প্রমোশন পেয়েছে। সে কথা দিয়েছে জুলিও লাজ এবং তার গুজম্যান ব্যাঙ্ককে শীঘ্রই কোন এক সময়ে ধরবে।

আটলান্টিকের ওপাড় থেকে সে ফোনে ডেক্সটারের কথা শুনে একটা প্ল্যান করে ফেলল। একজন তরুণ আন্ডারকভার অফিসার ব্যাগেজ হ্যান্ডলারের ভূমিকা পালন করল। বেশ আয়োজন করে একটি বার থেকে গ্রেপ্তার করা হল তাকে, মিডিয়ার সামনে হাজির করা হল অবশেষে।

সে স্বীকার করল, তার একটা বিশাল গ্যাং বারাজাস এয়ারপোর্টে ব্যাগেজ হ্যান্ডলিংয়ের কাজ করে। তাদের কাজ হল নিরীহ-দর্শন যাত্রীর ব্যাগে কোকেন ঢুকিয়ে দেয়া, এরপর গন্তব্যে থাকা আরেকদল লোক সেগুলো ব্যাগ থেকে বের করে নেয়। যে কয়েকটি ফ্লাইটের নাম বলল সেগুলোর যাত্রীদের ব্যাগে সে কোকেন ঢুকিয়েছিল। কয়েকটা লাগেজের মালিকের নাম এবং কিছু বিবরণও

www.BanglaBook.org

সে দিতে পারল যেগুলো সে খুলেছিল সেগুলো স্ক্রিনিং হয়ে যাওয়ার পর।

মিস্টার বোসম্যান বাজি ধরার লোক নন। ক্যাসিনো, ছক্কা, কার্ড কিংবা ঘোড়াদৌড়ের বাজিতে তার কোনদিনও আগ্রহ ছিল না। যদি তার সেই অভ্যাস থাকত তবে নিশ্চিত তিনি এই পরিস্থিতিতে বাজি ধরতেন যে লেটিজিয়া এরেনাল বেশ কয়েক বছরের জন্য জেলে যাচ্ছে, মামলার যে অবস্থা তাতে কোনভাবেই পার পাওয়ার উপায় নেই। বাজি ধরলে বোসম্যান হেরে যেতেন।

মাদ্রিদের ফাইলগুলো ওয়াশিংটনে পৌছাল, কোন এক অদৃশ্য হাতের ইশারায় এর একটি কপি ব্রুকলিনে অবস্থিত ডিসট্রিক্ট অ্যাটর্নি লেটিজিয়ার ল'ইয়ার বোসম্যানকে তাৎক্ষনিকভাবে ব্যাপারটা জানালে বোসম্যান সাথে সাথে মামলা নিষ্পত্তির আবেদন করল। যদিও এতে সে পুরোপুরি নির্দোষ এটা প্রমাণ হয় না তবুও এই রিপোর্ট হাতে আসার পর বড় একটা সম্ভাবনার পথ খুলে যায়।

একটা বন্ধ কক্ষে বিশেষ শুনানি শুরু হল, সেখানকার জজ ছিল আইন স্কুলে মিস্টার বোসম্যানের সহপাঠী, তার আবেদন মঞ্জুর হল। লেটিজিয়া এরেনালের ভাগ্য তখন ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস্ এনফোর্সমেন্টের হাতে ন্যস্ত। তাদের ডিক্রি অনুসারে লেটিজিয়াকে কারাগার থেকে মুক্তি দেয়া হয়েছে ঠিকই কিন্তু সে আর আমেরিকায় থাকতে পারবে না। তাকে জিজ্ঞেস করা হল কোথায় চেতে চায়, সে পছন্দ করল স্পেন। ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমসের দু'জন মার্শাল তাকে কেনেডি এয়ারপোর্টে নিয়ে গিয়ে বিমানে তুলে দিল।

পল ডেভেরু জানতেন তার প্রথম কভারটা আর অল্প কয়েকদিন টিকবে। প্রথম কভারটা ছিল অস্তিত্বহীনতার। কভার অফ নন-এক্সিসটেন্স। ডেভেরু ডন ডিয়েগো এস্তেবান সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য গভীর মনোযোগ দিয়ে স্টাডি করেছেন, লোকটা কলাম্বিয়ান কার্টেলের সর্বেসর্বা।

এই নিষ্ঠুর লোকটি পোস্ট-ইম্পিরিয়াল স্প্যানিশ বংশোদ্ভূত অভিজাত পরিবারের। এত বছর ধরে তাকে স্পর্শ করা যায় নি এবং সে কার্টেলের প্রধান হিসেবে টিকে আছে তার কয়েকটি সিস্টেমের কারনে।

তার একটি সিস্টেম হচ্ছে কেউ তাকে পরীক্ষা করতে চাইলে তাতে কোন ভাবেই সাড়া না দেয়া। অন্যটি হচ্ছে তার বিরোধীতাকারীদের নিরব প্রস্থান; তার বিরোধীরা কোন এক ভাবে হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যায়। তবুও এতো কিছু সম্ভব হতো না যদি না তার বিশাল পলিটিক্যাল কানেকশন না থাকতো। উচ্চ পর্যায়ে অনেকদূর পর্যন্ত তার যোগাযোগ আছে।

তার দানের হাত অনেক খোলামেলা, ভাল কাজে যে অকাতরে দান করে।

www.BanglaBook.org

যেগুলো আবার ঢোল পিটিয়ে সবাইকে জানানো হয়। সে অনেক হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছে আবার অসংখ্য দরিদ্র ছাত্রছাত্রীকে স্কলারশিপও দেয়।

গোপনে সে সবগুলো রাজনৈতিক দলকে বড় অঙ্কের চাঁদা দেয়, এমনকি প্রেসিডেন্ট আলভারো উরিবের দলকেও যে কিনা কোকেন ইন্ডাস্ট্রি ধ্বংস করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র যাদের জানা প্রয়োজন তারাই জানতো, অন্য কেউ টেরও পেত না, এমনকি কার্টেলের লোকেদের হাতে খুন হওয়া পুলিশ এবং অন্য বাহিনীর সদস্যদের অনাথ সন্তানদের লালন পালনের জন্যেও সে টাকা দেয়।

এসব কিছুর বাইরে সে ছিল খৃস্টান ক্যাথলিক চার্চের গভীর অনুরাগী। দরিদ্র অসংখ্য পাদ্রি এবং যাজককে সে ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য করে এবং চার্চ মিশনারীতে সবসময়েই বিশাল অঙ্কের অনুদান দেয়। তার ম্যানশন সংলগ্ন ব্যক্তিগত চার্চে যে সবসময়েই তার কর্মচারীদের সাথে নিয়মিত প্রার্থনায় যোগ দেয়। আবার এই লোকটিই বছরে আটশো টন কোকেনের উৎপাদন ও বিপনন নিয়ন্ত্রণ করে।

"সে একটা মাস্টার," কোবরা শ্রদ্ধার সাথে স্বগতোক্তি করলেন। কোবরা আশা করলেন ডন *পিংফা* অন্তত পড়ে নি, যুদ্ধের শিল্পটা অন্তত তার জানা নেই।

কোবরা জানতেন এভাবে কার্গো হারানো, একজনের পর আরেকজন এজেন্ট আটক হওয়া, এভাবে ক্রেতাদের নেটওয়ার্ক ধ্বংস হয়ে যাওয়াটাকে ডন আর বেশি দিন কাকতালীয় ব্যাপার হিসেবে দেখবে না। একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ঘটনা কাকতালীয় ব্যাপার হিসেবে মেনে নেয়া যায় কিন্তু পরপর এতগুলো ব্যাপারকে কাকতালীয় হিসেবে ডন বেশি দিন দেখবে না। অস্তিত্বহীনতার প্রথম কভার তাই অচিরেই খসে যাবে এবং ডন উপলব্ধি করবে তার অনেক বিপজ্জনক কোন শত্রুর আবির্ভাব হয়েছে যে কোন আইন কানুনের পরোয়া করে না।

এরপরেই আসবে দ্বিতীয় কভার : অদৃশ্যমানতা, প্রাচীন চায়নিজ শাস্ত্র *সান সু* অনুযায়ী অসম্ভব শক্তিধর কেউ ও তার অদৃশ্য শত্রুকে পরাজিত করতে পারে না। এই প্রাচীন শাস্ত্র রচিত হয়েছিল বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির উদ্ভবের অনেক কাল আগে তবুও এটা যুগ যুগ ধরে অব্যর্থ প্রমাণিত হয়ে এসেছে। কিন্তু কোবরার কাছে নতুন নতুন অনেক হাতিয়ার ছিল চোখের চোখ ফাঁকি দিয়ে অদৃশ্য হয়ে থাকার; এমনকি ডন যদি টেরও পায় যে তার নতুন শত্রুর আবির্ভাব হয়েছে সে বুঝতে পারবে না শত্রুটা কে।

কোন এক নতুন শত্রুর অস্তিত্ব প্রথম ডনের নজরে আসবে র‍্যাট লিস্টের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জন্য। র‍্যাট লিস্টের একশো সতেরো জন হাই অফিসিয়ালের ধরা পড়া কার্টেলের জন্য একটি বিশাল সংকেত বয়ে আনবে। তাছাড়া কোন না কোনদিন ব্যাপারটা ফাঁস হবেই।

আগস্টের সেই সপ্তাহে কোবরা ডেক্সটারকে পাঠালেন তিনটি দেশের সরকারকে তিনটি দুঃসংবাদ দিতে। আমেরিকান কর্তৃপক্ষ শুনল স্যান ফ্র্যান্সিসকো ডকে দূর্নীতিবাজ একজন কর্মকর্তা রয়েছে; ইতালিয়ানরা জানল অস্ট্রিয়াতে তাদের একজন দূর্নীতিবাজ সিনিয়র কাস্টমস্ অফিসার আছে; স্প্যানিশরা সন্তানদারে তাদের একজন দূর্নীতিবাজ অফিসারকে ধরার জন্য ফাঁদ পাতল।

প্রতিটি ক্ষেত্রেই ডেক্সটার অনুরোধ করলেন তাদেরকে যেন এমনভাবে ধরা হয় যাতে মনে হয় কাকতালীয় ভাবে তাদের কুকীর্তি প্রকাশ হয়েছে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই তার অনুরোধে সেভাবেই ওইসব দূর্নীতিবাজদের গ্রেফতার করা হল।

কোবরা ইউরোপিয়ান এবং আমেরিকান ছোট গ্যাংদের পাত্তা দিলেন না। এই সব ছোটখাট মাস্তানরা তার কাছে কোন বিষয় নয়। প্রতি ক্ষেত্রে কার্টেলের লোকদের শুধু ধরা হচ্ছিল এবং ধরপাকড়ের হার ক্রমান্বয়ে বাড়ছিল। প্রতিটি ক্ষেত্রেই সেগুলো ধরা হচ্ছিল হ্যান্ডওভারের আগেই অর্থাৎ কার্টেলেকেই বারবার ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছিল। তাদেরকে পুনরায় অর্ডার অনুযায়ী আবার মাল পাঠাতে হচ্ছিল। আর বারবার সেটা করা তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না।

আলভারো ফুয়েন্টেস *বেলেজা দেল মারের* মতো কোন দূর্গন্ধযুক্ত জাহাজে করে আটলান্টিক অতিক্রম করে আফ্রিকায় যাচ্ছিল না। আলফ্রেড স্যুয়ারেজের প্রধান সহযোগী হওয়ায় সে ৬০০০ টনের জেনারেল ফ্রেইটার *আর্কো সোলেদাদে* করে আটলান্টিক পাড়ি দিচ্ছিল।

আর্কো সোলেদাদ একটি বড় জাহাজ হওয়ায় এতে একটি মাস্টারস কেবিন আছে, আকারে খুব বেশি বড় নয় তবে এটি বেশ স্বাচ্ছন্দ্যজনক। ফুয়েন্টেস সেটির দখল নিল। খানিকটা বিরক্ত ক্যাপ্টেনের স্থান হল তার ফাস্ট মেটের পাশের বাঙ্কে। জায়াগাটা তার বেশ পরিচিত এবং লাভ হবে না ভেবে সে আর কোন উচ্চাবাচ্য করল না।

ডন যেমনটা চেয়েছিল *আর্কো সোলেদাদকে* তার আগের গন্তব্য মনরোভিয়া থেকে পাল্টে গিনি-বিসাউয়ের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ডনের দৃষ্টিতে সেখানেই সব ঝামেলার মূল সূত্র লুকিয়ে আছে।

জোয়ান কর্তেজ যেসব জাহাজে তার দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছিল *আর্কো*

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সোলেদাদ তার একটি। ওয়াটার লাইটের নিচে সেটি বহন করছিল দুটি স্ট্যাবিলাইজার যেগুলো দিল হালের সাথে ওয়েল্ডিং করে আটকানো। সেটি দুটি কাজ করছিল। জাহাজটাকে স্থির রাখার আশপাশি সেটি আরেকটা কাজ করছিল। এদের ভেরতটা ছিল ফাঁপা এবং প্রতিটি স্ট্যাবিলাইজারের ভেতরে ছিল সতর্কতার সাথে বাধাই করা আড়াই টন করে কোকেন।

তাছাড়া *আর্কো সোলেদাদে* ছিল সম্পূর্ণ বৈধ একটি কফির চালান। এর কাগজপত্রে দেখা যাচ্ছিল সেটি গিনি বিসাউয়ের একটি ট্রেডিং কোম্পানির জন্য এই কার্গো নিয়ে যাচ্ছে। সেখানে তারা কার্টেলের জন্য একটি সুসংবাদ খুঁজতে যাচ্ছে।

কিন্তু দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে এই, *আর্কো সোলেদাদ* অনেক আগে থেকে জোয়ান কর্তেজের বক্তব্য অনুযায়ী টার্গেট লিস্টে আছে এবং উপর থেকে ছবি তুলে একে সনাক্ত করার কাজও অনেক আগেই শেষ। জাহাজটি যখন থার্টি ফাইভ লংগিচ্যুড অতিক্রম করছিল তখনই গ্লোবাল হক স্যাম তাকে সনাক্ত করল এবং নেভাদার ক্রিচ এয়ারফোর্স বেসে ইনফরমেশন পাঠাল।

সেখান থেকে এমভি কোলমোরালে খবর পাঠানো হল এবং বালমোরাল জাহাজটিকে ধরার জন্য এগোতে শুরু করল। মেজার পিকারিং এবং তার ডাইভাররা জানতো ঠিক কোথায় জিনিসটা লুকানো আছে এবং কিভাবে সেগুলো পেতে হবে; এটি সম্ভবত জোয়ান কর্তেজের কাজ করা শেষ দিকের জাহাজ। এর গোপন স্ট্যাবিলাইজারের কথা কর্তেজের মনে ছিল এবং সেটির পুরো বর্ণনা কর্তেজই দিয়েছিল।

সমুদ্রে প্রথম তিনদিন আলভারো ফুয়েন্টেস কঠোরভাবে আদেশ মেনে চলল, দিনে এবং রাতে প্রতি তিন ঘন্টা পরপর সে দায়িত্বশীল একজন স্বামীর মতো তার স্ত্রীর কাছে ই-মেইল পাঠিয়েছে। এখানে অস্বাভাবিক কিছু ছিল না, সমুদ্রে একাকী নাবিকেরা তাদের স্ত্রীর জন্য এমন আবেগতাড়িত হয়ে যান ঘন মেসেজ পাঠাতেই পারে; সাধারণত কোস্টগার্ডের লোকেরা এমন মেসেজ ইন্টারসেপ্ট করে না। কিন্তু এবারে জাহাজটি টার্গেটে থাকায় এর প্রতিটি লাইন কপি করে অ্যানাকস্টিয়ার ওয়্যারহাউসে পাঠানো হচ্ছিল।

যখন স্যাম ৪০,০০০ মাইল উপর দিয়ে চক্কর দেয়ার সময় দেখতে পেল *আর্কো সোলেদাদ* এবং *বালমোরাল* পরস্পরের থেকে মাত্র চল্লিশ মাইল দূরে আছে তখনই সে জ্যামারগুলো চালু করে দিল এবং ফুয়েন্টেস ব্ল্যাক জোনে পড়ে গেল। যখন সে হেলিকপ্টারকে দিগন্তে ভেসে উঠতে দেখল তখনই সে ইমার্জেন্সি কলের সুইচ চাপল এবং ই-মেইল পাঠাতে চেষ্টা করল। সেগুলো কোথাও পৌঁছাল না।

আর্কো সোলেদাদের পক্ষে কালো পোশাক পরা কমান্ডোদের প্রতিরোধ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করার কোন উপায়ই ছিল না যখন তারা জাহাজের রেইলে উঠে গেল। ক্যাপ্টেন জাহাজের কাগজপত্র, কার্গোর ক্লিয়ারেন্স নিয়ে এসে নির্দোষ সাজার চেষ্টা করল। কালো পোশাক পড়া লোকেরা এসবকে কোন পাত্তাই দিল না।

এরপরে 'ডাকাতি' বলে চিৎকার শুরু করা ক্যাপ্টেন, ক্রু এবং আলভারো ফুয়েন্টেসকে শেকল পড়িয়ে, হুড দিয়ে ঢেকে স্টার্নে নিয়ে বসানো হল। এরপর স্যামের মাধ্যমে জ্যামিং বন্ধ করে মেজর পিকারিং বালমোরালকে আসতে বললেন। ইতিমধ্যে তল্লাশীর লোকেরা কাজে নেমে পড়েছে এবং এক ঘন্টারও কম সময়ের মধ্যে পুরো পাঁচ টন কোকেন জাহাজের ডেকে তুলে ফেলল। সেগুলো বের করতে স্প্যানিয়েল কুকুরও লাগে নি, আগে থেকে জানা থাকায় এমনিতেই বের করে ফেলা হয়েছে।

ফুয়েন্টেস, ক্যাপ্টেন এবং ক্রুরা একেবারে শান্ত হয়ে গেছে। মাস্ক দিয়ে চোখ মুখ ঢাকা থাকা সত্ত্বেও তারা আশেপাশের শব্দ শুনে বুঝতে পারছিল তাদের জজারিজুরি ফাঁস হয়ে গেছে এবং জাহাজে কোকেনের অস্তিত্ব আবিষ্কার হয়ে গেছে। তারা আর ডাকাতি বলে শোরগোল করল না বরং একেবারে চুপ হয়ে গেল।

কার্গোর সাথে সাথে লোকগুলোকেও বালমোরালে তুলে নেয়া হল। তারা কিছু দেখতে না পারলেও বুঝতে পারছিল তাদেরকে বড় কোন জাহাজে তোলা হয়েছে, কিন্তু তাদের পক্ষে জানা সম্ভব না জাহাজটির নাম কিংবা জাহাজটি দেখতে কেমন। জাহাজের ডেক থেকে তাদের ফরোয়ার্ড ব্রিগে নিয়ে যাওয়া হল। হুড খোলার পর তারা তাদের পাশে *বেলেজা দেল মারের* ক্রুদের আবিষ্কার করল। ফুয়েন্টেস বুঝতে পারল তাদের কার্গোবাহী জাহাজগুলোর কপালে কি ঘটেছে কিন্তু তার এই বুঝতে পারা কার্টেলের কোন উপকারে আসল না।

বিস্ফোরক দলের লোকেরা সবার শেষে জাহাজ থেকে নামল। যখন জাহাজ থেকে আধমাইল দূরত্বে আসল তখনই ডেটোনেটরের সুইচ চাপল তারা।

"কফির গন্ধ নাও," তাদের একজন মজা করে বলল। *আর্কো সোলেদাদ* বিকট শব্দ করে বিস্ফোরিত হল। বাতাসে পোড়া কফির গন্ধ ভেসে আসছিল যখন এক ন্যানো সেকেন্ডে তাপমাত্রা ৫০০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে পৌছে গেল PETN বিস্ফোরকের প্রভাবে। এরপর সব শেষ। *আর্কো সোলেদাদ* চিরতরে হারিয়ে গেল।

একটি ইনফ্ল্যাটাবল বোট ঘটনাস্থলে গেল অল্প কিছুক্ষণ পর এবং পানিতে ভাসমান কিছু ধ্বংসাবশেষ একত্রে জড়ো করে ডুবিয়ে দিল সেগুলো যাতে পাশ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিয়ে যাওয়া অন্য কোন জাহাজের লোকদের চোখে না পড়ে। আগস্টের সেই শান্ত নীল সাগর তেমনটাই হয়ে গেল যেমনটা শূন্য থাকে সবসময়।

অনেক দূরে আটলান্টিকের ওপাড়ে আলফ্রেড স্যুয়ারেজ বিশ্বাস করতে পারছিল না কি ঘটছে, বেশ কয়েক ঘন্টা ধরে সে ফুয়েন্টেসের কাছ থেকে কোন মেসেজ পাচ্ছে না। জাহাজটা পুরোপুরি যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। সে ভেবে পাচ্ছিল না খরবটা ডনের কাছে কিভাবে পৌছাবে, তার নিজের জীবন নিয়ে শঙ্কা দেখা দিল। তার তরুণ, অদম্য সাহসী সহকারী গত বারো ঘন্টা ধরে কোন মেসেজ পাঠাচ্ছে না কিংবা কোন ভাবে জাহাজটির সাথে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। এটি তার জন্যে পুরোপুরি একটি বিপর্যয়।

তাকে কিউবান ক্লায়েন্ট মেসেজ দিয়েছে যে *ওরিয়ন লেডি* ফোর্ট লডারডেলে পৌছায়নি। বিলাসবহুল সেই জাহাজটির জন্য একটি দামী বার্থের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। তার গন্তব্যে পৌছানোর কথা ছিল তিনদিন আগে, সেটি পৌছায় নি এমনকি কোন প্রকার মেসেজও দেয় নি।

ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি সফল ডেলিভারিও হয়েছে, তবে যে হারে চালান ধরা পড়েছে এতে সফল ডেলিভারির পার্সেন্টেজ অর্ধেকে নেমে এসেছে। সে ডনের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছে সফল ডেলিভারির পার্সেন্টেজ অন্তত পক্ষে পচাত্তর পার্সেন্টে রাখবে। এই প্রথমবার তার মনে হল বড় আকারের অল্প সংখ্যক চালান পাঠানোর থিওরিতে কোথাও কোন ভুল নেই তো? যদিও প্রার্থনা করার লোক নয় তবুও সে প্রার্থনা করতে লাগল যাতে পরিস্থিতি এর চেয়ে বেশি খারাপ না হয়। সব সময় প্রার্থনা কাজে আসে না সেটা প্রমাণ করে দিয়ে পরিস্থিতি আরো খারাপের দিকে গেল।

অনেক দূরে আলেক্সান্দ্রিয়ার ঐতিহাসিক শহরের বাড়িয়ে বসে একজন লোক পরিস্থিতি আরো খারাপ করার পরিকল্পনা করছিলেন। তিনি ত্রিমুখী ধাক্কা দেয়ার পরিকল্পনা করেছেন। এর একটি হচ্ছে জোয়ান কর্তেজের দেয়া লিস্টের নামগুলো আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী নিয়মিত বাহিনীর হাতে দিয়ে দেয়া; তারা নিয়মিত টহলের সময়ে এই জাহাজগুলোর দিকে বিশেষ নজর রাখবে এবং আশে পাশে পেলেই তাদের জাহাজে অভিযান চালাবে। এটা করার কারণ হচ্ছে জোয়ান কর্তেজের লিস্টে লয়েড ম্যানেজমেন্ট কোম্পানির বড় বড় জাহাজের নামও রয়েছে। এতোগুলো জাহাজ একসাথে গায়েব হয়ে গেলে পৃথিবীব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি হয়ে যাবে। যদিও কার্তেজেনার জোয়ান কর্তেজ আপাত দৃষ্টিতে কার্টেলের কাছে মৃত তবুও অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তারা একটা যোগসূত্র পেয়ে যাবে যে তাদের জাহাজগুলোর গোপন স্থানগুলো সম্পর্কে তাদের শত্রুরা জেনে ফেলেছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দ্বিতীয় ধাক্কাটি ছিল অনিয়মিত এবং ছাড়া ছাড়াভাবে ঘটা অ্যাক্সিডেন্টের মাধ্যমে বিভিন্ন এয়ারপোর্ট এবং হার্বারে থাকা দূর্নীতিবাজ অফিসারদের একে একে আটক করা, যারা অবৈধ সুবিধা নিয়ে কোকেন পাচারের সুযোগ করে দেয়। তবে এই ব্যাপারটাও চিরকাল অ্যাক্সিডেন্ট হিসেবে থাকবে না। একসময় কার্টেল ঠিকই টের পেয়ে যাবে যে কেউ একজন সব তথ্য শত্রুর কাছে ফাঁস করে দিয়েছে।

আরেকটা ভালো ব্যাপার হচ্ছে কোবরা ভাল করেই জানতেন কিভাবে মানুষের মুখ থেকে কথা বের করতে হয় আর এইসব অফিসাররা যদিও লোভী এবং পাপী তবু তারা কঠিন ধরনের কোন মানুষ ছিল না। জার্মান কাস্টমসের লোকটাকে একটু চাপ দিতেই সে গড়গড় করে যা জানতো বলে দিয়েছে। একই ব্যাপার অন্যসব দূর্নীতিগ্রস্থ অফিসারের কাছ থেকেও আশা করা যায়। এভাবে চলতে থাকলে দূর্নীতিবাজদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়ে যাবে এবং আর কেউ অবৈধ কোকেন চোরাচালানে সহায়তা করতে যাবে না। আর কাস্টমস্ যদি কঠোর হয় তবে কার্টেলের জন্য কোকেন পরিবহন একেবারে কঠিন হয়ে পড়বে এবং পাচার করতে গেলেই ধরা পড়বে।

কিন্তু তার সবচেয়ে বড় অস্ত্র ছিল তৃতীয় ধাক্কাটি যেটির পেছনে তার সবচেয়ে বেশি অর্থ এবং সময় ব্যয় হয়েছে। সেটিকে তিনি রেখেছেন চমক সৃষ্টির উপাদান হিসেবে। সিআইএ তে তার পূর্বসূরী জেসাস অ্যাংলেটন এটা বছরের পর বছর ব্যবহার করে ভাল ফল পেয়েছেন। এ এক ব্যাখ্যাতীত অদৃশ্যমানতা যা শত্রুর মনোবল ভেঙে দেয় এবং সবসময় মানসিক চাপে রাখে।

ইতিমধ্যে কোবরা নীরবে আরো চারজন দূর্নীতবাজ কর্মকর্তার নামপরিচয় প্রকাশ করলেন। সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে ক্যাল ডেক্সটার অ্যাথেন্স, লিসবন, প্যারিস এবং আমস্টারডাম ভ্রমণ করলেন। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তার দেয়া তথ্য শক এবং আতঙ্ক সৃষ্টি করল; কিন্তু সবকটি কতৃপক্ষই তাকে আশ্বস্ত করল যে সবার অগোচরে তাদের এমনভাবে হাতেনাতে ধরা হবে যাতে সবাই ভাববে তারা কাকতালীয় ভাবে ধরা পড়ে গেছে এবং একটি ঘটনার সাথে অন্য ঘটনার কোন যোগসূত্র থাকবে না। ডেক্সটার হামবুর্গের ঘটনাটা খুলে বললেন এবং এই পদ্ধতিটিকে রোল মডেল হিসেবে বিবেচনা করতে বললেন।

ইউরোপের লোকেরা ডেক্সটারের কাছ থেকে জানতে পারল অ্যাথেন্সের পিরাউস পোর্টে একজন দূর্নীতিবাজ কর্মকর্তা রয়েছে; পর্তুগিজরা জানল যে ফারোর ছোট্ট অথচ ব্যস্ত পোর্ট আলগ্রেভে একজন ঘুষখোর রয়েছে; ফ্রান্সে ছিল আরো বড় এক ইঁদুর যে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়া কাটছিল; ইউরোপের সবচেয়ে

www.BanglaBook.org

ব্যস্ত বন্দর হল্যান্ডের রটারডাম-ইউরোপোর্টে ছিল আরো বড় সমস্যা।

ফ্রান্সিসকো পন রিটায়ার করতে চলেছে আর এটা নিয়ে সে যথেষ্ট খুশি। বাকি জীবনটা সে তার স্থূলকায়া সংসারী স্ত্রী ভিক্টোরিয়া এবং সন্তানদের নিয়ে কাটিয়ে দেবে। এমনকি সে তার বিচ কিং এয়ার প্লেনটির একজন ক্রেতাও খুঁজে পেয়েছে। ফ্রান্সিসকো পন কোন এক সেনর স্যুয়ারেজের হয়ে বেশ কয়েকবার আটলান্টিক পাড়ি দিয়েছে তার বিচ কিং এয়ার প্লেনটি নিয়ে। সে আলফ্রেড স্যুয়ারেজকে বুঝিয়ে বলেছে যে বয়স বাড়ার কারণে তারপক্ষে আর বিমান চালানো সম্ভব নয় এবং এখন সে অবসরে যেতে চাচ্ছে। স্যুয়ারেজ তাকে বলেছে সেপ্টেম্বরে শেষ একটি কার্গো নিয়ে যেতে এবং সেটাই হবে তার শেষ ফ্লাইট। শেষ বারের মত কার্গো নিয়ে সে রওনা দিচ্ছে, বোয়াভিস্তার রানওয়েতে লাইনআপ করে সে টেক অফ করল। অনেক উঁচুতে গ্লোবাল হক স্যামের রাডারে তার প্লেনটি একটি বিন্দু হিসেবে সনাক্ত হয়ে গেল এবং ডাটাবেজে লগ ইন করল।

এরপর মেমোরি ব্যাঙ্ক বাকি কাজ করল। মেমোরি ব্যাঙ্ক সেই চলন্ত বিন্দুটিকে একটি বিচ কিং এয়ার প্লেন হিসেবে সনাক্ত করল। সেটি উড়েছিল র‍্যাঞ্চো বোয়াভিস্তা থেকে, উত্তর পশ্চিমে থার্টি ফিফথ্ লঙ্গিচুড ধরে সেটি আটলান্টিক অতিক্রম করতে যাচ্ছিল, তার গন্তব্য ছিল আফ্রিকা। বিচ কিংয়ের যে কনফিগারেশন তাতে অতিরিক্ত ফুয়েলট্যাঙ্ক ছাড়া এই দীর্ঘ পথ পাড়ি দেয়া সম্ভব নয়; অর্থাৎ এখানে অবশ্যই কোন ঘাপলা আছে। নেভাদার ক্রিচ এয়ার ফোর্স বেস থেকে কেউ একজন জোয়াও মেনডোজা এবং তার গ্রাউন্ড ক্রুদের ওড়ার জন্য তৈরি হতে বলল।

আসতে থাকা বিচ কিং এয়ারটি দু ঘন্টা ধরে উড়ছে। তার মেইন ট্যাঙ্কটি প্রায় খালি হয়ে এসেছে, কন্ট্রোলে বসে আছে পনের কো-পাইলট। অনেক নিচে এবং বিচ কিংয়ের অবস্থান থেকে এগিয়ে একটি বুকানিয়ার প্লেন তার নিচে RATO'র হাতুড়ির মত ধাক্কা অনুভব করে আকাশে উড়ল, সেটি সোজা অন্ধকার সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চলল। রাতটি ছিল অমাবশ্যার অন্ধকার রাত।

ষাট মিনিট পর মেজর মেনডোজা ইন্টারসেপশন স্টেশনে পৌছুলেন। সেখানে পৌছে আলস ৩০০ নট স্পীডে বৃত্তাকারে চক্কর দিচ্ছিলেন এবং বিচ কিংটির জন্য অপেক্ষা করছিলেন। বিচ কিংয়ের মেইনট্যাঙ্ক ইতিমধ্যে খালি হয়ে গেছে এবং পাম্পার দুজন হাত দিয়ে ম্যানুয়ালি রিজার্ভ ট্যাঙ্ক হতে মেইন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ট্যাঙ্কে তেল পাম্প করা শুরু করেছে।

"বারো হাজার ফিট উচ্চতায় উঠ, ওই-উচ্চতায় চক্কর দিতে থাকো," নেভাদা থেকে আসা উষ্ণ কণ্ঠটি বলল। এই নির্দেশের কারণ হচ্ছে গ্লোবাল হক স্যাম সনাক্ত করেছে যে বিচ কিংটি একঝাঁক মেঘের উপর দিয়ে আসছে।

এমনকি চাঁদ ছাড়াও আফ্রিকার আকাশের তারাগুলো এমন উজ্জ্বল যাতে করে মেঘের উপরিতলটা সাদা বিছানার চাদরের মত দেখায়। সাদা মেঘে আলো প্রতিফলিত হয়ে অদ্ভূত আলো আঁধারির সৃষ্টি করছিল। আরেকটা চক্কর দেয়ার পর বুকানিয়ারটির অবস্থান হল বিচ কিংয়ের পাঁচ মাইল পেছনে এবং এক হাজার ফিট উপরে। মেনডোজা চারপাশের মেঘের চাদরটি ভাল করে লক্ষ্য করলেন, সেটি সমতল নয় বরং এতে হঠাৎ হঠাৎ কোথাও মেঘ জমাট হয়ে স্তূপের মতো আকার নিয়েছে। তিনি গতি কমিয়ে আনলেন যাতে বিচ এয়ারকে অতিক্রম না করে ফেলেন।

তিনি সেটাকে দেখলেন দুটি মেঘের পাহাড়ের মাঝখানে।

"আমি সেটাকে পেয়েছি," তিনি বললেন।

"নো মিস্‌টেক?"

"রজার দ্যাট, কনট্যাক্ট।"

"কনট্যাক্ট অ্যাকোনলেজড্। স্টপ ক্লিয়ার এনগেজ।"

তিনি থ্রটল সামনের দিকে এগিয়ে দিলেন, দূরত্ব কমে আসল। সেফটি ক্যাচ অফ করলেন। টার্গেট তার গান সাইটে চলে এসেছে, রেঞ্জ আস্তে আস্তে কমছিল। চারশো মিটার।

দুটি কামানের গোলার রেখা বিচ কিংয়ের লেজে গিয়ে মিলিত হল। লেজ গুঁড়িয়ে গেল, শেলগুলো আরো এগিয়ে ফিউজিল্যাজ পর্যন্ত গেল এক্সট্রা ফুয়েল ট্যাঙ্কগুলোর মধ্য দিয়ে, সেকেন্ডের দশ ভাগের এক ভাগ সময়ে পাম্পার দুজন মারা গেল, পাইলট দুজন কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই তাদের অনুসরণ করল। ট্রানসেলের মতো বিচ কিংটিও মেঘের চাদরের উপর টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল।

"টার্গেট ডাউন," মেনডোজা বললেন। আরো একটন কোকেন ইউরোপে পৌছাতে পারল না।

"টার্ন ফর হোম, বাড়ির পথ ধর," কণ্ঠটি বলল। "তোমার কোর্স হচ্ছে..."

BanglaBook.org

ব্যাপারটা ডনকে জানানো ছাড়া আলফ্রেড স্যুয়ারেজের আর কোন উপায় ছিল

www.BanglaBook.org

না, সে নিজে না জানালেও ডন সেটা কোন না কোন উপায়ে জানবেই। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিপদের গন্ধ আগে থেকে টের না পেলে ডন এতো বছর ধরে কার্টেলের প্রধান থাকতে পারত না।

কার্টেলের পরিবহন বিভাগের প্রধানকে ডন বাধ্য করল প্রতিটি বিষয় গোড়া থেকে ব্যাখ্যা করতে। দুটি জাহাজ এবং দুটি প্লেন গিনি-বিসাউতে পৌঁছার আগে লাপাত্তা হয়েছে ; ক্যারিবিয়ানগামী দুটি গো-ফাস্ট তাদের চালান পৌঁছাতে পারেনি এবং এখনও তাদের খুঁজে পাওয়া যায় নি, প্লে বয় পাঁচ টন কোকেন নিয়ে হারিয়ে গেছে যার দায়িত্ব ছিল কিউবার গুরুত্বপূর্ণ ক্লায়েন্টের কাছে মাল পৌঁছে দেয়া। আর হামবুর্গের পোর্টের সেই দুর্যোগ। স্যুয়ারেজ প্রতিটি বিষয় ডনকে খুলে বলল।

সে ভেবেছিল ডন রাগে ফেটে পড়বে। কিন্তু উল্টোটা ঘটল। ডন ছোটবেলায় শিক্ষা পেয়েছিল যে বড় ধরনের বিপর্যয়ে শান্ত থাকতে হয়। সে স্যুয়ারেজকে টেবিলেই বসিয়ে রেখে একটা চুরুট ধরিয়ে পাশের বাগানে পায়চারি করতে লাগল।

ভেতরে ভেতরে সে অসম্ভব রাগে ফুঁসছিল। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, অনেক রক্ত ঝরবে। কান্নার বন্যা বয়ে যাবে। অসংখ্য মৃত্যু হবে। কিন্তু সবার আগে ব্যাপারটা আরো বিশ্লেষণ করতে হবে।

রবার্তো কার্ডেনাসের বিপক্ষে কোনকিছু প্রমাণ করা যাবে না। তার একজন পে-রোল অফিসিয়াল হামবুর্গে ধরা পড়েছে, তবে সেটি দুর্ভাগ্যের কারণে হতেই পারে। এটা একটা কাকতালীয় ব্যাপার। কিন্তু বাকিগুলো? পাঁচটা জাহাজ আর দুটো প্লেন অদৃশ্য হয়ে যাওয়া কোন কাকতালীয় ব্যাপার হতে পারে না। এটা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাজ নয়, তারা হলে প্রেস কনফারেন্স করতো, ঢোল পিটিয়ে সবাইকে জানাতো। এটাই তাদের নিয়ম। ডন পুরো ব্যাপারটা ভেঙে ভেঙে ভাবতে লাগল।

পুরো কোকেন ইন্ডাস্ট্রির ভ্যালু প্রতি বছরে তিনশ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি। বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ত্রিশটি দেশ বাদ দিয়ে যেকোন দেশের জাতীয় বাজেটের বেশি। প্রফিট এতোটাই বিশাল যে এর পাশে বিল গেটস্ আর ওয়ারেন বাফেটকে মামুলি রাস্তার ফেরিওয়ালার মতো দেখায়। তাদের পুরো সম্পত্তির সমান অর্থ কার্টেল এক বছরেই আয় করে থাকে।

কিন্তু এভাবে যদি চালানগুলো না পৌঁছাতে থাকে তবে সেটা একটা অশনি সংকেত, যারা নিয়মিত ক্রেতা তাদের কাছে যে করে হোক পৌছাতেই হবে।

যদি ঘটনাগুলো কাকতালীয় না হয়, তবে ব্যাপারটি গভীরভাবে খতিয়ে দেখতে হবে কে তাদের জিনিসগুলো চুরি করছে, কার এত বড় সাহস। কে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তার ক্রুদের খুন করছে আর তার শিপমেন্টগুলোকে হাওয়ায় মিলিয়ে দিচ্ছে?

ডনের কাছে এটা বিশ্বাসঘাতকতা অথবা চুরি। চুরিও এক ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা। আর বিশ্বাসঘাতকতার কেবল একটাই জবাব। সে যেই হোক তাকে খুঁজে বের কর এবং নিষ্ঠুরতম উপায়ে তাকে শাস্তি দাও। তারা যেই হোক তাদের শিক্ষা দিতে হবে। এখানে ব্যক্তিগত কিছু নেই, ডনের সাথে কেউ এমন করতে পারে না।

ভয়ে কাঁপতে থাকা অতিথির কাছে ফিরে গেল সে।

"এনফোর্সার পাকো ভালদেজকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও," ডন বলল।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১২

এনফোর্সার পাকো ভালদেজ এবং তার দুজন সহযোগী গিনি বিসাউয়ে উড়ে গেল, ডন আর গভীর সমুদ্রে জাহাজ হারিয়ে ফেলতে চাচ্ছিল না। আমেরিকান এন্টি ড্রাগ ইউনিটকে এতে জড়িয়ে ফেলার ইচ্ছে নেই তাই তারা শিডিউলড কমার্শিয়াল ফ্লাইটে ভ্রমন করল না।

পাকো ভালদেজের ব্যতিক্রমী চেহারার কারণে সে সহজেই চোখে পড়ে যেতে পারে এবং তাকে অনুসরণ করা হতে পারে তাই তারা কোন ঝুঁকি নিল না। তারা ডনের প্রাইভেট গ্রুম্যান জি-৪ বিমানে করে সেখানে গেল।

ডন ডিয়েগোর ধারণাই ঠিক...কিন্তু পুরোপুরি নয়। টুইন জেট এক্সিকিউটিভ লাক্সারী এয়ারক্রাফটটির তখনো গিনি-বিসাউয়ের উদ্দেশ্যে আরো অনেক পথ পাড়ি দেয়া বাকি, সেটি গ্লোবাল হক স্যামের টহল এলাকার মধ্যে পড়ল। গ্রুম্যানটি চিহ্নিত করা হল, আইডেন্টিফাই করে লগইন করা হল। কোবরা খবরটি শুনে সন্তুষ্টির হাসি হাসলেন।

গিনি-বিসাউতে কার্টেলের হেড অফ অপারেশন্স ইগনাসিও রোমিও এনফোর্সারকে রিসিভ করতে আসল। যদিও রোমিও ছিল অবস্থানের দিক দিয়ে সিনিয়র তবু সে ছিল বেশ বিনীত এবং খানিকটা ভীত। বিনীত ছিল কারণ পাকো ভালদেজ এখানে ডনের ব্যক্তিগত দূত হিসেবে এসেছে এবং ভীত ছিল কারণ তাকেই গিনি-বিসাউয়ের দিকে আসা চারটি বড় চালানের হারানো সংবাদ রিপোর্ট করতে হয়েছে। দুটি চালান আসার কথা ছিল জাহাজে করে এবং দুটি প্লেনে করে। এসব ব্যর্থতার দায় গিনি বিসাউয়ের হেড অফ অপারেশন্স হিসেবে খানিকটা হলেও তার উপর বর্তায়।

এই ব্যবসায় কার্গো হারিয়ে যেতেই পারে, এর জন্য রিস্ক ফ্যাক্টর হিসেবে কিছু পার্সেন্টেজ ধরে রাখা হয়। সরাসরি নর্থ আমেরিকা এবং ইউরোপগামী কার্গোর এমন রিস্ক পার্সেন্টেজ ধরা হয় পনেরো পার্সেন্ট পর্যন্ত, এই পরিমান লস ডন মেনে নেন এবং এগুলো কভার করে নেয়া যায়। কিন্তু এতদিন পশ্চিম আফ্রিকা হয়ে ইউরোপগামী কার্গোর লসের পরিমাণ ছিল প্রায় শূন্য, যে কারণে ইউরোপগামী মোট চালানের প্রায় ষাট শতাংশই পশ্চিম আফ্রিকা হয়ে যেত। এ নিয়ে ইগনাসিও রোমিওর গর্বের শেষ ছিল না, তার এলাকা দিয়েই কার্টেলের সবচেয়ে বেশি সফল ডেলিভারি হয়েছে।

তার নিজের বাইজাগো ক্যানুর একটি বহর ছিল এবং ছিল কয়েকটি ছদ্মবেশী ফিশিংবোট, তাদের সবকটিই ছিল অত্যাধুনিক জিপিএস প্রযুক্তি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সম্বলিত যাতে এদের দ্বারা সফল ডেলিভারী নিশ্চিত করা যায়।

এছাড়াও গিনি-বিসাউয়ের মিলিটারি এস্টাবলিশমেন্ট ছিল তার পকেটে। তার কার্গোগুলো আনলোড করত জেনারেল গোমেজের সৈন্যরা; বিনিময়ে জেনারেল কোকেনের একটা ভাগ নিয়ে যেত এবং সেটা নাইজেরিয়াতে বিক্রি করত। এসব করে জেনারেল তার পকেট যথেষ্ট ভারি করে নিয়েছে। পুরো আফ্রিকার মধ্যকার সবচেয়ে বেশি পয়সাওয়ালা কয়েকজনের মধ্যে সে একজন।

আর এখন সেই পশ্চিম আফ্রিকার এমন অবস্থা যে চার চারটি বড় কার্গো যে শুধু হারিয়েই গেছে তা নয়, সেগুলো কোন ক্লু পর্যন্ত না রেখে বেমালুম গায়েব হয়ে গেছে। ডনের দূতকে তার সাহায্য করতেই হতো ; পাকো ভালদেজের ব্যাপারে সে আগে থেকেই জানতো তবে তার সাথে এনফোর্সার বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার এমনকি খানিকটা রসিকতাও করেছে দেখে সে নিশ্চিত হল।

বিসাউ এয়াপোর্টে যখনই কোন কলাম্বিয়ান পাসপোর্ট দেখানো হয় তখনই সব ধরনের ফর্মালিটি উধাও হয়ে যায়। জি-৪ বিমানটির ক্রুদের ভালদেজ নির্দেশ দিল যাতে কমপক্ষে একজন সবসময় প্লেনে থাকে এবং প্লেন পুরোপুরি খালি রেখে কোথাও যেন না যায়। রোমিও তার বিলাস বহুল মার্সিডিজে অতিথিদের ড্রাইভ করে নিয়ে গেল যুদ্ধবিদ্ধস্ত শহরের মধ্য দিয়ে তার নিজস্ব বিলাসবহুল সমুদ্র তীরবর্তী ম্যানশনের দিকে। তার ম্যানশনটি শহর থেকে প্রায় দশ মাইল দূরে।

পাকো ভালদেজ তার সাথে দুজন সহকারী নিয়ে এসেছে। একজন উচ্চতায় খাটো কিন্তু আকারে চওড়া এবং প্রচণ্ড পেশীবহুল দেহের অধিকারী; অন্যটি লম্বা, শুকনো এবং নিষ্ঠুর চাহনির অধিকারী, তাদের প্রত্যেকের কাছেই ছোট একটা ব্যাগ ছিল যেটা কেউ সার্চ করে নি। সব এক্সপার্টদের সাথেই তাদের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি থাকে।

এনফোর্সার অতিথি হিসেবে ভালোই। সে নিজের জন্য একটি গাড়ি চাইল এবং লাঞ্চ করার জন্য একটা ভাল জায়গা সন্ধান করল। রোমিও মার আজুল রেস্টুরেন্টের কথা প্রস্তাব করল, সেটা ফ্রেশ লবস্টারের জন্য বিখ্যাত। সে নিজে থেকে অথিতিদের ড্রাইভ করে নিয়ে যেতে প্রস্তাব করল কিন্তু ভালদেজ সেটা উড়িয়ে দিল, একটা ম্যাপ নিল এবং তার আগরেদদের নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। তারা সারাদিন বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাঘুরি করে কাটাল।

দ্বিতীয় দিন ভালদেজ ঘোষণা করল গতকালের লাঞ্চের জায়গাটা তাদের অনেক ভাল লেগেছিল তাই আজকেও তারা চারজন সেখানেই খেতে যাবে। তারা মার্সিডিজে উঠে বসল। রোমিও'র ড্রাইভারকে বাদ দিয়ে ভালদেজের মাংসল সহকারীটি ড্রাইভিং সিটে বসল, তার পাশে বসল ভালদেজ। পেছনের

www.BanglaBook.org

সিটে চিকন সহকারীটির পাশে বসল রোমিও।

অতিথিরা মনে হলো ভালোই রাস্তাঘাট চেনে। তারা ম্যাপ প্রায় না দেখেই নির্ভুলভাবে প্যাপেল জনগোণীর অঘোষিত রাজধানীর মধ্যদিয়ে গাড়ি চালাচ্ছিল। কাঙ্খিত রেস্টুরেন্টটি পেছনে ফেলে তারা শহরের বাইরের দিকে আরও ছয় মাইল গেল। আরো কিছু দূর এগিয়ে ভালদেজ তার সহকারীর দিকে মৃদু ইঙ্গিত করল এবং ড্রাইভার গাড়িটি সরু একটি অপেক্ষাকৃত নির্জন পায়ে চলা পথে ঢুকিয়ে দিল। গাড়িটি গিয়ে থামল একটি পরিত্যক্ত ফার্মহাউসে। তখনি প্রথম রোমিও ভয় পেতে শুরু করল।

"শান্ত হোন, সেনর," ঠাণ্ডাস্বরে ভালদেজ বলল। যখন রোমিও নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করতে থাকল তখন চিকন সহকারীটি একটি ধারালো চাকু বের করে তার চোয়ালের নিচে ধরল। রোমিও ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল।

ফার্মহাউসটির প্রায় কিছুই অবশিষ্ট ছিল না, সেখানে শুধু চারপায়ের উপরে কোন রকমে দাঁড়ানো একটি চেয়ার পাওয়া গেল। রোমিও এতই ভেঙে পড়েছিল যে সে খেয়াল করতে পারল না কখন তার পা-গুলি বেঁধে ফেলা হয়েছে যাতে সেগুলো কাঁপতে না পারে।

গিনি-বিসাউ জোনের প্রধানকে যে জিজ্ঞাসাবাদ করছিল সে ছিল প্রফেশনাল। ভালদেজ প্রথমে কিছুই করল না শুধু তার খোপের মতো অক্ষিকোটরের মধ্যেকার চোখ দুটি দিয়ে ফার্মহাউসের আশেপাশের অযত্নে বেড়ে উঠা গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া, তার সহকারীরা রোমিওকে টেনে নামাল, ফার্ম হাউসে নিয়ে আসল, তার শার্ট ছিড়ে ফেলল এবং চেয়ারের সাথে বেঁধে ফেলল। এর পরে যা ঘটল তাতে একঘণ্টা লাগল।

পশু হিসেবে পরিচিত পাকো ভালদেজ প্রথমে শুরু করল, কারণ যাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তার চেতনা হারানোর আগ পর্যন্ত তাজা অবস্থায় নির্যাতন করতে সে পছন্দ করে, তারপর সে শিকারটি তার সহযোগীদের হাতে দিয়ে দিল। তার সহকারীরা স্মেলিং সল্ট শুঁকিয়ে রোমিওর চেতনা ফিরিয়ে আনল এবং এর পর থেকে ভালদেজ শুধুমাত্র প্রশ্ন করছিল। প্রশ্ন ছিল শুধু একটাই। চুরি করা কার্গোগুলো রোমিও কি করেছে?

এক ঘণ্টা পর কাজ প্রায় শেষ হয়ে এল, চেয়ারে বসে থাকা লোকটি কথাও বলতে পারছিল না। তার থেঁতলে যাওয়া ঠোঁট থেকে যে গোঙানি বেরিয়ে আসছিল তাতে শুধু শোনা যাচ্ছিল, "না।" অল্প সময়ের জন্য থেমে দুজন আবার শুরু করল। মোটা লোকটি আঘাত করছিল আর চিকন লোকটি কাটাকুটির কাজ করছিল। প্রত্যেকেই তারা স্ব স্ব ক্ষেত্রে এক্সপার্ট।

শেষদিকে রোমিওকে চেনা যাচ্ছিল না। তার কান, নাক অথবা কোন ঠোঁট ছিল না। তার শরীরের সবগুলো হাড়ের জয়েন্ট গুঁড়িয়ে গেছে এবং সবগুলো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নখ উপড়ে ফেলা হয়েছে। চেয়ারটা দাঁড়িয়ে ছিল ছোটখাট একটি রক্তের পুকুরের উপরে।

"শেষ করে দাও ওকে," শেষ পর্যন্ত আস্তে করে ভালদেজ তার সহকারীদের উদ্দেশ্যে বলল, "বেচারা চুরি করে নি।" রোমিও যেটুকু বেঁচে ছিল হৃদপিণ্ডের মাঝে চাকুর একটি আঘাতের ফলে সেটুকুও চলে গেল।

বোগোটা থেকে আসা লোক তিনজন যা করেছে সেটা লুকানোর কোন চেষ্টাই করল না। এই কাজটা রোমিওর ডেপুটি কার্লোস সনোয়ার উপর ছেড়ে দিল, কার্লোস এখন রোমিওর স্থলাভিষিক্ত হবে। এসব পরিষ্কার করা তার জন্যে আনুগত্যের নিদর্শন হয়ে থাকবে। তারা গাড়িতে করে এই স্থান ত্যাগ করল।

কার্লোস সনোরা সে দেশের আর্মি চিফ জেনারেল জালো গোমেজের সাথে তাদের সৌজন্য সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিল। তারা আর্মি হেডকোয়ার্টারে জেনারেল গোমেজের সাথে দেখা করতে তার অফিসে গেল। ডন ডিয়েগো এস্তেবানের পক্ষ থেকে পাকো ভালদেজ তার জন্য একটি পার্সোনাল গিফট নিয়ে গেল এবং তাকে ব্যাখ্যা করল উপহার নিয়ে যাওয়াটা তাদের প্রথা। উপহারটি ছিল বড় একটি ফুলদানী। সেটি ছিল সূক্ষ্ম হাতের কারুকাজ করা এবং হাতে পেইন্ট করা।

"এটা ফুল রাখার জন্য," ভালদেজ বলল, "যখনই আপনি এটার দিকে তাকান তখনই যেন আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ এবং লাভজনক সম্পর্কের কথা আপনার মনে পড়ে।"

কার্লোস তার কথা অনুবাদ করে জেনারেলকে বুঝিয়ে দিল। চিকন সহকারীটি পার্শ্ববর্তী বাথরুম থেকে পানি এনে ফুলদানিতে ভরল। মাংসল সহকারীর হাতে একগোছা ফুল ছিল, সেগুলো সে ফুলদানীতে রাখল। দেখতে ফুল সহ ফুলদানীটা বেশ ভাল লাগছিল। জেনারেল খুশি হলেন। কেউ খেয়াল করল না যে ফুলদানীতে খুবই অল্প পানি ভরা হয়েছে এবং এতে ঢোকানো ফুলগুলোর গোড়া ছিল একেবারে ছোট করে ছাঁটা। ভালদেজ অফিসের ফোন নাম্বার নিল, ফোনটি এই শহরের অল্প কয়েকটা চালু থাকা ফোনের একটি।

পরবর্তী দিনটি ছিল রবিবার। বোগোটা থেকে আসা দলটি চলে যাওয়ার জন্য তৈরি। কার্লোস তাদের এয়ারপোর্ট পর্যন্ত ড্রাইভ করে নিয়ে যাবে। আর্মি হেডকোয়ার্টার পেরিয়ে তাদের গাড়ি আধ মাইল এগিয়ে যাওয়ার পর ভালদেজ গাড়ি থামাতে বলল। তার হাতে স্থানীয় এমটিএন সার্ভিসের সেলফোন; এ অঞ্চলে খুব বড় লোক আর কিছু চায়নিজ ছাড়া কেউ মোবাইল ফোন ব্যবহার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করে না। এই প্রযুক্তিটিই সেখানে নতুন সাধারণত সাদা চামড়ার লোকেরা এইসব ফোন ব্যবহার করে। সে জেনারেল গোমেজের অফিসের ল্যান্ডফোনে কল করল।

অফিস সংলগ্ন তার রেসিডেন্ট স্যুইট থেকে এসে ফোন ধরতে জেনারেলের কয়েক মিনিট লাগল। যখন সে ফোন ধরল তখন সে ছিল ফুলদানীটার থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে। ভালদেজ তার হাতে থাকা ডেটোনেটরে চাপ দিল।

বিস্ফোরণের ফলে প্রায় পুরো বিল্ডিংটাই ধ্বসে পড়ল এবং অফিসটা একটা ভগ্ন ইটের ধ্বংসস্তুপে পরিণত হল। জেনারেলের শরীরের কয়েকটা টুকরা শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল এবং যতটুকু পাওয়া গেল ততটুকু তার গোত্রের প্রাচীন সংস্কার অনুযায়ী সমাহিত করা হল।

"তোমাকে এখানে নতুন পার্টনার খুঁজতে হবে," এয়ারপোর্টে যেতে যেতে ভালদেজ কার্লোসকে বলল। "সৎ একজন, ডন চোরদের পছন্দ করেন না, এটা মাথায় রাখবে।"

গ্রুম্যান বিমানটা উড়ার জন্য তৈরিই ছিল, তেল পুরোপুরি ভরে নেয়া হয়েছে। প্লেনটি ব্রাজিলিয়ান আইল্যান্ডের উত্তরে ফার্নান্ডো ডে নরোনহা পেরিয়ে আসল, তখন গ্লোবাল হক স্যাম সেটিকে আবার লক্ষ্য করল এবং রিপোর্ট করল। পশ্চিম আফ্রিকায় যে অভ্যুত্থান হয়েছে সে ব্যাপারে বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিস টিভি নিউজ করেছে কিন্তু কোন ভিডিও ফুটেজ না থাকায় তারাও বেশিদিন এটা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করল না।

কয়েকদিন আগের আরেকটি খবর কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি, খবরটা ছিল নিউইয়র্ক থেকে সিএনএনে প্রচারিত হওয়া। সাধারণত জেল থেকে ছাড়া পেয়ে নির্দোষ প্রমাণিত হওয়া এক বালিকার নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার সংবাদটা সংবাদ হিসেবে তেমন গুরুত্ব পূর্ণ নয়, এমনকি সংবাদে প্রচার করার মতোও না। কিন্তু কোন এক জায়গা থেকে কলকাঠি নড়েছিল আর তাই সিএনএনের একজন ক্রু এয়ারপোর্টে ক্যামেরাসহ গিয়েছিল।

সেটি ছিল সন্ধ্যার খবরে প্রচারিত দুই মিনিটের একটি ছোট খবর। পরের কোন সংবাদে সেটা আর দেখানো হয় নি। এতে দেখা গিয়েছিল ইমিগ্রেশন কন্ট্রোলের গাড়ি ইন্টারন্যাশনাল ডিপারচারের দিকে এগোচ্ছে এবং দুজন কর্মকর্তা খুব সুন্দর একটি মেয়েকে এসকর্ট করে কনকোর্সের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

পেছনের সাউন্ডট্র্যাকে রিপোর্টার বর্ণনা করছিল যে মিস এরেনাল ব্যাগেজ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হ্যান্ডলারদের শিকার হয়ে ইমিগ্রেশন কর্মকর্তাদের হাতে ধরা পড়েছিলেন। তার স্যুটকেস খুলে অন্য একজন দুস্কৃতকারী কোকেন ঢুকিয়ে রেখেছিল যে কিনা পরবর্তীতে নিজেই তা স্বীকার করেছে। সত্যিকার অপরাধীর স্বীকারোক্তির প্রেক্ষিতে মেয়েটিকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে এবং এখন তাকে নিজের দেশে পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে। এখন সে মুক্ত হয়ে মাদ্রিদে তার ফাইন আর্টস কোর্সে ফিরে যাবে।

খবরটা তেমন কোন সাড়া ফেলল না কিন্তু কলাম্বিয়া থেকে সংবাদটি শোনা হল এবং রেকর্ডও করা হল। ওই অংশটা রবার্তো কার্ডেনাস বারবার রিপিট করে করে দেখছিল। এই ভিডিওতেই সে তার মেয়েকে বহু বছর পর দেখতে পেলে, তাকে দেখে তার মায়ের কথা মনে পড়ে গেল–মেরি–যে কিনা সত্যিকার অর্থেই সুন্দরী ছিল।

কার্টেলের অন্যান্য উচ্চ পর্যায়ের নেতাদের মতো কার্ডেনাস কখনোই ওইরকম বিলাসবহুল জীবন যাপন করে নি। সে উঠে এসেছিল একেবারে নিচু একটি পর্যায় থেকে এবং তার উঠে আসা পুরনো কার্টেলের মধ্য দিয়ে। সে ছিল তাদের মধ্যে অন্যতম যারা প্রথম বুঝতে পেরেছিল ডন ডিয়েগোর মধ্যেকার সম্ভাবনা এবং যারা কার্টেল একত্রীকরণের সুফল সম্পর্কে সবার আগে একমত হয়েছিল। এজন্যেই ডন তার আনুগত্যে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে নবগঠিত হার্মানদাদ বা ব্রাদারহুডে এনে গুরুত্বপূর্ণ পদে বসিয়েছিল।

কার্ডেনাসের ছিল পশুদের মত ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়, সে তার প্রিয় জঙ্গলকে ভালভাবে চিনত, সে বিপদের গন্ধ আগে থেকেই টের পেত এবং সে কখনোই তার লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থ হয়নি। তার একটা মাত্র দুর্বল পয়েন্ট ছিল। মেরি লেটিজিয়াকে তাদের ডিভোর্সের পর লালন-পালন করেছে ক্যান্সারে মারা যাওয়ার আগ পর্যন্ত, এর পর থেকে মেয়েটা একা হয়ে পড়েছিল। কার্ডেনাসও নিজের ফেরারি জীবনের সাথে তার মেয়ের জীবনটা জড়াতে চায় নি, তাই সর্বদা সে মেয়ের থেকে দূরে দূরেই থেকেছে।

জঙ্গলের অন্যসব অধিবাসীদের মতো সেও ঘন ঘন স্থান পরিবর্তন করত, এমনকি তার নিজের জঙ্গলেও। তার প্রায় পঞ্চাশটি গুপ্ত স্থান ছিল জঙ্গলের মাঝে, এদের বেশির ভাগই ছিল কার্তেজেনার আশেপাশে এবং সে ওয়ানটাইম সেলফোন কিনে একবার ব্যবহার করেই ছুড়ে ফেলে দিত চুইংগামের মতো। একটা ফোন থেকে একটার বেশি কল করত না। সে এতোই দুর্বোধ্য জায়গায় থাকতো যে কখনো কখনো কার্টেলের লোকেদেরই তাকে খুঁজে পেতে দুইদিন লেগে যেতো। এ জন্যই সে কলাম্বিয়ার পুলিশিয়া জুডিশিয়ালের চিফ কর্নেল ডস সান্তোসের চোখ এড়িয়ে থাকতে পেরেছিল।

তার গুপ্তস্থানগুলো সাধারণত জঙ্গলের মধ্যেকার ছোট কটেজ, দুর্বোধ্য

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এবং পরিপাটী সজ্জিত। কিন্তু সেখানে সবসময় তার পছন্দসই একটা জিনিস থাকত : তার প্রিয় টেলিভিশন। তার পৃথিবী সেরা এবং সর্বাধুনিক মডেলের প্লাজমা স্ক্রিনের টিভি, এবং সবচেয়ে সূক্ষ্ম ডিশ অ্যান্টেনা ছিল। সেগুলো তার সাথে সব জায়গায় ভ্রমণ করত।

সে পছন্দ করতো এক কেস বিয়ার পাশে নিয়ে বসে স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলো রিমোট দিয়ে উল্টে পাল্টে দেখা অথবা ডিভিডি প্লেয়ারে মুভি উপভোগ করা। তার পছন্দ ছিলো কার্টুন কারণ টম অ্যান্ড জেরি কার্টুনগুলো দেখলে তার হাসি পেত যদিও সে এমনিতে খুব একটা হাসি ঠাট্টা করার লোক নয়। সে যুদ্ধের নাটক এবং সিনেমা দেখতে পছন্দ করত কারণ এতে সে ক্রিমিনালদের নির্বুদ্ধিতা দেখে মনে মনে চিন্তা করত কিভাবে ওই পরিস্থিতি থেকে ধরা না পড়ে বেরিয়ে যাওয়া যায়।

আর ইদানীং সে আরেকটা রেকর্ড করা সংবাদ বার বার দেখছে। এতে দেখা যাচ্ছে একটি মায়াবী মেয়ে কেনেডি এয়ারপোর্টের মধ্যদিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে সে ফ্রিজ করে এক একটি দৃশ্যের প্রতি আধঘণ্টা ধরে তাকিয়ে দেখছে, তার চোখে গভীর মায়া খেলা করছিল।

এর পরের ঘটনাটি ঘটল হল্যান্ডের রটারডেম পোর্টে। এটি একটি প্রাচীন ওলন্দাজ নগরী তবে প্রাচীন কোন বণিক এখন এলে শহরটিকে চিনতেই পারবে না এমনকি ১৯৪৫ সালে আসা ব্রিটিশ টমি বাহিনীও একে চিনতে পারবে কিনা সন্দেহ। পুরনো শহরের একটা অংশ শুধু সেই পুরনো আবহ ধরে রেখেছে, বাকি শহর হারিয়ে গেছে আধুনিক স্টীল, গ্লাস, কংক্রিট, ক্রোমের আড়ালে।

রটারডেমের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ইউরোপকে সচল রাখা তেল বেশির ভাগই এই বন্দর দিয়ে আনলোড করা হয়। এর দ্বিতীয় বিশেষত্ব হচ্ছে এর কন্টেইনার পোর্ট, যেটি হামবুর্গ পোর্টের মত বিশাল না হলেও এতে সর্বাধুনিক সব ধরনের পোর্ট ফ্যাসিলিটি রয়েছে।

ওলন্দাজ কাস্টমস পুলিশের সাথে মিলে এক সাথে কাজ করে। তারা গোপন সূত্রের ভিত্তিতে একজন সিনিয়র কাস্টমস অফিসার পিটার হুগকে গ্রেপ্তার করেছে।

লোকটি ছিল চতুর, কূটবুদ্ধিসম্পন্ন এবং সে চেষ্টা করছিল তার দায় অস্বীকার করতে। তার ধারণা ছিল শুধু সেই জানে সে আগে কি করেছে এবং কোন ব্যাঙ্কে তার টাকা রাখা আছে, অথবা কোন ব্যাঙ্কে কার্টেলের লোকেরা তার নামে টাকা জমা দিয়েছে। সে অবসরে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করল এবং

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অবসরে গিয়ে তার অ্যাকাউন্টের প্রতিটি পয়সা উপভোগ করার পরিকল্পনা করল। সে তার "নাগরিক অধিকার" এবং "মানবাধিকার" এর সুযোগ নিয়ে বাঁচতে চেষ্টা করল। সে শুধু একটা ব্যাপার নিয়ে চিন্তিত ছিল কিভাবে কর্তৃপক্ষ এতো কিছু জানল। কেউ একজন, কোন এক জায়গা থেকে তাকে একদম শেষ করে দিয়েছে এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত ছিল।

হল্যান্ড নিজেদের অতি উদারপন্থী হিসেবে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করে, তাই এই দেশে পৃথিবীর অসংখ্য আন্ডারওয়ার্ল্ডের ক্রিমিনাল আশ্রয় নেয়। সম্ভবত এজন্যই সে দেশের আন্ডারওয়ার্ল্ডের বড় একটা অংশ নিয়ন্ত্রণ করে বিদেশী এবং নন ইউরোপিয়ানরা।

পিটার হুগ এমন একটা গ্যাংয়ের হয়ে কাজ করছিল যারা ছিল তুর্কি। পিটার এ ব্যবসায়ের নিয়মগুলো জানত। কার্গোগুলো কার্টেলের মালিকানায় থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না সেগুলো পোর্ট অতিক্রম করে বাইরে আসে। তারপরে সেগুলো তুর্কি মাফিয়ার অধীনে যায়, যারা ইতিমধ্যে কার্টেলকে অর্ধেক মূল্য পরিশোধ করেছে আর বাকিটা ডেলিভারীর পর পরিশোধ করবে। তাই হল্যান্ড কাস্টমসে আটক হওয়া একটি কার্গো দুই পার্টিকেই ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

তুর্কিরা আবার তাদের অর্ডার দিতে পারে বাড়তি কোন মূল্য পরিশোধ করা ছাড়াই। কিন্তু তুর্কিদেরও তাদের কাস্টমারের কাছ থেকে অর্ডার নেয়া আছে, তাদেরকেও সময়মত তাদের কাস্টমারকে ডেলিভির দিতে হয়। তাদের কন্টেইনারগুলোকে ক্লিয়ারেন্স দেয়াতে পিটার হুগের দক্ষতা ছিল অসাধারণ এবং তাকে এজন্য বিশাল অঙ্কের টাকা দিতে হত। কলাস্থিয়ান জঙ্গল থেকে হল্যান্ডের ডিনারপার্টি পর্যন্ত কোকেন পৌঁছাতে প্রায় বিশ জায়গায় টাকা দিতে হয় তবে সবার মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি এই পিটার হুগই করে থাকে আর তাই সবচেয়ে বড় অঙ্কের ভাগটা তার পকেটেই যেত।

ভুলটি হয়েছে চিফ ইন্সপেক্টর ভ্যানডার মারউই'য়ের ব্যক্তিগত সমস্যার কারণে। তিনি তার প্রায় পুরো জীবনই ডাচ রয়্যাল কাস্টমসে কাটিয়েছেন। তিনি ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ডিভিশনে যোগ দেন চাকুরিতে ঢোকার তিন বছরের মধ্যে এবং এরপর থেকে পাহাড়সম অবৈধ জিনিস আটক করেছেন।

কিন্তু ওই সময় তার উপরে ছাপ রেখে গেছে, তাকে দিয়ে গেছে বড় হয়ে যাওয়া প্রস্টেট গ্রন্থি এবং অতিরিক্ত কফি খাওয়ার প্রভাব হিসেবে দুর্বল হয়ে যাওয়া ব্লাডার। এটা নিয়ে তার জুনিয়র কলিগরা তার পেছনে হাসাহাসি করত কিন্তু ভুক্তভোগী হিসেবে তিনি এসব হাসি ঠাট্টা পছন্দ করতেন না। তাই পিটার হুগকে ইন্টারোগেশন করার ষ" দিন তাকে আবার প্রস্রাব করতে উঠতে হল।

এটাও কোন সমস্যা হয়ে দাঁড়াতো না। তিনি তার পাশে দাঁড়ানো সহকর্মীদের জানালেন যে এখন ব্রেক টাইম। তার এক সহকর্মী ঘোষণা করল

www.BanglaBook.org

"জিজ্ঞাসাবাদ আপাতত স্থগিত..." এবং ডিজিটাল রেকর্ডিং মেশিন বন্ধ করল। পিটার হুগ একটা সিগারেট খেতে চাইল, এবং এর জন্য তাকে স্মোকিং জোনে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হল।

তারা তিনজন উঠে দাঁড়ালেন। ভ্যানডার মারউই ঘুরলেন এবং তখনই তার জ্যাকেটের চেইনে লেগে টেবিলের উপরে রাখা ফাইলটি ঝাঁকি খেয়ে নব্বই ডিগ্রি ঘুরে গেল এবং ফাইলের ভেতরে থাকা কাগজগুলো উকি দিল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ফাইলটা আবার ঠিক করে রাখা হল কিন্তু এর মধ্যেই পিটার হুগ একবার কাগজটাতে চোখ বুলিয়ে নিয়েছে। সে কাগজে থাকা ঢাকার অঙ্কগুলো চিনতে পারল। সেগুলো কায়কোস আইল্যান্ড এবং তুর্কিতে থাকা তার বিভিন্ন গোপন অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স।

তার মুখের অভিব্যক্তি দেখে কোনকিছু বোঝা গেল না কিন্তু তার মাথায় একটা গভীর চিন্তার উদ্রেক হল। শুয়োরের বাচ্চারা তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ডিটেল তবে ফাঁস করে দিয়েছে। সে ছাড়া অন্য দুটি মাত্র সোর্স তার এই গোপন অ্যাকাউন্টের কথা জানতো, মাত্র কয়েক সেকেন্ডে সে সেই সব অ্যাকাউন্টের কয়েকটার নাম এবং ব্যালেন্স জিজ্ঞাসাবাদকারীদের ফাইলে দেখেছে। যে দুটি সোর্স তার অ্যাকাউন্টের কথা জানতো তার একটি ইচ্ছে সেই সব ব্যাঙ্ক নিজেরা ; এবং অন্য সোর্সটি হচ্ছে কার্টেল যারা তার অ্যাকাউন্টে টাকা জমা দিত। সে সন্দেহ করল এটা ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ফাঁস হয়েছে, হয়তো আমেরিকান এন্টি ড্রাগ ইউনিট ব্যাঙ্কের ডাটাবেজ হ্যাক করে তথ্য বের করে নিয়েছে। আজকাল কোন তথ্যই আর সুরক্ষিত নয়, নাসা এবং পেন্টাগনের ডাটাবেসও হ্যাক হয়। অন্যথায় কার্টেলের লোকদের মধ্যেকার কোন গুরুতর সমস্যা হতে পারে, হয়তো কার্টেলেরই কোন লোক তার ব্যাপারে তথ্য ফাঁস করে দিয়েছে। সে জানতো না কিভাবে কলাম্বিয়ান কার্টেলের সাথে যোগাযোগ করতে হবে, আগে প্রয়োজনের সময়ে কার্টেলের লোকেরাই তাকে ফোন দিত কিন্তু তাদের সাথে যোগাযোগের কোন উপায় তার জানা ছিল না। হয়তো স্থানীয় তুর্কি মাফিয়া জানতে পারে কিভাবে কার্টেলের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

দুদিন পর হল্যান্ড কাস্টমসের দ্বিতীয় দুর্ভাগ্যের প্রমাণ পাওয়া গেল কোর্টে জামিন আবেদনের শুনানিতে। বিচারক ছিল একজন কুখ্যাত গোঁড়া নাগরিক অধিকারবাদী যে ব্যক্তিগতভাবে কোকেনের বৈধতা দেয়ার পক্ষপাতী ছিল, যা কিনা সে নিজেও সেবন করতো। সে পিটার হুগের জামিন মঞ্জুর করল ; পিটার গটগট করে হেঁটে কোর্ট থেকে বেরিয়ে গেল এবং কার্টেলের নাম্বার জোগার করে ফোন করল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাদ্রিদে ইন্সপেক্টর পাকো ওর্তেগা ক্যাল ডেক্সটারের পরামর্শে সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। মানি লন্ডারিং লইয়ার জুলিও লাজকে ধরার জন্যই এই প্রস্তুতি। বোগোটা এয়ারপোর্টের রিজার্ভেশন লিস্ট দেখে জানা গেল এ সপ্তাহেও সে রেগুলার ভিজিটে মাদ্রিদ আসছে।

ওর্তেগা অপেক্ষা করল যতক্ষণ পর্যন্ত না জুলিও লাজ ব্যাংক থেকে বেরোল। তার পেছনে পেছনে ব্যাঙ্কের দুজন স্টাফ শক্ত স্যামসোনাইট হার্ড ফ্রেমড্ দুটি স্যুটকেস নিয়ে বেরিয়ে এল। হঠাৎ করে সাদা পোশাকে থাকা মাদ্রিদের এন্টি ড্রাগ ইউনিটের কয়েকজন হানা দিল।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেল স্যুটকেস নিয়ে যেতে আসা লোক দুজন গ্যালিসিয়ান গ্যাংয়ের সদস্য, ব্যাঙ্কের স্টাফ দুজন এবং জুলিও লাজের সাথে তাদেরও ধরে আনা হয়েছে। স্যুটকেসে ছিল স্পেনের আন্ডারওয়ার্ল্ড এবং কলাম্বিয়ান কার্টেলের মধ্যেকার পাক্ষিক লেনদেনের টাকা পয়সা।

পুরো টাকার অঙ্কটা ছিল দশ মিলিয়ন ইউরো, পাঁচশো ইউরোর নোট সবগুলো। ইউরোপে এত বড় নোট খুব একটা দেখা যায় না কারণ এইসব পাঁচশো ইউরো নোট ভাংতি করা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। শুধুমাত্র বড়বড় লেনদেন নগদে করতে এসব নোট দরকার পড়ে, আর পৃথিবীতে কেবল একটা ব্যবসাই আছে যাদের নিয়মিত নগদে বিশাল অঙ্কের টাকা লেনদেন করতে হয়।

ব্যাঙ্কের সামনে থেকে জুলিও লাজ গ্রেপ্তার হয়েছে এবং ব্যাঙ্কের ভেতর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টেন্ট এবং ম্যানেজারকে। কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী অধিকতর তদন্তের জন্য ব্যাঙ্কের সব বই এবং রেকর্ড জব্দ করা হয়েছে। আন্তঃমহাদেশীয় মানি লন্ডারিং প্রমাণিত করতে একদল অ্যাকাউন্টেন্ট এর মাসখানেক সময় লাগবে, কিন্তু ঝামেলা হল দুই স্যুটকেস নিয়ে। কাগজপত্র না থাকায় এদের অস্তিত্ব আইনগতভাবে প্রমাণ করা যাচ্ছিল না। ব্যাপারটা সোজা হয়ে যেত যদি এদের মধ্যে কেউ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিত।

গ্যালিসিয়ান দুজনকে সেল থেকে বের করে নিয়ে যেতে দু'জন সেন্ট্রি এল। ভেতরে পাকো ওর্তেগা জুলিও লাজকে কফি অফার করল। যখন ওর্তেগা কফি সার্ভ করল লাজ তখন খানিকটা দ্বিধা ও কৌতূহল মেশানো দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল।

ইউনিফর্ম পড়া একজন গার্ড বন্দির দিকে তাকিয়ে খানিকটা টিটকারী দিল।

"এই লোক তোমাকে টলেডো পেনাল কোর্টে তুলতে যাচ্ছে।"

রুমের ভেতরে কলাম্বিয়ান ল-ইয়ার দরজার দিকে ঘুরল। গ্যাংস্টার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একজনের সাথে তার কয়েক সেকেন্ডের জন্য চোখাচোখি হল। যা ঘটছে তা প্রতিরোধ করার কোন উপায় নেই। লোক দুজনকে করিডর দিয়ে ছেঁচড়ে টেনে নেয়া হচ্ছিল। দুইদিন পর সেন্ট্রাল মাদ্রিদ থেকে অন্য একটা মফস্বলের কারাগারে স্থানান্তরের সময় তাদের একজন পালিয়ে গেল।

এতে মনে হল তারা বোকার মত বেসিক সিকিউরিটির নিয়মগুলোও রক্ষা করে নি বন্দী পাহারা দেয়ার ক্ষেত্রে, এ জন্য ওর্তেগা তার ঊর্ধ্বতনদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করল। লোকটার হ্যান্ডকাফ ঠিকমতো লাগানো হয় নি আর যে ভ্যানে করে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় সেটি ছিল খোলা। ভ্যানটি সরাসরি জেলের বারান্দায় না দাঁড়িয়ে একটু বাইরের দিকে দাঁড়িয়েছিল। দুজন বন্দীকে সামনে এগিয়ে যেতে বলা হল তখন একজন নিজেকে মুক্ত করে রাস্তার দিকে দৌড় দিল। তাকে এত ধীরে পিছু ধাওয়া করা হল যে সে ভালোভাবেই পালিয়ে যেতে পারল এবং পুরো ব্যাপারটা বিবেচনা করলে দেখা যায় তাকে যেন ইচ্ছে করেই পালিয়ে যেতে দেয়া হয়েছে।

দুদিন পর পাকো ওর্তেগা জুলিও লাজের সেলে গেল এবং জানাল যে সে তার অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট আর বাড়াতে পারেনি এই ল-ইয়ারের বিরুদ্ধে। সে এখন মুক্ত এবং এখন সে চলে যেতে পারে। তাছাড়া তাকে এসকর্ট করে আগামীকাল এয়ারপোর্ট থেকে বোগোটাগামী আইবেরিয়ান এয়ারলাইন্সে তুলে দেয়া হবে।

জুলিও লাজ সারারাত জেগে থাকল এবং পুরো ব্যাপারটা বারবার চিন্তা করল প্রথম থেকে। তার কোন স্ত্রী কিংবা সন্তান ছিল না এবং এজন্য এখন সে মনে মনে খুবই কৃতজ্ঞ হল। তার বাবা মা আগেই মারা গেছে। কোন কিছুর জন্যই আর তাকে বোগোটা ফিরে যেতে হবে না। সে ছিল ডনের ভয়ে ভীত এবারে বোগোটায় ফিরে গেলে তার জীবন সংশয় দেখা দিবে নিশ্চিত।

সকাল বেলায় সে যেতে চাইল না। তার কাউন্সেলর বিস্মিত হয়ে গেল। লাজ বারবার এখান থেকে যেতে অস্বীকৃতি জানাল। কারাগারই এখন তার জন্য সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা।

"কোন উপায় নেই, সেনর," পাকো ওর্তেগা বলল। "আপনার বিরুদ্ধে আমাদের কোন মামলা নেই। আপনার ল-ইয়ার অত্যন্ত চাতুর্যের সাথে ব্যাপারগুলো ডিল করেছেন তাই আমাদের কোন চার্জই প্রমাণিত হয়নি, আপনাকে তাই বোগোটায় ফিরে যেতে হবে।"

"কিন্তু আমি যদি স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেই?"

সেলের মধ্যে কিছুক্ষণ নীরবতা বয়ে গেল। লাজকে আইনী সহায়তা দানকারী কাউন্সেলর দুই হাত উপরে তুলে হাঁক ছাড়ল। সে তালো কাজ দেখিয়েছে। তাদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। এরপর পাকো ওর্তেগা লাজকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিয়ে ইন্টারভিউ রুমে গেল।

"চলুন কথা বলি," সে বলল। "আসুন আমরা সত্যি সত্যি কথা বলি। বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে। যদি আপনি সত্যিই এখানে আশ্রয় চান তবে আপনাকে সবকিছু খুলে বলতে হবে।"

লাজ সত্যিই কথা বলল। বলতেই থাকল, সে অনেক কিছু জানতো, শুধুমাত্র বাঙ্কো গুডম্যান সম্পর্কে নয় বরং অন্যদের সম্পর্কে ও।

জোয়াও মেনডোজার তৃতীয় আঘাতটি ছিল একটি পুরনো ফ্রেঞ্চ নোরাটলাস, চাঁদের আলোয় ভুল হবার কোন উপায় নেই। সেটি গিনি বিসাউয়ের দিকে যাচ্ছিল না।

গিনি বিসাউয়ের উত্তরে সেনেগালের সমুদ্র সীমা বড় বড় গেম ফিশের আবাসস্থল যা শৌখিন মৎস্য শিকারীদের খুব আকর্ষণ করে। রাজধানী ডাকার থেকে আটলান্টিকের মধ্যে পঞ্চাশ মাইল দূরে একটি হ্যাটেরাস গেম ফিশারম্যান বোট ভাসছিল। এতে একটি পারফেক্ট কভার হয়েছে, এভাবে অনেকেই এ অঞ্চলে মাছ ধরতে আসে এবং এটা কোন সন্দেহের উদ্রেক করে না।

গেম ফিশিং বোট ব্লু মার্লিন রাতের বেলায় পানির উপরে ভাসছিল, মাঝে মাঝে ঢেউয়ের দোলায় একটু আধটু দোলছিল। মনে হচ্ছিল যেন সূর্যোদয়ের সাথে সাথে মৎস্য শিকার আরম্ভ করবে আর তারই অপেক্ষায় আছে। আসলে এর ক্রুরা অন্য কিছুর জন্য অপেক্ষা করছিল পাওয়ারফুল ম্যাগলাইট টর্চ হাতে যা জ্বালিয়ে তারা আগত জিনিসটার পরিচয় নিশ্চিত করবে। কিন্তু রাত প্রায় শেষ হয়ে এল কিন্তু কোন ইঞ্জিন এল না।

তারা জানতো না তারা যার অপেক্ষা করছে সেটা পাঁচশো মাইল দক্ষিণ পূর্বে গুড়ো হয়ে পানিতে তলিয়ে গেছে। ভোরবেলা তারা বোট নিয়ে ডাকার ফিরে গেল এবং সাংকেতিক ই-মেইল দ্বারা বোগোটায় জানিয়ে দিল যে কাঙ্ক্ষিত চালান আসে নি। তাদের ইঞ্জিন বে'র নিচের গোপন হোল্ড খালিই থাকল।

যখন সেপ্টেম্বর গড়িয়ে অক্টোবর আসল, ডন ডিয়েগো এস্তেবান একটি জরুরী সভা আহ্বান করল। সভাটা কোন অ্যানালাইসিসের জন্য নয় বরং সেটি ছিল পোস্টমর্টেমের জন্য।

পরিচালনা পর্ষদের দু'জন ছিল অনুপস্থিত। মাদ্রিদে জুলিও লাজের গ্রেপ্তার হওয়ার ব্যাপারটা হজম করে নেয়া হয়েছে, যদিও লাজের পক্ষ পরিবর্তনের কথাটা কেউ তখনো পর্যন্ত জানতো না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রবার্তো কার্ডেনাসের সাথে যোগাযোগ করা যায় নি। ডন মনে মনে কার্ডেনাসের এই জঙ্গলে হারিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে খুবই বিরক্ত, তাকে কাজের সময়ে খুঁজে পাওয়া যায় না। আজকের আলোচনার মূল বিষয়বস্তু ছিল আলফ্রেড স্যুয়ারেজ এবং পণ্য পরিবহনে তার ব্যর্থতা।

সংবাদগুলো ছিল খারাপ এবং ক্রমেই তা আরো খারাপের দিকে যাচ্ছিল। অর্ডার অনুযায়ী বছরে তিনশো টন করে ইউএসএ এবং ইউরোপে পাঠানোর কথা ছিল। বছরের এই সময়ে কমপক্ষে দুইশ টন ঠিকমত পৌঁছে দেয়া উচিত ছিল। কিন্তু এখনো সেই পরিমানটা একশো টনের নিচে।

তিনটি ফ্রন্টে বিপর্যয়গুলো ঘটছিল। ইউএস"এ এবং ইউরোপের পোর্টগুলোতে কন্টেইনারগুলো আটকানো হচ্ছে এবং স্পট চেক করে কার্গো আটকে ফেলা হচ্ছে। এটা ক্রমেই বেড়ে চলেছে এবং যে কন্টেইনারগুলো আটক করে স্পট চেক করা হচ্ছে ঠিক ঠিক সেগুলোতেই পাওয়া যাচ্ছে। এখন এটা স্পষ্ট যে ডন আক্রান্ত হয়েছে কারো দ্বারা। সন্দেহের কালোমেঘ আবর্তিত হল পরিবহনের দায়িত্ব প্রাপ্ত স্যুয়োরেজকে ঘিরে, শুধুমাত্র সে জানতো ঠিক কোন কন্টেইনারে করে কোকেনের কার্গো যাচ্ছে।

স্যুয়োরেজ আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলল যে দুই মহাদেশের প্রায় একশোটি পোর্ট দিয়ে কোকেনের কার্গো ঢুকে কিন্তু কাস্টমসের দ্বারা ধরা পড়েছে মাত্র চারটি। স্যুয়ারেজ জানতো না আরো সাত জনের নাম কোবরা তার র‍্যাটলিস্ট থেকে ফাঁস করেছে এবং অচিরেই তারাও ধরা পড়তে যাচ্ছে।

দ্বিতীয় ফ্রন্টটি হচ্ছে সমুদ্রগামী বড় জাহাজগুলো। বড় বড় জাহাজ হঠাৎ করে থামানো হচ্ছে নেভি এবং কোস্টগার্ডের দ্বারা সমুদ্রের মাঝখানে এবং সাগরের মাঝখানেই তারা জাহাজে উঠে অভিযান চালাচ্ছে। এমনকি তারা জাহাজের গোপনীয় জায়গাগুলোও খুঁজে বের করে ফেলছে।

স্যুয়ারেজ বড় জাহাজগুলো পোর্ট ছেড়ে যাওয়ার সময় একে কোন প্রকার সন্দেহজনক ব্যাপারের মধ্য দিয়ে যেতে দেয় না। কেবল গভীর সমুদ্রেই বড় জাহাজগুলোতে কোকেন ওঠানো হয়। নির্ধারিত পোর্টে ডকিং করার আগেই জাহাজগুলো থেকে মাল নামিয়ে অন্য ছোট বোটে তোলে দেয়া হয়। এরপরেও কিভাবে সেগুলো ধরা পড়ে যাচ্ছে সেটাই বড় প্রশ্ন।

এ ক্ষেত্রে যে একটি অসুবিধা সেটি হচ্ছে জাহাজে কোকেন তোলার সময় এবং নামানোর সময় এর ক্রুরা সেগুলো দেখতে পাচ্ছে, হয়তোবা তাদের মধ্যকার কেউও সেটা কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে পারে। অবশ্য কখনো কখনো আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর লোকেরা জাহাজে কোন কিছু না পেয়ে খালি হাতে ক্ষমা প্রার্থনা করে চলে যাচ্ছে, তবুও তাদের হাতে কোকেন আটকের হার স্মরণকালের সর্বোচ্চ পর্যায়ে চলে গেছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পশ্চিমা জোনে তিনটি নেভি, কানাডিয়ান, আমেরিকান এবং মেক্সিকান নেভি মনে হচ্ছে ইদানীং অধিক তৎপর, তাদের কোস্টগার্ড এবং কাস্টমস্ নিয়ে তারা যেন এক প্রকার ঝাঁপিয়ে পড়েছে। পূর্বে চারটি ইউরোপিয়ান নেভির তৎপরতাও ইদানীং বেশি চোখে পড়ছে।

অফিসিয়াল ভাবে পশ্চিমা দেশগুলো থেকে প্রোপাগান্ডা ছড়ানো হয়েছে যে একটি অত্যাধুনিক প্রযুক্তি আবিষ্কার হয়েছে যা কংক্রিট এমনকি স্টিলের নিচে লুকিয়ে রাখা জিনিস আবিষ্কার করতে পারে এবং এটি এখন প্রত্যেক দেশের কাস্টমসের লোকেরা ব্যবহার করছে। প্রোপাগান্ডা অনুসারে, এই যন্ত্র এক্স-রের মতো স্টিল এবং কংক্রিট ভেদ করেও চরে যেতে পারে এবং লুকিয়ে রাখা প্যাকেট এবং বান্ডিল সনাক্ত করতে পারে।

এভাবে একের পর এক কার্টেলের জাহাজ ধরা পড়তে থাকায় যেসব বাণিজ্যিক জাহাজ আগে কার্টেলের অবৈধ পণ্য লুকিয়ে বহন করত তারা এসব অবৈধ জিনিস বহন করতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে ; এমনকি বিশাল অঙ্কের টাকার প্রস্তাব থাকা সত্ত্বেও। এতে কার্টেলের বিপদ আরো বেড়েছে।

তৃতীয় ফ্রন্টটি নিয়ে ডন সবচেয়ে বেশি চিন্তাগ্রস্থ। ব্যর্থতার কারণ ছিল, দুর্যোগের ব্যাখ্যা ছিল কিন্তু এই তৃতীয় ফ্রন্টের ব্যাপারে ডন কিছু বুঝে উঠতে পারছিল না। তার কিছু জাহাজ আর বিমান বেমালুম গায়েব হয়ে যাচ্ছে, এদের কোন ট্রেসই পাওয়া যাচ্ছে না। এই ব্যাপারটা নিয়েই ডন সবচেয়ে বেশি ভয় ও অনিশ্চয়তার মধ্যে ছিল।

ডন জানতো না তাকে ফাঁদে ফেলার জন্য কোবরা কি ব্যবস্থা করেছেন, দুটি গ্লোবাল হক আকাশে সার্বক্ষণিক টহল দিচ্ছে ক্যারিবিয়ান এবং আটলান্টিকে জোয়ান কর্তেজের তালিকা দেখে দেখে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। সে জানতো না গ্লোবাল হক গুলো টার্গেটের চারপাশের এক কিলোমিটার এলাকা জুড়ে সব ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থা জ্যামিং করে দিতে পারে। সে এটাও জানতো না তার কার্টেলকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য দুটো ছদ্মবেশী গ্রেইন শিপ ক্যারিবিয়ান ও আটলান্টিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সবার উপরে ডন যে ব্যাপারটা সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল সেটি হচ্ছে সে জানতো না এখন আইন পরিবর্তন হয়েছে, তার জাহাজ এবং ক্রুদের ধরা হচ্ছে, বন্দী করা হচ্ছে এবং ডুবিয়ে দেয়া হচ্ছে কোন প্রকার পাবলিসিটি ছাড়া কিংবা আগের সব নিয়ম কানুন না মেনেই। সে শুধু জানতে পারছিল একের পর এক তার জাহাজ এবং প্লেন গায়েব হয়ে যাচ্ছে।

সবকিছু মিলিয়ে বেশ বাজে প্রভাব পড়ছিল। শুধু সমুদ্রগামী বড় জাহাজ এই রিস্ক নেয়ার জন্য যে অস্বীকৃতি জানাচ্ছিল তাই নয়, গো-ফাস্টের ড্রাইভাররা ছিল অত্যন্ত দক্ষ এবং এ সময়ে তাদের কাউকেই এ কাজের জন্য

www.BanglaBook.org

রাজি করানো যাচ্ছিল না। তারা সবাই অসুস্থতার ভান করছিল অথবা অন্য অজুহাত দেখাচ্ছিল। ফ্রিল্যান্স পাইলটদের ক্ষেত্রেও দেখা গেল, তাদের বেশিরভাগই অসুস্থ অথবা তাদের বিমানে কোন না কোন সমস্যা।

ডন ডিয়েগো ছিল যুক্তি এবং উন্নত ধরনের অনুমান শক্তিবিশিষ্ট একজন মানুষ। এ দুটোই তাকে এ পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। সে এতোক্ষণে পুরোপুরি বুঝতে পারছে তার কার্টেলের মধ্যে, তার ব্রাদারহুডের মধ্যে, হার্মানদাদের মধ্যে কোন একজন বিশ্বাসঘাতক আছে। ডন ভাবছিল সেই শুয়োরকে একবার চিহ্নিত করতে পারলে তাকে কি করবে।

তার বাম পাশ থেকে ছোট একটি কাশি দিয়ে একজন দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সে ছিল মার্চেন্ডাইজিং বিভাগের প্রধান হোসে মারিয়া লারগো।

"ডন ডিয়েগো, আমার বলতে খারাপ লাগছে, তবে আমার বলা উচিত। দুই মহাদেশের আমাদের ক্লায়েন্টরা অস্থির হয়ে উঠছে, বিশেষত মেক্সিকানরা আর ইতালির ড্রাঘেটা মাফিয়া যারা বেশির ভাগ ইউরোপ নিয়ন্ত্রণ করে।

তারা কমপ্লেইন দিচ্ছে তাদের কাছে ঠিকমত জিনিস পৌঁছাচ্ছে না, অর্ডার অনুযায়ী মাল পাচ্ছে না, তাই সরবরাহ ঘাটতির কারণে দামও বেড়ে যাচ্ছে।"

ডন ডিয়েগোর ইচ্ছা হল লোকটাকে একটা চড় মারে। যখন ভেবে কূল পাওয়া যাচ্ছে না কার্গোগুলোর কি হচ্ছে তখন সে অভিযোগ শোনাতে এসেছে। কিন্তু ডন স্বভাবসুলভ শান্ত রইল, তার অভিব্যক্তিতে বিরক্তি বোঝা গেল না, শুধু ছোট করে একবার মাথা নাড়ল।

"জোসে মারিয়া, ডিয়ার কলিগ, আমার মনে হয় আমাদের একটা ট্যুর দেয়া উচিত ; আমাদের বড় বড় দশজন ক্লায়েন্টকে এক সাথে নিয়ে। তাদেরকে জানিয়ে দাও আমাদের স্থানীয় এবং সাময়িক কিছু সমস্যা হচ্ছে, কিছুদিনের মধ্যেই আমরা সেটা ঠিক করে ফেলব।"

এরপর ডন আস্তে করে স্যুয়ারেজের দিকে ঘুরল।

"সমস্যাটা আমরা অবশ্যই ঠিক করে ফেলব, তাই না মিস্টার স্যুয়ারেজ?"

বাতাসে ডনের হুমকিটা বাতাসে ভাসছিল এবং এর প্রভাব ঘরের অন্য সবার উপরেও পড়ছিল। যাতে ঘাটতি না পড়ে এ জন্য প্রডাশন বাড়াতে হবে। যেসব জাহাজ এবং ফিশিং বোট আগে কখনো ব্যবহার করা হয়নি সেগুলো জোগাড় করে এ কাজে নিযুক্ত করতে হবে। আরো বেশি বেশি টাকা দিয়ে পাইলটদের রাজি করাতে হবে আফ্রিকা এবং মেক্সিকোয় উড়ে যাওয়ার জন্য।

ব্যক্তিগতভাবে সে নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করল, বিশ্বাস ঘাতকটাকে খুঁজে পাওয়ার আগ পর্যন্ত তার খোঁজ চলতেই থাকবে। একবার তাকে খুঁজে পাওয়া গেলে তার মৃত্যুটা সুখকর হবে না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অক্টোবরের প্রথমদিকে মিশেল একটা ছোট দাগ সনাক্ত করল যেটি বেরিয়ে আসছিল কলাম্বিয়ার জঙ্গলের মধ্যস্থিত কোন এক এয়ারস্ট্রিপ থেকে এবং যাচ্ছিল উত্তর দিকে। জুম করে বড় করার পর দেখা গেল সেটি একটি সেসনা ৪৪১ বিমান। এটা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল কারণ এটা একটি ছোট এয়ারস্ট্রিপ থেকে বেরিয়ে এসেছে এবং সাধারণ কোন যাত্রি নিয়ে সেটি আন্তর্জাতিক কোন গন্তব্যে যাচ্ছিল না, সেটা কোন বিজনেসম্যানের এক্সিকিউটিভ জেট ছিল না ; সেটি ৩২৫° ধরে যে কোর্স দিয়ে যাচ্ছিল এতে বোঝা যায় এর গন্তব্য মেক্সিকো।

মিশেল একে ফলো করতে লাগল, ভাবা হয়েছিল সে নিকারাগুয়া অথবা হুন্ডুরাসে রিফুয়েল করবে, এর হয়তো কোন এক্সট্রা ফুয়েল ট্যাঙ্ক নেই। সেটা থামলো না ; ইয়ুকাতান এর উপর দিয়ে সে উড়েই চলল।

এরপর ক্রিচ এয়ারফোর্স বেস থেকে মেক্সিকান এয়ারফোর্সকে প্লেনটি ধরার জন্য অনুরোধ করা হল ; মেক্সিকানরা খুশিই হল। সে যেই হোক না কেন সে ছিল বোকা, সে দিনের বেলায় উড়ছিল। সে বুঝতে পারেনি তাকে অনুসরণ করা হচ্ছে।

দুটি মেক্সিকান জেট আকাশে উড়ল। তারা সেসনাটার সাথে রেডিওতে যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হল। পরে তারা জেট নিয়ে সেসনার কাছে গিয়ে হাত দিয়ে পাইলটকে মেরিডাতে ল্যান্ড করতে বলল। সামনে ছিল বড় একটি মেঘমালা। সেসনা হঠাৎ ব্যাক ড্রাইভ করে মেঘের মাঝে লুকিয়ে পড়তে চাইল। পাইলটটি সম্ভবত ডনের নতুন নিয়োগ করা, সে মোটেও অভিজ্ঞ নয়। ফাইটার প্লেনগুলোতে রাডার ছিল এবং তাদের সেন্স অফ হিউমার কম ছিল, তারা সেসনার এই লুকোচুরি খেলাকে রসিকতা হিসেবে মেনে নিতে পারল না।

সেসনাটা একটা জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডে পরিণত হয়ে নিচে আছড়ে পড়ল। সেটি টেক্সান বর্ডারের পাশে ন্যুভো লারেডোর বাইরের দিকের ক্যাটল র‍্যাঞ্চে কোকেন ডেলিভারী দিতে যাচ্ছিল। পাঁচশো কেজি কোকেন ছিল প্লেনটিতে।

অক্টোবরে দুটি গ্রেইনশিপেই বদলী সৈন্য পাঠানো হল। চিজাপিক তার অক্সিলিয়ারী ফ্লিটের সাথে জামাইক্যার দক্ষিণে গভীর সমুদ্রে সাক্ষাৎ করল। অক্সিলিয়ারী ফ্লিট থেকে পর্যাপ্ত ফুয়েল এবং অন্যান্য রসদও বুঝে নিল। এক প্লাটুন নতুন সৈন্য চিজাপিকের দখল নিল। তারা তাদের সব কয়জন বন্দীকেও অক্সিলিয়ারি ফ্লিটে তুলে নিল।

বন্দীদের হুডে ঢেকে তাদের বন্দীশালা থেকে বের করে আনা হল, তারা কণ্ঠ শুনে বুঝতে পারছিল তারা আমেরিকানদের পাল্লায় পড়েছে, কিন্তু সেটা বুঝতে পারল না তারা কোন জাহাজে ছিল কিংবা কোন জাহাজে উঠেছে। তাদেরকে প্রথমে নিয়ে যাওয়া হবে এগলিন এয়ারফোর্স বেসে এবং সেখান

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

থেকে সি-৫ ফ্রেইট প্লেনে করে তাদের নিয়ে যাওয়া হবে শ্যাগোজ আইল্যান্ডে। সেখানে তারা প্রথম দিনের আলো দেখবে এবং যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত তারা সেখানেই আটক থাকবে।

*বালমোরাল*ও সাগরের মাঝখানে রিফুয়েল করল। এর সৈন্যদের বদলী হল না কারণ তাদের অন্য দুটি স্কোয়াড্রন আফগানিস্থানে নিযুক্ত রয়েছে। তার বন্দীদের নেয়া হয়েছে জিব্রাল্টারে, সেখান থেকে একই রকম আমেরিকান সি-৫ ফ্রেইটারে করে তাদের নেয়া হবে শ্যাগোজ আইল্যান্ডে। *বালমোরালের* আটককৃত আশি টন কোকেনও সেই অক্সিলিয়ারী ফ্লিটে তুলে দেয়া হল।

কিন্তু চিজাপিকের আটক করা তেইশ টন এবং বালমোরালের আটক করা আশিটন কোকেন সেখান থেকে অন্য একটি জাহাজে নেয়া হল। এই ছোট জাহাজটি ছিল কোবরার নিজস্ব লোক দ্বারা পরিচালিত।

আমেরিকা এবং ইউরোপের বিভিন্ন বন্দরে আটক হওয়া কোকেন সেসব দেশের কর্তৃপক্ষের দ্বারাই ধ্বংস করা হয়েছে। সাগরের মাঝে নেভির দ্বারা আটক করা কোকেনগুলো তাদের মাধ্যমেই ধ্বংস করা হয়েছে। যে কার্গোগুলো প্লেনে ছিল সেগুলো সমুদ্রে পড়ে হারিয়ে গেছে। কিন্তু কোবরার নিজের গ্রেইন শিপের দ্বারা আটক জিনিসগুলোকে বাহামার একটি লিজ নেয়া ছোট দ্বীপে পাহারাদারের অধীনে রাখার জন্য কোবরা আদেশ দিলেন।

কোকেনের বাণ্ডিলের ছোটখাট পাহাড়টি ক্রমে বড় হতে লাগল। সেগুলো ছিল ক্যামোফ্লেজ নেট দিয়ে ঢাকা এবং পাহারায় ছিল ইউএস মেরিনের ছোট একটি ইউনিট যারা বাস করত বিচের পাশে জেটিতে রাখা মোটরহোম অর্থাৎ চলমান বাড়িতে। সেখানে একমাত্র ভিজিটর আসত ছোট একটি জাহাজ যেটি নতুন নতুন আটককৃত কোকেনের বান্ডিল নিয়ে আসত।

অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে হল্যান্ড কাস্টমসের দূর্নীতিবাজ কর্মকর্তা পিটার হুগের মেসেজটা ডনের কাছে পৌঁছুল। ডন বিশ্বাস করল না ব্যাঙ্কের লোকেরা সেইসব গোপনীয় তথ্য ফাঁস করতে পারে। করলে একটা ব্যাঙ্ক করতে পারে কিন্তু সবগুলো ব্যাঙ্ক এক সাথে তথ্য দিয়ে দেবে এটা হতে পারে না। তাহলে কেবল একজন লোকই বাকি থাকে যে এই ব্যাঙ্ক একাউন্টগুলোর নাম্বার জানতো যাতে ঘুষের টাকা পরিশোধ করা হয় পুরো ইউরোপ এবং আমেরিকার পোর্টগুলোতে ক্লীয়ারেন্সের বিনিময়ে। ডন তার বিশ্বাসঘাতককে পেয়ে গেল।

রবার্তো কার্ডেনাস তার মেয়ের ভিডিও ক্লিপটি দেখছিল যখন ধাম করে তার দরজা খুলে গেল। সব সময়কার মতো তার মিনি-উজিটা তার হাতের পাশেই ছিল এবং সে জানতো কিভাবে সেটা ব্যবহার করতে হয়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মরার আগে সে এনফোর্সারের ছয়জন ক্রু কে শেষ করে দিতে পারল এবং তার একটা গুলি লাগলো পাকো ভালদেজের হাতে। পাকো ভালদেজ জানতো সে কার সাথে লড়াই করতে যাচ্ছে তাই সে সাথে করে একডজন ক্রু নিয়ে এসেছিল তাই ছয়জন মারা যাওয়ার পরেও মিশন সমাপ্ত করতে তার সমস্যা হল্ না।

জীবদ্দশায় রবার্তো কার্ডেনাস ছিল একজন কঠোর, বদমেজাজী এবং খারাপ লোক। মৃত্যুর পরও সে অন্যসব সাধারণ মৃতদেহের মতো হতে পারল না। চেইন করাত দিয়ে তার মৃতদেহটি পাঁচ টুকরো করা হল।

সে মৃত্যুকালে পৃথিবীতে কেবল তার একাকী মেয়েটিকেই রেখে গেল। তার মেয়েকে সে বড় ভালোবাসত।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১৩

অক্টোবর মাস জুড়ে ডন ডিয়েগোর কোকেন সাম্রাজ্যের উপর কোবরার আক্রমণ বিপুল বেগে চলতে লাগল এবং শেষ পর্যন্ত এর ত্রুটিগুলো প্রকাশ্যে আসতে শুরু করল। দুই মহাদেশ জুড়ে কার্টেলের অসংখ্য নিয়মিত কাস্টমার কোকেনের অভাবে বিপজ্জনক এবং হিংস্র হয়ে উঠতে লাগল। তারা নিয়মিত কোকেনসেবী হওয়ায় কোকেনের অভাব বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রাণঘাতী হয়ে উঠল।

ডন ডিয়েগো অনেক দেরীতে উপলব্ধি করল র‍্যাটলিস্ট নিয়ন্ত্রণকারী কার্ডেনাসই তার একমাত্র শত্রু নয়। কার্ডেনাস জানতো না জোয়ান কর্তেজ কোন জাহাজগুলোয় গোপন কুঠুরী বানিয়েছে, সে জাহাজগুলোর কথা জানতো না যেগুলো কার্টেল কোকেন পাচারে ব্যবহার করে কিংবা কখন কোন পোর্ট থেকে কোনটা ছেড়ে যায়। তার কোনভাবেই জানার কথা নয় রাতের বেলায় কোন প্লেন ওয়েস্ট আফ্রিকার দিকে উড়ে যায়। শুধু একটা লোক ছিল যে এসবের নাড়ি নক্ষত্র জানত।

ডনের সন্দেহের তীর আরেকজনের দিকে ঘুরতে লাগল যে এসব কিছুর খবর জানত, আলফ্রেড স্যুয়ারেজ, স্যুয়ারেজ ভালমতই জানত কার্ডেনাসের ভাগ্যে কি ঘটেছে এবং সে তার জীবন নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ল।

এখন কার্টেলের আরেকটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রডাকশন, ধরা পড়ে যাওয়ায়, ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় এবং সাগরে হারিয়ে যাওয়ায় তাদের অর্ধেকের বেশি উৎপাদিত পণ্য নষ্ট হয়েছে। ডন এমিলিও সানচেজকে নির্দেশ দিল জঙ্গলে তাদের উৎপাদন বাড়িয়ে দিতে। উৎপাদনের বর্ধিত খরচ কার্টেলের বিশাল সম্পদে আঁচড় ফেলতে শুরু করেছে। এর পরেই কোবরা কার্ডেনাসের খবর পেলেন।

জঙ্গলের চাষীরা প্রথমে গলিত লাশটা খুঁজে পেল। তার মাথাটা সেখানে ছিল না, সেটা কখনও পাওয়াও যাবে না আর, তবে কর্নেল ডস সান্তোস চেইন করাত দিয়ে কাটা লাশ দেখে বুঝতে পারলেন এটা কার্টেলের কাজ। তিনি কার্তেজেনার মর্গকে নির্দেশ দিলেন ডিএনএ স্যাম্পল বের করতে। তার ডিএনএ"র মাধ্যমে বয়স্ক গ্যাংস্টারের পরিচয় নিশ্চিত হওয়া গেল।

ডস সান্তোস খবরটা বোগোটার ডিইএ'র আবাসিক প্রতিনিধিকে জানালেন, ডিইএ'র প্রতিনিধি সেটা আর্লিংটনের নেভি হেডকোয়ার্টারে জানাল। সেখান থেকে খবরটা ওয়াশিংটনে কোবরার কাছে পৌঁছাল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সোর্সের যাতে কোন সমস্যা না হয় সেটা নিশ্চিত করতে আমেরিকান কর্তৃপক্ষ সব সময়েই তৎপর। আর তাই কোবরা এ পর্যন্ত ধীরে ধীরে র‍্যাটলিস্ট থেকে মাত্র বারোজন দূর্নীতিগ্রস্থ অফিসারের নাম প্রকাশ করেছেন। প্রতিটি ঘটনা এমনভাবে সাজানো হয়েছিল যেন মনে হয় প্রতিটি ঘটনাই কাকতালীয় ভাবে ঘটেছে। যখন কার্ডেনাসের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেল তখন থেকে আর সেই গোপনীয়তা রক্ষার আর কোন দরকার রইল না।

ক্যাল ডেক্সটার অ্যান্টি ড্রাগ ইউনিটের প্রধান বব ব্যারিগানকে নিয়ে পুরো ইউরোপ সফর করলেন, এ সময়ে বারোটি দেশের কাস্টমস্ চিফদের তাদের দূর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের সম্পর্কে তথ্য দিলেন। এন্টি ড্রাগ ইউনিটের প্রধান একই কাজ করলেন উত্তর-আমেরিকায়, মেক্সিকো, ইউএসএ এবং কানাডায়। প্রতি ক্ষেত্রেই কাস্টমস্ চিফরা হামবুর্গের মতো ঘটনার মাধ্যমে তাদের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিবেন বলে সম্মতি জানালেন। তাদের পরামর্শ দেয়া হল তারা যেন নতুন কোন কার্গো ক্লিয়ার করার সময় হাতে নাতে তাদের দূর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের গ্রেপ্তার করেন।

কেউ কেউ তার পরামর্শ শোনল, কেউ কেউ এত কিছুর অপেক্ষা না করে সরাসরি দূর্নীতিবাজদের গ্রেপ্তার করে ফেলল। র‍্যাটলিস্টের সবাইকে ধরার পর দেখা গেল সব মিলিয়ে চল্লিশ টন কোকেনও উদ্ধার করা হয়েছে। এই উদ্ধার প্রক্রিয়া এখানেই থামল না বরং চলতেই থাকল।

কোবরা অনেক আগে থেকেই ধরে রেখেছিলেন আজ হোক কাল হোক তার গোপন হাতিয়ারের কথা জানাজানি হবেই। সেটা হল অক্টোবরের শেষের দিকে। মালাম্বু বেসের একজন কলাম্বিয়ান সিকিউরিটি গার্ড ছুটিতে ছিল, সে ছিল মালাম্বু বেসের সামনের গেটের সিকিউরিটি গার্ড। অর্ধ-মাতাল অবস্থায় বোগোটার একটি বারে সে তার গার্লফ্রেন্ড এবং গার্লফ্রেন্ডের বন্ধুবান্ধবের সাথে মালাম্বু বেসের গল্প শুরু করল। সে তাদের জানাল যে মালাম্বু বেস থেকে আমেরিকানরা অদ্ভুতদর্শন একটি প্লেন ওড়ায়। উঁচু দেয়াল থাকায় সে পুরোপুরি দেখতে পারে নি এটা নিচে নেমে কি করে, তবে ল্যান্ডিং আর টেক-অফ করার সময় কয়েক সেকেন্ডের জন্য এটি দেয়ালের উপর দিয়ে দেখা যায়। যদিও এটা রাতের বেলায় আসে এবং রাতের আলোয়ই চলে যায় তবু চাঁদের আলোতে তারা সিকিউরিটি গার্ডরা এটা দেখেছে।

এটা দেখতে বড় আকারের খেলনা বিমানের মত, সে বলল ; সত্যিকার প্লেনের মতোই উড়ে, এর পেছন দিকে একটি পাওয়ার ইউনিটও আছে। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে এতে কোন পাইলট নেই, তাদের ক্যান্টিনে সে অনেককে বলাবলি করতে শুনেছে এতে নাকি অনেক দামী ক্যামেরা ফিট করা আছে এবং এটা নাকি রাতের বেলায়ও মেঘ এবং কুয়াশার মধ্য দিয়ে দেখতে পায়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একান ওকান হতে হতে খবরটি কার্টেলের কানেও পৌছে গেল, এটি শুধু একটি ব্যাপারই বোঝায় : আমেরিকানরা মনুষ্যবিহীন ড্রোন বিমান দিয়ে ক্যারিবিয়ান কোস্টগামী সব জাহাজ এবং প্লেনের উপর নজর রাখছে।

এক সপ্তাহ পরে মালাম্বুতে অবস্থিত আমেরিকান ঘাঁটিতে আক্রমণ হল। অ্যাসল্ট ট্রুপে এনফোর্সার পাকো ভালদেজ ছিল না, সে তার বুলেটবিদ্ধ হাতের পরিচর্যা করছিল। ডন সেখানে রড্রিগো পেরেজের প্রাইভেট আর্মি পাঠাল যেটি সাবেক ফার্ক গেরিলাদের নিয়ে গঠিত।

আক্রমণটি হল রাতের বেলায়, অ্যাসল্ট গ্রুপটি মেইন গেইটের সব কয়জন সিকিউরিটি গার্ডকে হত্যা করল এবং মূল কম্পাউন্ডের দিকে এগোতে লাগল। গেটের কাছে গোলাগুলির শব্দ শুনে ভেতরকার ইউএস মেরিন ইউনিটটি সতর্ক হয়ে গেল যারা ভেতরকার কম্পাউন্ড পাহারার কাজে নিয়োজিত ছিল, একেবারে সময় মত।

সুইসাইডাল এটাকে আসা আক্রমণকারীদের কয়েকজন দেয়াল টপকাতে পারলেও গ্লোবাল হক রাখার হ্যাঙারে ঢোকার চেষ্টা করতে না করতেই গুলিবিদ্ধ হল। দুজন ফার্ক গেরিলা যারা মারা যাওয়ার ঠিক আগে হ্যাঙারটিতে ঢুকতে পেরেছিল, তাদের হতাশ হতে হল, হ্যাঙারটি ছিল খালি। গ্লোবাল হক মিশেল তখন ষাট হাজার মাইল উপরে ভেসে থেকে ক্যারিবিয়ানে চক্কর দিচ্ছিল।

মালাম্বু এয়ারবেসের কনক্রিটের দেয়ালে কয়েকটা ফোস্কার চিহ্ন ফেলা ছাড়া তারা হ্যাঙার বা ওয়ার্কশপের অন্যকোন ক্ষতি করতে পারল না। সকালবেলায় সত্তরটির বেশি ফার্ক গেরিলার মৃতদেহ আশেপাশে পাওয়া গেল। কোন ইউএস মেরিন মারা যায় নি, শুধু ছয়জন কলাম্বিয়ান সিকিউরিটি গার্ড মারা গেছে এই আক্রমণের ফলে।

এর চব্বিশ ঘণ্টা পর কোবরা জানতে পারলেন কার্টেল গ্লোবাল হক মিশেলের কথা জানে। তবে ডন ডিয়েগো দ্বিতীয় গ্লোবাল হকটির কথা জানতো না যেটা ব্রাজিলের কোন এক দুর্বোধ্য দ্বীপ থেকে রিফুয়েল করে।

গ্লোবাল হক স্যামের সাহায্যে ওই এলাকায় মেজর মেনডোজা আরো চারটি কোকেনবাহী এয়ারক্রাফট মধ্য আকাশে উড়িয়ে দিয়েছেন। কার্টেলের লোকেরা র‍্যাঙ্কো বোয়াভিস্তা বদলে আরো অনেক গভীরের কোন এয়ারস্ট্রিপ থেকে টেক অফ করেছে শেষদিকে, কিন্তু তাতেও শেষ রক্ষা হয় নি। উড্ডয়ন স্থল পরিবর্তন করা সত্ত্বেও তাদের কোকেনবাহী প্লেন নিখোঁজ হয়েছে। ডন ওই সব এয়ারস্ট্রীপের স্টাফদের সন্দেহ করল, এনফোর্সার পাকো ভালদেজ দীর্ঘ সময় নির্যাতন করে তাদের মেরে ফেলল কিন্তু কোন তথ্য বের করতে পারল না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এই মাসের শেষ দিকে একজন ব্রাজিলিয়ান শিল্পপতি ছুটি কাটাতে গিয়েছিল ফার্নান্ডো ডে নরোনহা এলাকায়। সে রিও ডি জেনিরোতে থাকা তার ভাইয়ের সাথে ফোনে আলাপ করল, এখানকার ইউএস বেস থেকে আমেরিকানরা খেলনা সদৃশ এক প্রকার প্লেন উড়ায়। দুদিন পর ও *গ্লোবো* নামক স্থানীয় সকালের পত্রিকায় এর উপর একটা প্রতিবেদন প্রকাশিত হল। এতে করে দ্বিতীয় গ্লোবাল হকের অস্তিত্বও প্রকাশিত হয়ে গেল।

কিন্তু এতো দূরে এসে গ্লোবাল হক স্যামের এয়ারবেসে আক্রমণ করা ফার্ক টেরোরিস্টদের পক্ষে অসম্ভব; ওদিকে মালাম্বু এয়ারবেসেও নিরাপত্তা বাড়ানো হল এবং দুটি গ্লোবাল হকই নিয়মিত টহলে যেতে লাগল।

গিনি বিসাউয়ের উপর কোন অভিশাপ পড়েছে ধরে নিয়ে পাইলটরা সেখানে কোকেন নিয়ে যেতে অস্বীকৃতি জানাল, এর পরিবর্তে তারা আফ্রিকার অন্য গন্তব্যে যেতে রাজি ছিল। গিনি কোনাক্রি, সিয়েরা লিওন এবং লাইব্রেরিয়াগামী এমন চারটি বিমান মেনডোজা ভূপাতিত করলেন। কথা ছিল তারা উপর থেকে নির্দিষ্ট স্থানে কার্গো ড্রপ করে দেবে ; কিন্তু তারা কখনোই গন্তব্যে পৌঁছাতে পারেনি।

যখন রিফুয়েলিং স্টপেজ বোয়াভিস্তা থেকে পরিবর্তন করেও কোন লাভ হল না, ভলান্টিয়ার পাইলটরা একেবারে মিইয়ে গেল ; কোন পরিমাণ টাকার অঙ্কের বিনিময়েই তারা আর আটলান্টিক পাড়ি দিতে রাজি হল না। আফ্রিকাগামী কোকেন সহ যাত্রাকে বিমানের ক্রুরা বলতে লাগল ফ্লাইট অফ ডেথ।

ডনকে যেকোন মূল্যে খুশি করার চেষ্টারত আলফ্রেড স্যুয়ারেজ খেয়াল করল প্রশান্ত মহাসাগরে তাদের কোন কার্গো ধরা পড়ে নি। প্যাসিফিক এবং আটলান্টিক দুই মহাসাগরের সাথেই কলাম্বিয়ার কোস্ট আছে, প্যাসিফিক দিয়ে যাত্রাটা একটু বেশি ঘোরপথে হয়ে যেত কিন্তু আটলান্টিকে সব ধরা পড়ে যেতে থাকায় আপাতত সে এ রুটটিই বেছে নিল এবং ক্যারিবিয়ান পরিবর্তন করে সে প্যাসিফিকের দিক দিয়ে কার্গো পাঠানো শুরু করল।

ব্যাপারটা কোবরার নজরে পড়ল কয়েকদিন পর। মিশেল প্রথমে পরিবর্তনটা সনাক্ত করল যখন কর্তেজের লিস্টের একটা ছোট ট্রাম্প স্টিমার ওয়েস্টার্ন কোস্টের উত্তর দিক দিয়ে পানামার দিকে যাচ্ছিল। ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে, ওই এলাকায় কোবরার কোন টহল জাহাজ না থাকায় সেটা ধরা গেল না। তবে কলাম্বিয়ার প্যাসিফিক পোর্টে ফিরে আসা পর্যন্ত একে ট্রেস করা হল।

নভেম্বরে ডন তার ইউরোপের সবচেয়ে বড় কাস্টমার গ্যাংয়ের দুজন প্রতিনিধির সাথে দেখা করতে সম্মতি দিল। সাধারণত ডন ব্যক্তিগতভাবে তার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিজস্ব গভর্নিং বডির সদস্য ছাড়া বাইরের কারো সাথে দেখা সাক্ষাৎ করে না। তবে এবারে কার্টেলের মার্চেন্ডাইজিং চিফ, যে কিনা আন্তর্জাতিক ক্লায়েন্টদের সাথে যোগাযোগ রাখে সেই হোসে মারিয়া লারগোর অনুরোধে তাকে রাজি হতে হয়েছে।

সর্বোচ্চ সতর্কতা গ্রহণ করা হল। ইউরোপ থেকে আগত দুজন গুরুত্বপূর্ণ লোকের কোন ধারণা ছিল না ঠিক কোন এস্টেটে মীটিংটা হবে ; তাদের কার্টেলের লোকেরা রিসিভ করে নিয়ে আসল। ভাষা জনিত কোন সমস্যা হল না আলাপ করতে ; দুজনেই ছিল স্প্যানীশ এবং দুজনেই গ্যালিসিয়া গ্যাংয়ের লোক।

স্পেনের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের এই গ্যাংটি অনেককাল ধরেই পুরনো ইউরোপিয়ান সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বড় স্মাগলার কমিউনিটি হিসেবে পরিচিত। প্রাচীনকাল থেকেই এ এলাকায় ঐতিহ্যগতভাবে দুর্ধর্ষ সমুদ্রগামী নাবিক তৈরি হয় যারা যেকোন সমুদ্রে শত ঝড় ঝঞ্ঝায়ও উত্তাল সাগরে ঝাপিয়ে পড়তে পারে। তারা বলে সমুদ্রের পানি তাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হয়।

তাদের আরেকটি ঐতিহ্য হচ্ছে কাস্টমস এবং এক্সাইজ ম্যানদের প্রতি বিদ্বেষমূলক মনোভাব পোষণ করা। স্মাগলারদের চাঁদের আলোয় রোমান্টিক দেখা গেলেও এরা সময়ে সময়ে নিষ্ঠুরভাবে কর্তৃপক্ষ এবং শত্রুর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ইউরোপে ড্রাগ কালচার বৃদ্ধির সাথে সাথে গ্যালিসিয়া মাদকের একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

অনেক বছর ধরে গ্যালিসিয়ার মাদক সাম্রাজ্য নিয়ন্ত্রণ করত দুটো গ্যাং দ্য চার্লিন এবং লস্ ক্যানোস। পরে তারা এক সাথে যুক্ত হয়ে এখন একত্রে জয়েন্ট ভেঞ্চারে পুরো ইউরোপের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করা শুরু করেছে। সেই দুটি উইংয়ের দুজন ডেপুটী কলাম্বিয়ায় ডনের সাথে দেখা করতে এসেছে। ডন তাদের সাথে দেখা করতে রাজি হয়েছে কারণ গ্যালাসিয়ানদের সাথে কলাম্বিয়ার মাদক সাম্রাজ্যের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এবং তাদের দেয়া বিশাল পরিমাণের অর্ডার।

ভিজিটররা খুশি ছিল না। তাদের দুজন লোক ইন্সপেক্টর পাকো ওর্তেগার হাতে বন্দী হয়েছে দুই স্যুটকেস টাকা সহ কার্টেলের লোক জুলিও লাজের ভুলের কারণে। তাদের দৃষ্টিতে এ ঘটনার জন্য দায়ি জুলিও লাজের অসতর্কতা, সে নিজেও এখন বিশ বছরের জন্য স্পেনের কারাগারে বন্দী।

ডন বরফ শীতল নীরবতায় তাদের অভিযোগগুলো শুনল। অপমানিত হওয়া ডনের সবচেয়ে অপছন্দের বিষয়, তাকে বসিয়ে লেকচার দেয় এমন ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি, তার ভেতরের আগ্নেয়গিরিতে অগ্ন্যুৎপাত হচ্ছিল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তবুও কার্টেল এখন অসুবিধাজনক অবস্থানে থাকায় স্পেন থেকে আসা এই পিয়নদের কথাও তাকে হজম করতে হচ্ছে। জুলিও লাজের উপর তার প্রচন্ড মেজাজ খারাপ হল, আসলেই ভুলটা এই ল-ইয়ারেরই। এই গাধার যদি পরিবার পরিজন থাকত তবে তার অনুপস্থিতিতে পরিবারের লোকদেরই শাস্তি দেয়া যেতো।

লোকগুলো তাদের ক্ষতির ফিরিস্তি তুলে ধরল এবং শেষ পর্যন্ত সূক্ষ্ম হুমকি দিল যে এভাবে যদি চালান ঠিকমতো না পৌঁছায় তবে তারা অন্য কোকেন উৎপাদনকারীর সাথে ব্যবসা করবে। ছোট কার্টেলগুলোর সমন্বয়ে ব্রাদারহুড গঠিত হওয়ার আগে গ্যালিসিয়ান গ্যাং কোকেন নিত মনটোয়া পরিচালিত ভ্যালে ডেল নর্ট নামক কার্টেল থেকে, সেই লোকটা এখন আমেরিকান জেলে আছে। তবে তার কার্টেলের এখনও নিজস্ব উৎপাদন অব্যাহত আছে ; গ্যালিসিয়ানরা পরোক্ষভাবে আবার তাদের কাছে চলে যাওয়ার হুমকি দিল।

"সেনরস্," সে তাদের বলল। "ডন ডিয়েগো আপনাদের কথা দিচ্ছে। আপনাদের সরবরাহ আবার শুরু হবে।"

কিন্তু কথা দেয়ার চেয়ে কাজ করা কঠিন। এখন মনে হচ্ছে আগের সিস্টেমটাই ভাল ছিল ; এক কেজির ছোট প্যাকেট পাকস্থলীতে করে কিংবা স্যুটকেসে করে হাজার হাজার বাহকের দ্বারা পাঠানো। কিন্তু ব্যাপারটাও ইদানীং কঠিন হয়ে পড়েছে, নতুন ধরনের এক্স- রে মেশিন অদৃশ্য অবস্থায় কাপড় এবং চর্বির নিচে থাকা জিনিসও সনাক্ত করে ফেলতে পারে। তাছাড়া ইসলামী জঙ্গীদের আবির্ভাবের ফলে এখন সব এয়ারপোর্টেই কড়া চেকআপ করা হয়। কিভাবে এ সমস্যা থেকে উত্তরণ করা যায় এ ব্যাপারে ডনের মাথায় কিছুই আসছিল না। সে তার মানি লন্ডারারকে হারিয়েছে, তার র‍্যাট লিস্ট কন্ট্রোলার তার সাথে বিট্রে করেছে, বিভিন্ন পোর্টে শত শত পোষা অফিসার ধরা পড়েছে। ডন দিশেহারা বোধ করছিল।

সে জানতো তার খারাপ, খুব খারাপ একটা শত্রু আছে। সেটি হচ্ছে দুটি গ্লোবাল হক যারা দিন রাত নজর রেখে চলেছে উপর থেকে, সম্ভবত তাদের সাহায্যেই কোনভাবে তার প্লেনগুলি গায়েব হয়ে যাচ্ছে। তার জাহাজগুলোও কিভাবে কোন চিহ্ন না রেখে গায়েব হয়ে যাচ্ছে, এর ক্রু কিংবা কার্গোগুলোর ভাগ্যে কি ঘটেছে সেটা ভেবে ভেবে ডন কোন কূল-কিনারা পাচ্ছিল না। ডনও সন্দেহ করল এর পেছনে নিশ্চয়ই কোন একটা উর্বর মস্তিষ্ক রয়েছে এবং তার সন্দেহ ঠিক ছিল। যখন গ্যালিসিয়ান গ্যাংয়ের সদস্যরা এয়ারস্ট্রীপের দিকে এগোল তখন কোবরা তার আলেক্সান্দ্রিয়ার বাড়িতে বসে সাউন্ড সিস্টেমে মোজার্ট শুনছিলেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নভেম্বরের শেষদিকে একটি নিরীহদর্শন গ্রেইন শিপ এমভি চিজাপিক পানামা ক্যানেলের মধ্য দিয়ে প্যাসিফিকে প্রবেশ করল। কেউ যদি জিজ্ঞেস করত কিংবা সেখানকার কর্তৃপক্ষ যদি কাগজপত্র পরীক্ষা করতে চাইত তবে দেখতে পেত জাহাজটি চিলি থেকে গম নিয়ে কানাডা যাচ্ছে।

জাহাজটি দক্ষিণ দিকে মোড় নিয়ে এগোতে থাকল। তার উপরে নির্দেশ আছে কলাম্বিয়ান কোস্টের পঞ্চাশ মাইল দূরে অবস্থান করে একজন যাত্রীর জন্য অপেক্ষা করার।

প্যাসেঞ্জারটি সিআইএ"র একটি এক্সিকিউটিভ জেটে মালামুতে ল্যান্ড করল। সেখানে কোন কাস্টমস্ ফর্মালিটি ছিল না, এমনকি যদি থাকতোও তাহলেও ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্টধারী এই যাত্রীকে কেউ চেক করতো না।

তার লাগেজ ছিল একটি বড় হ্যাভারস্যাক যেটির পাশ থেকে সে সরছিল না, এমনকি ইউএস মেরিনের একজন সেটি বহন করার প্রস্তাব দিলে সে বিনীতভাবে প্রত্যাখান করল। সে মালামু বেসে বেশিক্ষণ থাকল না, তার জন্য একটি ব্ল্যাকহক হেলিকপ্টার অপেক্ষা করছিল।

ক্যাল ডেক্সটার পাইলটটিকে চিনতেন, সে একটা ছোট হাসি দিয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানাল।

"এবার বের হবেন নাকি ঢোকবেন, স্যার?" সে জিজ্ঞেস করল। এটা সেই পাইলট যে কার্ডেনাসের সাথে মিটিংয়ের পর সান্তা ক্লারা হোটেলের ব্যালকনি থেকে ডেক্সটারকে তুলে এনেছিল। ব্ল্যাকহক টেক-অফ করার পর তিনি তার রুট প্ল্যান আবার চেক করলেন। ব্ল্যাকহক উত্তর-পশ্চিম দিকে যেতে থাকল গালফ অফ ড্যারিয়েনের উপর দিয়ে।

৫,০০০ ফিট উপর থেকে পাইলট এবং তার পাশের সিটের যাত্রিটি নিচের জঙ্গল এবং জঙ্গলের ওপাড়ের সমুদ্র দেখতে পাচ্ছিল। ডেক্সটার তার জীবনে প্রথমবার জঙ্গল দেখেছিলেন ভিয়েতনামের আয়রন ট্রায়াঙ্গলে, টিনেজ থাকাকালীন বয়সে। কিছুক্ষণের জন্য তিনি স্মৃতিতে হারিয়ে গেলেন। উপর থেকে এই ঘন সবুজ দেখতে আকর্ষণীয় মনে হয় তবে একবার এতে ঢোকলে এর আসল রূপ বেরিয়ে আসে; বাস্তবে সেটা দুর্ভেদ্য, দুর্গম এবং কখনো কখনো প্রাণঘাতী। গালফ অফ ড্যারিয়েন পেছনে পড়ে গেলে হেলিকপ্টারটি পানামার বর্ডারের দিকে এগিয়ে গেল।

সমুদ্রে ঢোকে পাইলট কনট্যাক্ট করল, তার কোর্স চেক করল এবং সেটি কয়েক পয়েন্ট পরিবর্তন করল। কয়েক মিনিট পর সাগরের মাঝে দিগন্তে একটি বিন্দু দেখা গেল, ক্রমে সেটি বড় হতে লাগল, অপেক্ষাকৃত ছোটো চিজাপিক ধীরে ধীরে নিকটতর হতে লাগল। কয়েকটা মাছ ধরা নৌকা বাদ দিলে সাগর ছিল প্রায় শূন্য, আশেপাশের কেউ ট্রান্সফারটা খেয়াল করল না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ব্ল্যাকহকটা যখন আরো নিচে নামল তখন হ্যাচ কভারের উপর দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকজনকে দেখা গেল, তারা অতিথিকে রিসিভ করার জন্য অপেক্ষা করছিল। ডেকের তুলনায় হেলিকপ্টারটি অনেক বড় হওয়ায় সিদ্ধান্ত হল ডেক্সটার হার্নেস বেয়ে নামবেন। প্রথমে হ্যাভারস্যাকটি ডেক্সটার সরু স্টিলের তার দিয়ে বেঁধে একটু ঝুঁকে ডেকে থাকা লোকদের হাতে দিয়ে দিলেন। হেলিকপ্টারটি জাহাজের বারো ফিট উপরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। এরপর ডেক্সটার দড়ি বেয়ে ডেকে নেমে এলেন। যখন তার পা ডেক স্পর্শ করল তখন দড়িটি আবার হেলিকপ্টারে ফিরে গেল। ব্ল্যাকহকটি ঘুরল এবং পাইলট ককপিটের জানালা দিয়ে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে ফিরে চলল বেসের দিকে।

সেখানে চারজন তাকে অভ্যর্থনা জানাল : জাহাজের ক্যাপ্টেন, তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের একজন, কমান্ডিং অফিসার এবং হ্যাভারস্যাকটি বহন করার জন্য একজন তরুণ নেভি সিল। প্রথমবারের মত ডেক্সটার হ্যাভারস্যাকটি হাতছাড়া করতে রাজি হলেন। *চিজাপিক* আবার চলতে শুরু করল।

তাদের প্রায় চব্বিশ ঘণ্টার মত অপেক্ষা করতে হল। তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা পরের দিন সন্ধ্যায় ক্রিচ এয়ারফোর্স বেস থেকে আসা নির্দেশ শুনতে পেল, গ্লোবাল হক মিশেলের স্ক্রিনে তারা কিছু একটা দেখতে পেয়েছে।

যখন দু সপ্তাহ আগে কোবরার টীম ওয়াশিংটনে বসে লক্ষ্য করল কার্টেল তার পণ্য পরিবহনের গতিপথ ক্যারিবিয়ান থেকে প্যাসিফিকে পরিবর্তন করেছে, মিশেল এর টহল দেয়ার গতিপথও পরিবর্তিত হয়েছে। সে এখন ৬০,০০০ ফিট উচ্চতায় বসে কলাম্বিয়া এবং কোস্টারিকা উপকূলের দক্ষিণ দিকে নজর রাখছিল। এবং কোস্টারিকা উপকূলের ২০০ মাইল দূরে সাগরের মধ্যে কিছু একটা দেখতে পেল।

ক্রিচ থেকে সেটার ছবি ওয়াশিংটনে জেরমি বিশপের কাছে পাঠানো হল। সে ছবিটি বড় করে এর নাম মিলিয়ে দেখল। এটি জোয়ান কর্তেজের শেষ দিককার কাজ করা একটি জাহাজ, এক মাস আগে সেটা ভেনিজুয়েলার বার্থে নোঙর করা ছিল। এ থেকে প্রমাণিত হয়ে গেল কার্টেলের কৌশল সত্যিই পরিবর্তিত হয়েছে।

জাহাজটি ছিল একটি ছোট জাহাজ, এর নাম *মারিয়া লিন্ডা*, মিশেলকে নির্দেশ দেয়া হল এর উপর নজর রাখার জন্য। আর অপেক্ষায় থাকা *চিজাপিক*ও সেটার যাত্রাপথের দিকে এগোতে লাগল।

নেভি সিলরা এতোদিনে বেশ কিছু ধরপাকড় করে বুঝে গেছে তাদের করনীয় কি। চিজাপিক জাহাজটি থেকে পঁচিশ মাইর দূরে থাকতেই লিটলবার্ড *মারিয়া লিন্ডার* উদ্দেশ্যে বেড়িয়ে পড়ল। দুটি ইনফ্ল্যাটাবলও তার পিছু পিছু এগোতে লাগল। এবারে ডেক্সটার চললেন তাদের সাথে তার হ্যাভারস্যাক সাথে নিয়ে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আগের মতোই জাহাজ থামিয়ে ডেক্সটার, তল্লাশী বিশেষজ্ঞ এবং কুকুর সহ পুরো দলটা জাহাজে উঠল। জাহাজের ক্যাপ্টেন মেসেজ পাঠাতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হল। ক্যাপ্টেন সহ তার ক্রুদের হুড পড়িয়ে স্টার্নে বসানো হল। ক্যাপ্টেন জানতো তার জাহাজে করে সে কি বহন করছিল, সে প্রার্থনা করছিল তারা যাতে সেগুলো খুঁজে না পায়।

চোখ হুডে ঢাকা অবস্থায় ক্যাপ্টেন দেখতে পেল না বয়স্ক লোকটি জাহাজে একটি হ্যাভারস্যাক তুলল। হুড যে শুধু দেখার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করে তা নয়, এতে পুরু প্যাড লাগানো থাকায় এটা বাইরের শব্দ শোনার ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ করে ফেলে।

জোয়ান কর্তেজের স্বীকারোক্তি প্রদানকে ধন্যবাদ দিতেই হয়। ডেক্সটার জানতেন সেগুলো দেখতে কেমন এবং সেগুলো কোথায় আছে। যখন অন্যান্য রেইডাররা উপর থেকে নিচ, স্টেম থেকে স্টার্ন পর্যন্ত খুঁজে বেড়াচ্ছিল তখন ডেক্সটার ক্যাপ্টেনের কেবিনে গেলেন।

চারটি শক্ত ব্রাশ-স্ক্রু দিয়ে বাঙ্কটা দেয়ালে ঝোলানো ছিল, স্ক্রুগুলোর উপরিভাগ ছিল মরচে পড়া আর নোংরা যাতে মনে হয় সেগুলো অনেকদিন খোলা হয় নি। ডেক্সটার সেগুলো ঘষে পরিষ্কার করলেন এবং স্ক্রুগুলো খুললেন। বাঙ্কটি খুলে সরিয়ে ফেলতেই এর পেছনের হালটি বেরিয়ে পড়ল। এ কাজটি ক্রুরা নিজেরা হ্যান্ডওভার পয়েন্টে পৌছার একঘণ্টা আগে করত।

দেখে মনে হয় স্টিলের হালটা নিরেট। ডেক্সটার হাত দিয়ে এর একটু নিচে একটা আনলকিং ক্যাচ খুঁজে পেলেন এবং সেটা ঘোরালেন। ক্লিক করে একটা শব্দ হয়ে স্টিল প্যানেলটা লুজ হয়ে গেলে আস্তে করে স্টিল প্লেটটা সরাতেই বান্ডিলগুলো দেখা গেল।

তিনি জানতেন গর্তটা ডানে বামে আরো বড় হবে, উপরে নিচেও বিস্তৃত হবে। বাণ্ডিলগুলো রাখা ছিল ইটের মতো করে, প্রতিটি বান্ডিল দৈর্ঘ্যে প্রায় আট ইঞ্চি, একটার উপর আরেকটা করে সাজিয়ে রাখা ছিল, সবগুলো মিলে একটা দেয়ালের মত তৈরি করেছে। প্রতিটি ব্লক ছিল শক্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিথিন দিয়ে মোড়ানো, সেগুলো আবার ঢোকানো ছিল পাতলা পাটের ব্যাগের মধ্যে, হ্যান্ডলিংয়ের সুবিধার জন্য সেগুলোতে কোনাকুনি করে বাঁধা ছিল নাইলনের কর্ড। সেখানে সবমিলিয়ে দুই টনের মত কোকেন ছিল, ডেক্সটার হিসেব করে দেখলেন আমেরিকাতে এর বাজার মূল্য প্রায় একশো পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার।

সতর্কতার সাথে ডেক্সটার একটা পাটের ব্যাগ খুললেন। যেমনটা তিনি আশা করেছিলেন প্রতিটি পলিথিন মোড়ানো ইটের মধ্যে ডিজাইন এবং ব্যাচ নাম্বার লেখা ছিল।।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যখন তার কাজ শেষ হল তখন তিনি বুকগুলোকে আবার পাটের ব্যাগে ঢুকিয়ে জায়গামত রেখে দিলেন। সেগুলো ঠিক আগে যেমন ছিল তেমনই রইল। তিনি স্টীল প্যানেলটি আগের জায়গায় বসিয়ে দিলেন।

তার শেষ কাজ ছিল বাক্সটাকে আগের জায়গায় স্ক্রু দিয়ে লাগিয়ে দেয়া। এমনকি তিনি আগের মতো স্ক্রুয়ের ডগায় ময়লা গ্রিজও লাগিয়ে দিলেন। যখন সব কাজ শেষ হল তখন তিনি কেবিন থেকে ব্যর্থ চেহারা নিয়ে বেরিয়ে এলেন যেন তিনি কেবিনের সব জায়গা খুঁজে দেখেছেন এবং সেখানে কিছু নেই।

যখন কলাম্বিয়ান ক্রুদের হুড পড়ানো হয়েছিল তখন নেভি সিলরা তাদের নিজেদের মাস্ক খুলে ফেলেছিল। কমান্ডার চ্যাডউইক ডেক্সটারের দিকে তাকিয়ে অবাক হলেন। ডেক্সটার তাকে ইশারা করে ইনফ্ল্যাটাবলে চড়ে বসলেন এবং তার মাস্কটা আবার পড়ে ফেললেন। নেভি সিলরাও একই কাজ করল। ক্রুদের শেকল এবং হুড খুলে দেয়া হল।

কমান্ডার চ্যাডউইক স্প্যানিশ জানতেন না কিন্তু একজন নেভি সিল ফন্টানা সে স্প্যানিশে *মারিয়া লিন্ডার* ক্যাপ্টেনের কাছে ক্ষমা চাইল।

"মনে হচ্ছে আমরা ভুল তথ্য পেয়েছিলাম, ক্যাপ্টেন। দয়া করে আমাদের ক্ষমা করবেন, ইউএস নেভি আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছে। আপনার এখন যেতে পারেন। গুড জার্নি।

যখন ক্যাপ্টেন গুড জার্নি কথাটি শুনল, সে নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। শুধু শুধু হয়রানি করার অভিযোগ তুলে ক্যাপ্টেন কোন প্রকার চেঁচামেচিও করল না, যদি আমেরিকানগুলো ফিরে এসে আবার খোঁজা শুরু করে। যখন ষোলজন লোক এবং তাদের কুকুর ইনফ্ল্যাটাবলে উঠে চলে যেতে শুরু করল তখনও সে হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

ইনফ্ল্যাটাবলগুলো দিগন্তে মিলিয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত ক্যাপ্টেন অপেক্ষা করল, এরপর নিজে নেমে স্ক্রুগুলোর কাছে গিয়ে দেখল সেগুলো অক্ষতই আছে, আরো নিশ্চিত হওয়ার জন্য সে স্ক্রু খুলে বাক্সটি সরিয়ে দেখল।

স্টিলের হালটি অক্ষতই আছে, কিন্তু আরো নিশ্চিত হওয়ার জন্য সে ভেতরের বান্ডিলগুলোও পরীক্ষা করল। সেগুলোও আগের মতোই আছে। যে লোক এই গোপন জায়গাটি তৈরি করেছে তাকে মনে মনে ধন্যবাদ জানাল ক্যাপ্টেন। সম্ভবত আর তার জন্যেই সে আজকে বেঁচে গেছে। তিনরাত পর মারিয়া লিন্ডা তার গন্তব্যে পৌঁছাল।

BanglaBook.org

মেক্সিকোতে তিনটি বড় আকারের কোকেন কার্টেল রয়েছে, ছোট কার্টেল আছে বেশ কিছু। বড়গুলো হচ্ছে লা ফ্যামিলিয়া, গালফ কার্টেল এবং সিনহোলা।

www.BanglaBook.org

এদের সবারই নিজস্ব এলাকা রয়েছে, গালফ কার্টেল মেক্সিকোর পশ্চিম গালফে রাজত্ব করত, আর সিনহোলার সাম্রাজ্য ছিল প্যাসিফিক কোস্টে, *মারিয়া লিন্ডা* কার্গো নিয়ে যাচ্ছিল সিনহোলা কার্টেলের জন্য।

ক্যাপ্টেন এবং তার ক্রুরা সফল ডেলিভারির জন্য তাদের নিজস্ব স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী বিপুল অঙ্কের টাকা পেল এবং নতুন ভলান্টিয়ারদের উৎসাহিত করার জন্য তাদের বিরাট অঙ্কের বোনাসও দেয়া হল। ক্যাপ্টেন পানামা কোস্টের সেই অপ্রীতিকর ঘটনার কথা উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন দেখল না। এমন সৌভাগ্যজনক ভাবে বেঁচে যাওয়ার পর কেন আবার সেটা বলে ঝামেলা টেনে আনা? তার ক্রুরাও তার সাথে একমত হল।

এক সপ্তাহ পরে ঠিক একই রকম আরেকটা ঘটনা ঘটল আটলান্টিকে। সিআইএ জেট আস্তে করে স্যাল আইল্যান্ডের এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করল, সেটা কেপ ভার্দের একেবারে উত্তর-পূর্বে অবস্থিত, তার একমাত্র প্যাসেঞ্জার ছিল ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্টধারী তাই তার কোন পাসপোর্ট এবং কাস্টমস্ ফর্মালিটি মানতে হল না। তার ভারী হ্যাভারস্যাকটা পরীক্ষা করা হলো না।

এয়ারপোর্ট কনকোর্স ত্যাগ করে ডেক্সটার এই এলাকার একমাত্র ট্যুরিস্ট রিসোর্টগামী রেগুলার বাসে চড়লেন না। বরং তিনি ভাড়া করার জন্য একটি গাড়ি খুঁজতে লাগলেন। স্থানীয় একটি গ্যারেজ মালিকের কাছ থেকে ছোট একটা রেন্ট-এ -কার ভাড়া করলেন।

স্যাল শব্দটি এসেছে 'সল্ট' থেকে, সল্ট মানে হচ্ছে লবন, এই বিস্তৃত সমতল এলাকা জুড়ে এক সময় বিশাল বিশাল লবণ তৈরির ঘের ছিল যা এই এলাকার সুখ সমৃদ্ধি অনেকটাই নিশ্চিত করেছিল। এখন এতে দুটি বড় রাস্তা আছে। একটা রাস্তা চলে গেছে পালমেরিয়া এয়ারপোর্ট পেরিয়ে পেড্রা ল্যুমের দিকে, আরেকটা রাস্তা চলে গেছে সান্তা মারিয়ার দক্ষিণ দিক দিয়ে। ডেক্সটার দ্বিতীয় রাস্তাটা ধরে এগিয়ে চললেন।

গাড়িটি অন্ধকার খালি রাস্তা ধরে গ্রামের মধ্যদিয়ে ফিউরা পয়েন্টের লাইট হাউসের দিকে এগিয়ে চলল। ডেক্সটার কার থেকে বেরিয়ে আসলেন, এর উইন্ডশীল্ডে পিন দিয়ে একটি নোট আটকে দিলেন যেটা যেকোন কৌতূহলী মানুষকে জানাবে যে গাড়িটির মালিক ফিরে আসছে। ডেক্সটার হ্যাভারস্যাকটি নিয়ে লাইট হাউসের পাশের বিচের দিকে এগিয়ে গেলেন। তার সেলফোন দিয়ে তিনি একটা কল করলেন।

অন্ধকার সমুদ্রের মধ্য থেকে একটা লিটলবার্ড হেলিকপ্টার তার দিকে বেরিয়ে এল। তিনি তার হাতের টর্চ দিয়ে পরিচিতিমূলক সাংকেতিক আলো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জ্বাললেন, লিটলবার্ডটি তার পাশে ল্যান্ড করল। প্যাসেঞ্জার ডেরেটি খুলে গেল এবং ডেক্সটার হেলিকপ্টারে উঠে বসলেন।

এবারে হেলিকপ্টারটি সরাসরি জাহাজের ডেকে ল্যান্ড করল, আগের মত উপর থেকে মই দিয়ে নামার প্রয়োজন পড়ল না কারণ লিটলবার্ডটি আকারে অনেক ছোট। সেটি ডেকে ল্যান্ড করার পর সেটিকে নীচের গোপন হালে নামিয়ে রাখা হল। পাইলট সেখান থেকে সৈন্যদের মেসে চলে গেল এবং ডেক্সটার গেলেন জাহাজের স্কীপার এবং মেজর বেন পিকারিংয়ের সাথে দেখা করতে। সে রাতের ডিনারে তার সাথে আমেরিকান লোকগুলোও ছিল যারা তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপারটা নিয়ে কাজ করছে এবং ওয়াশিংটনের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রেখে চলেছে।

কেপ ভার্দের দক্ষিণে তাদের তিনদিন অপেক্ষা করতে হল শিকারের জন্য, তিনদিন পর গ্লোবাল হক স্যাম টার্গেট চিহ্নিত করল। সেটি ছিল *বেলেজা ডেল মারের* মতো একটা ফিশিং বোট এবং এর নাম ছিল *বনিতা*। সেটি যাচ্ছিল আফ্রিকার আরেকটি ব্যর্থ রাষ্ট্র গিনি কোনাক্রির দিকে, তার লক্ষ্য কোনাক্রির ম্যানগ্রোভ জলাভূমি।

জোয়ান কর্তেজই *বনিতায়* কাজ করেছে, সে এ জাহাজে লুকানোর জায়গাটা তৈরি করেছে স্টার্নে, ইঞ্জিন রুমের উপরে।

এখানেও প্যাসিফিকে যেমন করা হয়েছিল ঠিক তেমনই করা হল। যখন কমান্ডোরা *বনিতা* থেকে নেমে গেল, এর বিস্মিত এবং হতবাক ক্যাপ্টেন দেখল তার কাছে হার ম্যাজেস্টির পক্ষ থেকে ক্ষমা চাওয়া হচ্ছে বিরক্ত করার জন্য এবং বিলম্ব করিয়ে দেয়ার জন্য। যখন দুটি আরআইবি চোখের আড়ালে চলে গেল, ক্যাপ্টেন গোপন স্থানটি পরীক্ষা করে দেখল, না সবকিছু আগের মতোই আছে, লোকগুলো তাদের কুকুর আর এত ভাল প্রযুক্তি থাকা সত্ত্বেও কোথায় কোকেন আছে সেটা খুঁজে পায় নি।

বনিতা সফলভাবে ডেলিভারি সম্পন্ন করল, কার্গো যথাযথভাবে পৌছে দিল আরেকটি ফিশিং বোটে। সেই বোটটি পিলার অফ হারকিউলিস পেছনে ফেলে, পর্তুগাল পেরিয়ে কার্গোগুলো গ্যালিসিয়ান গ্যাংয়ের হাতে তুলে দিল যেমনটি ডন কথা দিয়েছিল তার তিন টন। কিন্তু জিনিসগুলো ছিল খানিকটা অন্যরকম।

লিটলবার্ড ডেক্সটারকে আবার লাইট হাউসের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে এল, তার গাড়িটি সেখানে আগের মতোই আছে। গাড়ি চালিয়ে তিনি এয়ারপোর্টে চলে গেলেন, এর মালিকের জন্য ভালো অঙ্কের বোনাস গাড়িতে রেখে মালিকের গ্যারেজে গাড়িটি নিয়ে যাবার জন্য ফোন করে দিলেন। এক ঘণ্টার মধ্যে এয়ারপোর্টে সিআইএ জেটটা তাকে নেয়ার জন্য পৌঁছে গেল,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বালমোরালের তথ্য প্রযুক্তি লোকেরা জেটটিকে খবর পাঠিয়েছিল, সেটি তাকে নিয়ে ফিরে চলল।

"আপনি কি শিওর," মেজর পিকারিংকে একজন সৈন্য জিজ্ঞেস করল, "ওই ফিশিংবোটটিতে কিছুই ছিলো না?"

"আমেরিকানটা তো তাই বলল। লোকটা ইঞ্জিনরুমে ঢুকল, হ্যাচকভার বন্ধ করে একঘণ্টা সেখানে কি যেন করল, কালি-ঝুলি মাখা অবস্থায় বেরিয়ে এসে জানাল সে নাকি সেখানকার সব জায়গা ভালোভাবে খুঁজেছে, কিছুই নাকি পাওয়া যায় নি।"

"তবে সে আমাদের কেন সেখানে ঢুকতে দিল না?"

"জানি না।"

"আপনি কি তার কথা বিশ্বাস করেছেন?"

"পুরোপুরি না," মেজর বললেন।

"তাহলে এখানে কি চলতেছে? আমি আরও ভাবলাম ক্রুগুলোকে ধরব, ডাস্টবিনটাকে ডুবিয়ে দেব আর কোকেনগুলো আটক করব। সে কি জন্যে এসেছিল?"

"আমার কোন ধারণা নেই। আমরা টেনিসনের সেই কবিতাটা মেনে চলব। *কারণ খোঁজা আমাদের কাজ নয়।*"

ছয় হাজার ফিট উপরে স্যাম তখন রিফুয়েল করার জন্য ফিরে যাচ্ছিল ব্রাজিলিয়ান আইল্যান্ডে। সিআইএর এক্সিকিউটিভ জেটে করে ডেক্সটার ফিরে যাচ্ছিলেন উত্তর পশ্চিমে। তাকে শ্যাম্পেন অফার করা হল, এর পরিবর্তে তিনি বিয়ার নিলেন। শেষ পর্যন্ত ডেক্সটার বুঝতে পারলেন কেন কোবরা কোকেনের বান্ডিল আটক করে সেগুলো পুড়িয়ে ফেলতেন না, বান্ডিলের গায়ের প্যাকেটগুলো তার দরকার ছিল।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১৪

ব্রিটিশ সিরিয়াস অ্যান্ড অর্গানাইজড্ ক্রাইম এজেন্সি (সোকা) এবং লন্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশের উপরে দায়িত্ব পড়ল রেইড দেয়ার। কয়েকদিন ধরেই তারা এই অপারেশনের জন্য গ্রাউন্ড ওয়ার্ক করছিল। তাদের টার্গেট ছিল 'এসেক্স মব' নামের একটি ড্রাগ স্মাগলিং গ্যাং।

স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের স্পেশাল প্রজেক্টের লোকদের প্রাপ্ত তথ্যমতে এই এসেক্স মব পরিচালিত হয় লন্ডনে জন্ম নেয়া এক কুখ্যাত গ্যাংস্টার বেনি ড্যানিয়েলের দ্বারা ; যে কিনা এ অঞ্চলের একজন বড় ইমপোর্টার এবং ডিস্ট্রিবিউটর গাজা, হিরোইন এবং কোকেনের। ড্যানিয়েল তার বিশাল সম্পদের একটি অংশ ব্যয় করে একটি বিশাল প্রাসাদ বানিয়েছে লন্ডনের পূর্ব দিকে এবং টেমস্ এস্টোয়ারির উত্তর দিকের এসেক্স অঞ্চলে। এ কারণেই তার গ্যাংকে এসেক্স মব বলা হয়।

বেশ অল্প বয়স থেকেই ইস্ট লন্ডনে ড্যানিয়েল তার সুনাম গড়ে তোলেছে তার নিষ্ঠুরতা এবং ক্রাইম দ্বারা। ধীরে ধীরে সে সফলতার চূড়ান্ত শিখরে আরোহণ করে। এখন সে এত উপরে উঠে গেছে যে ব্যক্তিগতভাবে স্পর্শ করা এমনকি নিজের চোখ দিয়ে না তাকিয়েও সে প্রতি বছর অবৈধ ড্রাগ স্মাগলিং থেকে মিলিয়ন মিলিয়ন পাউন্ড কামায়।

বেনি ড্যানিয়েল অনেক আগে থেকেই লন্ডনের টপ টেন মোস্ট ওয়ান্টেড ক্রিমিনালের তালিকায় ছিল। শেষ পর্যন্ত কার্ডেনাসের র‍্যাটলিস্ট থেকেই তারা ব্রেক থ্রুটা পেল যার জন্য তারা এতদিন ধরে অপেক্ষা করছিল।

ইউনাইটেড কিংডম একদিক থেকে ভাগ্যবান ছিল কারণ তার কর্মকর্তাদের মধ্যে কেবল একজনকেই দূর্নীতিবাজ হিসেবে পাওয়া যায়। লোকটা ছিল ইস্ট কোস্ট পোর্ট অফ লোয়েস্টওফটের একজন কাস্টমস্ অফিসার।

কঠোর গোপনীয়তার সাথে একটি মাল্টি ইউনিট টাস্কফোর্স গঠন করা হল যেটি ছিল ফোন ট্যাপিং, ট্র্যাকিং এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সুসজ্জিত। দেশসেরা কয়েকজন ট্র্যাকার এবং ওয়াচারকে এই টাস্কফোর্সের অন্তর্ভুক্ত করা হল।

লোয়েস্টওফটের একজন সিনিয়র অফিসার সিরিয়াস আলসারের কারণে ছুটি নিলেন। তার স্থলাভিষিক্ত হল একজন তরুণ অফিসার যে ইলেকট্রনিক্স সার্ভেইল্যান্সে অভিজ্ঞ ছিল। শুধু দূর্নীতিবাজ কর্মকর্তাটিকে ধরা এবং একটি ট্রাক আটক করা নয় বরং ব্রিটিশ সোকা'র উদ্দেশ্য ছিল এতে জড়িত পুরো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গ্রুপটাকে ধরা। এজন্য তাদের ধৈর্য ধরে বেশ কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হয়েছে এমনকি জেনেশুনেও কয়েকটা কার্গো ছেড়ে দিতে হয়েছে।

লোয়েস্টওফট বন্দরটি এসেক্সের ঠিক উত্তরে অবস্থিত হওয়ায় টাস্কফোর্সের কমান্ডার পিটার রেনল্ড সন্দেহ করেছিলেন এর সাথে বেনি ড্যানিয়েল জড়িত থাকতে পারে, এবং তার ধারনা ঠিক ছিল। দূর্নীতিবাজ অফিসারটির নাম ছিল ক্রোদার। নর্থ সি দিয়ে আসা জাহাজগুলো সাধারণত লোয়েস্টওফট বন্দরে আসত এবং এদের মধ্যে কোন কোন কার্গোকে তাড়াতাড়ি ক্লিয়ারেন্স দিয়ে দেয়ার ব্যাপারে ক্রোদারের আগ্রহ লক্ষ্য করা যেত। ডিসেম্বরে ক্রোদার একটা ভুল করল।

নেদারল্যান্ডের ফ্লাশিং থেকে একটি কার্গো ডাচ চিজ নিয়ে আসছিল স্থানীয় একটি সুপার মার্কেটের জন্য। একজন জুনিয়র অফিসার কার্গোটি পরীক্ষা করতে চাইলে ক্রোদার তাড়াতাড়ি সেখানে ছুটে গেল এবং দ্রুত সেটির ক্লিয়ারেন্স দিয়ে দিল।

জুনিয়রটি কিছু মনে করল না কিন্তু নতুন আসা লোকটি ব্যাপারটি খেয়াল করল। সে আস্তে করে ছোট একটি জিপিএস ট্র্যাকার ট্রাকটির পেছনের বাম্পারে লাগিয়ে দিল যখন ট্রাকটি ডকগেইট অতিক্রম করছিল। তারপর সে তার সেলফোন দিয়ে একটি ফোন করল। তিনটি বিশেষত্বহীন কার ট্রাকটির পিছু নিল। একেক সময় আগু পিছু করে একেকটি কার ট্রাকটির পেছন পেছন যেতে থাকল। তবে ট্রাকটির ড্রাইভার কোনকিছু সন্দেহ করল না, সে বেশ নিশ্চিন্ত মনে গাড়ি চালাচ্ছিল।

বেশ কিছুক্ষণ গাড়িটি সাফোকের রাস্তায় চলে এক জায়গায় থামল যেখানে মার্সিডিজে করে আসা কয়েকজন ট্রাক ড্রাইভারটির সাথে দেখা করল। ট্রাকটির পিছু নেয়া তিনটি গাড়ির একটি না থেমে ট্রাকটি অতিক্রম করে গেল। যাবার সময় সে শুধু মার্সিডিজটির নাম্বার নিল। কয়েক মিনিটের মধ্যে মার্সিডিজটিকে আইডেন্টিফাই করা হল, এটি একটি ছোট কোম্পানির নামে কেনা এবং কয়েক সপ্তাহ আগে গাড়িটি বেনি ড্যানিয়েলের ম্যানশনের কাছে দেখা গেছে।

ট্রাকটি যেখানে থেমেছে যেটি একটি লে-বে যেখানে হাইওয়ে ধরে চলা গাড়ি কিছুক্ষণের জন্য বিরতী নেয়, রিফুয়েল করে, যাত্রিরা ফ্রেশ হয়ে নেয় এবং প্রয়োজনে খাওয়া দাওয়া করে।

মার্সিডিজে করে আসা লোকদের একজন ট্রাকটি ড্রাইভ করে চলে গেল এবং ট্রাক ড্রাইভারটি বাকি দুজনের সাথে সেখানকার একটি ক্যাফেতে প্রায় দুঘন্টা অপেক্ষা করল। দুঘন্টা পর ট্রাকটি ফিরে এল, এবং গ্যাংয়ের লোকেরা ড্রাইভারটিকে মোটা এক তাড়া নোট দিয়ে দিল। এরপর পুনরায় ড্রাইভারটি তার ট্রাকটি নিয়ে কন্টেইনারে করে আসা চীজ চালান দিতে চলে গেল স্থানীয়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সুপার মার্কেটে।

যখন ড্রাইভারটি মার্সিডিজে করে আসা লোক দুজনের সাথে ক্যাফেতে বসে কফি খাচ্ছিল তখন ট্রাক চালিয়ে নিয়ে যাওয়া লোকটি এর মধ্যেকার আসল সম্পদ নিয়ে এসেক্সের দিকে এগিয়ে গেল। এবারে ট্রাক চালক অত্যন্ত সতর্ক ছিল , কিন্তু অনুসরণকারীরাও ছিল অত্যন্ত অভিজ্ঞ, তারা একেকজন একেকবার আগুপিছু করে ট্রাকের পেছনে থাকায় ড্রাইভারের সন্দেহমুক্ত থাকল। এসেক্সে ঢোকার সময় এসেক্স পুলিশের আরো দুটি বিশেষত্বহীন সার্ভেইল্যান্স গাড়ি তাদের পিছু নিল।

শেষ পর্যন্ত ট্রাকটি গন্তব্যে পৌছাল, সেটি ছিল একটি পুরনো পরিত্যাক্ত এয়ারক্রাফট হ্যাঙার, নির্জন এক লবনাক্ত জলাভূমির পাশে। জায়গাটা ছিল এতোই নির্জন যে অনুসরণকারীরা ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে আর অনুসরণ করল না বরং এসেক্স ট্রাফিক ডিভিশনের একটি হেলিকপ্টার এর উপর নজর রাখার জন্য উপর দিয়ে উড়ে গেল এবং দেখতে পেল হ্যাঙারটির দরজা বন্ধ হচ্ছে। ট্রাকটি চল্লিশ মিনিট হ্যাঙারে ছিল, এরপর সেটি বেরিয়ে এসে ক্যাফেতে অপেক্ষারত ট্রাক ড্রাইভারের দিকে রওয়ানা দেয়।

ট্রাকটি চলে যাওয়ার পর ট্রাকের প্রতি আর কারো আগ্রহ রইল না। সেই জলাভূমির পাশে নলখাগড়ার ঝোপে বসে রুরাল সার্ভেইল্যান্সের চারজন এক্সপার্ট বাইনোকুলার দিয়ে নজর রাখছিল। এরপর ওয়্যারহাউস থেকে একটা ফোনকল করা হল ; কলটি ট্রাকিং টিমের সদস্যরা রেকর্ড করল। ফোনটি বিশ মাইল দূরের ড্যানিয়েলের ম্যানশন থেকে কেউ একজন রিসিভ করল। ফোনটি জানাচ্ছিল যে মালগুলো আগামীকাল সকালে সরানো হবে। কমান্ডার রেনল্ড কে হতাশ হয়ে সে রাতের মতো অভিযান স্থগিত করতে হল।

ওয়াশিংটন থেকে নির্দেশ দেয়া হল যাতে সেই অভিযানটি খুব ভাল মিডিয়া কভারেজ পায়। অনুসন্ধানী প্রতিবেদনকারী অনুষ্ঠান ক্রাইম ওয়াচের টিভি টিমকে যাতে সাথে নেয়া হয়।

ডন ডিয়েগো এস্তেবান তার জনসংযোগ নিয়ে খুব চিন্তিত। তার জনসংযোগ মূলত তার বিশজন বড় ক্লায়েন্টদের ঘিরেই আবর্তিত হয় যাদের অবস্থান আমেরিকা এবং ইউরোপে। ডন জোসে-মারিয়া লারগোকে নির্দেশ দিল আমেরিকা এবং ইউরোপের বড় দশটি কাস্টমারদের ওখানে ভ্রমন করে তাদের আশ্বস্ত করতে যে সরবরাহ পুনরায় চালু হবে। তার কাস্টমাররা সত্যিই কার্টেলের উপর বেশ ক্ষিপ্ত ছিল।

বড় দশটি ক্লায়েন্টের একেকটি হওয়ায় তারা পঞ্চাশ পার্সেন্ট টাকা আগে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পরিশোধ করত, বাকিটা মাল হাতে পাওয়ার পর পরিশোধ করত। এই হিসেবে তাদের কার্টেলের কাছে অনেক টাকা পাওনা ছিল কিন্তু কার্টেল সেই অনুযায়ী জিনিস সরবরাহ করতে পারছিল না।

প্রতিটি ইমপোর্টার গ্যাংয়ের নির্দিষ্ট পরিমাণ নিয়মিত কাস্টমার আছে যাদেরকে সময়মত জিনিস সাপ্লাই দিতে হয়। এ ব্যবসায়ে কোন কাস্টমার কারো কাছে বাঁধা নেই, তারা সহজে অন্য জায়গায় সাপ্লাই পেলে সেখানেই চলে যায়, এভাবে তাদের অনেক কাস্টমার হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছিল।

তাছাড়া সফল ডেলিভারীর সংখ্যা কাংখিত পরিমাণের চেয়ে পঞ্চাশ পার্সেন্ট কমে যাওয়ায় জাতীয় পর্যায়ে কোকেন সংকট দেখা দিচ্ছিল। ফলে দাম বেড়ে যাচ্ছিল মার্কেট ফোর্সের জন্য। ইমপোর্টাররা অনেকবেশী ভেজাল মিশিয়েও কুলোতে পারছিল না। একভাগ কোকেনের সাথে দশ ভাগ পর্যন্ত ভেজাল মিশিয়ে তারা তাদের কাস্টমার ধরে রাখতে চেষ্টা করছিল।

এই কোকেন সংকট গ্যাংদের মধ্যে আরেকটি বিপজ্জনক সন্দেহের বীজ ঢুকিয়ে দিচ্ছিল, এমন সন্দেহের বীজ অবশ্য সব সময়েই গ্যাংদের মধ্যে কমবেশি থেকে থাকে। একেকটা গ্যাং ভাবতে শুরু করল শুধু তারাই বুঝি সাপ্লাই পাচ্ছে না অন্যেরা ঠিকই পাচ্ছে। এতে করে সম্ভাবনা দেখা দিল একেকটা গ্যাং কর্তৃক অন্য গ্যাংয়ের গোপন ওয়্যারহাউস লুট করার, যদি সেটা শুরু হয় তবে পুরো আন্ডারওয়ার্ল্ডব্যাপী ভয়াবহ যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে।

লারগোর কাজ ছিল ওইসব ফুঁসতে থাকা গ্যাংগুলোকে শান্ত করা এবং তাদের আশ্বস্ত করা যে কিছু দিনের মধ্যেই সরবরাহ পুনরায় স্বাভাবিক হয়ে যাবে। সে মেক্সিকো দিয়ে শুরু করল।

যদিও ইউএসএতে সরাসরি এয়ারক্রাফট, স্পিডবোট, প্রাইভেট ইয়ট, বাহকের পাকস্থলী ভর্তি করে অল্প পরিমাণে কোকেন পাঠানো হয় তবুও ইউএসএতে পাচারকৃত কোকেনের বেশির ভাগ পাঠানো হয় মেক্সিকো দিয়ে। মেক্সিকোর সাথে ইউএসএ"র আছে ৩০০০ মাইল সীমান্ত। সেটি প্যাসিফিক স্যান ডিয়েগো থেকে শুরু হয়ে গালফ অফ মেক্সিকো পর্যন্ত বিস্তৃত। মেক্সিকোর সাথে সীমান্ত আছে ক্যালিফোর্নিয়া, অ্যারিজোনা, নিউ মেক্সিকো এবং টেক্সাসের।

সীমান্তের দক্ষিণে উত্তর মেক্সিকো অনেক বছর ধরে বিভিন্ন প্রতিযোগী গ্যাংদের যুদ্ধক্ষেত্র, গ্যাংগুলো সেখানে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে ব্যস্ত। হাজার হাজার খুন এবং জখম হয় সেখানে, লাশগুলো পরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হয় রাস্তায় অথবা মরুভূমিতে, প্রতিটি গ্যাংয়েরই আছে অসংখ্য নিষ্ঠুর এনফোর্সার, ক্রসফায়ারে সেখানে মারা যায় অসংখ্য নিষ্পাপ পথচারী।

লারগোর প্রথম কাজ হচ্ছে মেক্সিকোর প্রধান প্রধান গ্যাং সিনহোলা,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গাল্‌ফ এবং লা ফ্যামিলিয়ার সাথে কথা বলা, তারা ইতিমধ্যে চাহিদামত চালান না পাওয়ায় ক্ষোভে ফুঁসছিল। সে শুরু করবে সিনহোলা দিয়ে যারা প্যাসিফিক কোস্টের বেশির ভাগ নিয়ন্ত্রণ করে। *মারিয়া লিভা* জাহাজটা ঠিক ঠিক মত পৌছালেও দুর্ভাগ্যবশত এর পরের জাহাজটা কোন প্রকার ট্রেস ছাড়া হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

ইউরোপে জনসংযোগ করার দায়িত্ব পড়েছে লারগোর সহকারীর উপর ; সে একজন চতুর কলেজ পাশ করা ছেলে যে তার মাতৃভাষা স্প্যানিশ ছাড়াও অনর্গল ইংলিশে কথা বলতে পারে, কাজ চালানোর মতো জানে ইটালিয়ান ভাষাও। তার নাম জর্জ ক্যালজাডো। সে যে রাতে মাদ্রিদে অবতরণ করল সেই রাতে এসেক্সের জলাভূমিতে অবস্থিত হ্যাঙারটিতে রেইড দেয়া হল।

সেটি একটি ভাল রেইড হয়েছিল এবং সেটি আরো ভাল হত যদি গ্যাংটির সবাই সেখানে অ্যারেস্ট হওয়ার জন্য উপস্থিত থাকত, এমনকি যদি বেনি ড্যানিয়েলও সেখানে থাকতো। কিন্তু এসব উঁচু পর্যায়ের গ্যাংস্টাররা এসব ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকে না বরং দূর থেকে কলকাঠি নাড়ে।

পরেরদিন সকালে জিনিসগুলো ট্রান্সফার হবে, ফোন ইন্টারসেপ্ট করে একথা শোনার পর মধ্যরাতের ঠিক আগে অভিযানকারী দল তাদের পজিশন নিল সব লাইট নিভিয়ে, কালো অন্ধকারে কালো পোশাক পড়ে, এবং অপেক্ষা করতে লাগল। কেউ কোনপ্রকার কথা বলল না, আলো জ্বালল না এমনকি ফ্লাক্সও খুললো না যদি ধাতব শব্দ হয় এই ভেবে। চারটা বাজার ঠিক আগে একটা গাড়ির আওয়াজ শোনা গেল এবং হেডলাইট এগিয়ে আসতে দেখা গেল।

অ্যামবুশকারীরা দরজা খোলার আওয়াজ শুনতে পেল এবং ভেতর থেকে ক্ষীণ আলো বেরিয়ে আসতে দেখল। আর কোন গাড়ি আসছে না দেখে কমান্ডারের সংকেত পেয়ে আস্তে আস্তে সবাই ঝোপ ছেড়ে বেরিয়ে এসে পজিশন নিল। তাদের পেছনে ছিল কয়েকটা কুকুরসহ ডগ স্কোয়াড, আর্মড ডিফেন্সের জন্য কয়েকজন স্নাইপার আর আলোয় ভাসিয়ে দেয়া সার্চলাইট।

খুব ভালো সারপ্রাইজ দেয়া গেছে। হতচকিত ক্রিমিনালরা কোন প্রকার প্রতিরোধের চেষ্টা করল না। ড্রাগ আটকের হিসেবে অভিযানটা সন্তোষজনক তবে ক্রিমিনাল আটকের হিসেবে না। মাত্র তিনজন ক্রিমিনাল ধরা পড়েছে।

ট্রাকটি যা নিতে এসেছে সেগুলো ছিল মেঝেতে স্তুপ করে রাখা। সেখানে প্রায় একটন কোকেন ছিল, তখনো সেগুলো ছিল পাটের ব্যাগে র‍্যাপিং করে রাখা, প্রতিটি প্যাকেটের উপর কোনাকুনি করে কর্ড বাঁধা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ক্যামেরাগুলোকে ভেতরে আসতে দেয়া হল, একটি ক্যামেরা টিভির জন্য এবং আরেকটি স্টিল ক্যামেরা একটা বড় সংবাদ এজেন্সির যারা বিশ্বের বিভিন্ন সংবাদপত্রের জন্য ছবি ও তথ্য সরবরাহ করে থাকে। তারা একেবারে কাছ থেকে ছবি তুলল, কয়েকটা পাটের র‍্যাপিং কেটে ভেতর থেকে পলিথিন মোড়ানো প্যাকেটগুলো বের করে তার ছবিও তুলল। ব্লকগুলোর উপরে কাগজের লেবেলে নাম্বার লিখা ছিল, সেগুলো উৎপাদনের ব্যাচ নাম্বার। হাতকড়া পড়ানো তিনজন লোকের ছবিসহ আটককৃত কোকেনের বান্ডিলগুলোর ছবি তোলা হল। ততোক্ষণে ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে, সিনিয়র পুলিশ এবং কাস্টমস্ অফিসারদের জন্য সেটি একটি দীর্ঘ দিন হতে চলল।

আরেকটা প্লেন ভূপাতিত হল থার্টি ফিফথ লংগিচুডের পূর্বে কোন এক স্থানে। নির্দেশ অনুযায়ী তরুণ পাইলট পনেরো মিনিট পর পর সবকিছু ঠিকঠাক থাকার সংকেত পাঠাচ্ছিল। হঠাৎ সে থেমে গেল। সে যাচ্ছিল লাইবেরিয়ার দিকে। কোন প্রকার সংকেত না পেয়ে কার্টেল একটি স্পটার প্লেন পাঠাল কি হয়েছে খুঁজে দেখার জন্য। সেটি কিছুই খুঁজে পেল না। সাধারণত বিমান দুর্ঘটনা হলে কোন না কোন চিহ্ন থেকেই থাকে যেমন সিট, কুশন, কাপড় চোপড়, বই, পর্দা এবং পানির থেকে হালকা যেকোন কিছু পানিতে ভেসে থাকে। কিন্তু যখন একটি বিমান ১০,০০০ ফিট উচ্চতায় একটি জ্বলন্ত বলে পরিণত হয়, নিচে নামতে নামতে পানিতে ভেসে থাকার মত আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না ; ধাতব পদার্থগুলোর পানিতে ডুবে যায়। স্পটার এয়ারক্রাফট তাই কোন কিছু না পেয়ে ফিরে গেল। সেটিই ছিল প্লেন নিয়ে আটলান্টিক পাড়ি দেয়ার শেষ চেষ্টা।

জোসে-মারিয়া লারগো মেক্সিকো থেকে ইউএসএ গেল প্রাইভেট চার্টার প্লেনে করে। গন্তব্য ছিল বেশ সংক্ষিপ্ত, টেক্সাসের করপাস ক্রিস্টি। তার পাসপোর্ট ছিল স্প্যানিশ, সেটি পুরোপুরি জেনুইন না হলেও জেনুইনের মতোই। পাসপোর্টটি ছিল একজন সত্যিকারের স্প্যানিশ নাগরিকের যার সাথে লারগো'র চেহারার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। চেহারার দিক দিয়ে বিবেচনা করলে সেটি ইমিগ্রেশন অফিসারকে বোকা বানাতে পারে। কিন্তু লারগো ধরা পড়ে গেল অন্য কারণে।

আগের পাসপোর্ট হোল্ডার একবার আমেরিকায় এসেছিল, সে এয়ারপোর্টে এসে আইরিশ রিকগনিশন ক্যামেরার দিকে তাকিয়েছিল অবচেতনে। লারগোও একই কাজ করল। মানুষের চোখের মনি ডিএনএ স্যাম্পলের মতোই স্বতন্ত্র, প্রতিটি মানুষের জন্য আলাদা। এটা কখনো মিথ্যা বলে না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ইমিগ্রেশন অফিসারের চেহারায় কোন পরিবর্তন দেখা গেল না। সে স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকল, নোট করল যা দেখেছে এবং ভ্রমণকারী বিজনেসম্যানকে একটু পাশের রুমে আসতে অনুরোধ করল। সেখানে আধঘন্টা সময় ব্যয় হল। এরপর লারগোর কাছে সময় নষ্ট করার জন্য ক্ষমা চেয়ে তাকে যেতে দেয়া হল। তার ভেতরের ভয় স্বস্তিতে রূপান্তরিত হল, যাই হোক শেষ পর্যন্ত ধরা পড়েনি। তার ধারনা ছিল ভুল।

তথ্য প্রযুক্তির গতি বর্তমানে এমন পর্যায়ে পৌছেছে যে কয়েক মিনিটের মধ্যেই গোপন ক্যামেরায় তোলা লারগোর ছবি সিআইএ, এফবিআই এবং ডিইএ'র কাছে পৌছে গেল। কলাম্বিয়ার কর্নেল ডস সান্তোস কার্টেলের উঁচু পর্যায়ের লোকদের ছবি ডিইএর কাছে দিয়ে রেখেছেন, এর মধ্যে নিশ্চিত ভাবেই জোসে মারিয়া লারগো ছিল। যদিও ডস সান্তোসের দেয়া ছবিটা অনেক কমবয়েসী লারগোর ছবি তবুও তাকে ফিচার রিকগনিশন সফটওয়্যার কয়েক সেকেন্ডেই সনাক্ত করে ফেলল। তাকে তৎক্ষণাৎ ধরা হয়নি কারণ ডিইএ চাচ্ছিল লারগো কোন কোন গ্যাংয়ের সাথে যোগাযোগ করে সেটি দেখতে।

লারগো কনকোর্স থেকে বেরিয়ে তার আগে থেকে ভাড়া করা গাড়িতে উঠে বসল এবং পার্কিং ছেড়ে বেরিয়ে গেল। তিনজন ডিইএ'র লোক তার পিছু নিল, সে সেটা বুঝতে পারল না। ডিইএ'র লোকেরা লারগোর পিছু নিল সবকটি মিটিং পর্যন্ত।

লারগোর দায়িত্ব হচ্ছে আমেরিকার তিনটি শ্বেতাঙ্গ বাইকার গ্যাংয়ের সাথে যোগাযোগ করা এবং তাদের আশ্বস্ত করা। গ্যাংগুলো হচ্ছে : হেল অ্যাঞ্জেল, দ্য আউট ল এবং ব্যান্ডিডস্। সে জানতো তিনটি গ্যাংয়ের প্রত্যেকেই একে অপরকে ঘৃণা করে, তবে তাদের কেউই কলাম্বিয়ান একজন দূতকে হয়রানি করতে সাহস পাবে না; এতে করে কার্টেলের কাছ থেকে পরবর্তীতে এক গ্রাম কোকেনও আর আশা করা যাবে না।

তাকে প্রধান দুটি কৃষ্ণাঙ্গ গ্যাংয়ের সাথেও যোগাযোগ করতে হবে : দ্য ব্লাড এবং দ্য ক্রিপস্। তার তালিকার বাকি পাঁচটি গ্যাং হিস্পানিক : দ্য ল্যাটিন কিংস, দ্য কিউবানস্, কলাম্বিয়ানস্, পুয়ের্তো রিকানস্ এবং বিশ্বের সবচেয়ে ভয়াবহ গ্যাং স্যালভাদরিয়ান এমএস থার্টিন।

সে আমেরিকাতে দুই সপ্তাহ ব্যয় করল, কথাবার্তা বলল, আলাপ আলোচনা করল, তর্ক-বিতর্ক করল, তাদের আশ্বস্ত করল এবং শেষ পর্যন্ত স্যান ডিয়েগোতে তার কলাম্বিয়ান ভাই বেরাদারের কাছে ফিরে আসার আগ পর্যন্ত প্রতিক্ষেত্রে খুব করে ঘামল। সব ক্ষেত্রেই কিছু উগ্র লোক সেখানে থাকত, তবে তার স্বান্ত্বনা যে সে তাদের শেষ পর্যন্ত বোঝাতে পেরেছে। ইউএসএ'র গ্যাংদের কাছ থেকে একটা পরিস্কার মেসেজই পাওয়া গেল :

www.BanglaBook.org

তাদের প্রফিট কমে যাচ্ছে এবং এর জন্য কলাম্বিয়ান কার্টেলই শুধুমাত্র দায়ি।

ওদিকে ডন ছিল বেশ চিন্তাগ্রস্থ, পরিবহন খাতে ব্যর্থতার জন্য আলফ্রেড স্যুয়ারেজকে সরিয়ে দেয়া যায় কিন্তু এটা কোন সমাধান নয়। ডন নিশ্চিত তার জিনিসগুলো কেউ চুরি করছে, একটি অমার্জনীয় অপরাধ। তাকে চোরগুলোকে খুঁজে বের করে ধ্বংস করতে হবে অথবা নিজেকেই ধ্বংস হতে হবে।

জলাভূমির হ্যাঙার থেকে যারা গ্রেপ্তার হয়েছিল তাদের একজন জাস্টিন ককার। ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে তার বেশিক্ষণ সময় লাগল না। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল 'এ' ক্যাটাগরির ড্রাগ রাখা এবং সাপ্লাই করার, ম্যাজিস্ট্রেটের লিগ্যাল এডভাইজার তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলো পড়ে শোনাল এবং রিমান্ড চাইল। সবাই জানতো এটা একটা ফর্মালিটি। ককারের লিগ্যাল এইড ল-ইয়ার দাঁড়িয়ে জামিনের আবেদন করল। ম্যাজিস্ট্রেট বেইল অ্যাক্ট অফ ১৯৭৬ অনুসারে তার সাতদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করলেন। জাস্টিন ককারকে সেখান থেকে সাদা একটি প্রিজন ভ্যানে করে নিয়ে যাওয়া হল কারাগারে। স্পেশাল এসকর্ট গ্রুপের আটজন চারটি বাইকে করে ভ্যানটিকে এসকর্ট করে নিয়ে গেল।

একটন কোকেন আটকের ঘটনাটি জাতীয় পত্রিকাগুলোর জন্য একটি ভাল সংবাদ আর স্থানীয় পত্রিকার জন্য সেটি ছিল আরো বেশি আকর্ষণীয়। স্থানীয় পত্রিকা এসেক্স ক্রনিকল সামনের পৃ"ায় বড় করে ছবিসহ খবরটি ছাপল। কোকেনের বাণ্ডিলের স্তুপের পাশে দাঁড়ানো জাস্টিন ককারের ছবিসহ সংবাদ ; আইন অনুযায়ী অপরাধীর মুখটি ঝাপসা করে দেয়া হয়েছে যাতে তার পরিচয় প্রকাশ না পায়। কিন্তু পাটের র‍্যাপিংটি ছিল খোলা এবং এর ভেতরকার পলিথিনে মোড়ানো বাণ্ডিলগুলোতে ব্যাচ নাম্বার স্পষ্ট পড়া যাচ্ছিল।

জর্জ ক্যালজাডোর ইউরোপ সফরের অভিজ্ঞতাও জোসে-মারিয়া লোরগোর নর্থ আমেরিকা সফরের চেয়ে ব্যতিক্রম হল না। সব জায়গায়ই তাকে মুখোমুখি হতে হয়েছে প্রচণ্ড বদরাগী কিছু মানুষের, তারা সবাই দাবি করছিল তাদের সরবরাহ পুনরায় স্বাভাবিক হোক। তাদের স্টক ছিল সীমিত, বাড়ছিল দাম, তাদের কাস্টমাররা অন্য ধরনের ড্রাগসে আসক্ত হয়ে পড়ছিল যেগুলো আসলে প্রায় পুরোটাই ভেজাল, যতটা সম্ভব ভেজাল হতে পারে।

ক্যালজাডোর গ্যালিসিয়ান গ্যাংয়ের সাথে দেখা করতে হবে না, তারা নিজেরাই ডনের সাথে সরাসরি কথা বলে এসেছে এবং ডন নিজেই তাদের আশ্বস্ত করেছে। কিন্তু অন্যান্য প্রধান গ্যাংগুলোর সাথে তাকে কথা বলে যেতে হবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পূর্বের গ্যাংগুলোর মাঝে রাশিয়ান, সার্বিয়ান, লিথুনিয়ান গ্যাংদের সাথে সে দেখা করল ; তাছাড়া নাইজেরিয়ান, জ্যামাইকান ইয়ার্ডি ; তুর্কি, যারা মূলত উত্তর পশ্চিম থেকে এসেছিল এবং বর্তমানে জার্মানীর আন্ডারওয়ার্ল্ড নিয়ন্ত্রণ করে ; আলবেনিয়ান, যারা তাকে প্রায় ভড়কে দিয়েছিল ; এবং ইউরোপের সুপ্রাচীন তিনটি বৃহত্তর গ্যাং : মাফিয়া অফ সিসিলি, ক্যামোরা অফ নাপোলেস এবং সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে ভয়াবহ ড্রাঘেটা।"

কর্নেল ডস সান্তোস সাংবাদিক এমনকি সিনিয়র সম্পাদকদেরও লাঞ্চের জন্য নিমন্ত্রণ জানাতে পছন্দ করেন না। এইসব সম্পাদকেরা খরচ করতে জানে ভাল তবে বিলটা আসে যে তার কাছে উপকার চাইতে আসে তার কাছে। এবারে এই সম্পাদকের কাছে সাহায্য প্রার্থী স্বয়ং পুলিশিয়া জুডিশিয়াল কর্নেল ডস সান্তোস। তিনি তার এক বন্ধুর হয়ে এই সম্পাদকের কাছে সাহায্য চাইতে এসেছেন।

কর্নেল ডস সান্তোসের সাথে চাকরিসূত্রে ভাল সম্পর্ক আছে আমেরিকান এন্টি ড্রাগ ইউনিটের এবং ব্রিটিশ সোকা'র সিনিয়র অফিসারদের। প্রেসিডেন্ট আলভারো উরীবের অধীন কলাম্বিয়া বিভিন্ন দেশের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে থাকে। তাছাড়া ডস সান্তোস এবং আমেরিকান এন্টি ড্রাগ ইউনিট একই রকম জিনিস নিয়ে কাজ করে। তবে এবারে উপকারটি করতে যাচ্ছিলেন ব্রিটিশ সোকাকে।

"এটা একটা ভাল গল্প," পুলিশম্যান দাবি করলেন, এমনভাবে বললেন যেন *এল এসপেক্টেডর* পত্রিকার এই সম্পাদক জানেন না কোনটা ভাল গল্প। সম্পাদক সাহেব ওয়াইনের গ্লাসে চুমুক দিলেন এবং প্রস্তাবিত খবরটিতে চোখ বুলালেন। একজন সাংবাদিক হিসেবে তিনি সন্দিহান ছিলেন এ জিনিসটা কতটুকু ভাল খবর ; তবে একজন সম্পাদক হিসেবে তিনি অনুমান করতে পারছিলেন খবরটা ছাপার প্রতিদান হিসেবে কি দাবি করা যেতে পারে।

সংবাদটি ছিল ইংল্যান্ডের একটি পুরনো ওয়্যারহাউসে চালানো রেইডের ব্যাপারে। সবই ঠিক আছে। চালানটিও বেশ বড়, পুরো এক টন ; কিন্তু এ ধরনের ঘটনা প্রায়ই ঘটে থাকে, একেবারে সাদামাটা একটা খবর। খবরটা অন্যসব কোকেন আটকের খবরের মতোই। স্তূপীকৃত বান্ডিল, কাস্টমস্ অফিসারদের গর্বিত চেহারা, হ্যান্ডকাফ পরিহিত বন্দী। তবে সম্পাদক বুঝতে পারল না এসেক্সের খবর এখানকার পত্রিকায় ছাপার ব্যাপারে এই লোক এতো আগ্রহী কেন। কর্নেল ডস সান্তোস কারণটা জানাতেন কিন্তু সম্পাদককে ভেঙে বললেন না।

লাঞ্চ করতে করতে সম্পাদক আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল সে প্রতিদানে কি চায়। ডস সান্তোষ তাকে প্রতিশ্রুতি দিলেন তার ফ্ল্যাটে সময়মত একজন উঁচু দরের পতিতা পৌছে যাবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"ঠিক আছে, আপনার সংবাদটা কালকে দ্বিতীয় পাতায় ছাপা হয়ে যাবে।"

"আমার সামনের পাতা চাই," পুলিশম্যান আবার বললেন।

"লাঞ্চের জন্য ধন্যবাদ, আবার দেখা হবে।"

ব্যক্তিগতভাবে সম্পাদক জানতেন এর পেছনে কোন না কোন উদ্দেশ্য আছে কিন্তু তিনি নিশ্চিত হতে পারলেন না সেটা কি। ছবি এবং ক্যাপশনটি এসেছে লন্ডন ভিত্তিক একটি বড় নিউজ এজেন্সি থেকে। ছবিতে দেখা যাচ্ছিল এক স্তূপ আটককৃত কোকেনের পাশে হাতকড়া পরানো বন্দী যেখানে কয়েকটি প্যাকেট খোলা এবং এর ভেতরের নাম্বারগুলো দৃশ্যমান। পরের দিন সম্পাদক প্রথম পাতায় ছবিসহ সংবাদটা ছেপে দিলেন।

এমিলিও সানচেজের এমনিতে খবরের কাগজ পড়ার সময় হয় না, সে ব্যস্ত থাকে প্রডাকশন দেখাশোনার কাজে জঙ্গলে জঙ্গলে, বিভিন্ন ল্যাবরেটরীতে রিফাইনমেন্ট দেখাশোনার কাজে এবং শিপমেন্টের জন্য কোকেন প্যাকেট করার কাজে। পত্রিকায় খবরটি প্রকাশিত হবার দুইদিন পর ভেনিজুয়েলা সীমান্ত থেকে আসার সময় সে একটা নিউজ স্ট্যান্ডের পাশ দিয়ে আসছিল। কলাম্বিয়ার কর্তৃপক্ষের কড়াকড়ির কারণে কার্টেল তাদের কয়েকটি গোপন ল্যাবরেটরী ভেনিজুয়েলা সীমান্তে স্থাপন করেছে এতে করে সেই ল্যাবরেটরীগুলো কর্নেল ডস সান্তোসের আওতার বাইরে নিরাপদে রয়েছে।

বর্ডারের পাশের শহর কুকুটাতে পৌছে সে তার ড্রাইভারকে একটা ছোট হোটেলে থামতে বলল যাতে সেখানে সে টয়লেট ব্যবহার করতে পারে এবং কফি খেতে পারে। হোটেলের লবিতে একটা দুদিনের পুরনো *এল এসপেক্টেডর* র‍্যাকের মধ্যে রাখা ছিল। সেই পত্রিকার কোন একটা ছবি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সেই স্ট্যান্ডে থাকা পত্রিকাটির একমাত্র কপিটি সাথে করে নিয়ে সে গাড়িতে উঠল।

খুব অল্প সংখ্যক মানুষ সবকিছু তাদের মাথায় মনে করে রেখে দিতে পারে ; এমিলিও সানচেজ সব রেকর্ড ঠিকমতো মনে রাখার ব্যাপারে রীতিমত পারদর্শী এবং এ নিয়ে সবসময়েই সে গর্ব করত, আর এই মনে রাখার ব্যাপারে সে তার নিজস্ব পদ্ধতি ব্যবহার করত। প্রথমত সেই কৌতূহল বশত সে পত্রিকাটা নিয়েছিল, একই লাইনের লোক হওয়ায় অন্য জায়গায় কোকেন আটকের খবরটা তার নজর কাড়ে। আটককৃত প্যাকেটগুলো দেখে সে চিনতে পারল এগুলো তার হাতেই উৎপাদন করা এবং প্যাকেট করা, এমনকি ব্যাচ নাম্বারগুলোও দেখা যাচ্ছিল। ভাল করে পড়ার জন্য গাড়িতে থাকা ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা সে হাতে নিল এবং ব্যাচ নাম্বারগুলো পড়তে পড়তে চমকে উঠল।

আরও একবার ডনের নিরাপত্তা বিষয়ক জটিলতার জন্য দুদিন বিলম্বে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মীটিংটি সম্পন্ন হল। যখন এমিলিও সানচেজ সব বলে শেষ করল, ডন ডিয়েগো অসম্ভব শান্ত হয়ে গেল। ডন ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা হাতে নিল এবং সানচেজের সাথে করে আনা রেকর্ডের সাথে পত্রিকার পাতায় ছাপা ব্যাচ নাম্বারটা মিলিয়ে দেখল।

"এ ব্যাপারে আর কোন সন্দেহই থাকল না," শীতল স্বরে ডন বলল।

"কোন সন্দেহই নেই, ডন ডিয়েগো। ডিসপ্যাচ নোট অনুযায়ী এই লটের মাল ছিল গ্যালিসিয়ানগামী *বেলেজা ডেল মার* নামক জাহাজে কয়েক মাস আগে। জাহাজ গন্তব্যে পৌছায় নি কিংবা আমরা এর কোন হদিশও পাই নি। সেই কার্গোগুলোই এগুলো। কোন ভুল নেই।"

ডন ডিয়েগো এস্তেবান দীর্ঘক্ষণ নীরব থাকল। এমিলিও সানচেজ কিছু বলতে চাইলে সে হাত তুলে থামিয়ে দিল। কলাম্বিয়ান কার্টেলের প্রধান শেষ পর্যন্ত প্রমাণ পেল কেউ একজন তার কার্গো রাস্তায়ই চুরি করছে এবং তার কাছে মিথ্যা রিপোর্ট করছে যে কার্গো পৌঁছায়নি। আক্রমণে যাওয়ার আগে তার আরো কিছু ব্যাপার পরিষ্কার হওয়া দরকার।

তার জানা দরকার ঠিক কতদিন ধরে এটা চলছে ; তার ক্লায়েন্টদের মধ্যে ঠিক কারা তার জাহাজগুলো মধ্যপথে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং ভান করছে যেন কার্গো পৌঁছায়নি। তার কোন সন্দেহই থাকল না তার জাহাজগুলো ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে, তার ক্রুদের মেরে সাগরে ভাসিয়ে দেয়া হয়েছে এবং এরপর তার কোকেন চুরি করা হয়েছে। তার জানা দরকার ছিল এই দূর্নীতি কতদূর পর্যন্ত ছড়িয়েছে।

"তুমি দুটো তালিকা তৈরি কর," সানচেজ কে উদ্দেশ্য করে ডন বলল। "ব্যাচ নাম্বার ধরে ধরে গত পাঁচ মাসে আমরা যেসব কার্গো হারিয়েছি তার একটা তালিকা কর। আর যেসব কার্গো সফল ডেলিভারী হয়েছে তার একটা তালিকা।"

শেষ পর্যন্ত স্রষ্টা তার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। সে পর পর আরো দুটি ব্যাপার জানতে পারল, ব্যাপারগুলো আস্তে আস্তে তার কাছে খোলাসা হচ্ছিল। আমেরিকা মেক্সিকো সীমান্তে নোগালেস শহরের পার্শ্ববর্তী অ্যারিজোনায় ইউএস কাস্টমস ট্রাকে করে পাচার হতে যাওয়া বড় একটি কোকেনের চালান আটক করে। এটি ছিল বড় মাপের আটকের ঘটনা আর তাই এর বেশ প্রচারনাও হল।

ডন ডিয়েগো ও তার কার্টেল বড় অঙ্কের টাকা ঘুষ দিয়ে একজন অফিসারের মাধ্যমে আটক চালানটির বাণ্ডিলগুলোর ব্যাচ নাম্বার লিখিয়ে আনল। পরে লিস্টের সাথে মিলিয়ে দেখা গেল এর কিছু কোকেন ছিল *মারিয়া লিন্ডা* জাহাজে যেগুলো নিরাপদে ডেলিভারি হয়েছিল সিনহোলা কার্টেলের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কাছে আর কিছু কোকেন ছিল' দুটো গো-ফাস্টে যেগুলো ক্যারিবিয়ানে কয়েকমাস আগে নিখোঁজ হয়েছিল। দুটো চালানই যাচ্ছিল সিনাহোলা কার্টেলের কাছে ; একটা ডেলিভারির কথা তারা স্বীকার করেছে অন্যটা পৌছানোর কথা স্বীকার করে নি। এখন দুটো কার্গোর কোকেন একই সাথে নাগোলেসে ধরা পড়েছে।

ভাগ্যক্রমে ডনের কাছে আরেকটি সংবাদ এল ইতালী থেকে। ইতালী থেকে ট্রাকে করে কোকেন নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল আল্পস্ অতিক্রম করে লণ্ডনে। মধ্যপথে ট্রাকের চাকা পাংচার হয়ে একটা বিপজ্জনক দুর্ঘটনার মুখোমুখি হতে হতেও বেঁচে গেল। পুলিশ এবং উদ্ধারকারী দল এসে টেইলব্যাক থেকে টেনে তোলার জন্য এর কিছু মাল নামিয়ে গাড়িটি হালকা করতে বলল। আর তখনই প্রকাশ হয়ে পড়ল কোকেনের অস্তিত্ব।

অবৈধ জিনিসগুলো আটক করা হল। যেহেতু মিলান থেকে আসছিল তাই সহজেই বলে দেয়া যায় এটা ড্রাঘেটা মাফিয়ার জিনিস। স্থানীয় ওয়্যারহাউসে রাতের বেলা একজন অফিসার ঢোকল, সে কোনকিছু সেখান থেকে বের করে নিয়ে গেল না শুধু ব্যাচ নাম্বারগুলো টুকে নিয়ে বোগোটায় ই-মেইল করে দিল। এ কার্গোগুলোর কিছু ছিল *বনিতা* জাহাজে যেগুলো সফলভাবে গ্যালিসিয়ান কোস্টে ডেলিভারি হয়েছিল আর কিছু ছিল হারিয়ে যাওয়া জাহাজ *আর্কো সোলেদাদে* যেটির যাওয়ার কথা ছিল ড্রাঘেটা মাফিয়ার কাছে।

ডন ডিয়েগো এস্তেবান চোরদের পেয়ে গেছে এবার তাদের হিসেব চুকিয়ে দেয়ার পালা।

নোগালেসের আমেরিকান কাস্টমস্ অথবা আল্পসের অফিসার কেউই স্বল্পভাষী আমেরিকান অফিসারটির দিকে খুব একটা মনোযোগ দিল না যার কাগজপত্র বলছিল সে আমেরিকান এন্টি ড্রাগ ইউনিটের লোক যে কিনা দুজায়গায়ই একেবারে সময়মত উপস্থিত ছিল। সে অনর্গল স্প্যানিশে কথা বলতে পারে এবং আটকে আটকে খানিকটা ইতালিয়ানও বলতে পারে। সে ছিল স্লিম, দেখতে ধূর্ত, ফিট এবং ধূসর চুল বিশিষ্ট। তাকে দেখে মনে হয় সে সাবেক একজন সৈন্য এবং সে আটককৃত বাণ্ডিল সবগুলোর ব্যাচ নাম্বার টুকে নিচ্ছিল। সে এগুলো দিয়ে কি করবে সেটা কেউ জিজ্ঞেস করল না। তার কার্ড বলছিল তার নাম ক্যাল ডেক্সটার। এমনই কোঁতুহলী একজন এন্টি ড্রাগ ইউনিট প্রতিনিধি নোগালেসেও গিয়েছিল কিন্তু সেখানে ক্যাল ডেক্সটারের নাম কেউ শুনতে পেল না। এসব আন্ডারকভারের লোকদের নাম একেক জায়গায় একেকটা থাকে তাই এসব নাম-টাম নিয়ে কেউ মাথা ঘামাল না।

নোগালেসে তার কাজ করতে কোন সমস্যাই হল না আর আল্পসের অফিসারদের বন্ধুত্বের স্মারক হিবে এক বাক্স দুর্লভ কিউবান কোহিবা সিগার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেয়ায় তারাও একেবারে আপন করে নিল এবং যে ওয়্যারহাউসে আটককৃত মালামাল রাখা হয়েছে সেখানে ঢোকতে দিল।

ওয়াশিংটনে বসে পল ডেভেরু মনোযোগ দিয়ে তার রিপোর্ট শুনলেন।

"দুটো টোপই জায়গামত পড়েছে তো?"

"তেমনটাই মনে হচ্ছে। নোগালেসে আটককৃত লোকদের আরো কয়েকদিন অ্যারিজোনা থাকতে হবে, তারপর আশা করি তাদের ছেড়ে দিতে পারব। ইতালিয়ান ট্রাক ড্রাইভার যাকে আল্পসে আটকে ছিল তাকে নির্দোষ প্রমাণ করা গেছে, সে শুধু ট্রাকটা চালাচ্ছিল ভেতরের মালামালের দায়িত্ব তার নয়। আশা করি কয়েক দিনের মধ্যে তাদের পরিবারের কাছে তাদেরকে পাঠিয়ে দিতে পারব মোটা অঙ্কের বোনাস সহ।

"ডেক্সটার, আপনি জুলিয়াস সিজার পড়েছেন?" কোবরা জিজ্ঞেস করলেন।

"না, আমার জীবনে পড়াশোনা খুব বেশি একটা হয়নি। আমার যখন স্কুলে যাওয়ার বয়স সেই বয়েসটা কেটেছে বিভিন্ন ট্রেইলে আর কনস্ট্রাকশন সাইটে। কিন্তু কেন?"

"তিনি একবার জার্মানীতে বার্বারিয়ান উপজাতির বিরুদ্ধে লড়াই করছিলেন। তিনি তার ক্যাম্পের চারদিকে বড় করে গর্ত খুঁড়লেন এবং গর্তটি হালকা ঝোপঝাড় দিয়ে ঢেকে দিলেন। গর্তের নিচে বসালেন চোখা করে কাটা বাঁশ। যখন শত্রু আক্রমণ করতে এল দল বেঁধে পড়তে লাগল গর্তে আর চোখা বাঁশ সরাসরি ঢুকল থুঁতনির মধ্যে।"

"খুবই কার্যকর এবং ব্যাথাদায়ক," ডেক্সটার দেখেছেন, যখন ভিয়েতনামের ভিয়েতকংদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন তখন তাদের পাতা এমন ফাঁদ তার চোখে পড়েছে।

"গর্তে পাতা চোখা বাঁশগুলোকে জুলিয়াস সীজার কি নাম দিয়েছিলেন জানেন?"

"না তো?"

"তিনি সেগুলোর নাম দিয়েছিলেন, "স্টিমুলি।" জুলিয়াসের রসবোধ বেশ ভাল ছিল কি বলেন?"

"তো?"

"তো চলুন আমরা অপেক্ষা করি আমাদের স্টিমুলি কখন ডন ডিয়েগো এস্তেবানের কাছে পৌঁছায়, সে যেখানেই থাকেক।"

ডন ডিয়েগো ছিল কর্ডিলেয়ার পূর্ব দিকের একটি র‍্যাঞ্চে। এই বিশাল দুর্গমতা এবং দূরত্ব থাকা সত্ত্বেও এই পরিকল্পিত তথ্য তার কাছে পৌঁছেছে।

এসেক্সের কারাগারের একটি সেল খুলে গেল এবং জাস্টিন ককার সেলের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দরজা গলে বের হল। যেহেতু সে সেলে একা ছিল তাই তার আর ভিজিটরের কথা কেউ শুনে ফেলার কোন আশঙ্কা থাকল না।

"তোমার যাওয়ার সময় হয়েছে," কমান্ডার পিটার রেনল্ড বললেন। "খুব ভাল কাজ দেখিয়েছ ড্যানি, আসলেই খুব ভাল। এটা আমার কথা নয় বরং উচ্চ পর্যায় থেকেই এই কমেন্ট এসেছে।"

ডিটেকটিভ সার্জেন্ট ড্যানি লোম্যাক্স ছয় বছর জাস্টিন ককারের ছদ্মবেশে আন্ডারকভারে লন্ডনের একটা গ্যাংয়ের সাথে থাকার আড়াল থেকে একটা প্রমোশন নিয়ে ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর হয়ে বেরিয়ে এল।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১৫

ডন ডিয়েগো এস্তেবান তিনটি জিনিসে বিশ্বাস করত : তার গড, প্রভূত ধনসম্পত্তিতে তার অধিকার এবং প্রথম দুটি জিনিসে যে বা যারা কোন প্রকার বাধা সৃষ্টি করতে চায় তাদের উপর কঠিন প্রতিশোধ।

নোগালেসে এবং আল্লসে আটককৃত কোকেনগুলোর খবর পাওয়ার পর ডন এখন পুরোপুরি নিশ্চিত যে তার সাথে বরাবরই প্রতারণা করা হচ্ছে। এবং এর কারণটা সহজেই অনুমেয়–লোভ।

তাদের পরিচিতি আটকানোর ধরন এবং স্থান থেকে সহজেই অনুমান করা যায়। নোগালেস বর্ডারের পাশের একটি ছোট শহর যেটি মূলত মেক্সিকান কার্টেল সিনাহোলা এলাকা। ডন ডিয়েগো নিশ্চিত হয়ে গেল সিনাহোলা কার্টেলই কোকেন সমুদ্র থেকে হাইজ্যাক করেছে। তার প্রথম প্রতিক্রিয়া ছিল আলফ্রেড স্যুয়ারেজকে সিনাহোলা কার্টেলের সব অর্ডার ক্যানসেল করে দেয়ার নির্দেশ দেয়া; আর এক গ্রাম কোকেনও তাদের কাছে বিক্রি করা হবে না। এতে করে মেক্সিকোতে আরো বেশি সংকট দেখা দিল, এমনিতেই আগে থেকেই সেখানে পর্যাপ্ত সরবরাহ ছিল না।

সিনাহোলা কার্টেলের প্রধান জানতো সে কলাম্বিয়ান কার্টেলের কাছ থেকে কিছুই চুরি করেনি। তার কার্টেলের অন্যান্য অফিসাররাও বিস্মিত হল। কিন্তু কোকেন গ্যাংরা কোন কিছুতে সন্তুষ্ট না হলে তারা কেবল এক ধরনের প্রতিক্রিয়াই দেখাতে পারে, সেটি হচ্ছে ক্রোধ এবং ঘৃণা।

শেষ পর্যন্ত কোবরা ডিইএ'র সাহায্য নিয়ে উত্তর মেক্সিকোতে মেক্সিকান পুলিশের মাঝে একটি পরিকল্পিত গুজব ছড়িয়ে দিলেন যে গালফ কার্টেল এবং তাদের মিত্র গ্যাং লা ফ্যামিলিয়ার লোকেরা নোগালেস বর্ডারে তথ্য দিয়ে চালান আটকে দিয়েছে ; আসলে সত্য ছিল এর পুরো বিপরীত, কোবরার লোকেরাই পুরো চালানের তথ্য নিজস্ব সোর্স দিয়ে বের করেছে। মেক্সিকোর অর্ধেক পুলিশই গ্যাংদের মাসোহারা ভোগকারী, তারা খবরটি সিনাহোলা গ্যাংয়ের কাছে পৌছে দিল।

সিনাহোলা কার্টেলের কাছে খবরটি যুদ্ধ ঘোষণার শামিল এবং তারা যথাযথভাবে যুদ্ধ শুরু করল। গালফ কার্টেল এবং তাদের মিত্র লা ফ্যামিলিয়া জানতেও পারল না কিসের জন্য এই যুদ্ধ, তবুও তাদের পাল্টা যুদ্ধ করা ছাড়া কোন উপায় ছিল না।

জানুয়ারী শুরু হতে না হতেই ডজন ডজন গ্যাংস্টার মারা যেতে শুরু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করল। মেক্সিকো কর্তৃপক্ষ, আর্মি এবং পুলিশ শুধু পেছনে দাঁড়িয়ে থাকল আর শত শত মৃতদেহ সৎকারের কাজে ব্যস্ত রইল সেখানে।

"আপনি এটা কি করছেন?" ক্যাল ডেক্সটার উদ্বিগ্ন হয়ে কোবরাকে জিজ্ঞেস করলেন।

"আমি সব ধ্বংস হয়ে যাওয়ার জন্য আগুন লাগিয়ে দিচ্ছি," ডেভেরু বললেন, "ভুল তথ্য আর গুজবের শক্তি আমরা স্নায়ুযুদ্ধর সময়ে জেনেছিলাম।"

"তারা সবাই এমনিতে একে অপরের ঘনিষ্ট," তিনি ডেক্সটার কে বললেন। "তাদের নিজস্ব জটিল এবং গোপন আচরণ বিধি রয়েছে যার একমাত্র খাদ্য সন্দেহ, একেবারে বাতিকের পর্যায়ে চলে যাওয়া সন্দেহ। তারা বিশ্বাসীদের কাছে বিশ্বাসী এবং বিশ্বাসঘাতকদের জন্য ভয়াবহ। বাইরের সবলোক তাদের কাছে সন্দেহের বিষয় শুধুমাত্র বাইরের লোক হওয়ার কারণে।

"এমনকি তারা তাদের স্ত্রী ও সন্তানদের সাথেও সবকিছু শেয়ার করে না, তাদের কোন বন্ধু থাকে না ; তাই তারা শুধুমাত্র গ্যাংয়ের লোকদের সাথেই একে অপরের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করে তোলে। এজন্য গুজবগুলো সেখানে দাবানলের মত এবং ধ্বংসের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে। ভালো তথ্য গুরুত্বপূর্ণ, তবে দুর্ঘটনাবশত কোন ভুল তথ্য ঢোকে পড়লে সেটা খারাপ, কিন্তু সুপরিকল্পিতভাবে মিথ্যা তথ্য ঢুকিয়ে দেয়া হলে সেটি ভয়াবহ।"

তার গবেষণার প্রথম দিন থেকে কোবরা উপলব্ধি করেছেন ইউরোপ এবং আমেরিকার ব্যাপারটায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। ইউরোপে ড্রাগ ঢোকার অসংখ্য পথ রয়েছে কিন্তু আমেরিকাতে ড্রাগ ঢোকার পথ একটিই, সেটি হচ্ছে মেক্সিকো হয়ে ঢোকা। নব্বই পার্সেন্ট আমেরিকান ড্রাগ মেক্সিকো হয়ে ঢোকে, যে দেশটি এর এক গ্রামও নিজেরা উৎপন্ন করে না।

মেক্সিকোর তিনটি বড় গ্যাং একে অপরের বিরুদ্ধে লেগে গেল, ছোট গ্যাংগুলোরা মাঝেও এর বীজ ছড়িয়ে পড়ল। এক চোখের বদলে দুই চোখ, এক লাশের বদলে দুই লাশ এই নীতিতে মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমাগত বাড়তেই থাকল। তাছাড়া কোকেন সরবরাহ বন্ধ থাকায় এর অভাবে গ্যাংস্টাররা পাগলের মতো উন্মত্ত হয়ে পড়ল। শীতকাল আসার আগ পর্যন্ত বর্ডারের এই পাড়ে আমেরিকান কর্তৃপক্ষ বেশ শান্তিতেই ছিল, তখনো পর্যন্ত এসব গন্ডগোলের আঁচ এই পাড়ে লাগেনি। জানুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে গণ্ডগোল সীমানা অতিক্রম করল।

মেক্সিকোর গ্যাংদের মধ্যে গুজব ছড়ানো কোবরার জন্য ছিল সোজা, পুলিশের মধ্যে কথা ছড়িয়ে দিলেই চলত। বাকিটা তারাই করত। বর্ডারের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এই পাড়ে কাজটা এতো সোজা ছিল না। কিন্তু আমেরিকাতে মিথ্যা তথ্য ছড়ানোর জন্য কোবরা দুটি কার্যকর পদ্ধতি বেছে নিলেন। প্রথমটি হচ্ছে হাজার হাজার ছোট রেডিওস্টেশন, যার অনেকগুলোই শুধুমাত্র আন্ডারওয়ার্ল্ডের জন্যেই সম্প্রচার করে। এক্সক্লুসিভ নাম দিয়ে এসবের মধ্যকার একটি চ্যানেল চাঞ্চল্যকর সব তথ্য ফাঁস করে দিয়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠছিল।

অন্য মাধ্যমটি ছিল ইন্টারনেট ভিত্তিক কিছু ব্লগ। অসামান্য তথ্য-প্রযুক্তি দক্ষতায় জেরমি বিশপ সেগুলো এমনভাবে তৈরি করে দিয়েছে যাতে সেটার উৎস কোনভাবেই ট্রেস না করা যায়। ব্লগার নিজেকে পরিচয় দিচ্ছিল একজন সাবেক উঁচু মাপের গ্যাংস্টার হিসেবে যার এখনো আমেরিকান বড় গ্যাংদের সাথে যোগাযোগ আছে ; এমনকি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অনেক ভেতরেও তার যাতায়াত আছে।

প্রেসিডেন্সিয়াল অর্ডারের ক্ষমতাবলে ডিইএ, সিআইএ এবং এফবিআই থেকে প্রাপ্ত কিছু নির্ভরযোগ্য তথ্য ব্লগার তার ব্লগে প্রকাশ করেছে এবং এসবের সত্যতা সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট গ্যাংগুলোতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে এবং ব্লগটির বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি হয়েছে। এসব টোপ হিসেবে দেয়া তথ্যের কিছু ছিল তাদের নিজেদের গ্যাং সম্পর্কে, কিছু তাদের বিরোধী গ্যাং সম্পর্কে, কিছু আবার তাদের প্রতিযোগীদের সম্পর্কে যার সত্যতা সম্পর্কে তারা নিজেরা অবগত ছিল। এসবের ফলে ব্লগটির ফাঁস করা তথ্য গ্যাংরা বিশ্বাস করতে শুরু করল। এসব সত্য তথ্যের ভেতর দিয়ে সুপরিকল্পিতভাবে মিথ্যা তথ্য ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছিল যা আরেকটি গৃহযুদ্ধের দামামা বাজাতে শুরু করে প্রিজন গ্যাং, স্ট্রিট গ্যাং এবং বাইকার গ্যাংগুলোর মধ্যে।

এ মাসের শেষ দিকে প্রায় প্রতিদিনই এক্সক্লুসিভ রেডিওটিতে গ্যাংগুলোকে ব্লগ ভিজিট করার আমন্ত্রণ জানানো হতে থাকে। এতে ব্লগে গ্যাংস্টারদের লোকেরা হামলে পড়তে থাকে এবং তাদের প্রকাশ করা তথ্য গিলতে থাকে। এভাবে প্রতি স্টেটেই একটি করে বিশেষ রেডিওর সম্প্রচার শুরু হয়।

পল ডেভেরু ব্লগারটির ছদ্মনামও দিয়েছেন কোবরা। এরপর তিনি পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়াবহ স্ট্রিট গ্যাং, স্যালভাদরিয়ান এমএস থার্টিন নিয়ে পড়লেন।

এই কুখ্যাত গ্যাংটির জন্ম এল স্যালভাদরের গৃহযুদ্ধের মধ্য দিয়ে। তরুণ সন্ত্রাসী যারা দুঃখ ব্যথা সম্পর্কে নির্লিপ্ত তারা রাজধানী স্যান স্যালভাদরের একটি সড়ক লা মারা"র নামে তাদের গ্যাংয়ের নামকরণ করে। তাদের অপরাধ কার্যক্রম এল স্যালভাদরের ছোট দেশের তুলনায় বেশি হয়ে যাওয়ায়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তারা হন্ডুরাসে তাদের কার্যক্রম বিস্তৃত করে এবং ৩০,০০০ এরও বেশি সদস্য দলে নেয়।

যখন হন্ডুরাসে ড্রাকোনিয়ান আইন পাশ হয় এবং হাজারে হাজারে জেলে পোরা শুরু হয় তখন তাদের নেতারা মেক্সিকো চলে যায়, এবং সেই দেশটাকেও বেশি জনবহুল মনে হওয়ায় পরবর্তীতে তারা চলে যায় আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলসে। সেখানে শহরের তের নাম্বার স্ট্রিটের তেরো সংখ্যাটি নামের সাথে যুক্ত করে গ্যাংয়ের পুরো নাম হয় এমএস-থার্টিন অর্থাৎ মারা স্যালভাদরিয়ান-১৩।

কোবরা তাদের সম্পর্কে গভীরভাবে স্টাডি করেছেন, তাদের শরীর ভর্তি ট্যাটু সম্পর্কে, হালকা নীল এবং সাদা রঙ বিশিষ্ট কাপড় চোপড় যেটির থিম মূলত এসেছে এল স্যালভাদরের জাতীয় পতাকার রং থেকে, ম্যাচেটি দিয়ে তাদের শত্রুদের কুপিয়ে ফালাফালা করে দেয়া সম্পর্কে এবং তাদের অন্যসব সুনাম সম্পর্কে। তাদের এমনই কুখ্যাতি ছিল যে আমেরিকান অন্য কোন গ্যাংয়ের সাথেই তাদের ভালো সম্পর্ক ছিল না। সবাই তাদের ভয় পেত এবং ঘৃণা করত, তাই কোবরা এমএস-১৩ দিয়ে শুরু করলেন।

এমএস-১৩ এর বড় একটি চালান ধরা পড়লো এবং এরপর কোবরা দুটি তথ্য পরিকল্পিতভাবে ঢুকিয়ে দিলেন। এর একটি ছিল সত্য এবং আরেকটি মিথ্যা।

প্রথম তথ্যটি ছিল এই যে ট্রাক ড্রাইভারটি পালিয়ে গেছে, এ তথ্যটি ছিল সত্য এবং গ্যাং মেম্বাররা তা জানতো ; দ্বিতীয় তথ্যটি হচ্ছে যে আটককৃত কোকেনগুলো কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। যে মিথ্যাটি এখানে বলা হল সেটি হচ্ছে আটককৃত কোকেন কিছু টাকা পয়সা খরচ করে ল্যাটিন কিংস্ গ্যাংয়ের লোকেরা বের করে নিয়ে গেছে, আস্ত গ্যাং অলিখিত চুক্তি অনুযায়ী এটা চুরির শামিল। কার্গো ছিল এমএস-১৩'এর অধীন, আটককৃত মালামাল কখনও কখনও দূর্নীতিবাজ অফিসারদের সহযোগিতায় বের করে আনা যায় এবং এ ক্ষেত্রে সবার আগে দাবি থাকে যে গ্যাংয়ের জিনিস আটক হয়েছে তার। এটা গ্যাংদের মধ্যেকার একটি অলিখিত নিয়ম।

বিশটি স্টেটের একশটিরও বেশি সিটিতে গ্যাংদের ব্রাঞ্চ রয়েছে যেগুলো ক্লিক নামে পরিচিত। এতোগুরো ব্রাঞ্চ থাকায় তাদের গ্যাং সম্পর্কিত কোন তথ্য তাদের কান এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব, যদিও সেটা সম্প্রচারিত হয়েছিল শুধুমাত্র অ্যারিজোনায়। এক সপ্তাহের মধ্যে এমএস-১৩ ল্যাটিন গ্যাংগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল।

ফেব্রুয়ারির শুরুতে বাইকার গ্যাংগুলোর মাঝে নতুন মেরুকরন ঘটল। হেল অ্যাঞ্জেল লেগে গেল ব্যান্ডিডস্ এবং তার মিত্র গ্যাং আউট ল"র সাথে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এক সপ্তাহের মধ্যে রক্তবন্যা ছড়িয়ে পড়ল আটলান্টায় যেটি এখন আমেরিকায় কোকেনের নতুন সাম্রাজ্য। আটলান্টা মূলত নিয়ন্ত্রণ করে মেক্সিকান বংশোদ্ভূত আমেরিকানরা, কিউবান এবং পুয়ের্তোরিকানরা তাদের অধীনে কাজ করে। সবাই একে অন্যের বিরুদ্ধে লেগে গেল, পরস্পরের মধ্যেকার দীর্ঘদিনের চাপা লোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটতে লাগল রাস্তায় রাস্তায় রক্তপাতের মাধ্যমে।

মিথ্যা তথ্যের ভিত্তিতে কিউবানরা মেক্সিকানদের বিরুদ্ধে লেগে গেল, তারা হঠাৎ করে উপলব্ধি করল এতদিন তারা মেক্সিকানদের হাতে বঞ্চিত এবং প্রতারিত হয়ে আসছে, তাছাড়া তাদের হাতে আসা কোকেনের পরিমাণ ক্রমাগত কমে যেতে থাকায় এর জন্য তারা মেক্সিকানদেরই দায়ি করতে লাগল।

হেল অ্যাঞ্জেল তার শত্রু গ্যাং ব্যান্ডিডস্ এবং আউট ল"র হাতে চরমভাবে নির্যাতিত হওয়ার পর তাদের মিত্র গ্যাং অল হোয়াইট আরিয়ান ব্রাদারহুডের কাছে সাহায্য চাইল। এরপর শুরু হয়ে গেল শ্বেতাঙ্গ আর কৃষ্ণাঙ্গ গ্যাংদের মাঝে এক প্রকার বর্ণবাদী যুদ্ধ। বিভিন্ন কারাগারগুলোতে বন্দী থাকা গ্যাংস্টাররা একে অন্যের সাথে রক্তক্ষয়ী মারামারি শুরু করল। কারাগারগুলোতেও শ্বেতাঙ্গ এবং কৃষ্ণাঙ্গ গ্যাংগুলো একে উপরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রতিশোধের তৃষ্ণায়। চারদিকে গ্যাংগুলোর মাঝে এক ভয়াবহ বিশৃঙ্খল অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে গেল।

ক্যাল ডেক্সটার আগেও রক্তপাত দেখেছেন কিন্তু একটি স্বাধীন দেশের মধ্যে এত বিশাল আকারে রক্তপাত হতে পারে এটা কল্পনাও করতে পারেননি। কিন্তু মৃতের সংখ্যা ক্রমাগত হারে বেড়ে যেতে থাকায় তিনি কোবরাকে প্রশ্ন না করে পারলেন না যে আর কতদিন এমন চলতে থাকবে এবং কোবরার ভবিষ্যত পরিকল্পনা কি। কোবরা তাকে তার আলেকজান্দ্রিয়ার বাড়িতে ডিনারের নিমন্ত্রণ করেছেন আর সেখানেই ডেক্সটার প্রশ্নটি তুললেন।

"কেলভিন," আমাদের দেশে ছোট বড় মিলিয়ে কমপক্ষে চারশটি সিটি আছে। এর মধ্যে তিনশটির বেশি শহরে বড় ধরনের নারকোটিক্স প্রবলেম আছে। এর মধ্যে আছে কোকেন, গাঁজা, ক্যানাবিস রেজিন, হিরোইন, মেটা অ্যামফিটামিন এবং কোকেন। আমাকে কোকেন ধ্বংস করতে বলা হয়েছিল কারণ এটা ব্যাপক আকারে বেড়ে যাচ্ছিল, নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছিল। এর মূল কারণ একটি, আমাদের দেশে কেবল কোকেন থেকেই বছরে চল্লিশ বিলিয়নেরও বেশি প্রফিট হত, যেটি পৃথিবীর বাকি সব জায়গার থেকে দ্বিগুণ।"

"হ্যা, আমি হিসেবটা দেখেছি," আস্তে করে বললেন ডেক্সটার।

www.BanglaBook.org

"গুড, কিন্তু তুমি আমার কাছে ব্যাখ্যা চেয়েছ"।

পল ডেভেরু তার প্রিয় ইতালিয়ান ফুড ধীরে ধীরে খাচ্ছিলেন। ডিনারে ছিল পাতলা পিক্কাটা আল লিমোনি, অয়েল ড্রিজলড্ স্যালাড্ এবং অলিভের একটা ডিশ, সাথে ছিল ঠান্ডা ফ্রাসকাটি।

"যা বলছিলাম, এই বিশাল অঙ্কের অর্থ সবাইকেই আকর্ষণ করে। তাই প্রায় হাজারখানেক গ্যাং এই ব্যবসায় যুক্ত, প্রায় সাড়ে সাত লাখ মেম্বার আছে তাদের। তুমি জানতে চেয়েছ আমি ভবিষ্যতে কিভাবে কি করতে যাচ্ছি?"

তিনি দুটো গ্লাসেই রেড ওয়াইন ঢাললেন এবং চুমুক দিতে দিতে কথাগুলো মনে মনে সাজিয়ে নিলেন।

"কেবল একটা শক্তিই আছে এদেশে যা এইসব গ্যাং এবং ড্রাগ দুটোকেই ধ্বংস করত পারে। সেটা তুমিও না, আমিও না, ডিইএ অথবা এফবিআইও না, আমাদের অসংখ্য ব্যয়বহুল এজেন্সিগুলোও না। এমনকি স্বয়ং প্রেসিডেন্টও না। এবং স্থানীয় পুলিশ বাহিনী তো না-ই।"

"তো সেই একমাত্র শক্তিটা কি?"

"তারা নিজেরা, একে অন্যকে। কেলভিন, তোমার কি মনে হয়, এতোদিন আমরা কি করেছি? প্রথমে আমরা কোকেনের একটা সংকট সৃষ্টি করেছি। এই সংকট সবসময়ের জন্য সৃষ্টি করে রাখা যাবে না। সেই ফাইটার প্লেন, সেই গ্রেইনশিপগুলো চিরকাল এমন অভিযানে থাকতে পারবে না ; এমনকি তারা আর বেশিদিন থাকবেও না।

"যখনই তারা থাকবে না তখনই আবার বানের পানির মতো সেগুলো আসতে থাকবে। সেটা কেউ থামাতে পারবে না। আমরা যা করতে পেরেছি সেটি হচ্ছে সরবরাহ অর্ধেকে নামিয়ে ফেলে এর গ্রাহকদের মধ্যে ক্ষুধা জাগিয়ে তুলেছি। এবং এখন এই ক্ষুধার্ত পশুগুলো একে অপরের সাথে লেগে গেছে।

"দ্বিতীয়ত, আমরা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে পশুগুলোর একজনকে আরেকজনের উপর লেলিয়ে দিয়েছি এবং এভাবে কামড়াকামড়ি করেই এরা ধ্বংস হয়ে যাবে। এতো রক্তপাত তবু কোন ভালোমানুষ তো মারা যাচ্ছে না।"

"কিন্তু এতো রক্তপাতের ফলে তো দেশের ব্যালেন্স নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, দেশের সুনাম নষ্ট হচ্ছে," ডেক্সটার অনুযোগ করলেন। "আমাদের দেশতো নর্দার্ন মেক্সিকোর মতো হয়ে যাচ্ছে, এমন গ্যাং ওয়ার আর কতোদিন চলবে?"

"কেলভিন আমাদের দেশেও কখনোই এমন রক্তপাত এমন গ্যাং ওয়ার অনুপস্থিত ছিল না; এতোদিন সেগুলো আড়ালে ছিল মাত্র। এতোদিন সেগুলো শুধু আমরা টিভিতে আর সিনেমার পর্দায় দেখেছি। এখন সেটা চোখের সামনে চলে এসেছে মাত্র। তাও আবার কয়েকদিনের জন্য। যদি আর অল্প কয়েকদিন এই ধ্বংসক্রীড়া চলে তবে তারা কয়েক জেনারেশনের জন্য পঙ্গু হয়ে যাবে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"কিন্তু শর্টটার্মে যে ক্ষতিটা হবে?"

"হায়, এমন আরো অনেক কিছুই ঘটতে পারে। বৃহৎ স্বার্থের জন্য ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জন। এমন অমানবিকতা আমরা ইরাক এবং আফগানিস্তানেও দেখেছি; নিজেদের স্বার্থের জন্য আমাদের দেশের সবাই সেটা মেনেও নিয়েছিল। তখন কি কেউ এর বিরুদ্ধে কথা বলেছিল?"

ডেক্সটার ভিয়েতনামে তার অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করলেন যা তিনি চল্লিশ বছর আগে দেখেছেন।

"আমার এ ব্যাপারে সন্দেহ আছে," ডেক্সটার বললেন, "দেশের বাইরে চলা ভায়োলেন্স এক ব্যাপার আর দেশের ভেতরে চলা নৈরাজ্য তার থেকে ভিন্ন।"

বিস্মিত পথচারীরা পথ চলতে চলতে বিভিন্ন ধরনের সহিংসতার সঙ্গী হচ্ছিল। আমেরিকার বিভিন্ন কারাগারে বন্দীরা তাদের গ্যাং অনুসারে বিভক্ত হয়ে প্রাণঘাতী সংঘর্ষে লিপ্ত হল; সব জায়গায় চরমতম অস্থিরতা ও নৈরাজ্য ছড়িয়ে পড়ল। ওদিকে ইউরোপে ডনের প্রতিশোধ পর্ব কেবলমাত্র শুরু হচ্ছিল।

কলাম্বিয়ানরা চল্লিশজন কিলারের একটি দলকে আটলান্টিকের ওপারে পাঠাল। গ্যালিসিয়ান গ্যাংয়ে তাদের একটি গুডউইল ভিজিট পাওনা ছিল এবং তাদের কাছ থেকে অস্ত্র কেনার কথা ছিল। তারা গুডউইল ভিজিটে গেল।

কলাম্বিয়ানেরা কয়েকটা ফ্লাইটে করে ভাগে ভাগে সেখানে পৌছল। একটা এডভ্যান্স পার্টি সেখানে তাদের জন্য অনেকগুলো মোটরহোম সরবরাহ করল। তারা সবাই মিলে গ্যালিসিয়ার উত্তর পশ্চিম দিকে যাত্রা করল। ফেব্রুয়ারি মাসের বৃষ্টির মাঝে তারা তাদের প্রতিশাধ প্রক্রিয়া শুরু করল।

কলাম্বিয়ান ডনের দূতদের কেউ সন্দেহ করল না বরং তাদেরকে সরাসরি তাদের অস্ত্রাগারে নিয়ে গেল এবং অস্ত্র পরীক্ষা করে দেখতে দিল। তাদের অস্ত্রাগারটি ছিল পুরনো ঐতিহাসিক শহর ফেরলের একটি সুন্দর ওয়্যারহাউসে। নতুন আগতরা অস্ত্র পরীক্ষার ছল করে অত্যাধুনিক অটোমেটিক রাইফেলগুলোতে ম্যাগাজিন ভর্তি গুলি লোড করে অতর্কিতে ব্রাশ ফায়ার শুরু করল।

যখন অটোমেটিক রাইফেলের শেষ গুলিটির শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে গেল ততোক্ষণে সেখানকার বেশিরভাগ গ্যালিসিয়ান গ্যাংস্টার মারা গেছে। আকারে ছোট একজন লোক, যে কিনা নিজের দেশে পশু নামে পরিচিত, সে তখনো পর্যন্ত জীবিত এক গ্যাংস্টারের শরীরের উপরে দাঁড়িয়ে তার দিকে ঝুঁকে তাকিয়ে থাকল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"ব্যক্তিগত কোনো বিষয় নয়," সে আস্তে করে বলল, "কিন্তু তোমরা ডনের সাথে এমন করতে পারো না।" এরপর সে মরতে থাকা লোকটির ব্রেন উড়িয়ে দিল।

সেখানে থাকার আর কোন দরকার ছিল না, গ্যালিসিয়ান গ্যাং পুনরায় সংগঠিত হওয়ার সময় পাওয়ার আগেই কিলিংপার্টিটি মোটরহোমে করে ফ্রান্স সীমান্তের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। ফ্রান্স এবং স্পেন দুটো দেশই শেনজেন অ্যাগ্রিমেন্টের অন্তর্ভুক্ত আর তাই স্পেন থেকে ফ্রান্স যেতে কোন প্রকার ভিসা কিংবা চেকআপের প্রয়োজন হয় না। স্প্যানিশ রেজিস্ট্রেশনওয়ালা গাড়িগুলোকে সীমান্তে কেউ আটকালো না। ফ্রান্স হয়ে তারা ইতালীতে ঢোকল, মিলানে পৌঁছুতে তাদের ছাব্বিশ ঘন্টা লাগল। ইউরোপের বেশিরভাগ দেশই শেনজেন এগ্রিমেন্টভুক্ত হওয়ায় কোন সীমান্তেই তাদের কেউ আটকাল না।

বেলেজা ডেল মার জাহাজে থাকা কার্গোগুলো এসেক্স মবের হাত থেকে ধরা পড়ার খবর পাওয়ার পর ডন ডিয়েগো চট করে জেনে নিয়েছেন তাদেরকে কারা কোকেন সরবরাহ করে। তারা কোকেন সাপ্লাই নেয় ইতালিয়ান মাফিয়া ক্যালাব্রিয়ান ড্রাঘেটার কাছ থেকে। অর্থাৎ ক্যালাব্রিয়ানরাও তার সাথে বেঈমানী করেছে, এই ক্যালাব্রিয়ান ড্রাঘেটাকে ডন ইউরোপের ডিস্ট্রিবিউটরশিপ দিয়েছিল। এখন তাই প্রতিশোধ নেয়া বাধ্যতামূলক।

একটা ফরোয়ার্ড পার্টি আগে পাঠানো হয়েছিল যেটি ঘন্টার পর ঘন্টা মিলানের জিওগ্রাফি স্টাডি করেছে এবং তাদের কাছে গবেষণালব্ধ ব্রিফিং নোট পাঠিয়ে দিয়েছে।

তাই দলটি জানতো কিভাবে দক্ষিণাঞ্চলীয় উপশহর বুকানিয়াস্কো, কর্সিকো এবং অ্যাসাগোতি ক্যালাব্রিয়ান কলোনীগুলো খুঁজে পেতে হবে। সেখানে অসংখ্য ক্যালাব্রিয়ান বসবাস করতো যেমনটা নিউইয়র্কের ব্রাইটন বিচে বেশিরভাগ রাশিয়ানরা বসবাস করে।

সেখানকার ক্যালাব্রিয়ান অধিবাসীরা পুরো আরেকটা ক্যালাব্রিয়া যেন সেখানে তুলে এনেছে। দোকানের সামনের চিহ্ন, ভাষার আঞ্চলিক টান, খাবার দাবার, ক্যাফে, বার, রেস্টুরেন্ট; সেখানকার সবকিছুই যেন দক্ষিণের ক্যালাব্রিয়া অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করে। দেশটির অ্যান্টি মাফিয়া কমিশন হিসেব করেছে ইউরোপে প্রবেশ করা আশিভাগ কোকেন ক্যালাব্রিয়া দিয়ে ঢোকে, কিন্তু এদের ডিস্ট্রিবিউশন হয় মিলানের এই তিনটি উপশহর থেকে। ঘাতকেরা রাতের বেলায় সেখানে আসল।

ক্যালাব্রিয়ানদের হিংস্রতা সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিল। কেউ কখনো তাদের সাথে লাগতে যেত না, সবাই এড়িয়ে চলত। এর আগে একবার তাদের হিংস্রতা পৃথিবী প্রত্যক্ষ করেছে যখন তারা নিজেরা নিজেদের বিরুদ্ধে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লড়াই করেছিল। দ্বিতীয় ড্রাঘেটা ওয়ারের সময় ১৯৮৫ থেকে ১৯৯৯-এর মধ্যে মিলান এবং ক্যালাব্রিয়ার রাস্তায় আটশোরও বেশি লাশ পড়েছিল।

ইতালীর ইতিহাস রক্তপাত আর যুদ্ধের স্মৃতিতে পরিপূর্ণ। ইতালীয় খাবার আর সংস্কৃতির বাইরে দেশটির রাজপথ রক্তে রঞ্জিত হয়েছে বহুবার। ইতালীতে ব্ল্যাক হ্যান্ড অফ নাপোলেস এবং মাফিয়া অফ সিসিলি ভীতিকর হিসেবে স্বীকৃত, কিন্তু ক্যালাব্রিয়ানদের নিয়ে কেউ মন্তব্য করতেও সাহস পেত না। কলাম্বিয়ানরা এসে হিসেব নিকেশ অনেকখানি পাল্টে দিল।

তাদের কাছে সতেরোটি রেসিডেন্সিয়াল এড্রেস ছিল। তাদের উপর নির্দেশ ছিল ক্যালাব্রিয়ান ড্রাঘেটার কর্তাব্যক্তিদের হত্যা করা এবং যথাদ্রুত সম্ভব তাদের শত শত সোলজার টের পেয়ে যাওয়ার আগেই কেটে পড়া।

সকাল হওয়ার আগেই ন্যাভিগলিও ক্যানেলটি লাল হয়ে গেল। সতেরোজন চিফের মধ্যে পনেরোজনকেই বাড়িতে পাওয়া গেল এবং সেখানেই হত্যা করা হল। ছয়জন কলাম্বিয়ান গেল স্থানীয় নাইটক্লাব ওর্তোমার্কাটাতে, সেখানে স্থানীয় গ্যাংস্টারদের অনেকেই সময় কাটায়। সামনে পার্ক করে রাখা ফেরারী এবং ল্যাম্বোগিনিগুলোকে পাশ কাটিয়ে তারা প্রবেশ পথের দিকে এগিয়ে গেল। চারজন চারটি দরজা দিয়ে ঢুকেই ওপেন ফায়ার শুরু করল। অতর্কিত হামলায় নাইটক্লাবটির অধিকাংশ লোক নিহত হল এবং বাকিরা বিভিন্ন পর্যায়ে আহত হল।

কলাম্বিয়ানদের একটি মাত্র ক্ষতি হয়েছে। বারম্যান তার নিচের ড্রয়ারে রাখা পিস্তলটি বের করে মারা যাওয়ার আগে কেবল একটা গুলিই করতে পেরেছিল। সেই গুলিটি তার সামনে থাকা খর্বাকায় একজন কলাম্বিয়ানের, যে লোকটি পুরো দলটিকে নেতৃত্ব দিচ্ছিল, মুখ দিয়ে ঢোকে গেল।

সকালের আগেই স্থানীয় স্পেশাল অপারেশন্স গ্রুপ ক্রাইসিস এলার্ট চালু করে দিল এবং ইতালীর শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের ঘুম নষ্ট হল অ্যাম্বুলেন্সের চিৎকার এবং পুলিশের সাইরেনের আর্তনাদে।

জঙ্গল এবং আন্ডারওয়ার্ল্ডের নিয়ম হচ্ছে যখনই সেখানে এক রাজার পতন হয় তার পরপরই পরবর্তী একজন তার স্থলাভিষিক্ত হয়। এক দিনের এই অভিযানের পর ক্যালব্রিয়ান ড্রাঘেটা পুরোপুরি মারা যায় নি, কয়েকদিনের মধ্যেই তারা আবার পুনর্গঠিত হয়ে প্রতিশোধ নিতে নামবে নতুন নেতার অধীনে; তারা কেবল বড় একটি আঘাত পেয়েছে মাত্র। সন্দেহ নেই পুনর্গঠিত হওয়ার পর তাদের প্রধান কাজ হবে বোগোটার কার্টেলের উপর প্রতিশোধ নেয়া। তবে ডন ডিয়েগোর একটি বড় সুবিধা ছিল যে তার হাতে ছিল কোকেন সরবরাহের মূল চাবিকাঠি আর এই কোকেন সরবরাহ বন্ধ করে দেয়ার ভয় দেখিয়েই ওইসব গ্যাংকে ঠান্ডা করে দেয়া যাবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমেরিকান, মেক্সিকান এবং ইউরোপিয়ান শক্তিশালী গ্যাংগুলো হয়তো পেরু এবং বলিভিয়ায় নতুন কোকেনের উৎস খুঁজতে চেষ্টা করতে পারতো, কিন্তু পুরো কলম্বিয়া এবং ভেনিজুয়েলা ছিল এখনো ডন ডিয়োগোর একক আধিপত্যে। কার কাছে কোকেন সাপ্লাই করা হবে আর কাকে সাপ্লাই করা হবেনা সেটা এখনও ডনের একক সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে।

তাই আমেরিকা ও ইউরোপের প্রতিটি গ্যাং ডনের সাথে সদ্ভাব রাখতে চেষ্টা করে। প্রতিটি এলাকায় নতুন গ্যাংকে সরবরাহ পেতে হলে নতুন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে হয় পুরনো গ্যাংটিকে হটিয়ে।

আমেরিকা এবং ইউরোপ ছাড়া অন্য গ্যাংগুলো ছিল রাশিয়ান, সার্বিয়ান, তুর্কি, আলবেনিয়ান, নেপোলিটান এবং সিসিলিয়ান। লাটভিয়ান, লিথুনিয়ান, জ্যামাইকান এবং নাইজেরিয়ানরা সবসময় ঝামেলা পাকাতেও ওস্তাদ তবে আকারে ছোট হওয়ায় তাদেরকে সবসময় জোটবদ্ধ হয়ে থাকতে হয়। জার্মান, ফ্রেঞ্চ, ডাচ এবং ব্রিটিশ গ্যাংগুলো ছিল আকারে ছোট এবং অপেক্ষাকৃত দূর্বল।

ইউরোপের গ্যাংগুলো কলাম্বিয়ান কার্টেলের হাতে মার খেলেও তারা জানতো তাদেরকে আন্তর্জাতিক চক্রের সদস্য হয়েই থাকতে হবে এবং ভবিষ্যতে ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে হলে ডনের বিরুদ্ধে খুব একটা উচ্চবাচ্য করা যাবে না, এসব ভেবে হয়তো তারা শান্ত থাকতে পারতো। কিন্তু পরিচয়বিহীন একটি সূত্র কোকেন দুনিয়া সম্পর্কে নতুন নতুন অব্যর্থ তথ্য দিয়ে যাচ্ছিল যেটি কোবরা প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সেই সূত্রটি কলাম্বিয়ান কার্টেল সম্পর্কেও মিথ্যা অথচ বিশ্বাসযোগ্যভাবে তথ্য ফাঁস করতে লাগল।

সূত্রটি তথ্য দিল যে, ডন নাকি কোন এক গোপন মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুরো ইউরোপের ডিস্ট্রিবিউটরশিপ কেবলমাত্র একটি গ্যাংয়ের একক দায়িত্বে ছেড়ে দেয়া হবে; এবং এর জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে ইউরোপের সবচেয়ে শক্তিশালী গ্যাং যারা অন্য সবার উপরে নিজেদের শক্তি, সামর্থ্য এবং কর্তৃত্ব প্রমান করতে পারবে। এটি ছিল পুরোপুরি একটি মিথ্যা তথ্য, তবে এতে ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া হল; সর্বশ্রে" প্রমানে ইউরোপের সব গ্যাং একে অপরের বিরুদ্ধে লেগে গেল এবং পুরো ইউরোপ জুড়ে রক্তবন্যা বয়ে যেতে শুরু করল।

স্লাভরা তিনটি প্রধান রাশিয়ান গ্যাং এবং সার্বিয়ানদের সাথে মিলে জোট তৈরি করল। কিন্তু লাটভিয়ান এবং লিথুয়ানিয়ানরা তাদের ঘৃণা করত এবং তাই তারা একসাথে হয়ে রাশিয়ানদের শত্রুদের সাহায্য করতে লাগল।

আলবেনিয়ানরা ছিল মুসলমান আর তাই তারা তাদের সমমনা তুর্কি এবং চেচেনদের নিয়ে জোট পাকাল। জামাইকান এবং নাইজেরিয়ানরা উভয়েই ছিল কৃষ্ণাঙ্গ, তারা একসাথে কাজ করতে লাগল। ইতালিতে সিসিলিয়ান এবং ন্যাপোলিটান গ্যাং একে অপরের শত্রু ছিল, তবুও এ পরিস্থিতিতে তারা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ক্ষনস্থায়ী অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে জোটবদ্ধ হয়ে খুন খারাবি শুরু করল।

এরফলে ইউরোপেও আমেরিকার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি হল, ইউরোপের কোন দেশই বাদ গেল না। আর তাই কোকেনের সবচেয়ে বড় মার্কেট ইউরোপও জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যেতে থাকল।

বিভিন্ন মিডিয়া তাদের পাঠক এবং শ্রোতাদের এটা সেটা বুঝাতে চেষ্টা করলেও কেউই মূল কারণটা ব্যাখ্যা করতে পারছিল না। গ্যাং ওয়ার ছড়িয়ে পড়ল ডাবলিন থেকে ওয়ারশ্ পর্যন্ত। ট্যুরিস্ট এবং পথচারীরা হঠাৎ করেই তাদের আশেপাশে খুনোখুনির দৃশ্য দেখতে পাচ্ছিল কখনো রাস্তায় আবার কখনো হয়তো কোন নাইটক্লাবে। হয়তো হঠাৎই কোন সাবমেশিন কারবাইনের হিসেব নিকেশ শুরু হয়ে যাচ্ছিল তাদের রেস্টুরেন্টের পাশের টেবিলে অথবা কোন নাইটক্লাবের ড্যান্সিং ফ্লোরে অথবা অফিস পার্টিতে।

লন্ডনের এক স্বরাষ্ট্র সচিবের স্ত্রী তার ছোট বাচ্চাদের নিয়ে মর্নিংওয়াকে গিয়ে প্রাইমরোজ হিলে দেখতে পেলেন একটি মস্তকবিহীন লাশ। হামবুর্গ, ফ্রাঙ্কফুর্ট এবং ড্রামস্টাডের রাস্তায় প্রতি সকালেই পাওয়া যেতে লাগল একাধিক লাশ। ফ্রান্সের এক নদী থেকে এক সকালে একত্রে উদ্ধার করা হল চৌদ্দটি লাশ। ইউরোপজুড়ে বিভিন্ন সিমেট্রিতে প্রতিদিনই অসংখ্য বেওয়ারিশ লাশ দাফন হতে লাগল।

সবাই যে গান ফাইটে মারা যাচ্ছিল তা নয়। অসংখ্য অ্যাম্বুলেন্সে সাইরেন বাজিয়ে রাস্তায় ছোটাছুটি করছিল, প্রতিদিন অসংখ্য সার্জারি হচ্ছিল এবং এদের অধিকাংশই ছিল গুলিবিদ্ধ পেশেন্ট। আফগানিস্তান, সোমালিয়ান পাইরেট, গ্লোবাল ওয়ার্মিং সংক্রান্ত সব খবর হারিয়ে গেল পত্রিকার প্রথম পাতা হতে, সেখানে প্রতিদিন ছাপা হতে লাগল নিত্যনতুন হত্যাযজ্ঞের খবর। টিভির টকশোতে আলোচকরা এসবের কারণ হিসেবে দিতে লাগল অনুমাননির্ভর হাস্যকর সব যুক্তি।

পুলিশ চিফদের ডেকে এনে ধমকে দেয়া হল উচ্চস্বরে, তারাও গিয়ে তাদের অধস্তনদের ঝাড়ি দিল। ইউরোপের সাতাশটি দেশের পার্লামেন্টে রাজনীতিবিদেরা চিৎকার করে করে গলা ফাটিয়ে ফেলল এবং নিজেদের অসারতা প্রমান করল। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হল না, রক্তগঙ্গা বইতেই থাকল।

আমেরিকায় রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি হল, ইউরোপও এ ব্যাপারে পিছিয়ে থাকল না। প্রতিটি মেয়র, সিনেটর এবং প্রতিনিধিদের ফোন জ্যাম হয়ে থাকল রাগান্বিত এবং ভীত নাগরিকদের কোন কলে। মিডিয়ায় টকশোতে গম্ভীর চেহারার আলোচকরা একটার পর একটা কারণ দেখিয়ে যেতে থাকল কিন্তু কেউই কারো সঙ্গে একমত হতে পারল না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রতিটি মহাদেশে মৃতের সংখ্যা হু হু করে বাড়তে লাগল। নিহত গ্যাংস্টারদের আত্মীয়-স্বজনেরা তাদের জন্য শোক পালন করতেও ভুলে গেল। তবে ক্রশফায়ারে নিহত নিরীহ পথচারীদের পরিবারের লোকেরা ছেড়ে কথা বলছিল না। ক্রশফায়ারে মৃতদের মধ্যে ছোট শিশুও ছিল। নিউজ পেপার এবং ট্যাবলয়েডের লোকেরা রাগ প্রকাশের উপযুক্ত বিশেষণের খোঁজে ডিকশনারীর পাতা ঘাঁটছিল।

একজন স্বল্পভাষী অপরাধবিজ্ঞানী একটি টিভি শো-তে সাম্প্রতিক এই অপরাধ প্রবণতার একটি যুক্তিযুক্ত কারণ উপস্থাপন করলেন। তিনি তার নম্র ভাষায়, ধীর স্বরে জানালেন কোকেনের সরবরাহে সংকট দেখা দেয়ায় গ্যাংস্টারদের মাঝে এমন উন্মত্ততার সৃষ্টি হয়েছে। যারা দীর্ঘদিন ধরে এই অপেক্ষাকৃত সহজলভ্য মাদক সেবন করে আসছে, কোকেনের অভাব তাদের উন্মত্ত এবং ভয়াবহ উগ্র করে তুলছে; বাজারে যে অল্প পরিমাণ কোকেন আছে তার অধিকার নেয়ার জন্য তারা ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত একে অন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

কোকেনের অন্য যেসব বিকল্প রয়েছে– স্কাঙ্ক, ক্রিস্টাল মেথ, হিরোইন- সেগুলো কোকেনের অভাব পূরণ করতে পারছে না, কোকেন অনেকদিন ধরে তাদের রক্তে মিশে গেছে, বয়স্ক লোকটি বললেন। সেটি এখন আর একটা সাময়িক আনন্দ সৃষ্টির উপাদান হিসেবে নেই, সমাজের কিছু মানুষের কাছে সেটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদানে পরিণত হয়ে গেছে। তাছাড়া সেটি অনেক মানুষের ভাগ্য খুলে দিয়েছে, এবং অনেকের কাছে সেটি ভাগ্যের দরজা খোলার চাবি হিসেবে পরিণত হয়েছে। বছরে পঞ্চাশ বিলিয়ন ডলার ইন্ডাস্ট্রি মার খেয়ে যাচ্ছে আর তাই এর সাথে যুক্ত মানুষগুলো হিংস্র হয়ে উঠছে এবং আমরা তাদের মরণকামড় দেখতে পাচ্ছি। এই ব্যাখ্যা শুনে হতবাক সঞ্চালক তাকে একটি ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠান শেষ করল।

অপরাধবিজ্ঞানীর এই মেসেজ ধীরে ধীরে নীতিনির্ধারক পর্যায়ে পৌঁছে গেল। সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের অফিশিয়ালদের মধ্যে সবচেয়ে চাপে আছে নীতিনির্ধারক রাজনীতিবিদেরা। জনগণ আওয়াজ তুলতে শুরু করল: হয় এসব বন্ধ কর নয়তো পদত্যাগ কর। মার্চের শুরুতে আর্নেক্সান্দ্রিয়ার ছোট বাড়িটিতে ফোন বাজল।

"ফোন রাখবেন না," চিৎকার করে বললেন হোয়াইট হাউজের চিফ অফ স্টাফ।

"আমি সেটার স্বপ্নও দেখছি না, মিঃ সিলভার," পল ডেভেরু বললেন।

দুজন লোকই একে অপরকে মিস্টার বলে সম্বোধন করছেন যা আজকাল মডার্ন ওয়াশিংটনে প্রায় শোনাই যায় না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আপনি কি," অন্য কোন অধীনস্ত কর্মচারী হলে জোনাথন টিটকারীর সুরে বলতেন 'চেহারাটা দেখাবেন,' কিন্তু সেটা না বলে তিনি বললেন, "কাল সন্ধ্যা ছয়টায় হোয়াইট হাউসে আসতে পারবেন? আমি কার পক্ষ থেকে আসতে বলছি সেটা আপনি জানেন।"

"আমার সৌভাগ্য, মিঃ সিলভার," কোবরা বলেই ফোনটা রেখে দিলেন। তিনি জানেন দেখা করাটা আনন্দের কোন বিষয় হবে না। কিন্তু তিনি এও জানতেন একদিন না একদিন তাকে দেখা করতেই হতো।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১৬

ওয়েস্টউইংয়ে জোনাথন সিলভারের সুনাম ছিল ধৈর্যশীল ও সহিষ্ণু একজন মানুষ হিসেবে। তিনি তার সেই সুনাম অক্ষুন্ন রাখলেন যখন পল ডেভেরু তার অফিসে দেখা করতে এলেন।

তিনি লস অ্যাঞ্জেলস্ টাইমের একটি কপি হাতে নিয়ে ডেভেরুর মুখের সামনে ধরলেন।

"এটার জন্যে কি আপনি দায়ি?"

ডেভেরু পত্রিকাটির দিকে তাকালেন। প্রথম পৃষ্ঠায় বড় একটি ছবি এবং হেডলাইন : "রোডিওতে নরকযজ্ঞ।" একটি রেস্টুরেন্টের ছবি, যেটি একঝাঁক বুলেটে ক্ষতবিক্ষত।

লেখাপড়ে জানা গেল সাতজন মৃতের মধ্যে চারজন বড়মাপের গ্যাংস্টার; অন্য তিনজন সাধারণ কাস্টমার যারা পাশের টেবিলে বসা ছিল।

"ব্যক্তিগত ভাবে না," ডেভেরক্স বললেন।

"যাই হোক, এখানকার অনেকেই আপনি যা বলেছেন তার চেয়ে ভিন্ন কথা ভাবছে।"

"আপনি কিসের ভিত্তিতে বলছেন, মিস্টার সিলভার?"

"আমি বলতে চাচ্ছি আপনার ফালতু প্রজেক্ট কোবরাই এখন আন্ডার ওয়ার্ল্ড সিভিল ওয়ারে রূপ নিয়েছে এবং দেশটাকে এখন আগে যেমন উত্তর মেক্সিকোতে দেখা যেত এমন একটা দেশ বানিয়ে ফেলছে। এটা এখন বন্ধ করতে হবে।"

"আমরা কি সব কার্যক্রম বন্ধ করে দেব?"

"প্লিজ, সেটাই করেন।"

"আঠারো মাস আগে আমাদের কমান্ডার-ইন-চীফ আমাকে বিশেষভাবে জিজ্ঞেস করেছিলেন কোকেন ইন্ড্রাস্ট্রি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা সম্ভব কিনা। আমি অনেক গবেষণার পর উত্তর দিয়েছিলাম যে এটা সম্ভব যদি কয়েকটা শর্ত পূরণ করা হয় এবং পর্যাপ্ত ব্যয় করা হয় এবং তাহলে সেটা স্বল্প সময়েই সম্ভব।"

"কিন্তু আপনি এটা বলেন নি যে দেশের তিনশোটিরও বেশি সিটির রাস্তাগুলো এমন রক্তবন্যায় ভেসে যাবে। আপনি দুই বিলিয়ন টাকা চেয়েছিলেন এবং সেটা পেয়েছেনও।"

"সেটা ছিল শুধুমাত্র আর্থিক ব্যয়।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আপনি এমন রক্তক্ষয়ের কথা তো বলেন নি।"

"সেটা বলি নি কারন সেটা আপনি জিজ্ঞেস করেন নি। দেখেন, এই দেশ বছরে চৌদ্দ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করে এর ডজনখানেক অফিশিয়াল এজেন্সি দ্বারা কিন্তু বিনিময়ে কিছুই পায় না কেন? কারন কেবলমাত্র আমেরিকার কোকেন ইন্ডাস্টি এর চেয়ে চারগুন বেশি মূল্যমানের। আপনি কি ভাবতেন কোকেনের প্রভুরা আমরা বললেই কোকেন ছেড়ে জ্যাম আর জেলী বিক্রি করা শুরু করত? আপনি কি আসলেই ভাবতেন আমেরিকান গ্যাংগুলো কোন যুদ্ধ ছাড়াই ক্যান্ডি চকলেট খাওয়া শুরু করত?"

"তাই বলে এটা আমাদের দেশকে একটা যুদ্ধক্ষেত্র বানিয়ে ফেলার কোন কারন হতে পারে না।"

"অবশ্যই হতে পারে, মৃতদের নব্বুই ভাগ সাইকো এবং তারা কোকেনের অভাবে ক্লিনিক্যালি উন্মাদে পরিণত হয়েছে। কয়েকটা দুঃখজনক ঘটনা সৃষ্টি হচ্ছে ক্রশফায়ারের কারনে, নিরপরাধ মানুষ মারা যাচ্ছে। কিন্তু এই সংখ্যাটা খুব একটা বেশি নয়, প্রতি সপ্তাহে রোড অ্যাক্সিডেন্টে এর চেয়ে বেশি নিরপরাধ মানুষ মারা যায়।"

"কিন্তু আপনি দেখেন আপনি কি করেছেন। আমরা সব সময় আমাদের সাইকো এবং উন্মাদগুলোকে শান্ত রাখতে চেষ্টা করি কিন্তু আপনি তাদের উস্কে দিয়েছেন, রাস্তায় তুলে এনেছেন। সেখানে আমাদের ভোটার আছে। এটা মধ্যবর্তী নির্বাচনের বছর। আট মাসের মাথায় মানুষ সিদ্ধান্ত নেবে পরেরবারের জন্য আমাদের মনোনীত করবে কিনা। কিন্তু এই নৈরাজ্য এই বিশৃঙ্খলা কি তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহনে প্রভাব ফেলবে না?"

তার কণ্ঠস্বর উচু গ্রামে উঠল। দরজার ওপাশ থেকে কিছু জুনিয়ার উকি ঝুঁকি মেরে দেখতে চেষ্টা করছিল ভেতরে কে ঝাড়ি খাচ্ছে। এরপর ভেতরের রুমে লোক দুজন বরফ শীতলতায় কিছুক্ষন বসে থাকলেন, কিছুক্ষন কেউই কোন কথা বললেন না।

"আমার মনে হয় লোকজন একদিন বুঝতে পারবে," ডেভেরু আবার শুরু করলেন। "আর বড়জোর মাসদুয়েক আমরা গ্যাংদের এমন ধ্বংসযজ্ঞ দেখব। এরপর তারা যখন নিজেরা নিজেরা মারামারি করে কয়েক জেনারেশনের জন্য ধ্বংস হয়ে যাবে তখন মানুষজন বুঝতে পারবে তাদের উপর থেকে কি পাথরভার নেমে গেছে।"

পল ডেভেরু কোন রাজনীতিবিদ ছিলেন না, রাজনীতির মারপ্যাঁচ তিনি বুঝতেন না। কিন্তু জোনাথান সিলভার ছিলেন ঝানু রাজনীতিবিদ। জনগন ব্যাপারটা কিভাবে নেবে সেটা তিনি পরিস্কার দেখতে পারছিলেন। তিনি তার মাথা নেড়ে পেপারটাতে আবার চাপড় দিলেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"এটা কোনভাবেই চলতে পারে না, এর ফলাফল যা ই হোক না কেন। এটা বন্ধ করতে হবে, যেকোন মূল্যে।"

সিলভার তার ড্রয়ার থেকে একটা কাগজ বের করলেন এবং রিটায়ার্ড স্পাইয়ের দিকে ছুঁড়ে দিলেন।

"আপনি জানেন এটা কি?"

"আপনিই বলেন।"

"এটা প্রেসিডেন্টের নির্দেশ, যেকোন মূল্যে এই অরাজক পরিস্থিতি বন্ধ করতে হবে।

"বেশ, খুব ভালো কথা, তাহলে প্রজেক্ট কোবরা ওভার, বন্ধ হয়ে গেল। আর সেটা চালু থাকবে না। এই ঘন্টা থেকেই সেটা কার্যকর হল। আমি হেড কোয়ার্টারে পৌছেই সেটা ভেঙে দেব। ক্লিয়ার?"

"ক্রিস্টালের মতো।"

কোবরা নামধারী পল ডেভেরু কাগজটা ভাঁজ করে জ্যাকেটের পকেটে রাখলেন, ঘুরে বেরিয়ে গেলেন। তার ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলেন সোজা অ্যানাকেস্টিয়ার ওয়্যারহাইসে যেতে। সেখানকার টপফ্লোরে প্রেসিডেন্সিয়াল অর্ডারটি দেখিয়ে ক্যাল ডেক্সটারকে বিস্মিত করে দিলেন।

"কিন্তু আমরা ব্যাপারটা প্রায় শেষ করে আনছিলাম"

"না আমরা শেষের যথেষ্ট কাছে নই। আর তুমিই ঠিক, আমাদের মহান রাষ্ট্র নিজের দেশের বাইরে লাখ লাখ মানুষ মেরে ফেলতে পারে কিন্তু সেই সংখ্যার এক পার্সেন্টেরও কম নিজের দেশের ভেতরের খারাপ লোকগুলোকে মারাটা সহ্য করতে পারে না।

"গ্রেইনশিপ দুটোকে ডাকো, *বালমোরাল* দান করে দাও ব্রিটিশ নেভিকে আর চিজাপিক আমাদের নেভি সিলের জন্য রেখে দাও। সেগুলোকে পরে তারা ট্রেনিংয়ে ব্যবহার করতে পারবে। গ্লোবাল হক দুটোকে ডেকে পাঠাও, আমেরিকান এয়ারফোর্সে তাদের ফিরিয়ে দাও আমার ধন্যবাদসহ। আমার কোন সন্দেহ নেই তাদের এই প্রযুক্তি ভবিষ্যতে পৃথিবীটা নিয়ন্ত্রন করবে। আর সবকিছু একটা বিলি বন্টন করে দিও।"

"আর আপনি? আমি কি আপনার সাথে মাঝে মাঝে যোগাযোগ করতে পারি?"

কোবরা খানিক চিন্তা করলেন।

"সপ্তাহ খানেক হয়তো বাড়ি থাকব। তারপর আমি ভ্রমনে বের হব। কেবল ঘুরাঘুরি, গুরুত্বপূর্ন কিছু নয়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডন ডিয়েগো এস্তেবানের আত্মশ্লাঘা ছিল, সে কর্ডিলেরাতে তার এস্টেটে একটি প্রাইভেট চ্যাপেল থাকা সত্ত্বেও পার্শ্ববর্তী শহরের ছোট চার্চটিতে কম্যুনিয়নে অংশগ্রহন করে আনন্দ পেত। এতে করে সে সাধারন মানুষের খুব কাছাকাছি আসতে পারত। এটি তাকে সুযোগ করে দিত নগ্নপদ গরীব শিশুর কাছাকাছি আসতে, তার অধঃস্তন কর্মচারী, পিয়ন তথা সমাজের একেবারে নিচু শ্রেনীর মানুষের সাথে মিশে যেতে, এটি তাকে সুযোগ করে দিত দরিদ্র যাজকের দানবাক্সে ভাল অঙ্কের কিছু টাকা নিজের হাতে রেখে দেয়ার যা হয়তো যাজকটিকে কয়েকমাস সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে রাখবে।

যখন সে আমেরিকা থেকে আসা লোকটির সাথে দেখা করতে সম্মত হল তখন সে দেখা করার স্থান হিসেবে ছোট সেই চার্চটিকেই বেছে নিল এবং খুবই সুরক্ষিত অবস্থায় সেখানে আসল। আমেরিকান লোকটিই তাকে সাজেশন দিয়েছিল যেন তারা গডের পবিত্র বাড়িতে দেখা করে যে গর্ডের প্রার্থনা তারা দুজনেই করে ক্যাথলিক ধর্মরীতি অনুসারে, এমন অদ্ভুত আবদার সে আগে কখনও শোনে নি, কিন্তু এই অদ্ভূত ব্যাপারটাই তাকে আকর্ষন করল।

কলাম্বিয়ান ডন সেখানে প্রথমে পৌছাল, প্রবেশ করেই সে বুকে হাত দিয়ে ক্রশ আঁকল, সামনে দিকে এগিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে সে প্রার্থনা করল।

প্রাথনা সেরে সোজা হতেই সে শুনল তার পেছনের পুরনো রোদেপোড়া কাঠের দরজাটা হালকা শব্দ তুলে খুলে গেল, বাইরে থেকে এক ঝাঁক গরম হাওয়া ভেতরে ঢোকল সে অনুভব করল, তারপর একটি পায়ের আওয়াজ তার দিকে এগিয়ে আসতে শুনল। ডন জানে আশেপাশে তার লোকেরা সশস্ত্র অবস্থায় আছে। এটা একটা পবিত্র স্থান তবুও লোকটা অন্যরকম কিছু করতে চাইলে তাকে ছেড়ে কথা বলা হবে না।

দর্শনাথীটি পেছন থেকে এগিয়ে এসে সামনের সারিতেই বসল, ছয় ফিট দূরত্বে সেও তার বুকে হাত দিয়ে ক্রশ আঁকল। ডন আড়চোখে তার দিকে তাকাল। আমেরিকান লোকটি তার সমবয়েসীই হবে, শান্ত চেহারার, একটি ক্রিম কালারের সুট পরে এসেছে।

"সিনর?"

"ডন ডিয়েগো এস্তেবান?"

"হ্যা, আমিই।"

"পল ডেভেরু, ওয়াশিংটন থেকে এসেছি, দেখা করার সুযোগ দেয়ার জন্য ধন্যবাদ।"

"আমি গুজব শুনেছি। অস্পষ্ট কথাবার্তা, এর বেশি কিছু নয়। কোবরা নামের একজনের কথা শুনেছি।"

"হ্যা, এটা একটা বোকার মত নিক নেম। তবে হ্যা এই ডাক নামটা আমারই।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আমি কেন আপনাকে খুন করলাম না? বাইরে আমার শ'খানেক লোক দাঁড়িয়ে আছে।"

"আর এদিকে আমি এবং আমার হেলিকপ্টার পাইলট। আমার বিশ্বাস আমার কাছে এমন কিছু আছে যেগুলো আগে ছিল আপনার এবং এখনও আমি সেটা আপনাকে ফিরিয়ে দিতে পারি যদি কেবল আমরা একটা চুক্তি করতে পারি। আমি মারা গেলে তো আর চুক্তিটা করতে পারব না।"

"আমি জানি আপনি আমার কি ক্ষতি করেছেন, সেনর কোবরা। আপনি আমার চরম লোকসান করিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আমিতো আপনার কোন ক্ষতি করিনি। আপনি যা করেছেন সেটা কেন করেছেন?

"কারণ আমার দেশ আমাকে সেটা করতে বলেছিল।"

"আর এখন?"

"আমার সারাজীবন আমি আমার দুই প্রভুর সেবা করে এসেছি। আমার গড এবং আমার দেশ। আমার গড আমার সাথে কখনো বেঈমানী করেননি।"

"আপনার দেশ কি তবে বেঈমানী করেছে?"

"হ্যা।"

"কেন?"

"কারণ এটা এখন আর সেই দেশ নেই যে দেশের জন্য আমি যুবক বয়সে প্রাণ দেয়ার শপথ নিয়েছিলাম, এদেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এখন দূর্নীতি ঢুকে গেছে। সেখানে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য মানুষ সব ধরনের অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়। সেটা আর আমার দেশ নয়, আমার বন্ধন ভেঙে গেছে।"

"আমি কোন দেশের প্রতি কখনোই এমন বিশ্বস্ত ছিলাম না, এমনকি এই দেশের প্রতিও না। যেহেতু মানুষেরাই একটি দেশ চালায়, আর এই দেশ চালানোর কাজটি করে সবচেয়ে অযোগ্য লোকেরা, তাই এর প্রতি আমার কোন মোহ নেই। আমারও দুজন প্রভু আছে। আমার গড এবং আমার সম্পত্তি।"

"আর এই দ্বিতীয়টির জন্য আপনি অনেক খুন করেছেন, তাই না ডন ডিয়েগো?"

ডেভেরুর কোন সন্দেহ ছিল না যে ডনের এই ভদ্র চেহারার আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে এক ভয়ঙ্কর সাইকোপ্যাথ কিলার এবং খুবই বিপজ্জনক এক লোক।

"আর আপনি, সেনর কোবরা, আপনি আপনার দেশের জন্য খুন করেছেন? অনেক বার?"

"অবশ্যই, আসলে সম্ভবত আমরা দু'জন একই ধরনের মানুষ।"

সাইকোপ্যাথটি সম্ভবত মনে মনে খুশি হয়ে গেছে কোবরা ভাবলেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

টাকার লোভকে দেশপ্রেমের সাথে তুলনা করায় ডনের খুশি হবারই কথা।

"সম্ভবত আমরা একই রকম, সেনর। আমার জিনিসের কতোটুকু আপনার কাছে আছে?"

"একশো পঞ্চাশ টন।"

"কিন্তু আমি এর চেয়ে তিনগুণ জিনিস হারিয়েছি।"

"বেশির ভাগই ধরা পড়েছে কাস্টমস্, কোস্টগার্ড এবং নেভিদের হাতে। সেগুলোর বেশির ভাগই পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। কিছু চলে গেছে সমুদ্রের গভীরে। চারভাগের একভাগ কেবল আমার কাছে আছে।"

"নিরাপদ জায়গায়?"

"খুবই নিরাপদ। তাছাড়া আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে।"

ডন মনে মনে হিসেব করল। জঙ্গল প্রডাকশন পুরোপুরি চালু করে, জাহাজে সরবরাহ বাড়িয়ে, বিমানে সরবরাহ পুনরায় চালু করে সে আবার শুরু করতে পারবে। এখন একশো পঞ্চাশ টন রেডিমেড কোকেন হাতে পেয়ে গেলে বিশাল উপকার হয়।

"এর জন্য আপনাকে কত দিতে হবে, সেনর?"

"আমাকে অবসরে যেতে হবে। সমুদ্রের পাড়ে একটি ভিলা। প্রচুর সূর্যের আলো পড়ে এমন জায়গায়। যথেষ্ট পরিমানে বই। কোন নির্জন এক দ্বীপে এমন একটা ভিলার দাম খুব একটা কম নয়। ওয়ান বিলিয়ন ইউএস ডলার।

"আমার জিনিসগুলো একটা জাহাজে আছে?"

"হ্যা।"

"আপনি কি আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নাম্বার দিতে পারেন?

"হ্যা, আপনি কি আপনার পোর্ট ডেস্টিনেশন জানাবেন? জিনিসগুলো কোথায় পাঠাতে হবে?"

"অবশ্যই।"

"আপনি তবে সম্মত, ডন ডিয়েগো?"

"আমি মনে করি সেনর, আমাদের মাঝে চুক্তি হয়ে গেছে। আপনি এখান থেকে নিরাপদেই বের হয়ে যাবেন। কিভাবে কি করতে হবে সেটা আমার সেক্রেটারির সাথে কথা বলে নেন, সে বাইরে আছে। এখন আমি একা এখানে একটু প্রার্থনা করতে চাই।"

পল ডেভেরু উঠে দাঁড়ালেন, বুকে আবার ক্রুশ এঁকে বেরিয়ে গেলেন। এক ঘন্টা পর তিনি মালাম্বু এয়ারবেসে ফিরে সেখান থেকে গ্রুম্যান জেটে করে ওয়াশিংটন গেলেন। মালাম্বু এয়ারবেসে গ্লোবাল হক দুটোর অপারেটিং ক্রুদের বলে দেয়া হলো যে এক সপ্তাহের মধ্যে যেন সেগুলোকে নামিয়ে সি-৫ কার্গো প্লেনে করে নেভাদাতে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ক্যাল ডেক্সটার জানতেন না তার চিফ কোথায় গিয়েছেন, সেটা তিনি জিজ্ঞেসও করেন নি। তার কাজ তিনি করছিলেন, প্রজেক্ট কোবরা একটু একটু করে নিয়মানুসারে ভেঙে যাচ্ছিলেন।

গ্রেইন শিপগুলো বাড়ির পথ ধরল, ব্রিটিশ সৈন্য বিশিষ্ট *বালমোরাল* চলতে লাগল ডরেসেটের লাইমে বে'র দিকে; চিজাপিক পথ ধরল আমেরিকার। ব্রিটিশরা *বালমোরাল*কে উপহার হিসেবে পেয়ে ধন্যবাদ জানাল ডেক্সটারকে, জাহাজটা তারা সোমালিয়ান জলদস্যুদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারবে।

যাদের বন্দী করা হয়েছিল তাদের ঈগল আইল্যান্ড থেকে ফেরত আনা হল ইউএস এয়ারফোর্সের একটি দূরপাল্লার কার্গো প্লেনে করে। তাদের সবাইকে তাদের পরিবারের কাছে মেসেজ পাঠাতে দেয়া হল যারা হয়তো ভেবেছিল তাদের প্রিয়জন সমুদ্রে হারিয়ে গেছে।

যে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলো খোলা হয়েছিল তার একটি রেখে বাকিগুলো বন্ধ করে দেয়া হল, শেষ মুহূর্তের ব্যয় মেটানোর জন্য কেবল একটা অ্যাকাউন্ট চালু রাখা হল। অ্যানাকস্টিয়ার ওয়্যারহাউসের কমিউনিকেশন ইকুইপমেন্টগুলো জেরমি বিশপকে দিয়ে দেয়া হল। তারপরে আবার ডেভেরুকে দেখা গেল। তাকে সন্তুষ্ট মনে হচ্ছিল, তিনি ডেক্সটারকে একপাশে ডাকলেন।

"তুমি কি কখনো স্পিনড্রিফট আইল্যান্ডের কথা শুনেছ?" তিনি জিজ্ঞেস করলেন। "এটা ছোট একটা দ্বীপ, খুবই ছোট, বড়জোর একটা কোরাল অ্যাটলের চেয়ে সামান্য বড়, বাহামা দ্বীপপুঞ্জের একটা দ্বীপ। সেটা জনবসতিহীন, আপাতত সেখানে ইউএস মেরিনের একটা টিম সেখানে ক্যাম্পিং ক'রে আছে।

"দ্বীপটির মাঝখানে পাম গাছের একটা জঙ্গল আছে যার নিচে সারি সারি বান্ডিল রাখা আছে। তুমি অনুমান করতে পারছ সেগুলোতে কি আছে। সেগুলোকে ধ্বংস করতে হবে, পুরো একশো পঞ্চাশ টন। আমি বিশ্বাস করে তোমাকে কাজটা দিচ্ছি, তুমি নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছ সেখানে কত টাকার জিনিস আছে।"

"আমার মনে হয় আমি অনুমান করতে পারছি। সেখানে কয়েক বিলিয়ন ডলারের জিনিস আছে।"

"ঠিকই ধরেছ, আমার একজন দরকার যাকে আমি বিশ্বাস করে সেই দায়িত্বটা দিতে পারি, আর এ কাজের জন্য তোমাকেই সবচেয়ে বিশ্বস্ত মনে হয়। সেখানে কয়েক ক্যান ভর্তি গ্যাসোলিন রাখা আছে কয়েক সপ্তাহ ধরে। তোমার উচিত হবে নাসাউ থেকে একটি ফ্লোটিংপ্লেন নেয়া। দয়া করে যাও আর কাজটা করে ফেল।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডেক্সটার জীবনে অনেক কিছুই দেখেছেন কিন্তু বিলিয়ন ডলার দামি পাহাড় কখনো দেখেন নি, তাকে সেটা ধ্বংস করতে হবে। এমনকি এর একটি বান্ডিলও স্যুটকেসে ভরে নিয়ে যেতে পারলে সারা জীবনের জন্য ধনী। বাণিজ্যিক বিমানে করে ওয়াশিংটন থেকে তিনি নাসাউ গিয়ে প্যারাডাইজ হোটেলে চেকইন করলেন। রিসেপশন থেকে ফোন করে একটি ফ্লোটিং প্লেন বুক করলেন তিনি, সেটি পরের দিন ভোর বেলায় এসে তাকে নিয়ে যাবে।

দ্বীপটি ছিল সেখান থেকে প্রায় একশো মাইল দূরে এবং সেখানে যেতে এক ঘন্টারও বেশি সময় লাগল। মার্চে আবহাওয়া ছিল উষ্ণ এবং দ্বীপগুলো তাই ছিল বেশ সজীব। গন্তব্য ছিল এতোই দূরে যে পাইলটকে দুবার জিপিএস চেক করে নিশ্চিত হতে হল যে সে ঠিক পথেই যাচ্ছে।

ভোর হওয়ার এক ঘন্টা পর সে একটা ছোট দ্বীপের উপর পৌঁছাল এবং পুনরায় জিপিএস চেক করে দ্বীপটি দেখিয়ে দিল।

"এটাই সেই দ্বীপ, মিস্টার, সে প্লেনের গর্জন ছাপিয়ে চিৎকার করে বলল। ডেক্সটার নিচে তাকালেন। দ্বীপটির থাকা উচিত ছিল কোন পোস্টকার্ডে। গভীর সুন্দর এই দ্বীপ দেখে ডেক্সটার অভিভূত হলেন। এক বর্গকিলোমিটারেরও কম এলাকাজুড়ে দ্বীপটির অবস্থান। দ্বীপটিতে আছে একটি রিফ যার পাশেই আছে একটি লেগুন যেটি কোরালের মাঝে একটি গ্যাপের মাধ্যমে সাগরের উন্মুক্ত হয়েছে। মাঝখানে বেশ কয়েকটা পামগাছ মিলে একটি জঙ্গলের মতো সৃষ্টি করেছে, উপর থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই এর নিচে কি গুপ্তধন অপেক্ষা করছে।

উজ্জ্বল সাদা বিচের একপাশে একটি লোহার জেটি আছে যেটিকে সাধারণত সাপ্লাইবোট এসে ভিড়ে। উভচর প্লেনটি পানিতে নামল এবং ট্যাক্সিইং করে এগোতে লাগল।

"আমাকে জেটিটিতে নামিয়ে দাও," ডেক্সটার বললেন।

"পা টাও ভেজাবেন না?" কৌতূক করল পাইলট।

"পরে কোন একবার।"

ডেক্সটার প্লেন থেকে বেরিয়ে জেটিতে নামলেন এবং সেখানকার সিড়ি বেয়ে বিচে নেমে আসলেন। সেখানে তিনি এক মাস্টার সার্জেন্টের মুখোমুখি হলেন, সে এই দ্বীপে অবস্থানকারী নেভি সিল টীমটির নেতৃত্ব দিচ্ছে। তার পেছনে আরো দুজন সৈন্য ছিল, তাদের সবার কাছে সাইড আর্মস ছিল।

"আপনার এখানে কি কাজ, স্যার?"

কথায় যথেষ্ট সৌজন্য থাকলেও এর মর্মার্থ ডেক্সটার বুঝতে পারছিলেন। এখানে আসার কোন কারণ থাকলে ভাল, না থাকলে আর এক পাও এগিয়ো না। প্রশ্নের উত্তরে ডেক্সটার পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করলেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"দয়া করে ভাল করে পড়, মাস্টার সার্জেন্ট, আর সিগনেচারটা লক্ষ্য কর।"

মেরিন সেনাটি কাগজটি পড়তে পড়তে শক্ত হয়ে গেল, অনেক দিনের সামরিক প্রশিক্ষণ থাকায় তার অভিব্যক্তিতে তার ভেতরকার বিস্ময় প্রকাশ পেল না। প্রেসিডেন্টের স্বাক্ষরের ছবি সে বিভিন্ন জায়গায় দেখেছে কিন্তু কখনো ভাবেনি তার হাতে এমন প্রেসিডেন্টের স্বহস্তে স্বাক্ষরিত একটি কাগজ থাকবে। ডেক্সটার কাগজটি তার হাত থেকে নেয়ার জন্য হাত বাড়ালেন।

"আমার নাম ডেক্সটার, পেন্টাগন থেকে, যাই হোক, এখন তোমার সহযোগিতা দরকার। আমি কি সেটা পাব, মিস্টার?"

মেরিন সেনাটি অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়াল, ডেক্সটারের মাথার উপর দিয়ে দিগন্তের দিকে তাকাল।

"ইয়েস, স্যার," সে চিৎকার করে সামরিক কায়দায় উত্তর দিল।

পাইলটকে সারাদিনের জন্য ভাড়া করা হয়েছে। সে একটা গাছের ছায়ায় এসে অপেক্ষা করতে লাগল। ডেক্সটার এবং মেরিনটি জেটি ছেড়ে বিচের দিকে হাঁটতে লাগলেন। সেখানে বারোজন শক্তপোক্ত রোদেপোড়া সোলজার ছিল তারা কয়েক সপ্তাহ ধরে এখানে কেবল সাঁতার কেটেছে, মাছ ধরেছে, রেডিও শুনেছে, সাথে করে আনা পেপারব্যাক বই পড়েছে আর কঠোর ব্যায়ামের মাধ্যমে নিজেদের ফিগার ঠিক রেখেছে।

ডেক্সটার একটি পামগাছের ঝোপের নিচে জড়ো করে রাখা গ্যাসোলিনের জেরিক্যানগুলো দেখতে পেলেন। ঝোপটি দুই একরের বেশি বড় নয়, এর ভেতর দিয়ে পায়ে চলার মত রাস্তা আছে। রাস্তার দুপাশে কোকেনের বান্ডিলগুলো স্তূপ করে রাখা আছে ঝোপের ভেতরে। প্রতিটি ঘনক আকৃতির বান্ডেলে দেড়টন করে একশোটির মত বান্ডেল রাখা আছে, নয়মাস ধরে গোপন জাহাজদুটির দ্বারা আটক করা মালামাল।

"তুমি জান এগুলোতে কি আছে?" ডেক্সটার জিজ্ঞেস করলেন।

"নো, স্যার," মাস্টার সার্জেন্ট বলল, এইসব উর্দিধারী লোকেদের অন্যসব মানবিক বোধের মত কৌতূহলকেও কঠোর সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে।

"কাগজপত্র। পুরনো দলিল, সরকারি নথি। খুবই স্পর্শকাতর। এজন্যই প্রেসিডেন্ট চান না সেগুলো কোনভাবে আমাদের শত্রুর হাতে পড়ুক। ওভাল অফিস সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেগুলো পুড়িয়ে ফেলতে হবে। এজন্যই গ্যাসোলিন। তোমার লোকদের বল সবগুলো বান্ডিল এক জায়গায় জড়ো করে গ্যাসোলিন ঢালতে।"

দেশের শত্রুর কথা বলাটাই মাস্টার সার্জেন্টের জন্য যথেষ্ট ছিল। সে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চিৎকার করে বলল, "ইয়েস, স্যার," এবং বিচের দিকে চলে গেল।

ডেক্সটার পাম গাছের সারির ভেতর দিয়ে মৃদু পায়চারি করছিলেন। সেই জুলাই মাস থেকেই আটক করা অনেক বান্ডেল দেখে আসছেন কিন্তু কখনোই দেখা হয় নি সেগুলোর ভেতরের জিনিসগুলো কেমন। ডেক্সটার শুনেছেন কোকেন দাহ্য পদার্থ, একটু আগুনের ছোঁয়া পেলেই দাউদাউ করে জ্বলে উঠে।

অনেক বছর ধরেই ডেক্সটার তার চাবির রিং হিসেবে একটি আর্মি টাইপ সুইস পেন নাইফ ব্যবহার করেন, ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্টধারী হওয়ায় কোন দেশের এয়ারপোর্টেই তার চেকআপ হয় না তাই সেটি সবসময়ে তিনি সাথেই রাখতে পারেন। কৌতূহলবশত তিনি ছুরিটির ছোট ব্লেডটি খুললেন এবং কাছে থাকা বান্ডিলের একটা অংশ ছুরি দিয়ে কাটলেন। তার কখনো এই জিনিস খেয়ে দেখা হয়নি এর স্বাদ কেমন। তিনি ভাবলেন আর কখনো হয়তো এর স্বাদ নেয়ার সুযোগ হবে না তাই একটু চেখেই দেখা যাক জিনিসটি কেমন।

ছোট ব্লেডটি বান্ডিলের ভেতরের পলিথিন র‍্যাপিং ভেদ করে পাউডার পর্যন্ত ঢুকে গেল, ব্লেডের ডগায় করে খানিকটা পাউডার বেরিয়ে আসল। তার পেছনে তখন মেরিনরা গ্যাসোলিন দিয়ে বান্ডিলগুলো ভিজিয়ে দিচ্ছিল। তাদের দিকে পেছন ফিরে বান্ডেলের কাটা অংশটুকু আড়াল করে থাকায় তারা কিছু দেখকতে পাচ্ছিল না।

ব্লেডের ডগাটি তিনি তার জিহ্বার ছোঁয়ালেন, সেটি জিহ্বায় সাথে চেপে ধরে রাখলেন যতক্ষণ পর্যন্ত না পাউডারগুলো লালার মধ্যে দ্রবীভূত হয়, স্বাদগ্রহণ গ্রন্থিতে পৌছায়। তিনি বিস্মিত হয়ে গেলেন। এই স্বাদ তার পরিচিত।

তিনি আরেকটা বান্ডিলের দিকে এগোলেন এবং একই কাজ করলেন। এবারে বড় করে কাটলেন এবং একটু বেশি পরিমানে মুখে দিলেন। আরো একটা, আরো অনেকগুলো, সবগুলো একই রকম। জীবনের নানা চড়াই উৎরাই পেরিয়ে এ অবস্থানে আসার আগে তাকে হরেক রকমের কাজ করতে হয়েছে ফোর্ডহ্যামে আইন পড়ার টিউশন ফি যোগাড়ের জন্যে। এর মধ্যে একবার তিনি কাজ করেছিলেন একটি বেকারীতে। বেকিং সোডার স্বাদের সাথে তিনি খুব ভালো ভাবেই পরিচিত।

গ্যাসোলিনের গন্ধ বান্ডেলগুলোকে গ্রাস করে নেয়ার আগেই তিনি আরো দশ বারোটা বান্ডেল পরীক্ষা করে ফেললেন। তারপর চিন্তামগ্ন ভাবে তিনি আবার বিচের দিকে হাঁটা শুরু করলেন। বিচে থাকা একটি পুরনো ড্রামের উপর বসে শূন্য দৃষ্টিতে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তিরিশ মিনিট পর মাস্টার সার্জেন্ট তার সামনে এসে দাঁড়াল।

"জব ডান, স্যার।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"গ্যাসোলিন ঢালা শেষ? তাহলে এবার আগুন ধরিয়ে দাও," ডেক্সটার বললেন।

তিনি শুনলেন মেরিনটি নির্দেশ দিচ্ছে "স্ট্যান্ড ক্লিয়ার" এবং হুপ করে একটি শব্দ হয়েই আগুন জ্বলে উঠল। এবং বান্ডিলগুলো ধীরে ধীরে পুড়ে যেতে লাগল।

তিনি ঘুরে সেদিকে এগোলেন দেখার জন্য পামগাছের ফাঁকে লুকানো জিনিসগুলো কিভাবে পুড়ে যাচ্ছে। উভচর বিমানটির ককপিটে বসে পাইলট হাঁ করে তাকিয়ে দেখছিল কি হচ্ছে। একডজন মেরিন সেনাও তাকিয়ে তাদের হাতের কাজ কেমন হয়েছে দেখছিল।

"মাস্টার সার্জেন্ট, আমাকে বলো তো..."

"স্যার।"

"এইসব ডকুমেন্টের বান্ডেলগুলো এখানে কিভাবে পৌঁছেছিল?"

"বোট দিয়ে, স্যার।"

"সব একবারে এসেছিল? নতুন একটা কার্গো দিয়ে?"

"স্যার। দশ-বারো বারে এসেছে। কয়েক সপ্তাহ ধরে আমরা এখানে ছিলাম।"

"একই জাহাজ প্রতিবার আসত?"

"হ্যা, স্যার, একই জাহাজ।"

"কেমন ধরনের জাহাজ?"

"ছোট আকারের ট্রাম্প স্টিমার, স্যার।"

"কোন দেশী, জাহাজটির জাতীয়তা?"

"সেটা জানিনা স্যার, তবে স্টার্নে একটা পতাকা ছিল। সেখানে দুইটা কমার মত চিহ্ন ছিল। একটা লাল এবং আরেকজটা নীল। তার ক্রুরা ছিল এশিয়ান।"

"নাম?"

মাস্টার সার্জেন্ট ভ্রূ কোঁচকাল যখন সে মনে করার চেষ্টা করছিল। তারপর সে মনে করতে পারল। সে খানিকটা দ্বিধায় ছিল।

"অ্যাঞ্জেলা!"

সে বেশ জোরে চিৎকার করেই বলল। আশেপাশের সৈনিকেরা তার দিকে তাকাল।

"স্টিমারটির নাম কি ছিল যেটিতে করে বান্ডিলগুলো এখানে আসত? তোমার নাম জিজ্ঞেস করিনি।"

"*সি স্পিরিট*, স্যার। আমি সেটার স্টার্নে লেখা দেখেছি, নতুন সাদা রং দিয়ে লেখা ছিল।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আর নামের নিচে?"

"নামের নিচে বলতে কি বলতে চাচ্ছেন বুঝলাম না, স্যার।"

"নামের নিচে কোন পোর্টে রেজিস্ট্রেশন করা সেটা লেখা থাকে।"

"ও হ্যা, পু...পু...দিয়ে শুরু করে কোন কিছু।"

"পুসান?"

"ইয়েস স্যার, সেটাই। পুসান, আর কিছু স্যার?"

ডেক্সটার মাথা নাড়লেন। মেরিন এঞ্জেলা সামনে থেকে চলে গেল। ডেক্সটার উঠে জেটির শেষ কিনারে গিয়ে দাঁড়ালেন যেখানে তিনি ছিলেন একা। পকেট থেকে সেলফোন বের করলেন, ফোনটি গতকাল সারারাত চার্জ দেয়া হয়েছে মনে করতে পেরে তিনি খুশি হলেন। তার খুবই বিশ্বস্ত জেরমি বিশপ কম্পিউটারের পাশেই ছিল, দুইবার রিং হতেই সে ফোন ধরল।

"তোমার মেশিনটি কি কোরিয়ান ভাষায় অনুবাদ করতে পারে?" ডেক্সটার জিজ্ঞেস করলেন।

"পৃথিবী বেশিরভাগ ভাষা। গুগল ট্রান্সলেটর দিয়েই কাজ হয়ে যাবে। তবে দরকার হলে আরও ভাল সফটওয়্যারও আছে, আপনি কোথায়?"

"কিছু মনে করবা না। আমি এমন এক জায়গায় আছি আমার এখন যোগাযোগের মাধ্যমে এই সেলফোন।

"*সি স্পিরিট* অথবা *স্পিরিট অফ দ্য সি*'কে কোরিয়ানে অনুবাদ করলে কি দাঁড়াবে? আমি ফোনের চার্জ নষ্ট করতে চাচ্ছি না।"

"আমি একটু পর কলব্যাক করছি।"

ঠিকই দু'মিনিটের মাথায় ডেক্সটারের ফোনটা বেজে উঠল।

"কাগজ কলম আছে? লিখে নেন।"

"লাগবে না, তুমি বল।"

"ওকে, শব্দগুলো হচ্ছে *হায়ে শিন*, বানান হচ্ছে–"

"বানান বলতে হবে না, আমি জানি। ছোট একটা ট্রাম্প স্টিমারের খবর লাগাও তো। নাম *সি স্পিরিট* অথবা *হায়ে শিন*। সাউথ কোরিয়ান জাহাজ, পুসান পোর্টের আন্ডারে রেজিস্ট্রেশন করা।"

"দু মিনিটের মধ্যে ফোন দিচ্ছি।" ফোন আবার কেটে গেছে। জেরমি বিশপের কথা আর কাছে মিল পাওয়া গেল। দু মিনিটের মধ্যে বিশপ ফোনে ফিরে এল।

"পেয়েছি। পাঁচ হাজার টনের জাহাজ, জেনারেল কার্গো ফ্রেইটার। নাম : *সি স্পিরিট*। এ বছরে রেজিস্ট্রেশন করা। এখন কি করতে হবে?"

"এই মুহূর্তে সে কোথায় আছে?"

"একটু দাঁড়াও।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"জেরেমি বিশপ ধুপধাপ কি-বোর্ডের বোতাম চাপতে লাগল। তারপর সে কথা বলল,

"তার কোন ম্যানেজিং এজেন্ট নেই এবং কোন তথ্য কোথাও লিপিবদ্ধ করায় না। সে যেকোন জায়গায় থাকতে পারে। দাঁড়ান, ক্যাপ্টেনের ই-মেইল নাম্বারটা লেখা আছে।"

"তাকে একটা ই-মেইল পাঠাও। তার অবস্থান জিজ্ঞেস কর। ম্যাপ রেফারেন্স। কোর্স এবং স্পিড।"

কিছুক্ষণ দেরী হল তবে এবারে কানেকশন কাটল না।

"ই-মেইল করেছিলাম, সে রিপ্লাইও করেছে। আমি প্রশ্ন করেছিলাম কোথায় আছে, সে সেটা জানাতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। জিজ্ঞেস করেছে আমি কে।"

"বল, দিস ইজ কোবরা।" আবার নিরবতা।

"সে খুব ভদ্রভাবে 'অথরিটি ওয়ার্ড' অর্থাৎ পাসওয়ার্ড জানতে চেয়েছে।"

"পাসওয়ার্ড? তাকে বল হায়ে-শিন।"

বিশপ একটু পরে আবার ফোনে ফিরে এল। এবারে তাকে উচ্ছ্বসিত শোনাচ্ছিল।

"আপনি সেটা কিভাবে জানলেন? যা চেয়েছিলাম সেটা পেয়ে গেছি। সতর্কতার সাথে লিখে নেন।"

"ওহ্ আমার কাছে কোন ম্যাপ নেই। শুধু এইটা বল সেটা কোথায় আছে।"

"বার্বাডোজের একশো মাইল পূর্বে, ২৭০ ডিগ্রি ধরে যাচ্ছে ১০ নট গতিতে। আমি কি জাহাজের ক্যাপ্টেনকে একটা ধন্যবাদ জানাব তথ্যটা দিয়েছে সে জন্য?"

"হ্যা, তারপর তাকে জিজ্ঞেস করবে তার আশে পাশে বার্বাডোজ এবং কলাম্বিয়ার মাঝামাঝি জায়গায় কোন যুদ্ধ জাহাজ আছে কিনা।"

"একটু পরে ফোন দিচ্ছি।"

বার্বাডোজের পূর্ব দিকে ছিল সেটির অবস্থান, যাচ্ছিল পশ্চিম দিকে। ডাচ এন্টিলেস অতিক্রম করে সেটি সোজা যাচ্ছিল কলাম্বিয়ান জলসীমার দিকে। সে *বালমোরাল* থেকে তার শেষ কার্গো নিয়েছে এবং এর পরের নির্দেশনা অনুযায়ী রওয়ানা দিয়েছে পরের গন্তব্যে। আরো তিনশো মাইল; তিরিশ ঘন্টা। আগামীকাল সন্ধ্যা নাগাদ তারা গন্তব্যে পৌছাতে আশাবাদী। জেরেমি বিশপ ফিরে এল।

"না। ক্যারিবিয়ানে কোন যুদ্ধ জাহাজ নেই।"

"ব্রাজিলিয়ান মেজর মেনডোজা কি এখনো কেপ ভার্দে আইল্যান্ডে আছেন?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"তার সেখানে থাকারই কথা। তার ছাত্রদের গ্র্যাজুশেন হয়নি এখনো, তাদেরকে তিনি আর কয়েকদিনের মধ্যেই ফ্লাইং লেফট্যানেন্ট পদে কমিশন দিয়ে তারপর ব্রাজিলে ফিরে যাবেন। কিন্তু আমেরিকান প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ যারা সেখানে ছিল তাদেরকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে।"

"তুমি উনার সাথে যোগাযোগ করতে পারবে? কোন উপায় আছে?"

"আমি তাকে ই-মেইল করতে পারি, অথবা তার সেলফোনে টেক্সট করতে পারি।"

"তাহলে দুটোই কর। আমি তার ফোন নাম্বার চাই এবং আমি তার সাথে কথা বলতে চাই দু'ঘন্টার মধ্যে। আমাকে এখন যেতে হবে। আমি আমার হোটেল রুম থেকে তোমাকে ফোন করব একশো মিনিটের মধ্যে। শুধু নাম্বারটা খুঁজে বের কর।"

তিনি হেঁটে ভাসমান প্লেনটির কাছে গেলেন। দ্বীপটিতে এখন আগুন কোকেনের পাশাপাশি পাম গাছগুলোর ক্ষতি করছিল। বেশিরভাগ পামগাছের গুঁড়িগুলো আগুনে ঝলসে যাচ্ছিল, জীববৈচিত্রের কথা চিন্তা করলে সেটি একটি অপরাধ। ডেক্সটার তীরে থাকা সৈন্যদের উদ্দেশ্যে একবার হাত নাড়িয়ে প্লেনে উঠে পড়লেন।

"নাসাউ হার্বারে যান, প্লিজ, যত দ্রুত সম্ভব।"

নব্বই মিনিটের মধ্যে তিনি তার হোটেল রুমে পৌছে গেলেন এবং তার দশ মিনিট পর বিশপকে কল করলেন।

"আমি সেটা পেয়েছি," একটা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠ ওয়াশিংটন থেকে বলছিল এবং একটা নাম্বার দিল। এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে ডেক্সটার সেই নাম্বারে কল করলেন। তৎক্ষণাৎ একটা কণ্ঠ উত্তর দিল।

"মেজর জোয়াও মেনডোজা?"

"হ্যা।"

"আমরা ইংল্যান্ডের স্কাম্পটনে দেখা করেছিলাম এবং কয়েকদিন আগের কয়েক মাসব্যাপী অভিযান পরিচালনাকারীদের আমি একজন ছিলাম। আমার নাম ডেক্সটার, ক্যাল ডেক্সটার, প্রথমেই আপনাকে আগের অভিযানের জন্য ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। দ্বিতীয়ত, আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই।"

"হ্যা অবশ্যই, বলুন।"

"আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে আপনার ছোট ভাইটি কিভাবে মারা গিয়েছিল?"

ওপাশ থেকে দীর্ঘ বিরতি নেয়া হলে খানিকক্ষণ পর একটা গভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"হ্যা, ভালোভাবেই মনে আছে। কিন্তু কেন?"

"আপনি কি জানেন আপনার ভাইকে মেরে ফেলার জন্য কত গ্রাম কোকেন দরকার হয়েছিল?"

"অতি অল্প কিছু। ওই গ্রাম দশেক হতে পারে। কিন্তু কেন?"

"একটা টার্গেট আছে যেখানে আমি পৌঁছাতে পারছি না। কিন্তু আপনি পারেন। সেটা বহন করছে একশো পঞ্চাশ টন কোকেন। আপনার ভাইকে একশো পঞ্চাশ মিলিয়নবার খুন করার জন্য যথেষ্ট। সেগুলো আছে একটি জাহাজে। আপনি কি আমার হয়ে সেটি ডুবিয়ে দিতে পারবেন?"

"সেটা কোন জায়গায়, ফোগা হতে কত দূরে?"

"আমাদের গ্লোবাল হকগুলো আর চালু নেই তাই সেগুলো এখন আর আপনাকে সাহায্য করতে পারবে না। এয়ারফোর্স বেসে আর কোন আমেরিকান আপনার জন্যে আর বসে নেই, নেভাদা থেকে স্পিকারে ভেসে আসা কোন কণ্ঠ আর আপনাকে নির্দেশনা দেবে না, সবকিছু আপনাকে নিজেকেই নেভিগেট করতে হবে।"

"ব্রাজিলে যখন আমি বিমান চালাতাম তখন সিঙ্গেল সিট বিমানে আমি এসব কিছু একাই করতাম। টার্গেটের লোকেশনটা শুধু বলেন।"

ডেক্সটার মনে মনে হিসেব করলেন। তখন সেটি ছিল বার্বাডোজের একশো মাইল পূর্বে। এখান থেকে ২১০০০ মাইল অতিক্রম করে বিমানটির সেখানে যেতে লাগবে চার ঘন্টা। মোট ছয় ঘন্টা জাহাজটি ঘন্টায় দশ মাইল বেগে ষাট নটিক্যাল মাইল অতিক্রম করবে অর্থাৎ চার ঘন্টা পর সেটি থাকবে বার্বাডোস থেকে ৪০ মাইল পূর্বে।

"বার্বাডোজ থেকে চল্লিশ নটিক্যাল মাইল পূর্বে।"

"তবে সেখান থেকে তো আমি রিফুয়েল না করে একবারে ফিরতে পারবো না।"

"সেখানে স্থানীয়ভাবে কোথাও ল্যান্ড করে রিফুয়েল করে নিবেন। আমি সেই ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। বার্বাডোজের ব্রিজটাউন, সেন্ট লুসিয়া অথবা ত্রিনিদাদে।"

"আমাকে এগজাক্ট ম্যাপ রেফারেন্সটা দেন। ডিগ্রি, মিনিট, সেকেন্ড, নর্থ অফ ইকুয়েটর, ওয়েস্ট অফ গ্রিনউইচ।"

ডেক্সটার তাকে জাহাজের নাম বললেন, বর্ণনা দিলেন, পাতাকার বিবরণ দিলেন যেটি তার জাহাজে উড়ানো থাকবে, এবং ম্যাপ রেফারেন্স দিলেন যেটি জাহাজের ক্যাপ্টেনের দেয়া ম্যাপ রেফারেন্সের সাথে ছয় ঘন্টা অ্যাডজাস্ট করা।

"আপনি কি এটা করতে পারবেন?" ডেক্সটার সন্দিহান ছিলেন এতোদূর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

থেকে বাড়তি সাহায্য ছাড়া সেটা করা সম্ভব কিনা তাই আবারো জিজ্ঞেস করলেন। "কোন নেভিগেটর নেই, কোন রেডিও গাইডেন্স নেই, কোন ডিরেকশন ফাইন্ডার নেই। ম্যাক্সিমাম রেঞ্জ। আপনি কি এটা করতে পারবেন?"

সেই সময়টির জন্য মনে হচ্ছিল যেন তিনি ব্রাজিলিয়ানের উপর ভরসা করতে পারছেন না।

"সেনর, আমার সাথে আমার নিজের প্লেন আছে, আমার জিপিএস আছে, আমার চোখদুটো আছে, সূর্যের আলো আছে। আমি একজন পাইলট। এটাই আমার কাজ।"

এরপর ফোনটা কেটে গেল।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১৭

ফোন রাখার পর জোয়াও মেনডোজার পুরোপুরি তৈরি হতে আধঘন্টা সময় লাগল। শেষ মিশনে ফোগোর এয়ারস্ট্রিপ থেকে বুকানিয়ার বিমানটি রকেট অ্যাসিস্টেড টেক অফ করল।

মেনেডোজা সময় নষ্ট করে জাহাজটিকে রেঞ্জের বাইরে চলে যেতে দেয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি দেখেছেন ব্রিটিশ গ্রাউন্ড ক্রু সবগুলো তেলের ট্যাঙ্ক পূর্ণ করে দিয়েছে আর এতে করে ২২০০ নটিক্যাল মাইল রেঞ্জ যাওয়া যাবে।

কামানগুলোতে গোলা ভরা হয়েছে, সেগুলো ছিল হাড্রেড ইস্পাতভেদী শেল। দিনের আলোয় ট্রেসার লাগবে না এমনকি আগুন ধরিয়ে দেয়ার জন্য ইনসিনডিয়ারীও লাগবে না। তার টার্গেট ছিল ধাতব।

মেজর মেনডোজা তার ম্যাপ নিয়ে কাজ করলেন, উচ্চতা, স্পিড এবং ট্র্যাক ম্যাপে প্লট করলেন সনাতনী কায়দায় ম্যাপ আর তার ডাল্টন কম্পিউটার দিয়ে। ম্যাপটা ভাঁজ করে রাখলেন তার উরুর উপর।

সৌভাগ্যবশত ফোগো দ্বীপটি ল্যাটিচিউডের ঠিক পনেরোতম প্যারালালে পড়েছে আর বার্বাডোজও একই অ্যাঙ্গেলে। তাই কেবল ২৭০ ধরে চললেই সেখানে পৌছানো যাবে। তার হাতে জাহাজটির দুই ঘন্টা আগের এগজাক্ট ম্যাপ রেফারেন্স আছে। চার ঘন্টায় সেই রেফারেন্স অনুযায়ী জাহাজটা কোথায় থাকবে সেটি তার জিপিএস প্রদর্শন করতে পারবে। তার কাজ ছিল শুধু সেটাকে ছয় ঘন্টা হিসেব করে অ্যাডজাস্ট করে দেয়া এবং সে অনুযায়ী এগিয়ে যাওয়া আর আশেপশের এলাকায় গিয়ে নিচে নেমে নিজের চোখ দিয়ে খোঁজা। তখন তার প্লেনে খুব অল্প পরিমান ফুয়েল বাকি থাকবে। সেটুকু দিয়েই বার্বাডোজের ব্রিজটাউনে পৌছাতে হবে। কাজটা খুব একটা কঠিন মনে হচ্ছে না।

সাথে করে তিনি প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্রও নিয়ে নিয়েছেন, পাসপোর্ট এবং কিছু ডলার, একটা ছোট ব্যাগে করে এবং সেটি তার পায়ের কাছে রেখে দিয়েছেন। আসার আগে অনাড়ম্বর একটি ফেয়ারওয়েল নিয়ে এসেছেন তার সাবেক সহকর্মীদের একে একে আলিঙ্গন করে।

যখন রকেটের ধাক্কাটা থেমে গেল তিনি অনুভব করলেন পেছনের প্রচন্ড ধাক্কায় তার পিঠ ব্যথা করছে যেমনটা প্রতিবার রকেট অ্যাসিস্টেড টেকঅফের পর হয়। এরপর তিনি সহজ হয়ে বসে উড়তে থাকলেন।

এক মিনিটের মধ্যে তিনি ছিলেন পনেরোতম প্যারালালে, নাক পশ্চিম

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিকে তাক করা, অপারেশনাল ৩৫০০০ ফিট উচ্চতায় উঠে গেলেন এবং ম্যাক্সিমাম পাওয়ার সেট করলেন যাতে ফুয়েল কম খরচ হয়।

ফোগো আর বার্বাডোজের মধ্যবর্তী স্থানে কোন ল্যান্ডমার্ক নেই। ব্রাজিলিয়ান সামনে নিচের দিকে তাকালেন। যতোদূর চোখ যায় শুধু সাদা পেঁজা তুলোর মত মেঘের বিছানা, তার নিচে অথৈ সাগর, আর আটলান্টিকের নীল জল।

তিন ঘন্টা উড়ার পর তিনি হিসেব করে দেখলেন হিসেবমত তার যেখানে থাকার কথা ছিল তার থেকে তিনি খানিকটা পিছিয়ে আছেন আর বাতাসের গতিবেগ তার হিসেবের চাইতে বেশি যা গতিবেগ কমিয়ে দিচ্ছিল। যখন তার জিনিসপত্র সংকেত দিল যে তিনি সম্ভাব্য টার্গেটের দুইশ মাইল পেছনে আছেন তখন থেকেই তিনি গতি কমিয়ে দিলেন এবং নিচের দিকে আস্তে আস্তে নামতে লাগলেন। তিনি চাচ্ছিলেন জাহাজটি থেকে দশ মাইল পেছনে থাকা অবস্থায় পাঁচশো ফিট উচ্চতায় নেমে যেতে।

এক হাজার ফিট উচ্চতায় নেমে তিনি স্পিড এবং পাওয়ার কমিয়ে দিলেন। স্পিডটা এখন আর কোন ব্যাপার না; তাকে এখন খুঁজতে হবে এই বিস্তীর্ণ সাগরের মাঝে ঠিক কোথায় জাহাজটা আছে। বাতাস বেশি হওয়ায় তাকে প্রত্যাশার চাইতে বেশি ফুয়েল খরচ করতে হয়েছে। কিছুক্ষণ পরেই তিনি একটি ছোট ট্রাম্প স্টিমার দেখতে পেলেন। সেটা বার্বাডোজ থেকে ষাট নটিক্যাল মাইল দূরে ছিল। মেনডোজা আরও নিচে নামলেন স্টার্নের উপর দিয়ে একবার চক্কর দিলেন জাহাজের নাম এবং ফ্ল্যাগ দেখার জন্য।

মেনডোজা একশো ফিট উচ্চতায় তিনশো নট বেগে আরেকটা চক্কর দিলেন, প্রথমে ফ্ল্যাগটা তার নজরে পড়ল। তিনি সেটা চিনতে পারলেন না। ফ্ল্যাগটি ছিল ডাচ অ্যান্টিলেসের কোন এক দেশের। স্টার্ন পেরিয়ে যাওয়া প্লেনটির দিকে জাহাজের লোকেরা হাঁ করে তাকিয়ে ছিল। তিনি খেয়াল করলেন জাহাজে কাঠের চালান রয়েছে এবং শেষে নামটা তার চোখে পড়ল *প্রিন্স উইলেম*। তিনি আবার এক হাজার ফিট উচ্চতায় উঠলেন এবং খেয়াল করলেন ফুয়েলের অবস্থা সুবিধের নয়।

তার জিপিএস বলছে তিনি এখন অ্যাডজাস্ট করা ম্যাপ রেফারেন্সের ঠিক মধ্যবিন্দুতে আছেন, আগের রেফারেন্স অনুযায়ী ছয় ঘন্টা পর জাহাজটির এখানেই কোথাও থাকার কথা। কিন্তু *প্রিন্স উইলেম* ছাড়া আশে পাশে অন্য কোন ট্র্যাম্প স্টিমারই দেখা যাচ্ছে না। হয়তো সেটি তার ট্র্যাক পরিবর্তন করে অন্য কোন দিকে গিয়ে থাকতেও পারে। নাসাউয়ে বসে থাকা আমেরিকানের সাথে কথা বলারও কোন সুযোগ নেই। তিনি চিন্তায় পড়ে নখ কামড়াতে লাগলেন। অবশেষে তিনি একটি রিস্ক নিলেন, ধরে নিলেন জাহাজটি হয়তো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আরো সামনে কোথাও চলে গেছে, ২৭০ ডিগ্রি ধরেই তিনি আরো অগ্রসর হলেন। তার ধারণা ছিল সঠিক।

৩৫০০০ ফিট উচ্চতায় তার প্লেনটিকে বাতাসের ধাক্কা অতিক্রম করে অপেক্ষাকৃত ধীর গতিতে এগোতে হলেও সমুদ্রের পৃষ্ঠে জাহাজটি এর সুবিধা নিচ্ছিল এবং বর্ধিত গতি বারো নট বেগে এগিয়ে চলছিল। আর তাই মেজর মেনডোজার হিসেবে গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। *সি স্পিরিট*কে পাওয়া গেল ক্যারিবিয়ান হলিডে রিসোর্টের থেকে ত্রিশ মাইল দূরে। স্টার্নের উপর দিয়ে ঘুরে আসার সময় মেনডোজা স্টানের উপরে স্পষ্ট দেখতে পেলেন লাল এবং নীল রঙের দুটো চোখের জলের ফোটার মতো বিন্দু, পতাকাটি তিনি চিনতে পারলেন। এখানেও ডেকের উপর থেকে কয়েক জোড়া কৌতূহলী দৃষ্টি তার প্লেনের দিকে তাকিয়ে থাকল।

মেজর মেনডোজার ক্রু দের মেরে ফেলার কোন ইচ্ছা ছিল না। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন জাহাজের বো আর স্টার্নে আঘাত করবেন। বুকানিয়ার প্লেনটিকে একটু উপরে তুলে তিনি এক পাক ঘুরে এলেন, তার প্ল্যান হচ্ছে জাহাজটিকে এক পাশ থেকে আঘাত করা। তিনি কামানগুলোকে 'সেফ' মুড থেকে 'ফায়ার' মুডে এনে প্লেনের নাকটা নিচের দিকে ঝুকিয়ে আনলেন। তার প্লেনে বোমা নেই, কামানগুলো দিয়েই কাজ চালাতে হবে।

বুকানিয়ার প্লেনটি সত্যিকারেরই বেশ কাজের। সেটা দেখতে কখনোই খুব একটা সুশ্রী ছিল না; সেটি ছিল বেশ শক্তপোক্ত এবং সব পরিস্থিতেই তার পারদর্শিতা দেখাতে সক্ষম। তার বিশ্বস্ত দুটি রোলস রয়েস স্পে ইঞ্জিন কখনোই ব্যর্থ হয়নি। নয় মাস ধরে মেনডোজা সেটিকে ব্যবহার করেছেন আকাশ থেকে আকাশে কামানের গোলা দিয়ে প্লেন ভূপাতিত করার কাজে যা সতেরোটি প্লেনের বিশটন কোকেন সমুদ্রগর্ভে মিশিয়ে দিয়েছে। আজ যে কাজে প্লেনটি ব্যবহৃত হতে যাচ্ছে সেজন্যেই মূলত প্লেনটি বানানো হয়েছিল, বুকানিয়ার প্লেন মূলত শিপ-কিলার।

আটশো গজ দূরে থাকা অবস্থায় মেনডোজা তার বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে ফায়ার বাটনটা চেপে দিলেন এবং দেখলেন এক ঝাঁক ৩০ মিমি এপি ক্যানন শেল *সি স্পিরিটে*র বো'তে আঘাত করল। বাটন থেকে বুড়ো আঙ্গুল সরানোর আগে দেখতে পেলেন শেলগুলো জাহাজটির বো'কে বিদীর্ণ করে দিয়েছে।

স্ট্র্যাম্প স্টিমারটি দাঁড়িয়ে পড়লে এর এক পাশ দিয়ে পানি ঢুকতে শুরু করল। জাহাজের উপরের লোকগুলো লাইফবোটের জন্য দৌড়াদৌড়ি করছিল। বুকানিয়ার আবার উপরের দিকে উঠে আরেকটি লম্বা বাঁক নিয়ে এল, আর মেনডোজা উপর থেকে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন নিচে ভিকটিমের কি অবস্থা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দ্বিতীয় আঘাতটি হল স্টার্নে, মেনডোজা আশা করলেন ইঞ্জিনিয়াররা ততোক্ষণে ইঞ্জিন রুম থেকে বেরিয়ে গেছে; দ্বিতীয় আঘাতের ফলে ক্যানন শেলগুলো খোলা স্টার্নকে একেবারে ছিন্ন ভিন্ন করে দিল রাডার, প্রপেলার, দুটো প্রপ শ্যাফট এবং ইঞ্জিনসহ।

ডেকের লোকেরা ততোক্ষণে লাইফবোট নামিয়ে তাতে চড়ে বসেছে। জাহাজের দুলুনির সাথে সাথে অল্প দূরে লাইফবোটটিও দুলছিল। এক হাজার ফিট উঁচুতে চক্কর দিতে থাকা বুকানিয়ার থেকে মেনডোজা দেখতে পাচ্ছিলেন জাহাজটি এবার দু দিক থেকেই ডুবছে। জাহাজটি শেষ, এর ক্রুদেরও লাইফবোট থেকে জীবিত তুলে নিতে পারবে পেছনে আসতে থাকা *প্রিন্স উইলেম* জাহাজটি। মেজর মেনডোজা বার্বাডোজের দিকে ঘুরলেন। এর পরপরই প্রথম স্পে ইঞ্জিনটি ফুয়েলের অভাবে বন্ধ হয়ে গেল।

ফুয়েল গজের দিকে একবার তাকিয়ে মেনডোজা দেখতে পেলেন সেটি পুরোপুরি শূন্যের কোঠায়। শেষ অল্প কয়েক পাউন্ড গ্যাসে তিনি আরেকটু উপরে উঠতে চেষ্টা করলেন। যখন দ্বিতীয় স্পে ইঞ্জিনটি বন্ধ হয়ে গেল তখন তিনি ৩,০০০ ফিট উচ্চতায়। দুটো ইঞ্জিনই বন্ধ। কেবল বাতাসের একটি তিরতির শব্দ হচ্ছিল। মেনডোজা সামনের দ্বীপটি দেখতে পাচ্ছিলেন। কিন্তু উচ্চতা কম হওয়ায় সেখানে গ্লাইড করে পৌছান সম্ভব না।

নিচে সাদা পালকের মতো একটা কিছু তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন, সেটি একটি ছোট মাছধরা নৌকা। সেটার দিকে তিনি এগিয়ে যেতে থাকলেন, উচ্চতাকে সামান্য ঝুঁকে গতিতে রূপান্তর করে, ইজেক্টর সিটের হ্যান্ডেল টানলেন এবং সেটা তাকে ছুঁড়ে দিল বাইরের দিকে।

এটা যুদ্ধবিমানের খুব সাধারণ একটা নিরাপত্তা কৌশল। সিটটি তাকে উপরের দিকে নিয়ে গেল এবং মরতে থাকা বিমানটির কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিল। চাপ নিয়ন্ত্রিত একটি ট্রিগারের সাহায্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে উপরে তিনি সিট থেকে আলাদা হয়ে গেলেন এবং প্যারাসুট খুলে গিয়ে উজ্জ্বল সূর্যের আলোর মাঝে হাওয়ায় ভাসতে লাগলেন। কয়েক মিনিট পর তাকে পানি থেকে টেনে তোলা হল ফিশিং বোটাটির ডেকে।

দু'মাইল দূরে পানির এক বিশাল আলোড়ন উঠল, বুকানিয়ারের নাকটি প্রথমে স্পর্শ করল আটলান্টিক। চার্টার করা ফিশিং বোটটি দ্রুত প্যারাসুট লক্ষ্য করে এগিয়ে গিয়ে খুঁজে পেল মেনডোজাকে।

"ঠিক আছো তো, বন্ধু?" তাদের একজন জিজ্ঞেস করল।

"হ্যা, ঠিক আছি, ধন্যবাদ। আমাকে বাহামাতে একটা ফোন করতে হবে।"

"নো প্রবলেম," বয়স্ক এক লোক খুবই স্বাভাবিকভাবে বলল যেন এমন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বম্বার পাইলট প্রায়ই আকাশ থেকে পড়ে। "আমার ফোন ব্যবহার করেন।"

মেজর মেনডাজাকে ব্রিজটাউনে গ্রেপ্তার করা হল। আমেরিকান অ্যাম্বেসি থেকে একজন অফিসার সেখানে তাকে ছেড়ে দিতে অনুরোধ করার জন্য গেলেন। সাথে করে কিছু কাপড় চোপড়ও নিয়ে গেলেন তিনি। বার্বাডোস কর্তৃপক্ষকে একটা গল্প বিশ্বাস করানো হল যে, এটা ছিল একটা ট্রেনিং ফ্লাইট আর সেটি ভয়াবহ ইঞ্জিন ফেইলিওরের শিকার হয়েছে। ব্রাজিলিয়ান হওয়া সত্ত্বেও মেনডোজার পরিচয় দেয়া হল আমেরিকান নেভির সেকেন্ডমেট হিসেবে। যে ডিপ্লোম্যাট মেনডোজার হয়ে ওকালতি করছিলেন তিনি নিজেও জানতেন না তিনি এসব কেন বলছেন, তাকে বলতে বলা হয়েছিল; যদিও তিনি একটু ধাঁধায় পড়ে গেছেন বিষয়টি নিয়ে তবু কোন সমস্যা হল না, এইসব কূটনীতিকের নির্জলা মিথ্যা বলায় বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। বার্বাডোজ কর্তৃপক্ষ তার ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হল, পরের দিন ব্রাজিলিয়ানকে তার বাড়ির পথে বাণিজ্যিক ফ্লাইট ধরে উড়ে যেতে দিল তারা।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

পরিশিষ্ট

গাড়িটি নিউজার্সির পেনিংটনের মাধ্য দিয়ে এগিয়ে চলছে, ড্রাইভার তার বাড়ির পথ নির্দেশকারী ল্যান্ডমার্কটির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল, অনেকদিন ধরে এই পথে আসা হয় নি কিংবা ল্যান্ডমার্কটি চোখে পড়ে নি তার।

এই জংশন থেকে একটু দক্ষিণে এগিয়ে গৃহযুদ্ধ বিধ্বস্ত সাদা বাড়িটা পেরোলেই তার পরের বাড়িটা অ্যাটর্নি-অ্যাট-ল কেলভিন ডেক্সটারের। তার এই পেশাটি এতোদিন ছিল অবহেলিত তবে চিন্তা করছেন আবার আইন প্র্যাকটিশ চালু করবেন।

পার্শ্ববর্তী একটি কফি হাউসে ঢুকে একটা স্ট্রং ব্ল্যাক কফি খেয়ে ভিতো'স পিজ্জায় ঢুকে সামান্য কিছু ফাস্টফুড খেয়ে নিলেন তিনি। তখন তার মনে হলো বাড়ির জন্যে কিছু বাজার নেয়া দরকার। নতুন একটি ফুড মার্টে ঢুকলেন তিনি।

পুরো ট্রলি ভর্তি করে তিনি চেক-আউট কাউন্টারে আসলেন। সেখানে হাসিখুশি, সম্ভবত স্টুডেন্ট এক কর্মচারী ছিল।

"আর কিছু, স্যার?"

"প্রতিবারই এটা আমাকে নতুন কিছু মনে করিয়ে দেয়," ডেক্সটার বললেন। "আমাকে কিছু সোডাও নিতে হবে।"

"কোকের উপর আমাদের স্পেশাল অফার চলছে। কয়েকটা কোক দেব নাকি স্যার?"

"না, পরে অন্য এক সময়।"

সেন্ট মেরির সাউথ রয়্যাল স্ট্রিটের যাজক প্রথমে খবরটা আবিষ্কার করলেন। তিনি নিশ্চিত ছিলেন তার যজমান আলেক্সান্দ্রিয়ার বাড়িতেই আছেন, কারণ তার ভৃত্য মেইজিকে তিনি বাজারে ট্রলি ভর্তি করে শপিং করতে দেখেছেন। বাড়িতে থাকা সত্ত্বেও তিনি পরপর দুটো প্রার্থনায় যোগ দেন নি, এমনটা আগে কখনও হয় নি। তাই ভোরের প্রার্থনা করেই যাজক চলে এসেছেন তার খবর নিতে। গীর্জা থেকে তার যজমানের বাসা বেশি দূরে নয়, কয়েকশো গজের মধ্যেই হবে। সাউথ ফেয়ারফক্স রোডের শেষ মাথায় পুরনো একটা আলিশান বাড়ি।

উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা বাড়িটির গেটটি খোলা পেয়ে তিনি অবাক হলেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এমনিতে সেটা সবসময় বন্ধ থাকে। ব্যাপারটা তার কাছে একটু কেমন কেমন ঠেকল। বেল বাজানোর পর মিস্টার ডেভেরু সবসময় স্পিকারে জিজ্ঞেস করতেন কে এসেছেন। পরিচয় নিশ্চিত হলে ভেতর থেকে গেট খুলে যেত।

লাল ইটের উপর দিয়ে হেঁটে যাজক ভেতরে ঢুকলেন, দেখলেন ঘরের দরজাও হাট করে খোলা। তিনি চমকে উঠে বুকে ক্রশ আঁকলেন যখন মেইজির নিথর দেহটিকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখলেন। লোকটা অত্যন্ত ভাল ছিল, কোন দিন কারো ক্ষতি করে নি, সে সাদা টাইলসের ফ্লোরের উপর হাত পা ছড়িয়ে পড়ে ছিল; একটা মাত্র বুলেট তার হৃদপিণ্ড ফুটো করে বেরিয়ে গেছে।

তিনি তার সেলফোনে ৯১১ নাম্বারে ইমার্জেন্সি হেল্প হটলাইনে কল করতে যাচ্ছিলেন তখন দেখতে পেলেন স্টাডি রুমের দরজাও খোলা। তিনি ভয়ে ভয়ে ধীরে ধীরে ভেতরের দিকে এগোলেন এবং যা দেখলেন তাতে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগলেন।

পল ডেভেরু তার ডেস্কেই ছিলেন, তখনো উইং চেয়ারটিতে বসা যা তার মাথা এবং ঘাড়কে সাপোর্ট দিয়ে রেখেছিল। তার মাথা ছিল পেছনের দিকে বাঁকানো, দৃষ্টিহীন চোখ খানিকটা বিস্ময় নিয়ে ছাদের সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে ছিল। মেডিক্যাল এক্সামিনার পরে এসে পরীক্ষা করে জানালেন একটা গুলি চলে গিয়েছে বুক ফুটো করে আরেকটি গুলি ঢোকেছে কপালের মধ্য দিয়ে। একেবারে পেশাদার খুনিদের মত কাজ।

আলেক্সান্দ্রিয়া কিংবা ভার্জিনিয়ার কেউই বুঝতে পারল না ব্যাপারটা কে বা কারা করেছে, কেন করেছে। যখন সন্ধ্যায় তার নিউজার্সির নিজের বাড়িতে বসে টিভি নিউজে খবরটা শুনতে পেলেন, ক্যাল ডেক্সটার বুঝতে পারলেন সেটা কেন ঘটেছে। এটা কোনো ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়–ডনের সাথে কেউ এমন বেঈমানী করতে পারে না।

. . .

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG